ধর্ম্ম হাটের তামাশা

নিশান্তকের পরিচয়।

আমি বসন্তকের যমজ ভ্রাতা ; আমার কার্য্য তিমির পরিহার করা; মহাত্মা বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ব-পুরুষ পরাশর কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেন ; সেই কুজ্ঝটিকা সম্প্রতি স্বীয় বাহ্যভাব ত্যাগ করিয়া লোকের অন্তরে প্রবেশ করিতেছে ; কিপ্রকারে ঐ কুজ্ঝটিকা ও তাহার পিশ্‌ভূতা ভা: তিমিরকে দূরীকরণ করিতে পারি, নাম অনুসারে আমি সেই চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হইব। মনের আশঙ্কা এই, যে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ অপেক্ষাও আমাদের এ যুদ্ধ প্রবল হইবেক, কিন্তু সেই সকল যুদ্ধ হস্ত দ্বারা হইয়াছিল, আমাদের যুদ্ধ মানসিক শস্ত্র দ্বারা হইবেক যেমন মহাত্মা বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ব-পুরুষ পরাশর, তেমনি মদন ঘুঘুও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ; তাঁহার নাম ও চরিত্রের গুণে আমরা দুই ভ্রাতাতে প্রেমার্দ্দ হইয়া এই মহাযুদ্ধে শান্তভাবে প্রবৃত্ত হইলাম !!

জষ্টিশদের সভা।

সভাপতি বরাহ অবতার! জষ্টিশগণ মিত্র, বরুণ ও বায়ু। মিত্র বলিলেন, আমরা সকলেই বাজার কত্তে এসেচি ; আমরাই প্রকৃত হেটো ; অতএব স্বভাবতঃ পশার আনিয়া বিক্রী করিলেই ভাল হয় না ? বরুণ বলিলেন, বিপরীত ব্যবহার হইলে আমি সকলই প্লাবিত করিব। বায়ু বলিলেন, আমি এই বিনাশে অনুকূল বায়ু ব্যজন করিব। তখন, বরাহ অবতার অতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, তোমরা সমস্ত জলমগ্ন ও বিনষ্ট করিলেও আমি একাই কেবল দন্ত দ্বারা পুনরায় সজীব করিব !!

শ্রাদ্ধের ঘটা ভারী !!

পল্লীগ্রামে শিবে ও শম্ভো নামে খ্যাত দুই ভ্রাতা ছিল ; তাহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান। শিবু ও শম্ভুর পিতা শাদা অধ্যাপক ছিলেন না ; তন্ত্র-শাস্ত্র সাগরের বিলক্ষণ পারগামী ছিলেন ; কলিকাতা ও পল্লীগ্রাম উভয় স্থানে তাঁহার ধনে বড় বড় বড় শাক্ত শিষ্য ও শাক্ত যজমান। তাঁহার ৺ দেবীপুর প্রাপ্তি হইল। কর্ত্তার ৺ দেবীধাম লাভ হইয়াছে শুনিয়া শিষ্য ও যজমানেরা বিস্তর দুঃখিত ; তথাপি কি করেন, শাস্ত্র-মত চলিতে হইবে ; গুরু-পুত্রদ্বয়কে অর্থ সাহায্য করিতে বিরত হইলেন না ; কিছু কিছু মুদ্রা দিলেন। শিবু ও শম্ভু কোমর বান্ধিয়া পিতৃ শ্রাদ্ধের ঘটা করিল ; শ্রাদ্ধের দিন ভারী সমারোহ ! মাট ঘেরা [illegible] টগড়া ; [illegible]

PAGE(S) MISSING

বক-সমাজের ন্যায় ধোবো ধোবো সামীয়ানা ধপ্ ধপ্ কচ্চে ; প্রাতে স্তূপাকার দান-রাশি উৎসর্গ হোয়ে গেছে ; কীর্ত্তনীরা বাবু-কছম কুটুম্বদের বাসায় বাসায়—আশায় আশায় ফির্চ্চে; মধ্যাহ্ন ব্রাহ্মণ ভোজনের কাল উপস্থিত ; অনেক-গুলি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ একত্র আহারে বসেচেন ; নিমন্ত্রিত ন্যায়বাগীশ, তর্কবাগীশ প্রভৃতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা শিধা বাসায় সঞ্চয়, লাল বনাত পরিত্যাগ ও ভৃত্য সঙ্গে কোরে ছদ্মবেশে পুংক্তি-প্রবেশ করেচেন;পরিবেশকেরা ব্রাহ্মণদের পাতে পাতে ও হাতে হাতে লুচী, চিনী, সন্দেশ, মেটাই প্রভৃতি রাশি রাশি মিষ্টান্ন বর্ষণ কচ্চে, কেবল "দীয়তাং ভোজ্যতাং" শব্দ ! কাটগড়ার বাহিরে বর্ষাকালীন নদী গর্জনের ন্যায় কাঙ্গালীর কোলাহল ! ভিতরে চারিদিক্ ভ্রমণ করিয়া সাহায্যকারী শিষ্যেরা এবং ভদ্র লোকেরা তত্ত্বাবধান কচ্চেন। সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণেরা পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, শিবু ও শম্ভু ! তোমরা উত্তম পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে; তত্ত্বাবধায়কেরা তাহারি প্রতি শব্দ করিলেন। তখন, সেই বিখ্যাত শিবে ও শম্ভো দুই ভাই, আক্ষেপ করিয়া গলদশ্রু লোচনে কহিল "আর মাথা মুণ্ডু কোল্লুম, মোশাই ! আজ্ যদি বাবা কর্ত্তৃত্ব কোত্তেন ! ! "

মূর্খের উৎপন্না মতি ! !

কোন কৃপণ সধন ব্রাহ্মার পূর্ণ-যৌবন একটী মূর্খ পুত্র ; পুত্রটীর কাণ্ড জ্ঞান আকাশ-ফুলের ন্যায়! বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাহাকে যম-দূতের মত ত্রাস করে ! ভয়ে ভয়ে আহারীয় অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সাজাইয়দিয়াছে ; যম-দূত, খড়ম পায়ে খট্ খাঁ করিয়া আসিয়া পীঁড়ায় বসিল ; গঁড়াখানি নৃত্য করিয়া উঠিল; প্রতিধ্বনিপাচকীর বুকে বাজিল ; প্রাণ ছ্যাঁক্ বরিয়া উঠিল ! সোণার ছেলে, বসিয়া সর্ব্বাগ্রে ডেলের বাটীতে ডান হাতে কব্জী পর্য্যন্ত ডুবাইয়া একটু চাখিয়া ভারী রাগিয়া উঠিল ; দন্ত কিড়ি মিড়ি অতি কর্কশ কথায় বলিল "ছাই য়েচে, এ যে সাত গৈলের গোরু এর গৈলে পূরেচে, দেখ্চি ! !"

বসন্তকের টেমস্টনলের সংবাদ-দাতার প্রেরিত।

ইণ্ডিয়ান ফাইনেন্স্ কমিটী।

সাহেব। তোমরা তিন জনই কি বাঙ্গলা হইতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছ ?

৩ জন সাক্ষী। আজ্ঞে! হাঁ ; আমাদিগকে গবর্ণমেণ্ট্ পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সা। তোমরা সারিবন্দী দিয়া দাঁড়াও।

৩ জন সাক্ষী। যে আজ্ঞে হুজুর !

সা। (প্রথম সাক্ষীর প্রতি লক্ষ করিয়া) তুমি কি বিষয় সাক্ষ্য দিবে ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে ! আমি আজ ২৫ বৎসর কর্ম্ম করিতেছি। ইহা ছাড়া আমি বিদ্যোৎসাহী সভার সম্পাদক, ব্যবস্থা সভার সভ্য, কলিকাতার এক জন জষ্টীশ। আমার গবর্ণর জেনারেলের লেবীতে নিমন্ত্রণ হয়। লেফ্টেনাণ্ট্ গবর্ণর আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। আমি খান কতক পুস্তকও ছাপাইয়াছি।

সা। তুমি দেখ্ছি মস্ত লোক। তবে তোমার অনেক বিষয় জানিবার সম্ভাবনা।

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে ! হাঁ ; আমি বিস্তর বিষয় অবগত আছি।

সা। বাঙ্গলার লোকের অবস্থা কেমন ? বল দেখি।

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে ! হুজুরেরা সুখে থাকিলেই আমরা সুখী। শাস্ত্রে বলে, রাজার সুখে অরণ্যে বাস।

সা। তবে, দেশের লোকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারি সন্তুষ্ট আছে।

১ম, সাক্ষী। গবর্ণমেণ্ট প্রজার মা বাপ, যদি সুখী না থাকে, তবে গবর্ণমেণ্টের দোষ কি ? তাদেরই দোষ।

সা। তবে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজার বিরক্তি ভাব নাই ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, গবর্ণমেণ্ট যখন মা বাপ, তখন বিরক্তি ভাবের সম্ভাবনা কি ?

সা। তবে, প্রজারা সুখী আছে ?

১ম, সাক্ষী। যে আজ্ঞে হুজুর !

সা। তোমার মত কি ? তাহা আমি শুনিতে চাহি। আমার মতের সঙ্গে আস্ছে যাচ্ছে কি ?।

১ম, সাক্ষী। হুজুরের মত এক, আমার মত আর এক্ হইবে ? আমি সেরূপ বেয়াদব না।

সা। বেয়াদবী কি ? তুমি সচ্ছন্দে বল, তোমার মত কি ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, আমার প্রতি হুজুরদিগের এই রূপ অনুগ্রহই বটে !

সা। এখন বল।

১ম, সাক্ষী। আমি বলি যে, প্রজারা যদি সন্তুষ্ট না থাকে, তবে তাহাদেরই দোষ, গবর্ণমেণ্টের দোষ কি ?

সা। তবে প্রজারা কি গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট আছে ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, গবর্ণমেণ্ট্ প্রজার মা বাপ।

সা। স্বগত (কি আপদ্ !) তুমি বল দেখি প্রজারা কি কি ট্যাক্স দেয় ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, এক ইন্কম্

ধর্ম্ম হাটের তামাশা

নিগান্তকের পরিচয়।

আমি বসন্তকের যমজ ভ্রাতা ; আমার কার্য তিমির পরিহার করা; মহাত্মা বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ব-পুরুষ পরাশর কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেন ; সেই কুজ্ঝটিকা সম্প্রতি স্বীয় বাহ্যভাব ত্যাগ করিয়া লোকের অন্তরে প্রবেশ করিতেছে ; কিপ্রকারে ঐ কুজ্ঝটিকা ও তাহার পিশ্তুতা ভাই তিমিরকে দূরীকরণ করিতে পারি, নাম অনুসারে আমি সেই চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হইব। মনের আশঙ্কা এই, যে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ অপেক্ষাও আমাদের এ যুদ্ধ প্রবল হইবেক, কিন্তু সেই সকল যুদ্ধ হস্ত দ্বারা হইয়াছিল, অমাদের যুদ্ধ মানসিক শস্ত্র দ্বারা হইবেক যেমন মহাত্মা বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ব-পুরুষ পরাশর, তেমনি মদন ঘুঘুও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ; তাঁহার নাম ও চরিত্রের গুণে আমরা দুই ভ্রাতাতে প্রেমার্দ্দ হইয়া এই মহাযুদ্ধে শান্তভাবে প্রবৃত্ত হইলাম !!

জষ্টিশ্‌দের সভা।

সভাপতি বরাহ অবতার! জষ্টিশগণ মিত্র, বরুণ ও বায়ু। মিত্র বলিলেন, আমরা সকলেই বাজার কত্তে এসেচি ; আমরাই প্রকৃত হেটো ; অতএব স্বভাবতঃ পশার আনিয়া বিক্রী করিলেই ভাল হয় না? বরুণ বলিলেন, বিপরীত ব্যবহার হইলে আমি সকলই প্লাবিত করিব। বায়ু বলিলেন, আমি এই বিনাশে অনুকূল বায়ু ব্যজন করিব। তখন, বরাহ অবতার অতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, তোমরা সমস্ত জলমগ্ন ও বিনষ্ট করিলেও আমি একাই কেবল দন্ত দ্বারা পুনরায় সজীব করিব!!

শ্রাদ্ধের ঘটা ভারী!!

পল্লীগ্রামে শিবে ও শম্ভো নামে খ্যাত দুই ভ্রাতা ছিল ; তাহারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তান। শিবু ও শম্ভুর পিতা শাদা অধ্যাপক ছিলেন না ; তন্ত্র-শাস্ত্র সাগরের বিলক্ষণ পারগামী ছিলেন ; কলিকাতা ও পল্লীগ্রাম উভয় স্থানে তাঁহার ধনে বড় বড় বড় শাক্ত শিষ্য ও শাক্ত যজমান। তাঁহার ৺ দেবীপুর প্রাপ্তি হইল। কর্ত্তার ৺ দেবীধাম লাভ হইয়াছে শুনিয়া শিষ্য ও যজমানেরা বিস্তর দুঃখিত ; তথাপি কি করেন, শাস্ত্র-মত চলিতে হইবে ; গুরু-পুত্রদ্বয়কে অর্থ সাহায্য করিতে বিরত হইলেন না ; কিছু কিছু মুদ্রা দিলেন। শিবু ও শম্ভু কোমর বান্ধিয়া পিতৃ শ্রাদ্ধের ঘটা করিল ; শ্রাদ্ধের দিন ভারী সমারোহ! মাট ঘেরা [illegible] টগড়া ; [illegible]

বক-সমাজের ন্যায় ধোবো ধোবো সামীয়ানা ধপ্ ধপ্ কচ্চে ; প্রাতে স্তূপাকার দান-রাশি উৎসর্গ হোয়ে গেছে ; কীর্ত্তনীরা বাবু-কছম কুটুম্বদের বাসায় বাসায়—আশায় আশায় ফির্চ্চে; মধ্যাহ্ন ব্রাহ্মণ ভোজনের কাল উপস্থিত ; অনেক-গুলি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ একত্র আহারে বসেচেন ; নিমন্ত্রিত ন্যায়বাগীশ, তর্কবাগীশ প্রভৃতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা শিধা বাসায় সঞ্চয়, লাল বনাত পরিত্যাগ ও ভৃত্য সঙ্গে কোরে ছদ্মবেশে পুংক্তি-প্রবেশ করেচেন;পরিবেশকেরা ব্রাহ্মণদের পাতে পাতে ও হাতে হাতে লুচী, চিনী, সন্দেশ, মেটাই প্রভৃতি রাশি রাশি মিষ্টান্ন বর্ষণ কচ্চে, কেবল "দীয়তাং ভোজ্যতাং" শব্দ ! কাটগড়ার বাহিরে বর্ষাকালীন নদী গর্জনের ন্যায় কাঙ্গালীর কোলাহল ! ভিতরে চারিদিক্ ভ্রমণ করিয়া সাহায্যকারী শিষ্যেরা এবং ভদ্র লোকেরা তত্ত্বাবধান কচ্চেন। সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণেরা পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, শিবু ও শম্ভু ! তোমরা উত্তম পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে; তত্ত্বাবধায়কেরা তাহারি প্রতি শব্দ করিলেন। তখন, সেই বিখ্যাত শিবে ও শম্ভো দুই ভাই, আক্ষেপ করিয়া গলদশ্রু লোচনে কহিল "আর মাথা মুণ্ডু কোল্লুম, মোশাই ! আজ্ যদি বাবা কর্ত্তৃত্ব কোত্তেন ! ! "

মূর্খের উৎপন্না মতি ! !

কোন কৃপণ সধন ব্রাহ্মণের পূর্ণ-যৌবন একটী মূর্খ পুত্র ; পুত্রটীর কাণ্ড জ্ঞান আকাশ-ফুলের ন্যায়! বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাহাকে যম-দূতের মত ত্রাস করে ! ভয়ে ভয়ে আহারীয় অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সাজাইয়াদিয়াছে ; যম-দূত, খড়ম পায়ে খট্ খট্ করিয়া আসিয়া পীঁড়ায় বসিল ; পঁড়াখানি নৃত্য করিয়া উঠিল; প্রতিধ্বনিপাচকীর বুকে বাজিল ; প্রাণ ছ্যাঁক্ করিয়া উঠিল ! সোণার ছেলে, বসিয়া সর্ব্বাগ্রে ডেলের বাটীতে ডান হাতে কব্জী পর্য্যন্ত ডুবাইয়া একটু চাখিয়া ভারী রাগিয়া উঠিল ; দন্ত কিড়ি মিড়ি অতি কর্কশ কথায় বলিল "ছাই য়েচে, এ যে সাত গৈলের গোরু এর গৈলে পূরেচে, দেখ্চি ! !"

বসন্তকের টেলস্টনলের সংবাদ-দাতার প্রেরিত।

ইণ্ডিয়ান ফাইনেন্স্ কমিটী।

সাহেব। তোমরা তিন জনই কি বাঙ্গলা হইতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছ ?

৩ জন সাক্ষী। আজ্ঞে! হাঁ ; আমাদিগকে গবর্ণমেণ্ট্ পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সা। তোমরা সারিবন্দী দিয়া দাঁড়াও।

৩ জন সাক্ষী। যে আজ্ঞে হুজুর !

সা। (প্রথম সাক্ষীর প্রতি লক্ষ করিয়া) তুমি কি বিষয় সাক্ষ্য দিবে ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে ! আমি আজ ২৫ বৎসর কর্ম্ম করিতেছি। ইহা ছাড়া আমি বিদ্যোৎসাহী সভার সম্পাদক, ব্যবস্থা সভার সভ্য, কলিকাতার এক জন জষ্টীশ। আমার গবর্ণর জেনারেলের লেবীতে নিমন্ত্রণ হয়। লেফ্টেনাণ্ট্ গবর্ণর আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। আমি খান কতক পুস্তকও ছাপাইয়াছি।

সা। তুমি দেখ্ছি মস্ত লোক। তবে তোমার অনেক বিষয় জানিবার সম্ভাবনা।

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে ! হাঁ ; আমি বিস্তর বিষয় অবগত আছি।

সা। বাঙ্গলার লোকের অবস্থা কেমন ? বল দেখি।

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে ! হুজুরেরা সুখে থাকিলেই আমরা সুখী। শাস্ত্রে বলে, রাজার সুখে অরণ্যে বাস।

সা। তবে, দেশের লোকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারি সন্তুষ্ট আছে।

১ম, সাক্ষী। গবর্ণমেণ্ট প্রজার মা বাপ, যদি সুখী না থাকে, তবে গবর্ণমেণ্টের দোষ কি ? তাদেরই দোষ।

সা। তবে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজার বিরক্তি ভাব নাই ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, গবর্ণমেণ্ট যখন মা বাপ, তখন বিরক্তি ভাবের সম্ভাবনা কি ?

সা। তবে, প্রজারা সুখী আছে ?

১ম, সাক্ষী। যে আজ্ঞে হুজুর !

সা। তোমার মত কি ? তাহা আমি শুনিতে চাহি। আমার মতের সঙ্গে আস্ছে যাচ্ছে কি ?।

১ম, সাক্ষী। হুজুরের মত এক, আমার মত আর এক হইবে ? আমি সেরূপ বেয়াদব না।

সা। বেয়াদবী কি ? তুমি সচ্ছন্দে বল, তোমার মত কি ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, আমার প্রতি হুজুরদিগের এই রূপ অনুগ্রহই বটে !

সা। এখন বল।

১ম, সাক্ষী। আমি বলি যে, প্রজারা যদি সন্তুষ্ট না থাকে, তবে তাহাদেরই দোষ, গবর্ণমেণ্টের দোষ কি ?

সা। তবে প্রজারা কি গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট আছে ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, গবর্ণমেণ্ট্ প্রজার মা বাপ।

সা। স্বগত (কি আপদ্ !) তুমি বল দেখি প্রজারা কি কি ট্যাক্স দেয় ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, এক ইন্‌কম্

ট্যাক্স ও লাইসেন্স ট্যাক্স দিত, তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

সা। তাহারা কি এক্ষণ অন্য কোন ট্যাক্স দেয় না?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে!—তাহা—আমি—

সা। তাহা তুমি কি?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে!

সা। তাহা তুমি কি জান না?

১ম, সাক্ষী। হুজুরের সাক্ষাতে আমি কিছুই জানি, এ কথা বলা আমার পক্ষে বেয়াদবী হয়।

সা। বিরক্তির সঙ্গে (যাক্ ও কথা যাক্) তুমি না ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, হাঁ।

সা। আচ্ছা, তোমরা ব্যবস্থাপক-সভায় যে আইন প্রস্তুত কর, তাহাতে কি লোকে সন্তুষ্ট থাকে?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, আইন কানুন গবর্ণমেণ্ট প্রজার মঙ্গলের নিমিত্তই প্রস্তুত করেন, তাহাতে তাহাদের সন্তুষ্ট থাকাই কর্ত্তব্য।

সা। তাহা বুঝেছি, তবে এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় আইন প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার প্রতি প্রজারা কি কখনই কোন আপত্তি করে নাই?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, প্রজারা অনেক সময় অনেক আপত্তি করিয়াছে। এমন কি? আমাদের মধ্যে অনেক সভ্যেরাও অনেক সময় তাহাদের পোষকতা করিয়াছেন; (করযোড়) কিন্তু হুজুর! এ গোলাম বরাবরি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ প্রাণপণে সমর্থন করিয়াছে।

সা। কিন্তু গবর্ণ্মেণ্ট্ তাহাতে কি করিয়াছেন?

ম, সাক্ষী। আমার প্রতি যথেষ্ট মেহেরবানী করিয়াছেন। আমার এই পদ,—এই শ্রী সবই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক।

সা। আমি তাহা শুনিতে চাই না। প্রজারা যে আপত্তি করে, গবর্ণমেণ্ট কি তাহার প্রতি কর্ণপাত করেন?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, গবর্ণমেণ্ট প্রজার মা বাপ!

সা। আবার তুমি ঐ ধুয়া ধরিয়া দিলে? গবর্ণমেণ্ট্ প্রজাদিগের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন; না, অগ্রাহ্য করেন?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে! হুজুর! আমি গোলাম, গবর্ণমেণ্ট্ কি করেন, কি না করেন, এ বিষয় বলা আমার বেয়াদবী।

সা। তুমি সচ্ছন্দে বল, সে তোমার বেয়াদবী হইবে না।

১ম, সাক্ষী। হাঁ, হুজুরদিগের এ গোলামের প্রতি এই রূপ অনুগ্রহই বটে!

সা। (বিরক্তির সঙ্গে) বিশেষ অনুগ্রহ আছে। তুমি এখন কথার উত্তর দাও।

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে করুন।

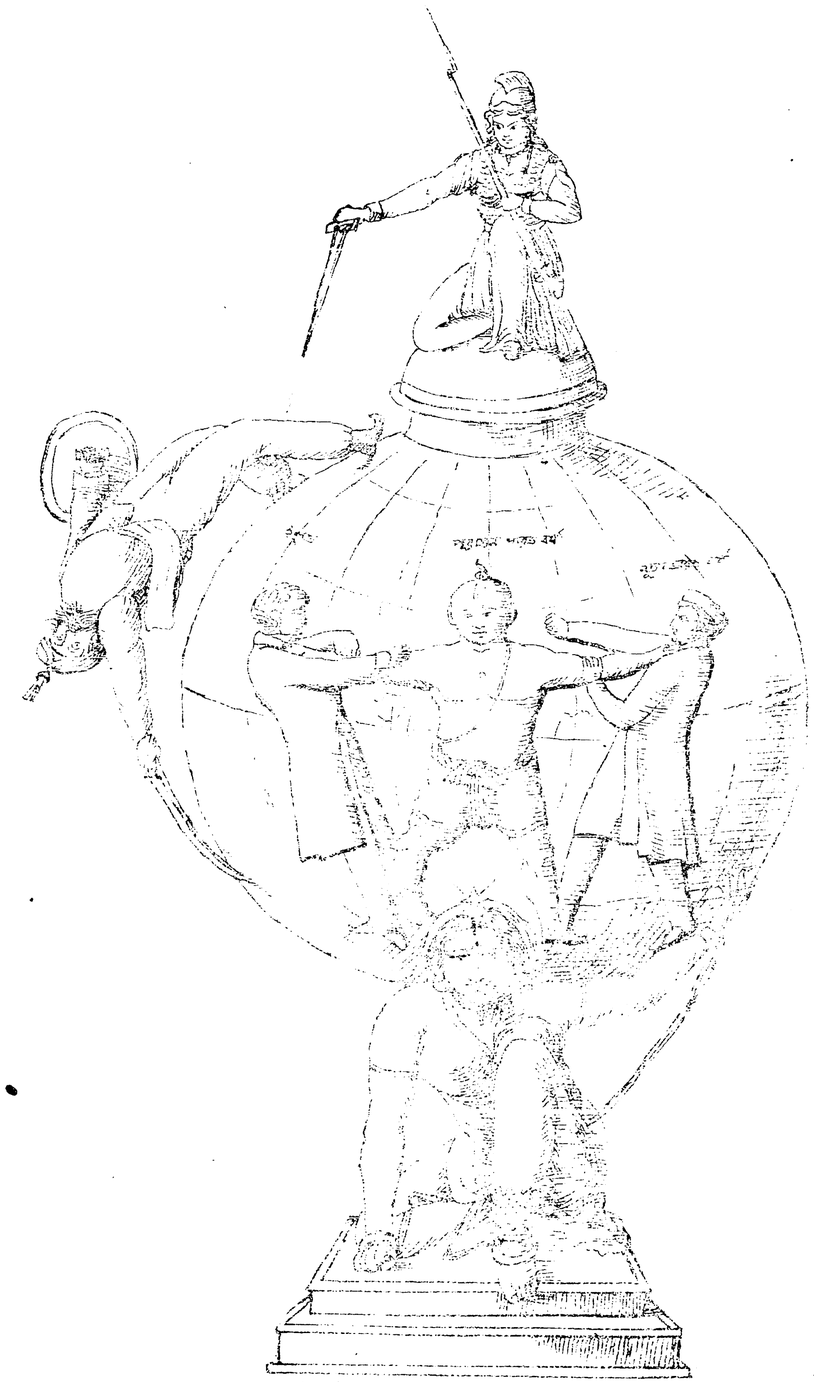

ভুবনের দর্শন-মন্দিরে স্থাপনার্থ বসন্তক-রচিত ভারতীর মূর্ত্তি

সা। প্রজাদিগের আপত্তি গর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করেন, কি অগ্রাহ্য করেন ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিলেও ক্ষতি নাই, অগ্রাহ্য করিলেও ক্ষতি নাই।

সা। তাহা আমি শুনিতে চাই না ; বল, হাঁ কি না।

১ম, সাক্ষী। গোলামকে যাহা বলিতে বলেন, তাহাই বলিব।

সা। (স্বগত, কি আপদ্ !) আচ্ছা, হিন্দুদিগের সঙ্গে তোমাদের সৌহৃদ্য আছে ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে, না।

সা। কেন ?

১ম, সাক্ষী। আমরা গবর্ণমেণ্টের অনুগত আশ্রিত বলিয়া।

সা। তবে, হিন্দুরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট নহে ?

১ম, সাক্ষী। (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ্ঞে ! আজ্ঞে ! গর্ণমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট নহে, কে, কে, আমরা, আমরা, হুজুর ! আমরা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অনুগত।

সা। তাহা ত আমি অবিশ্বাস করি না। তুমি যে বলিলে, হিন্দুরা আমাদের প্রতি তত সন্তুষ্ট নন্, সে কেন ?

১ম, সাক্ষী। (যোড় হাত করিয়া) আজ্ঞে ! এ গোলাম গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অনুগত।

সা। তাহা জানি, হিন্দুদের কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে ! হিন্দুরা বড় ভাল লোক।

সা। তাহারা ভাল লোক, উত্তম। তাহারা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট কেন ?

১ম, সাক্ষী। গবর্ণমেণ্টের প্রতি কেহ অসন্তুষ্ট নহে।

সা। এই যে বলিলে, তোমরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত বলিয়া হিন্দুরা তোমাদিগকে ঘৃণা করে।

১ম, সাক্ষী। হাঁ, হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য নাই।

সা। কেন নাই ?

১ম, সাক্ষী। আমরা গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত অনুগত, এই নিমিত্ত।

সা। তবে, হিন্দুরা গবর্ণমেণ্টকে যাহারা ভাল বাসে, তাহাদিগকে ভাল বাসে না।

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে ! আমি মুসলমান !

সা। তাহা জানি, তুমি যে বলিলে, তোমরা গবর্ণমেণ্টকে ভাল বাস বলিয়া হিন্দুরা তোমাদের প্রতি বিরক্ত, ইহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, হিন্দুরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত নহে ; সে কি সত্য ?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে ! গবর্ণমেণ্টের প্রতি কেহ অসন্তুষ্ট, এ কথা এ গোলা-

মের মুখ দিয়া কখনই বাহির হইবে না।

সা। আচ্ছা, আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও। সাহেবেরা যদি দেশ ছাড়িয়া আইসেন, তবে দেশের ভাল হয়, কি মন্দ হয়?

১ম, সাক্ষী। সে কি হুজুর? (ক্রন্দন)

সা। ও কি? তুমি ক্রন্দন করিতে লাগিলে কেন? তোমার বিবেচনায় তাহা হইলে ভাল কি মন্দ হইবে?

১ম, সাক্ষী। আজ্ঞে! হুজুরেরা যদি দেশ ছাড়িয়া আইসেন, এ গোলামও তাহা হইলে হুজুরদিগের সঙ্গে দেশ ছাড়িয়া আসিবে, আমার তাহা হইলে কি উপায় হইবে?

সা। আচ্ছা, তুমি রাজস্ব সম্বন্ধে আর কিছু জান?

২য়, সাক্ষী। হুজুর! ও আমার বিষয়, আমি উহাতে সাক্ষী দিব।

সা। আচ্ছা, তুমি বল দেখি বাঙ্গালায় কত রকম রাজস্ব আছে?

২য়, সাক্ষী। অনেক রকম আছে।

সা। কি, কি?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞে! মনে হচ্ছে না, একটু অপেক্ষা করুন।

সা। আচ্ছা, বল।

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞে! মনে হচ্ছে না। হলো বলে, এই একটু অপেক্ষা করুন?

সা। নয়, ওটা থাকুক, তুমি বল দেখি? ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা কত?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞে! মনে হলো বলে, একটু রসুন।

সা। না, আমি আর সময় দিতে পারি না, তুমি জন-সংখ্যা কত বল।

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞা! এই—মনে হয়েছে, প্রথম ইন্‌কম্ ট্যাক্স, দ্বিতীয় দ্বিতীয় এই—এই—

সা। উহা থাকুক, বল, ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা কত?

২য়, সাক্ষী। অনুগ্রহ করিয়া আর একটু সময় দিলে মনে হত। জন-সংখ্যা কোন্ দেশের? ভারতবর্ষের? ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা ২৩০০০০০০।

সা। কি?—ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা কত?

২য়, সাক্ষী। ২৩০০০০০০।

সা। সে কি? আমার বোধ হইতেছে, তোমার ভুল হইতেছে।

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞা! এই দেখুন, (পুস্তক বাহির করা) এই দেখুন, ষ্টিউয়ার্ট জিওগ্রাফি কি লিখিয়াছে।

সা। দেখি? এ যে ইংলণ্ডের জন-সংখ্যা? আমি চাই ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞা! দেখি? দেখি? ও আমার ভুল হয়েছে, আমি ভুলে ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা মুখস্থ করিতে

ইংলণ্ডের জনসংখ্যা মুখস্থ করিয়াছি; হুজুর! এবার এক্‌স্‌কিউজ্ করুন।

সা। আচ্ছা, তোমার মতে ডিসেণ্ট্রিলিজেশন অব ফাইনেন্স দ্বারা দেশের মঙ্গল, কি অমঙ্গল হইয়াছে?

২য়, সাক্ষী। ডিসেণ্ট্রি লিজেশন অব ফাইনেন্স! (স্বগত) সে আবার কি?

সা। বল, তোমার এ বিষয়ে মত কি?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞা! বল্‌ছি।

সা। কেন, তুমি কি বুঝ্‌তে পারিলে না?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞে! বুঝেছি তবে—

সা। তবে বল না?

২য়, সাক্ষী। স্যার! স্যার! আমি একটু প্লিজ্ লেট্‌মি গো আউট্ করে আসি।

সা। একটু বসো, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রিমিন্যাল বৃদ্ধি হইতেছে, না কমিতেছে?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞা! ওটা আমাদের তৃতীয় সাক্ষী ভাল বলিবেন, এবার জেল রিটার্ণে প্রকাশিত হইয়াছে যে, নেটিব কেন্‌বার্টের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রিমিন্যাল; অতএব উনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিতে পারিবেন।

৩য়, সাক্ষী। কি? তুমি আমাকে ইন্‌সল্ট কর, জান আমরা খৃষ্টান, আমরা পবিত্র ধর্ম্ম পালন করি।

সা। বিবাদে কাজ কি? আচ্ছা, দেখি তুমি কি জান?

৩য়, সাক্ষী। আজ্ঞা! আমি অনেক বিষয় বলিতে পারিব। আমি প্রথম ছিলাম ব্রাহ্মণ, তাহার পর হই ব্রাহ্ম, আবার এখন খ্রীষ্টান; সুতরাং আমি এ তিন জাতির খবর রাখি।

সা। তুমি বল দেখি? এবার যে দুর্ভিক্ষ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ আশঙ্কা করিতেছেন, ব্যাপারটা কি?

৩য়, সাক্ষী। আজ্ঞে! ও বিষয় ওল্‌ড্‌টেষ্ট্‌মেণ্টে যাহা যাহা লেখা আছে, তাহা আমি ইতি পূর্ব্বে সাপ্তাহিক সংবাদে লিখিয়াছি।

সা। সাপ্তাহিক সম্বাদ আবার কি?

৩য়, সাক্ষী। সে এক-খানি খৃষ্টানদের খবরের কাগজ। যদি সাহেব বলেন, তবে পাঠ করি। (পকেট হইতে কাগজ বাহির করিতে উদ্যত)

সা। আমি বাইবেলের কথা শুনিতে চাহি না, তুমি দেশের অবস্থা যাহা দেখিয়াছ, তাহাতে তোমার কি বিবেচনা হয়?

৩য়, সাক্ষী। সাহেব! আপনি খৃষ্টান; আপনি বাইবেলের কথা শুনিতে চান না? হে প্রভু তুমি এই অপবিত্র আত্মাকে পবিত্র কর। তোমার আলোক দ্বারা—

সা। হইয়াছে, চুপ কর। আমি বাই-

বেল অবিশ্বাস করি না। তবে বাইবেলে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের কথা কি থাকিবে।

৩য়, সাক্ষী। অবশ্য আছে। বাইবেলে যাহা নাই, এমন দ্রব্য পৃথিবীতে নাই। আপনি যদি চান, আমি আপনাকে প্রমাণ করাইয়া দিতে পারি।

সা। আচ্ছা, উত্তম হইয়াছে। তোমরা এক কাজ কর, তিন জনে সারি দিয়া দাঁড়াও, আমি এক এক জনকে জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দেও। তোমরা বল দেখি মাজিষ্ট্রেটদিগের ভার দেশীয় লোকের হাতে দিলে ভাল হয়, কি মন্দ হয় ?

প্রথম। হুজুর! আপনারা যাহা বিবেচনা করেন, তাহাই ভাল হয়।

দ্বিতীয়। আজ্ঞে! আজ্ঞে! ভাল হয়, ভাল হয়।

তৃতীয়। ও হোলো না, হোলো না, ভাল হয় না।

দ্বিতীয়। আজ্ঞে! আমি রাইট—আমি উপরে যাব।

সা। উপরে যাব কি ?

২য়, সাক্ষী। আজ্ঞে! আমার ভ্রম হইয়াছে। আমি ভাবিতে ছিলাম যে, আমি স্কুলের প্রশ্ন উত্তর করিতেছি।

সা। আচ্ছা, তোমাদের মত আর বাঙ্গলায় কত জন আছে ?

সাক্ষীগণ। আজ্ঞে! তাহা বোধ হয় অনেক আছে।

সা। না, এরূপ রত্ন বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট অনেক তল্লাস করিয়া পাইয়াছেন। তোমরা এখন বাড়ী যাও।

(সকলের প্রস্থান)

বসন্তক-বাসন্তিকা-রহস্য।

(বাসগৃহে বসন্তক শয্যোপরে শয়ন করিয়া)

বসন্তক—(উচ্চৈঃস্বরে) বলি ও হ্যাদে—বলি ও বাসন্তিকা, বলি কোথা গ্যালে ?

বাসন্তিকা—(প্রবেশ করিয়া) কেন ডাক্‌ছ নাথ ?

বসন্তক—(স্বগত) ঐ নাথেতেই লাথিয়ে রেখেচে ; (প্রকাশে) বলি না, এমন কিছু নয়, এই কোথা গেছ্‌লে, তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেম।

বাসন্তিকা—নাথ! তোমাকে ছেড়ে যাব কোথা, এইখেনেই ছিলেম—

বসন্তক—হ্যাঁত তা বটেইতো—তা বটেইতো—আমাকে ছেড়ে তুমি আর যাবে কোথা ; লোকে কথায় বলে "যেতা রাধা সেতা শাম" যেতা হাঁড়ী সেতা-সরা—তবে কি না দেখি নি বলেই ডাক্‌ছিলুম—তা এখন একটু বোশো না, দুট চারটে কথা বার্ত্তা কয়া যাক্,

বাসন্তিকা—নাথ! একটু অপেক্ষা করুন, আমার এখন অনেক কাজ বাকী আছে, অনুমতি করেন তো সেরে আসি।

৬০০,০০০ মিউনিসিপাল ভোজবাজি।

বাজিকর—"এই দেখ টাকা উড়ে গিয়ে একটি বাজার বার হয়েছে। আবার যেই আমি ডাকন দিব (টাকা তো উড়ে গেছেই তোমরা দেখেছ) আর অমনি বাজারটিও উড়ে যাবে।"

সভ্যগণ—টাকা আস্‌বে না ?

বাজিকর—টাকা আস্‌বে তো কি তামাসা ? ফের ৬০০,০০০ টাকা দেও ফের একটী বাজার আস্‌বে।

বসন্তক—কি আপদ্‌! এর কাজের জ্বালায় তো বাঁচা যায় না; দুট কতা কয়্‌বারও অবকাশ হয় না; যা হোক, বাধা দেওয়া হবে না; শেষে কেঁচ খুড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ বেরিয়ে পোড়্‌বে (প্রকাশে) প্রিয়ে! তবে কাজ গুলো সেরে একবার এস; অনেক কথা আছে।

বাসন্তিকা—নাথ! আমি এলেম বলে (প্রস্থান)

বসন্তক—আহা! বাসন্তিকাকে আমি বড় ভাল বাসি, দেখ্‌বা-মাত্রেই প্রাণটা ঠাণ্ডা হল—না দেখ্‌লে জগৎটা যেন অন্ধকার দেখি; ভগবানের ইচ্ছে শত্রুর মুখে ছাই দে বাসন্তিকা বেঁচে থাক্‌; আমি আর কিছু চাই নে—বাসন্তিকা আমার লক্ষ্মী সরস্বতী দুই—পাড়ার লোক গুলো হিংসেয় মরে; তাই কত রকম দোষ বার করে; আমি তো দেখ্‌তে পাই নে—গণ্ডমূর্খ বলেই তারা বাসন্তিকাকে গোদা বলে—আমার চেয়ে একটু মোটা পা হলেই যদি গোদা হয়; তা হোলে মহামহা-কবিরা কদলীবৃক্ষ, করিতুণ্ডাদির সহিত যুবতীগণের উরুর তুলনা করিতেন না; তা যা হোক, এতে এক রকম ভাল হোয়েছে, কারুর নজর পোড়্‌বে না—মানুষের নজরটা বড় দোষের, ভাল দ্রব্যে পড়্‌লেই একটা না একটা অনিষ্ট ঘটে;—আমার সহজেই স্ত্রীর উপর শনির দৃষ্টি, তাতে আবার লোকের দৃষ্টি পড়্‌লেই সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে! —এই যে প্রিয়ে আস্‌ছেন।

(বাসন্তিকার পুনঃ প্রবেশ)

এস, এস, প্রিয়ে! বসো।

বাসন্তিকা—(উপবেশন করিয়া) নাথ! একা কি ভাব্‌ছিলে ?

বসন্তক—এই তোমারি কথা।

বাসন্তিকা—আমার কথা কি বলইনা, শোনা যাক।

বসন্তক—তোমার উপর লোকের দৃষ্টি পোড়ে পাছে তোমার কোন অমঙ্গল হয়, তাই ভাবছিলেম।

বাসন্তিকা—হাঁ, নাথ! তোমার সে ভয় হোতে পারে; তুমি একমাসের মধ্যে তিনটী বিয়ে কোরেছ কি না। তা, নাথ! একমাসে তোমার তিনটী বিয়ে কেমন কোরে হোলো, তা বুঝ্‌তে পারি নি।

বসন্তক—তবে শোন, তুমি আমার তৃতীয় পক্ষের সংসার; সুতরাং তোমার জন্যে আমায় ভাব্‌তে হয়; আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই চিরহাসিনীকে বিয়ে করি, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন হাসিয়া অল্পকাল মধ্যেই সে যায়; পরে চিরহাসিনীর অল্প প্রাণ বলিয়া কটুভাষিণীকে বিবাহ করি, কিন্তু তাহার কটু বাক্যে আমার উপর সকলের কোপ হইল ও আমার প্রাণ রক্ষার্থ সে দেহ ত্যাগ করাতে আমি তোমায় বিয়ে কোরেছি;—তা তোমার গুণে আমি মোহিত আছি, তোমার মুখে হাসি লে-

গেই আছে; যদিও তুমি ক্রোধ হলে কটু বাক্য কও, কিন্তু তাতে লোকের মর্ম্ম ভেদ হয় না; আর তুমি রহস্যের স্রোতস্বিনী,—সুতরাং তোমার গুণে পাছে লোকের নজর পড়ে, সেই ভয় করি।

বাসন্তিকা—নাথ! তোমার সে ভয় নাই, তোমার চিরসঙ্গিনী হইব।

বসন্তক—হাঁ, তা হলেই ভাল; দুজনে কিছু দিন আমোদ আহ্লাদ করা যাক্।

বাসন্তিকা—তা, নাথ! আমোদাহ্লাদের আর বাকী কি কোরেছ;—হল্‌দে রঙ্গে ডুবেছ; মাতায় ইয়ার গোছের চাদর বেঁধেচ; বড় বড় বাবুদের কাছে রঙ্গ-রস কত্তে যাচ্চ; এতেও কি আর হয় নি।

বসন্তক—প্রিয়ে! ভাল কথাটা মনে করে দেছো! সহজেই আমাকে বিলাতী প্যঙ্কের অনুকরণ বলা যায়, তাতে আবার বিলাতী চাল চেলে অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীদের পাছে ক্ষেপিয়ে তুলি এই ভয়েই চেষ্টা কোরে দেখ্‌চি, যদি দেশীয় ভাবে ভারগ্রস্ত-বাঙ্গালীর মলিন মুখে মাসান্তেও একবার হাসি বার কোত্তে পারি। তা, প্রিয়ে! তুমি দুচারটা পরামর্শ দেও।

বাসন্তিকা—নাথ! আমি মেয়ে মানুষ, তোমাকে কি পরামর্শ দেব?

বসন্তক—বল কি "খোঁটার জোরে গাড়ল লড়ে" তুমি না বল্‌লে চল্‌বে কেন?

বাসন্তিকা—ও টা কি হলো?

বসন্তক—সেটা কি আর জান না, লোকে যে বলে "ভ্যাড়া করে রেখেছে" তাই ও কথাটা হলো, এখন কি কর্ত্তব্য, তা বল।

বাসন্তিকা—তবে বলি, শোন, তুমি যে রকম লড্‌ডের মত সেজে গুজে বেরুচ্চ তোমায় আমার কথা গুলো ভাল লাগ্‌চে ত।

বসন্তক—বল কি, প্রিয়ে! তুমি আমার সোণারকাটি, রূপারকাটি, যা বল্‌বে, তাই করিব।

বাসন্তি—(হাস্য করিয়া) নাথ! দেখ বিলাতে আডিসন, ইষ্টিল প্রভৃতি লেখকগণ দেশীয় রীত্যাদির দূষণীয় ভাগ সকলকে ব্যঙ্গ পূর্ব্বক বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন এবং পরে প্যঞ্চ হইয়া সেই সকল কার্য্য করিতেছে; তা তোমারও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য; হো হো কোরে ভণ্ডামী না কোরে দেশের রীতি নীতির নকল দেখায়ো, কোন বিশেষ ব্যক্তির অপরাধ দেখিলেই ঢাক কাঁধে করো না; লোকের গুপ্ত কথায় কর্ণপাত করো না, সেটা ভদ্রলোকের কার্য্য নয়, ও ভদ্রে তাহা ভাল বাসেন না। যে সকল বিষয়ে সাধারণের সম্বন্ধ আছে, তাহাই তোমার আলোচ্য; তবে যদি সাধারণ বিষয়ের আলোচনায় কোন বিশেষ লোকের কথা বলিতে হয়, তবে

বলিবে। বিশেষ লোকের নিন্দা বা কটু উক্তি করিয়ো না; তাহা হইলে সকলেই রুষ্ট হইবেন ও ঘৃণা করিবেন।

বসন্ত—তা না কল্লে হবে কেন? আজ কাল যে গালি গুফ্‌তার সময়, লোকে তাই চায়।

বাসন্তি—তোমার ভ্রম; লোকের রুচিদোষ দূর করা কি তোমার কার্য্য নহে।

বসন্ত—তবে মুখে চূণ কালী মেখে নাচ্‌বো!

বাসন্তি—তাহাই বা কেন?

বসন্ত—তবে লোকে হাস্‌বে কেন?

বাসন্তি—হাসাবার পথ আছে, মন্দ বিষয়কে এরূপ হাস্য রসের সহিত ব্যঞ্জনা করিবে, যেন লোকে হাঁসেন; কিন্তু দোষ দেখিতে পান; আর, কখনও সদ্বিষয়কেও এরূপ বর্ণনা করিবে যে তাহার বৈচিত্র দর্শনে লোকে হাস্য করেন।

বসন্ত—তবে তাই কোর্‌বো।

বাসন্তি—যা কোর্‌বে, তা জানি।

বসন্ত—না, না, ঠিক বল্‌চি, না হলে তোমার রাগ হলে, কে "দেহি পদপল্লব পাহাড়ং" করিবে!!

সমালোচনা।

আমরা মধ্যে মধ্যে সম্বাদপত্র ও পুস্তক সমালোচনা করিব। সম্বাদপত্র বিনিময়ে ও পুস্তক দান স্বরূপ না পাইলেও সমালোচনা করিব। আমরা কেবল প্রথম সংসার পাতিয়া বসিয়াছি। আমরা এখনও সমালোচনার নিমিত্ত পুস্তক প্রাপ্ত হই নাই। কয়েক জন সম্বাদপত্রের সম্পাদক আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া যে পত্রিকা কয়েক খানি পাঠাইয়াছেন। অদ্য আমরা তাহার সমালোচনা করিব।

অমৃত বাজার পত্রিকা—এ পত্রিকা খানি পূর্ব্বে যশোহর হইতে বাহির হইত, আজ কয়েক বৎসর বহুবাজারে আসিয়াছে। এখানির ইষ্টমন্ত্র পূর্ব্বে ছিল "অধীনতা কালকূট মরি হায়! হায়! করেছে কি আর্য্য সুতে চিনা নাহি যায়॥" তাহার পর ষ্টিফিন সাহেবের তাড়ায় উহা উঠিয়া যায়। কলিকাতা আসিয়া আমোদ আহ্লাদ উৎসাহে তাঁহারা ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়া যান, কিন্তু সম্প্রতি আবার ইষ্ট মন্ত্রের কথা মনে পড়িয়াছে, অমৃতবাজার পত্রিকার বর্ত্তমান ইষ্ট মন্ত্র এই——

"মূল্য—অগ্রিম বার্ষিক ৬৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৩৸০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ২৷৵০, ডাক মাশুল ৷৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য প্রতি পুংক্তি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ততোধিকবার ৵০ আনা।"

দেশে যেরূপ দুর্ভিক্ষ; অমৃতবাজারের তেমনি উত্তম ইষ্ট মন্ত্রটী হইয়াছে!!

সোমপ্রকাশ—এখানি পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদিত করিতেন। এখন এক জন উন্নতিশালী পৈতে ফেলা ব্রাহ্ম সম্পাদন করেন। তিনি সম্প্রতি "উকিল না জজ" এই একটী প্রস্তাব লিখিয়া ভারী গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সম্পাদকেরা জজ না উকিল? আমরা বলি, নূতনব্রতি! সম্পাদকেরা না জজ, না উকিল, তাঁহারা পাতী মোক্তার!

মিরার—এখানি পূর্ব্বে দেবেন্দ্র বাবুর ছিল, প্রকারান্তরে উন্নতিশীল 'ব্রাহ্মদিগের হাতে পড়ে, এখানির বিষয় আমরা পরে বলিব। সম্প্রতি তিনি একটী ভারী অন্যায় কথা লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক এক খানি প্যঞ্চ প্রকাশ করিবেন।" প্যঞ্চ—আমরা প্রকাশ করিব! অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ নাই। মিরার, ব্রাহ্ম; তাঁহাদের আপন পর জ্ঞান নাই, তাঁহারা অনায়াসে পরের দ্রব্য নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা হিন্দু, আমাদের দ্রব্য তিনি অপরকে দিলে আমরা ক্ষতি-গ্রস্ত হই।

সংবাদ।

খিদিরপুরের হেষ্টিং ব্রিজ সহসা কেন পড়িয়া গেল এই বিষয় লইয়া ভারী গোলমাল যাইতেছে। অনেকে এবিষয়ে অনেক রূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় এটী ভৌতিক কাণ্ড। আমাদের বোধ হয়, হ্যাষ্টিং সাহেবের বংশীয় কোন মহাত্মা হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনি গয়ায় গিয়া পিতৃ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন এবং হেষ্টিং সাহেব উদ্ধার হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত তিনি সম্ভবতঃ হেষ্টিং ব্রিজে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং উদ্ধার হইবার সময়ে পুলটী ভাঙ্গিয়া তাঁহার উদ্ধার বিষয়, যেরূপ প্রেতাত্মারা করিয়া থাকে, সকলকে অবগত করিয়া গেলেন!!

আমরা শুনি যে ডকিন সাহেব বঙ্কিম বাবুকে যে চপেটাঘাত করেন, তাহাতে সাহেবের হাতে যে বেদনা লাগে এবং তিনি মারিবার সময়ে অস্পৃশ্য বাঙ্গালিকে স্পর্শ করিয়া যে গ্লানি সহ্য করেন ও বঙ্কিম বাবু ডকিন সাহেবের নামে রাজ বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়া যে বেয়াদবী করেন, তন্নিমিত্ত তিনি সহস্র সহস্র ব্যক্তির সম্মুখে গললগ্নী-কৃতবাসাঃ হইয়া শূন্য পায়ে যোড় হস্তে ডকিন সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিন্তু বঙ্কিক বাবুর আত্মীয় স্বজনে বলেন, তাহা নয়, সাহেব প্রকাশ্যরূপে বঙ্কিম বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহার কোন্‌টী সত্য, তাহা আমরা জানি না।

কলিকাতা, গরাণহাটা ৩৩৬নং সুচারুযন্ত্রে মুদ্রিত।

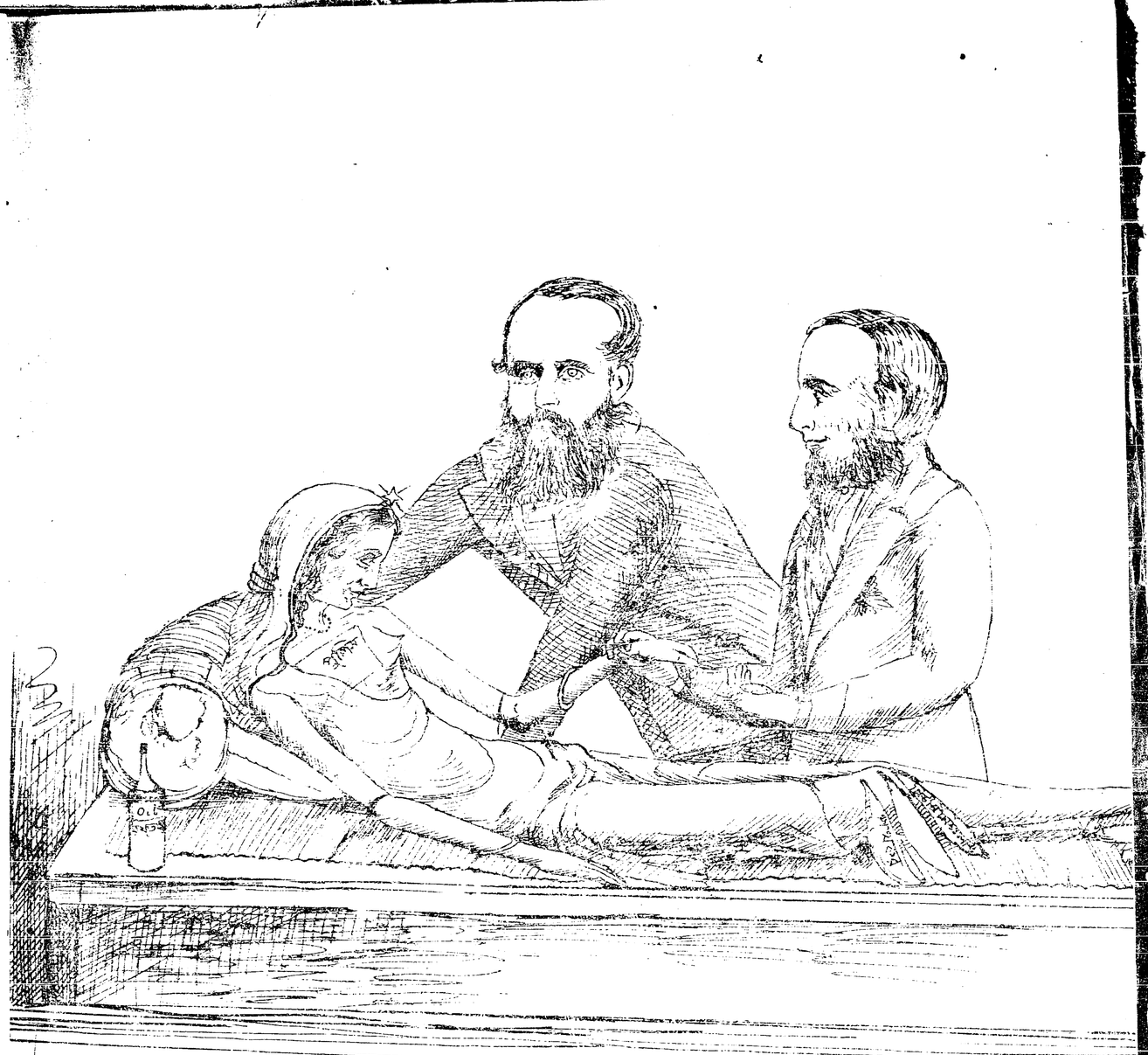

বঙ্গবতীর মহাপীড়ায় ডাক্তরদ্বয়ের পরামর্শ।

কন্‌সল্‌টিং ডাক্তর,—বুকের বেলস্তার রোগীকে চন্‌চোনে করেছে, জোলাপে পেট খালি রাখিবে, আর জোঁকে গাঁটের বদরস বার করিয়া লইবে, উত্তম চিকিৎসা হইতেছে।

ফেমিলি ডাক্তার—আমার ইচ্ছা যে কয়েক দিবস জন্যে জোঁক আর জোলাপ বন্ধ রাখা, রোগী বড় কাহিল হইয়া পড়িতেছে।

কন্‌স—না, তাহা করা হইতে পারে না, তাহা হইলে বড় বড় ডাক্তারদের মত বিরুদ্ধ কার্য্য হয়। তবে যদি রোগী নিতান্ত কাহিল হইয়া পড়ে ত দেখা যাবে।

ফেমিলি—তার এমত ভয় নাই, পাকা হাড় শীঘ্র যাবার নয়।

রোগী—ডাক্তার সাহেব! আমি খেতে পাইনে, ছেলেদের ভাত জোড়ে না ত আমাকে খাওয়াবে কি।

ফেম—ভয় নাই, [illegible] চাল খাও ছেলেদের হাওয়া খেতে পাঠাব।

শুনে রোগী খাবি খেলেন। ফেমলি ডাক্তার পালাবার জোগাড় &&

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵০ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

সভ্যগণ, জয়স্তু! আজ আর আপনাদের বিজাতীয় ভাষায় অভিবাদন না কোরে পুরাণ ধরণই রাখ্‌লেম। প্রথমটা আপনাদের রকম সকম দেখে বোধ হয়েছিল যে গঙ্গাস্নানের চেয়ে জড়ডান জলে স্নান কোরে এলে ভাল হোতো; আর মনে ভয় হয়েছিল, পাছে ওল্‌ড ইষ্টুপিডিটী-বোলে গোটুহেল কোরে দেন। কিন্তু আমার সেকেলে ধরণ দেখে যখন অসন্তুষ্ট হন নাই, তখন বোঝা গেছে যে যদিও জড়ডান জলে তোমাদের ভক্তি আছে, তথাপি গঙ্গাজল দেখ্‌লে হাইড্রোফোবিয়া রোগীর মত জ্বলো না। বোধ হয়, মুসলমানী কুত্তার মতন বিলাতী ডগের বিষ নাই। যা হোক, ভাল হইয়াছে, আমাকে আর শেষদশায় পিঠে কুলা বাঁধ্‌তে হবে না, তবে দুই এক জন যাঁরা নামকাটা ন্যাঙ্গটা গোরা হয়েছেন, তাঁদের কাছে থেকে মাঝে মাঝে হুইপের ভয়টা রইলো, তা কি কত্তে পারি, জগতের রীতি এই রকম, কখন দুখ্ কখন সুখ্! কিন্তু সকলে তা বোঝে না, সুখের বেলা মজা করে বেড়ায়, আর দুঃখের বেলা বাবারে মারে ডাক্‌ছেড়ে দেশ গাবায়ে ফেলে। আমরা সে দলের লোক নই বোলেই পূর্ব্বের কথাটা বলেছি। পণ্ডিতেরা লিখিয়াছেন "সুখ-দুঃখ-ভেদ জ্ঞানাভাবকেই মুক্তি বলে" তা আমার এত দিন এত দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও যদি না হবে তো হবে কার? আর বিশেষ বেল্লীকতন্ত্রসংহিতায় এ বিষয়ের উৎকৃষ্টতর মীমাংসা থাকাতে আমার সুবিধা ঘটেছে, কেন না চতুর্ব্বেদে যেরূপ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির সম্পূর্ণ অধিকার নাই, সেইরূপ সাক্ষাৎ শঙ্কর-

প্রোক্ত এ তন্ত্রখানিতে শর্ম্মার ভিন্ন অপরের অধিকার নাই। সভ্যগণ বল্‌তে পারেন যে অন্যান্য ব্রাহ্মণেও তো বেল্লীকতন্ত্র পাঠ কত্তে পারেন। কিন্তু আপনাদের ঐ বাক্যের উত্তর আমি দিতেছি, সাবধানে শ্রবণ করুন। যদিও আজ কাল ব্রাহ্মণ-কুলজ অনেক মহাত্মা এই তন্ত্র ব্যবসায়ী হয়েছেন, তথাপি আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে ইহার টিপ্‌পনী, পাতড়াদি নিয়েই তাঁদের নাড়াচাড়া, মূল সংহিতার সহিত কাহারও দেখা সাক্ষাৎ নাই। এ তন্ত্রখানি আমি যে কত কষ্টে ও যত্নে পেয়েছি, তা সভ্যগণ জান্‌লে আর অমন কথা বোল্‌বেন না। এই জন্য আমি বেল্লীকতন্ত্র সংহিতা খানির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে বাধ্য হইয়াছি, এ তন্ত্রখানি শিব ক্রমে-ক্রমে নিজ প্রিয় শিষ্য নন্দীকে বলেন, কিন্তু সমস্ত এক দিনে বা ক্রমান্বয়ে বলেন নি—নন্দী যে যে দিন সিদ্ধি খুব তর্ কোরে ঘুঁট্‌তো, সেই সেই দিন এক একটু বল্‌তেন। নন্দী নাকি ইয়ার লোক ছিলেন, সুতরাং এরূপ শাস্ত্রটা যাতে লেখা হয় ও লোপ না হয়, তারি চেষ্টায় রইলেন, কিন্তু শিবের সেবা কত্তেই তাঁর দিন যায়, খাবার শোবারই অবসর পান না, তা লিখিবেন কি? পরে ভেবে ভেবে স্থির কল্লেন যে শিব যখন তয়ের হয়ে কুচনী পাড়ায় যাত্রা কোর্‌বেন, তখন পথে যেতে যেতে নন্দী লিখিবেন। তাতেও আবার ব্যাঘাত ঘট্‌লো, তাঁর প্রপিতামহের নিষেধ ছিল, যেন কখন শাদার উপর কালীর আঁচড় কাটেন না। নন্দী করেন কি, শেষে বুড়ো ষাঁড়ের গোবর দে ভেঁড়েলের চামড়ায় কেঁড়েলের হাড় দে সংহিতা লিখিতে আরম্ভ কর্‌লেন। যখন গ্রন্থখানির লেখা সাঙ্গ হলো, তখন পাছে কেউ দেখ্‌তে পায় এই ভয়ে নন্দী উহাকে সিদ্ধি চাপা দে ঝুলীর ভিতর রাখেন ও দক্ষ যজ্ঞ নাশের সময় বীরভদ্রের পায়ের ধাক্কায় ঝুলী ছিঁড়ে উহা পড়িয়া যায়। নারদ ঋষি পার্ব্বতীর বিবাহ সম্বন্ধ করিতে গিয়া উহা হিমালয়ের ওষধিপ্রস্থে কুড়িয়ে পান ও উহার মতে শিবের বরসজ্জাদির ব্যবস্থা করেন। নারদের নিকট হইতে উহা মৎসগন্ধাহারক পরাশর কিছু দিনের জন্য পান, কিন্তু অম্বালিকার বঠ্‌ঠাকুর ব্যাসদেব ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাঁর গালে চড় মেরে কেড়ে লন ও অষ্টাদশ পুরাণ লিখে জগতে এত প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরে বীণাপাণি বরপুত্র কালিদাসের প্রতি প্রসন্না হয়ে ব্যাসদেবের কাছ থেকে চুরি কোরে এনে তাঁকে দেন ও তিনি তাহারই বলে শৃঙ্গারতিলক প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে জগতে কবিকুলাগ্রগণ্য হন। কালিদাসের পরলোক-

গমনে তন্ত্রখানির কিছু দিন কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই, পরে শ্রীকৃষ্ণ "দেহি পদপল্লবমুদারং" লেখ্‌বার সময় কেন্দুলি বিল্লগ্রামবাসী জয়দেবের পত্নী পদ্মাবতীর কাছে রেখে যান, জয়দেব উহা পাইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একাদশ বৃহস্পতিত্ব লাভ করেন। তন্ত্রখানির প্রাচীন ইতিবৃত্ত এই পর্য্যন্ত জানা আছে, মাধ্যকালিক ইতিবৃত্ত ভাগ যাবনিক আক্রমণ-রূপ প্লাবনে জল-মগ্ন হইয়াছে, সুতরাং পুনর্ব্বার বরাহ অবতার না হলে তাহার উত্তোলন সম্ভাবনা নাই। কেবল শেষ ভাগ যাহা জানি, তাহাই বলি।

কলিকাতা যখন রসের ও রহস্যের তরঙ্গে ডুবু ডুবু হয়েছিল, তখন রসরাজ, দুর্জ্জন দমন মহানবমী প্রভৃতির সম্পাদকগণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে তারকেশ্বর গিয়ে সাত রাত সাত দিন হত্যা দেন ও তথাকার মহান্ত তাঁহাদিগকে এই তন্ত্রখানি যৌতে দান করেন এবং সম্পাদকগণ উহাকে পঞ্চ পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর ন্যায় এক এক দিনের পালা করিয়া অধিকার কত্তে থাকেন। শুনিছি, ঐ সময়ে সাত হাতে ফির্‌তে ফির্‌তে কেমন কোরে মৃত ডাক্তার জন হেবরলিন সাহেবের হাতে ইহার সূচীপত্র-গুলি গে পড়ে এবং তাহারই নজীরে তিনি কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থখানিতে "রতিমঞ্জরী" প্রকাশ করেন। পরে তাঁহাদিগের পরলোক গমনে উহা ৺ ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অষ্টম পক্ষের শ্বশুর পান ও তিনি বিদ্যারত্নকে যৌতুক দেন, বিদ্যারত্ন পুতিখানি পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হোয়ে বগলে কোরে শোভাবাজারের রাজবাটীর নিকট দে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথে ৺ বৈষ্ণবচরণ বাবাজী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রসাদে জান্‌তে পেরে পুতিখানি কেড়ে লন ও তাঁর পরলোক গমনে ভগী বৈষ্ণবীর ছেলের কাছে থেকে আমি পেয়েছি, কিন্তু ঐ ছেলেটা গেঁজেল ছিলো, দুই একটা পটল বাঁধা দিয়ে গাঁজা খেয়েছিল, সেগুলির জন্য আমি বড় চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোনমতে সন্ধান পাচ্চি নে, যদি কেহ সে-গুলি আমাকে এনে দিতে পারেন, আমি এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব। কেহ কেহ বলেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বেতাল পঞ্চবিংশতি লিখ্‌বার সময় এ তন্ত্রখানি পেয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তা না, কেন না তা হলে বেতাল পঁচিশ ইস্কল থেকে উঠে যাবার সময় তন্ত্রখানিকে নজীর বলে বার কত্তেন। এ তন্ত্রের এত হাঙ্গাম, তাতে আবার সহজে পড়া যায়, ষাঁড়ের গোবর গোলার লেখা, কেঁচোর রসের মত আঁধারে জ্বলে, আলোতে দেখা যায় না। তবে দুই এক জন যাঁদের অতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে—

তাঁরাই আলোতেও পড়্‌তে পারেন। আমি সেই দলের এক জন বলেই আলো আঁধার ছুয়েই পড়্‌তে পারি।

ছেলের হাতে মোয়া।

শীত ঋতুর প্রারম্ভে কয়েকটি বঙ্গদেশ-নিবাসী ভদ্রলোক, মোসাহেব ও লোক জন সমভিব্যাহারী হইয়া নূতন কাটা-খাল দিয়া গমন করিতেছেন; বোটেতে বাবুরা ও মোসাহেব এবং পশ্চাতের নৌকায় লোক জন ও খাদ্য দ্রব্য, তন্মধ্যে লুচি পুরি গুলি হাঁড়িতে ও আর সকল কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছাপ মারা বাক্সোয়। মাজিরা বক্র ভাবে গুণ টানিয়া গান করিতে করিতে যেরূপ চলিতেছিল, বাবুরা ও মোসাহেবেরাও তদনুযায়ী বোটোপরি ধূমপান ও চেত্তা খাইতে২ চলিতেছিলেন, কিন্তু অস্তাচল সূর্য্যদেবের আহ্বান জন্য সুসজ্জিত হইতেছে দেখিয়া সকলেই বোট লাগাইতে কহিলেন। পরে একে একে প্রায় সকলেই অত্যন্ত সাবধানে ও মাজিদিগের সহায়তায় তীরে অবতীর্ণ হইয়া সম্মুখস্থিত অত্র বাগানে অবস্থিতি করিলেন। ঠাট্টা বিদ্রূপ আদি নানা প্রকার রগড়ের গররা উঠিতে লাগিল, গাঁয়ের মেয়ে ছেলেরা, বিলাতী গোরা কিম্বা দস্যুর দল ভাবিয়া দূরে উকি ঝুকি আরম্ভ করিল, দুই এক জন মোসাহেব গাত্রোত্থান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে এক জন দেখিলেন যে পার্শ্বের একটি খর্জ্জুর গাছে একটি কলসী বাঁধা রহিয়াছে, দেখিবা মাত্র প্রফুল্লিত-চিত্তে তথায় গমন করিয়া অনেক কষ্টে ও যত্নে কলসীটি পাড়িয়া লইয়া "ও কে নিবি রে এ আমার টাট্‌কা খেজুর রস" এই গানটি গাইতে গাইতে বাবুদিগের নিকট চলিলেন, ওদিকে জমাওয়ালা, পূর্ব্বের দুই তিন দিবস রস চুরি যাওয়াতে অদ্য রাগান্বিত হইয়া ১০।১২ টা ধুতুরা ফল কলসীর মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে।

মোসাহেব কলসী লইয়া আসিবা-মাত্র সকলেই একবারে কহিয়া উঠিলেন, হাঁ বাবা, কিন্তু টাট্‌কা মজা হবে না! এই বলিয়া বাবুদিগের নিকট কলসী রাখিয়া তন্মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু চমৎকৃত হইয়া কহিলেন "ন্যাও কি সর্ব্বনাশ!" বাবু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন "কি হে কি? সাপ খোপ নাকি?" মোসাহেব উত্তর করিল, "আজ্ঞা প্রায় তাই বটে, কতক গুলা ধুতুরা ফল দিয়া রাখিয়াছে" বড় বাবু শুনিবা-মাত্র হা-হা হাস্যে কহিলেন "বটে, ধুতুরা ফল? আচ্ছা—গোলো ওতেই; বেটা—একি ছেলের হাতে মোয়া!!"

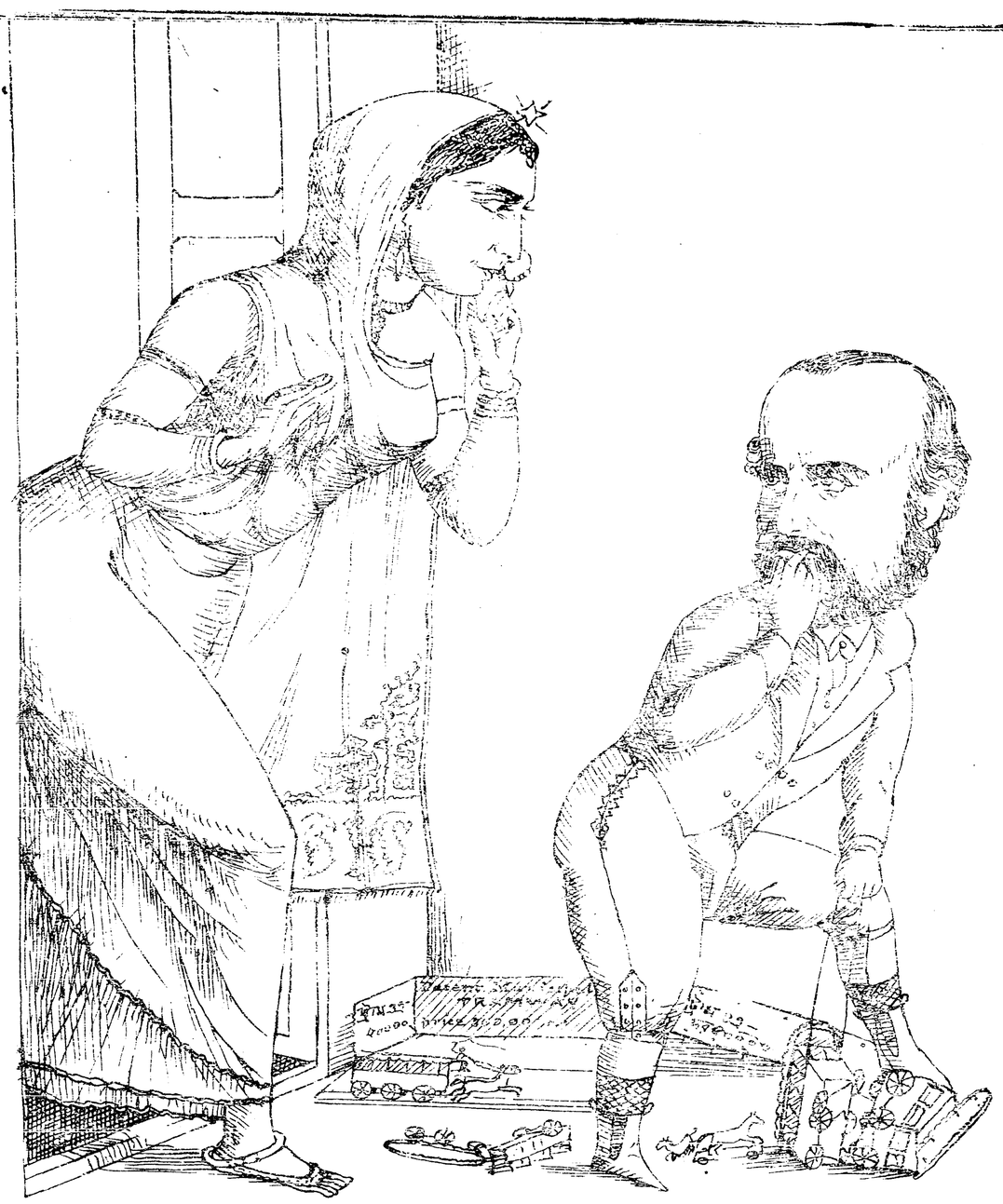

শ্রীমতী কালিকাবতী ও তাঁহার আব্দারে ছেলে।

ক—হ্যারে শুওর ছেলে এই হ্যাঁ হ্যাঁ কোরে ৫০০০০ টাকায় গাড়ি গুলো কেনালি, আর অম্নি শেষ কোল্লি—একদিন দেরি সহিল না? আমাদের টাকা বুঝি অম্নি আসে? হাবাতে ছেলে আর কি!

ছে—বাঃ আমি বুঝি ভেঙ্গেছি? ও আপনি ভেঙ্গে গেছে। অমন কোরে ধমকালে আমি বাবাকে বোলে দিব।

মাথা নাই !!

শোহন হিন্দুস্থানী লোক; বড় বাজারে শোহনের কাপড়ের দোকান ছিল; গুলির প্রসাদে শোহন তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়াছে; এক্ষণে একটী গুলি-সেবিকা স্বশ্রেণীর স্ত্রীলোককে পার্শ্বচারিণী করিয়া কলিকাতা চুণো-গলির ধারে মানব-লীলা যাপন করে। ঐ স্থানের অনতি দূরে একটী ভারী জাঁক-জমকের গুলির আড্ডা; চক্রের চাঁদ হইয়া না করিলে নেশার পেশায় বড় মজা হয় না; এই নিমিত্ত, শোহন সশক্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রতি দিন দুবেলা তথায় গিয়া ধূম-ধামে ধূম পান করে।

কলিকাতার একটী ধনী ভদ্র লোকের সন্তান অনুদ্দিষ্ট হইয়াছে; ছেলেটী বেজাঁয় খারাপ হইয়াছিল, রাঁড়ের বাড়ী, মদের দোকান ও গুলির আড্ডা তাহার প্রিয় স্থান। প্রকাশ পাইল, পিতার শত্রুপক্ষ ষড়যন্ত্র করিয়া সেই বালকটীকে ঐ আড্ডা হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; জীবিত রাখিয়াছে; কি, মারিয়া ফেলিয়াছে, ঠিকানা নাই। তুমুল মোকদ্দমা উপস্থিত; শোহন অন্যতম সাক্ষী; আদালত বাবু ক্রশ্ করিলেন, শোহন! আচ্ছা, তুমি জান, সেই বালকটির কপালে কোন দাগ আছে কি না? শোহন সর্ব্বদা তয়ারী!—পূর্ণাবস্থ! চক্ষুঃ দুটী মিট্ মিট্ কচ্চে, যেন দুনিয়া দেখ্তেই না রাজ; পা দুটীও আর দেহ ভার বৈতে অশক্ত, ঢুলে ঢুলে পড়্চে; স্বর চিররুগ্ন গোদা কিম্বা কড়-কড়ে বেঙ্গের মতন; জিব জড়তায় অলস। তখন, সে অতি কষ্টে কর-যোড়ে বলিল, খোডাবন্! উও টো হড়্রোজ গোরি খানে কী বাস্তে আউটা জাটা রহা; উস্কা হাট পা কুল্ ডেখা; ল্যাকিন্, শেড়্ হ্যায় কি নেই, মালুম নেহি! আদালত বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, হাম্ দেখ্তা, তোমারা ভী শের্ হ্যায় নেই;—ভাগো—ভাগো!!!

গরীব ব্রাহ্মণ লা-চার!

একটী ধনী বাবু বিলক্ষণ শতরঞ্চ খেলা শিখিয়াছিলেন; এমন কি? তাঁহার অভিমান জন্মিয়াছিল, যে, তাঁর মতন আর কেহই শতরঞ্চের চাল জানে না; সুতরাং সর্ব্বদা তিনি বাজী রাখিয়া খেলিতেন; যত লোক খেল্তে আসে, হেরে যায়; এই উদ্দেশে বাবুর কিছু কৌশল ছিল; অনেক টাকা বেতন দিয়া একটী বাঈ চাকর রাখিয়াছিলেন। বাঈজী পরমা সুন্দরী,—কি মুখশ্রী, কি চাউনী, কি চলন, কি বলন কিছুতেই সৌন্দর্য্যের ঊনতা ছিল না; এমন কি, সেই জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিলে আমাদের প্রাচীন বিশ্বকর্ম্মারও মন বিচলিত হইত।

বাঈজী স্বতন্ত্র স্থানে থাকিতেন, বাবুর কৃত সংকেত-মত এক এক-বার খেলার স্থলে আসিতেন, হাব, ভাব, লীলা, কটাক্ষ করিতেন; দেখিয়া প্রতিপক্ষ অমনি কাত হইত। ধনী বাবু, এইরূপে দিগ্বিজয়ী ডাক-যাইটে খেলোয়াড় হইয়াছিলেন।

এক ব্রাহ্মণ পৌরুষ-নাশী রোগে-আক্রান্ত হইয়া মনের কষ্ট নিবারণ উদ্দেশে এক-বারে শান্তি-সলিলে অবগাহন করিয়াছিলেন; তাঁরও বড় শতরঞ্চ খেলিবার বাই; ঘটনা-ক্রমে ঐ খেলোয়াড় বাবুর সহিত তাঁর ভেট হইল; খেলিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিন খেলা হইল; বাবু ক্রমে-ক্রমে সর্ব্বস্ব হারিলেন, বাবুর সেই কৌশল জালে একটী পুঁটি মাচও আট্‌কিল নাই। অবশেষে সর্ব্বস্বান্ত ও অধীর হইয়া ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হায়! তুমি আমার যথা-সর্ব্বস্ব লইলে! ব্রাহ্মণ কহিলেন, কি করি?—গরীব ব্রাহ্মণ লা-চার!!!

গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা।

সম্পাদকগণের মধ্যে মিরার সম্পাদক অতি বিজ্ঞ ও গম্ভীর-প্রকৃতি। ইনি যে সমুদায় প্রস্তাব লেখেন, তাহা সমুদায় সারগর্ভ। রাজনীতি ইনি ঘৃণা করিয়া স্পর্শ করেন না। দেশের প্রতি ইহাঁর দৃষ্টি নাই। ভারতবর্ষ কতটুক স্থান? ইহাঁর দৃষ্টি সকল জগৎ বেড়ে। মিরারের কায়া কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে ইনি কয়েকটী সুযোগ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অন্যের দৃষ্টি শরীরের উপর, ইহাঁর দৃষ্টি আত্মার উপর। সম্প্রতি তিনি একটী প্রশ্ন উপস্থিত করেছেন, যার মীমাংসার নিমিত্ত সমস্ত ভারত-সন্তানের প্রাণপণ করা কর্ত্তব্য। হা অবোধ নর! কি বৃথা দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ বলিয়া বেড়াইতেছ? মিরার সম্পাদকের এই প্রশ্নটীর উত্তর করো, করিয়া ভারতের মঙ্গল করো, মানব সমাজের মঙ্গল করো। প্রশ্নটী হইতেছে এই "স্বামীকে স্ত্রী কি বলিয়া সম্বোধন করিবে?" এই প্রশ্নটী লইয়া আমি অনেক ভাবিয়াছি, ভাবিতে ভাবিতে যে স্থানে টিকিটী আছে, সে স্থানে কয়েকটী চুল আছে, পাঠক দেখিয়া থাকিবেন, তাহা উঠিয়া যাইবার যো হইয়াছে। বলিলাম, বাসন্তিকে! আর ত বাঁচিনে।

বাসন্তিকা। নাথ! অমন কথা কি বল্‌তে আছে?

বসন্তক। ভাবিতে ভাবিতে আমার শরীর জ্বর জ্বর হলো।

বা। কেন, যাকে দেখ্‌লে, যার কথা শুন্‌লে, অন্যের ভাবনা দূর হয়, তার আবার কিসের ভাবনা?

ব। ইণ্ডিয়ান মিরার নামে একখান সম্বাদপত্র আছে, জান ত? সম্প্রতি জগতের হিতের জন্য তাহাতে একটী প্রশ্ন হইয়াছে; প্রশ্নটী এই—"স্ত্রী স্বামীকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে?"

বা। অতি গুরুতর প্রশ্ন!

বস। তার আর সন্দেহ? এ প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে মহামহোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায়িনীগণ ক্রমাগত মাথা ঘাঁমাইতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি কিছুই করিতে পারেন নাই। আর, ব্রাহ্মণি! আমি হারি মানিয়াছি। এ বিষয় তোমারই অধিকার, তুমিই এর প্রকৃত উত্তর দিতে পারিবে।

বা। আমি স্ত্রীলোক, কোন্ সম্বোধনটী পুরুষের কর্ণ-সুখকর হবে, বলিতে পারি না। তবে আমি একটী কাজ করি, তোমাকে নানা প্রকারে সম্বোধন করি, যেটী ভাল লাগে, সেইটী সম্পাদক মহাশয়ের স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিও, তিনি ভাল বোঝেন তো তাহাই বলিয়া তাঁহার স্বামীকে ডাকিতে পারেন। প্রাণ-বল্লভ!

বস। ভাল হল না।

বা। প্রাণনাথ!

বস। এ বড় নীরস।

বা। হৃদয়-বল্লভ!

বস! তথৈবচ!

বা। জীবিতেশ্বর!

বস। বড় কট-কটে; একটু সরস—হওয়া চাই।

বা। স্বামি!

বস। আরও নীরস।

বা। প্রিয়পতি!

বস। ছ্যা! ছ্যা!

বা। আমার তুমি!

বস। মহাভারত!

বা। রসিক নাগর!

বস। চুপ্, চুপ্, অশ্লীল সভায় ধরে নিয়ে যাবে।

বা। ও মিন্‌সে!

বস। কতক কতক।

বা। ডেকরা!

ব। পাঠাবার যোগ্য বটে।

বা। পোড়ার মুখো!

ব। আর একটু মিষ্ট করে দেও।

বা। ও আমার পোড়ামুখ!

ব। সম্পাদকের স্ত্রী মহাশয়াকে পাঠাইয়া দেওয়া যাউক।

বা। বিবিরা কখন কখন স্বামিকে চাইল্ড্ বলেন, কিন্তু ইংরাজদিগের স্ত্রী প্রবলা; আর, আমাদিগের পুরুষ প্রবল; অতএব উল্‌টি দে বাবা বলিলে হয় না?

ব। ঠিক্, এটাও দেওয়া যাক।

সংবাদ।

১২ই, ফেব্রুয়ারি তারিখে মেল কলিকাতা হইতে হাজারীবাগে যাইতেছিল, তাহা লুটে নেয়াতে সকলেই জানিবার

জন্য ব্যস্ত হয়েছেন যে এরূপ ঘটনার হেতুই বা কি ও কেইবা দোষী। অতএব আমাদের বগধর রোডের সংবাদ দাতার তৎসম্বন্ধীয় পত্রখানির মর্ম্ম প্রকাশ করা নিতান্ত দরকার বোধেই তাহা নিম্নে দিতেছি। উক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে ১২ তারিখের মেলে অনেকগুলি চাউলের নমুনা ছিল, তাহার জন্যই ডাক মারা গেছে। অতএব ঐ নমুনা-প্রেরক মাড়োয়ারীদের দুই চার জনকে গেরেপ্তার করা উচিত ; কেন না সকল দোষই তাদের, তারা কেন নমুনা পাঠায়েছিলো ?

সম্প্রতি ডেরাগাজীখানে দ্বিতীয় বাৎসরিক উদ্ভিজ্য প্রদর্শন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রদর্শিত মূলাদি অতি হীনাবস্থা-জ্ঞাপক হইয়াছিল ; এমন কি, কৌপীন পর্য্যন্ত যোটে নাই। কিন্তু এবার কলিকাতার জাতীয় মেলায় প্রদর্শিত উদ্ভিজ্য-গুলি যথার্থ উত্তম হয়েছিল ; পেঁজে বেগুণে, কুমড়োয় কড়ায়ে, নটেশাকে আলুতে মেলা ছিলো। আর শুনুলেম যে তাহাতে এবার এক রকম গাছ প্রদর্শিত হয়েছে, যাহার ফল খেলে শালের উল্টা সোজা জ্ঞান থাকে না ও বস্ত্রের মালিন্য দেখা যায় না এবং অন্যান্য গাছ যেরূপ পাতা পচানী, মাচ পচানী প্রভৃতি সার দিয়া পোতে, এ নূতন গাছটীকে সেই নিয়মে নরকপালে অশ্বলাদ পচানী দে পুত্‌তে হয় ; তা না হলে ফলে না।

একখানি সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনে দেখা গেল, যে "উদর ও তাহার গোলযোগ" বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে। অতি উত্তম সংবাদ ; উদরের গোলযোগে সকলকেই ভুগিতে হয়, অতি সাবধান ব্যক্তিও পার পান না, কিন্তু যত রকম উদরের গোলযোগ আছে, তাহার মধ্যে ইদানীন্তন গরিব লোকের পক্ষে উদর ভরণই প্রধান গোলযোগ।

শিষ্যদিগের উত্তম রূপে বোধগম্য হইবে বলিয়া শিক্ষকেরা প্রশ্ন ও উত্তর উল্‌টি পাল্‌টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এক দিবস শিক্ষক একটি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল "পৃথিবীর উপরিভাগ কিসে নির্ম্মিত ?"

বালক শীঘ্র উত্তর করিলেন "জল ও মাটি।"

শিক্ষক—আচ্ছা, জল ও মাটিতে কি নির্ম্মিত হয় ?

বালক—কাদা (উত্তম বালক)

আমরা শুনিলাম, যে বর্দ্ধমান অঞ্চলের সমস্ত ধানের শিশ সূর্য্য-পক্ক হইয়া গেছে। এ বড় শুভ সংবাদ, গরিব লো-

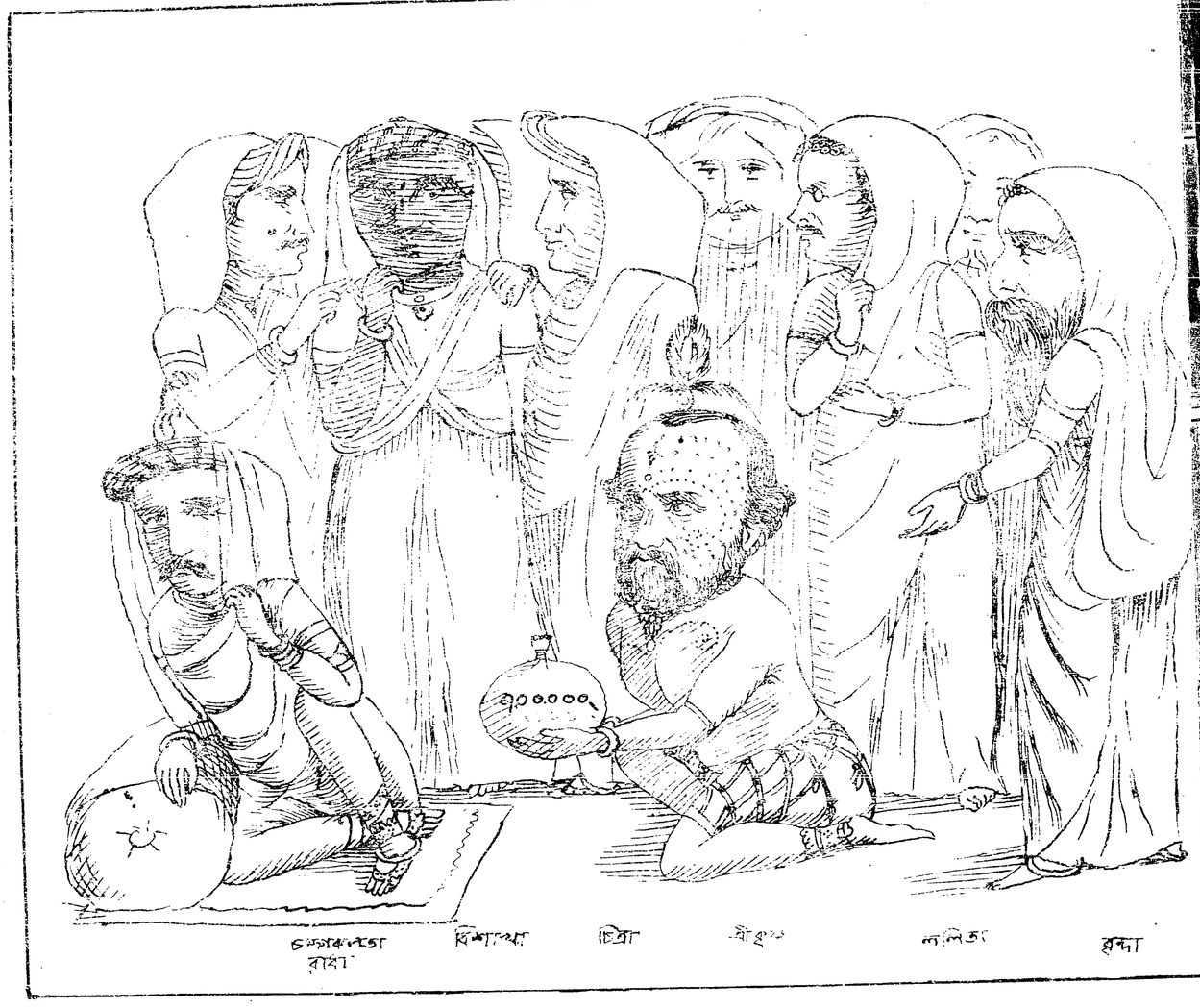

মানভঞ্জন।
নূতন কৃষ্ণ যাত্রার দলে ১১ই ফেব্রুয়ারির গাওনা।
প্রবন্ধে দেখ।

কেরা কচি কচি ধান্য শিশ অগ্নি-পক্ক করিয়া খাইয়া থাকে ; এবারে তাহাদের আর কাঠের খরচা লাগিবেক না, সূর্য্য-দেব আপনিই পক্ক করিয়া দিয়াছেন, খাইলেই হইল ; বাসন্তিকা রন্ধনগৃহে রন্ধন করিতেছিলেন, এই কথা শ্রবণে কহিলেন "লাগে না, সূর্য্য মামা তেমন পাচক নন, তিনি ভাজ্‌তে গিয়ে সব চুঁইয়ে ফেলেচেন।"

বসন্তক—ঠিক কথা, তোমার মামা, সেটা আমার স্মরণ ছিল না, "নরাণাং মাতুলক্রমঃ।"

সংবাদ পত্রে দেখিলাম যে পারসী ও মুসলমানগণে কাটাকাটি করিতেছে, ইহাতে কিঞ্চিৎ মনের চাঞ্চল্য হইল। দৌড়িয়া গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলাম "বাসন্তিকে ! ও বাসন্তিকে ! শীঘ্র এসো" বাসন্তিকা উত্তরও দিলেন না, আগমনও করিলেন না, ইহাতে আবার ডাকিলাম "বাসন্তিকে ! ও আমার বাসন্তিকে ! আমার প্রাণ-প্রিয়ে ! কোথা গেলে, আমার প্রাণেশ্বরি ! বিপদ্ কালে উদ্ধার কর।" বাসন্তিকা সেই ঘরেই বস্ত্রাবৃত হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তিনি আমার কাতর-স্বর শুনিয়া উঠিলেন ও দয়ার্দ্র চিত্তে বলিলেন "কেন নাথ ! কি হয়েছে ; এত গাঁ গাঁ কোরে চেঁচাচ্ছো কেন ?

আমি। প্রিয়ে ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত ! শীঘ্র আমাকে উদ্ধার কর !

বাস। চর্ম্ম চক্ষে তো দেখ্‌তে পাই নি ; হয়েছে টা কি ?

আমি। যবন-সেনায় ও অগ্ন্যুপাসক-গণে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

বাস। তোমার ব্যাকরণ রেখে দিয়া এখন কি হইয়াছে, তাই বল।

আমি। ভারতবর্ষে পারসী এক জাতি আছে, আর মুসলমান এক জাতি আছে, ইহারা মারামারি কাটাকাটি করিতেছে।

বাস। কেন ?

আমি। এক জন পারসী একখান পুস্তক প্রণয়ন করে, তাহাতে না কি মুসলমান ধর্ম্মের গ্লানি করা হয়, এই বিবাদের কারণ।

বাস। সে কোথা ?

আমি। বোম্বাই নগরে।

বাস। এখান হতে সে কত দূর ?

আমি। তিন মাসের পথ।

তিনি। তাতে আমাদের কি ?

আমি ভাবিলাম, তাও ত বটে, তাতে আমাদের কি ?

——

দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনেক সদুপায় করিতেছেন, বেহার অঞ্চলে বিস্তর তণ্ডুল আমদানী করিয়াছেন, এমন কি, তণ্ডুলের এখন বেহারেও যে দর, এখানেও সেই দর। বেহা-

রীরা একবার করিয়া আহার করে শুনিয়া টেম্পল সাহেব হুকুম দেন যে তাহাদের দুইবার করিয়া আহার করিতে হইবে। ইহাতে লোকে অত্যন্ত ভীত হয়। তাহারা বলে যে আমরা তণ্ডুল কখন আহার করি না, এবার তণ্ডুল খাওয়া শিখিলে পরে আমাদের পেটে যব, ছোলা, মটর সইবে না। তাহারা আরো বলে যে গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া যদি আমাদের দুইবার অন্ন খাওয়ান, তবে, আমাদের পেটের পীড়া হলে জবাব দিহি করিবে কে। ইহার ড্যামেজ বুঝিয়া দিতে হইবে। ইহাতে টেম্পল সাহেব ভীত হইয়া লর্ড্ নর্থ্-ব্রুকের নিকট রিপোর্ট করেন। লর্ড্ নর্থ্-ব্রুক ইহাতে হুকুম দিয়াছেন যে, এবার দুর্ভিক্ষের বৎসর, সকলের অর্দ্ধ ভোজন করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন। সেই বচনানুসারে তণ্ডুল সমুদায় গোলাবন্ধ হইয়া আছে, ক্ষুধায় প্রপীড়িত লোকেরা সুঁকিয়া সুঁকিয়া বেড়াইতেছে।

গত মাসে এককালে তিনটী ঘোর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা পশ্চিমে, একটা পূর্ব্বে, আর একটা মধ্য স্থানে। পশ্চিমের যুদ্ধ আসাণ্টাদিগের সঙ্গে; এই যুদ্ধে ইংরাজ বাহাদুরেরা কিঞ্চিৎ অর্থ পাইয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন, কিন্তু যাহা পাওয়া হইয়াছে, ব্যয় তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এই জন্যে গবর্ণমেণ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া, শুনিতেছি, আমাদের দেশ হইতে সে লোক্সানটী পূরাইয়া লইবেন। পূর্ব্বদেশে নাগাদিগের যুদ্ধ হইয়াছে; এ যুদ্ধে আমাদের বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই, তবে জন কয়েক নাগাকে হত করা হইয়াছে। যাহা হউক, যথা লাভ। কিন্তু মধ্যস্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছে, সেই প্রবল; এক দিকে মিউনিসিপালিটি কোট হ্যাট পরিধান করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দণ্ডায়মান, আর এক দিকে ধর্ম্মতলাওয়ালা উকীল ব্যারিষ্টার লইয়া দণ্ডায়মান। ঘোর কাণ্ড, মেদিনী কম্পমান! এ যুদ্ধ কাহার সহিত তুলনা করিব? এ কি রাম রাবণের যুদ্ধ? ইহার মধ্যে কে রাবণ, কে রাম? যে পক্ষে কর্ত্তা, রাম সেই পক্ষে অবশ্য বলিতে হইবে। অতএব ছোট বাহাদুরকে শ্রীরামচন্দ্র বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে বিভীষণ পাওয়া যাইতেছে, হনুমান পাওয়া যাইতেছে, জাম্বুবান পাওয়া যাইতেছে, কটক পাওয়া যাইতেছে। এখন রামায়ণ গাঁথা হউক!

শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা কে লঙ্ঘিতে পারে।
ঘিরিলেক ধর্ম্মতলা যতেক বানরে॥
গোল আলু, ফুল কপি কদলী বিস্তর।
খাইয়া কপির দল করে মেছমার॥
সর্ব্ব পিছে বীরবর পবননন্দন।
কট মট করে আঁখি বিকটদশন॥

বলে কোথা পালাইল ধর্ম্মতলার সেটা।
বধিব সবংশে দেখি রাখে তারে কেটা॥
ঘেরিল কশাইগণে কটকের দলে।
হাতে সুন্দরীর খেঁটে মার মার বলে॥
রুষে ধেয়ে আইলেক রাবণ অনুচর।
উকীল ব্যারিষ্টার এরা খ্যাত চরাচর॥
আহার মনুষ্য রক্ত নাহি দয়া লেশ।
খাই খাই দিবা নিশি লোলুপের শেষ॥
মনুষ্য দেখিলে পড়ে রসনায় জল।
কিরূপে শুষিবে রক্ত চিন্তাই কেবল॥
দুচারিটী কপি গিলে একই গরাসে।
দেখি হনূ বীর দাপে আগুইলে রোষে॥
হনূ দেখি রক্ষগণ হাসে খল খল।
আনিল দারুণ এক ইষ্ট্যাম্প প্রবল॥
লক্ষ বাণ পূরি তাহে করিল সন্ধান।
বাণ দেখি হনূমানের উড়িল পরাণ॥
হুহুঙ্কার করি বাণ রাক্ষসে তেজিল।
হা রাম বলিয়া হনূ ভূতলে পড়িল॥

নূতন কৃষ্ণ-যাত্রার দলের ১১ ই,
ফেব্রুয়ারির গাওনা।

রাগ উড়ো খাম্বাজ। তাল বগল পট্‌পটি।

বৃন্দে—যেই শ্যাম অবতার,
দাঁতে তোলে ধরা ভার,
চরণে করিয়া আর,
ঠেলনা তাহায়!
রাধে—পশোরা কাড়িয়া খায়,
দান দিতে নাহি চায়,
গুণ্ডামী করিতে যায়,
সে কেন হেথায়?
বৃন্দে—রাধে মানে ক্ষমা দেহ,
শ্যামচাঁদ পানে চাহ,
সাত লক্ষ দান লহ,
মিনতি তোমায়!
রাধে—এখন তা কেবা চায়,
দ্রব্য মূল্য সবে পায়,
অপমান কোথা যায়,
বলতো আমায়?
বৃন্দে—বুঝেছি রাধার মর্ম্ম,
রাজঝীর যোগ্য কর্ম্ম,
রাখ শ্যাম মান ধর্ম্ম,
ধরে দুটি পায়!
রাধে—যেখানে সেখানে যায়,
আঁধারসোণার ঘর চায়,
এমন দান কেবা চায়,
অঙ্গ জ্বলে যায়!
কৃষ্ণ—আঁধারসোণার ঘর থাক,
দান লও সাত লাখ্,
মান ত্যজি কহ বাক্,
ধরি পা মাথায়।

বসন্তকের উপদেশ।

পদ্য।

কেন মন! অকারণ এত নিদ্রা তোর?
উঠ উঠ, চেয়ে দেখো, হইয়াছে ভোর॥
ডাকিল ধোপার গাদা পোঁওো পোঁওো রবে।
টাক্স দাও, গালি খাও, কত শুয়ে রবে?
প্রকৃতি প্রভাতে করে মঙ্গলাচরণ।
শুনায় শাঁখের বাদ্য করিয়া যতন॥
রামপাখী নামে যত লাল শিখীগণ।
প্রভাতী সঙ্গীত গায় মনের মতন॥
বেলা হলো কখন বাহির হবে কাজে?
অকাজে কি খেতে পাবে ইংরাজের রাজে?

খাটো খাও এই মাত্র ইংলিস নিয়ম !
দেখে শুনে গেলো না কি সে-কালের ভ্রম ?
লেখা পড়া আজি কালি কোরো না অধিক !
ভাবে বুঝি রাজপক্ষ হইবেন দিক্ ॥
উচ্চ শিক্ষা নিবারণ গুড থট উটি।
দুই দিকে দুই ভাব বুদ্ধে নাই ত্রুটি ॥
দূর হোক সে সব কথায় নাই কাজ !
ভাল রাজা তাই ভাল, শিভিল ইংরাজ ॥
সমাজ বিষয়ে কিছু বলি হিত বাণী !
উল্‌টা শিক্ষা আজকাল দেন বীণাপাণি ॥
শিক্ষা করো সেই সব খিচড়ীর নীতি।
দোয়াস্‌লা রকমে চলো ফিরাইয়া মতি ॥
দূর কোরে ফেলে দাও পুঁতী আর পাঁজী।
নবীন হিন্দুরা তবে হইবেন রাজী ॥
ছাড়ো বেদ, পুরাণ, কোরাণ, বাইবল !
ধর্ম্মের পুস্তক কিন্তু হস্বগ্ সকল !!
বটতলা, কলুটোলা, নৈমিষ এখন।
বেছে বেছে কীনে আনো পুস্তক রতন ॥
বাঙ্গালা নূতন ভাষা সুন্দর রচনা।
তাহাতেই হইতেছে ধর্ম্মের সূচনা ॥
সুন্দর সরল মিষ্ট মিশ্রভাষা এই।
মিশ্র-ভাষে কবে কথা তাতে দোষ নেই ॥
ইংরেজীর বুক্‌নী কিন্তু সর্ব্বদাই চাই।
নতুবা ইয়ংদলে স্থান মান নাই ॥
ভাষা-মিশ্র ধর্ম্ম-মিশ্র কর্ম্ম-মিশ্র গুড।
পরা-মিশ্র, চলামিশ্র, মিশ্র চাই ফুট ॥
পারসী মিশানো কিন্তু ইলি-বিলি বুলী।
বোলো নাকো তবে হারাইবে ভিক্ষা ঝুলী ॥
হিন্দী বলো, উর্দ্দু বলো, বলো ফরাশিস্।
জর্ম্মেণী, ইটালী বলো ভাষার ছত্রিশ ॥
চটিবেন নব্য দল শুনিলে পারসী।
সাহেবী মেজাজে আছে সাজো আর বাসি !!
ছেড়ে দাও ভাতভুজা ফ্লেশ্ করো সার।
ফেলে দাও যজ্ঞ-সূত্র কিবা দরকার ॥
কোট্ পরো, চস্‌মা ধরো, করো দাড়ী-মুখ।
তা হলেই নব্যদলে পাবে নব্য সুখ ॥
ড্যাম্ ড্যাম্ হিন্দুয়ানী সেম পাই তায়।
যথেচ্ছ আচার করো যাহা মনে ভায় ॥
বেদে বলো গোটুহেল, জাতি গোটুহেল।
পৈতে গোটুহেল আর ধুতি গোটুহেল ॥
মাদারে গুদাম ভাড়া পারো কিছু দিতে ;
ফাদারে লিটিল্ দিলে না আসিবে হিতে !!
ছোড় দেও কুল্ ওয়াস্তা বৈরাতী সুবাদ।
আপ্‌না পালো ওহি ঠিক্ খোদাকী ওহাদ ॥
কৈকোঁ ন সাত লেও মাতারী কি বাপ।
ইস্ত্রীকোঁ মিজাজ সুঁজোঁ ঔর্ কুল্ খারাপ !!
বড় ডার্টি বুড়া বাপ অসভ্য নেটিফ।
হবিষ্য আহার করে ছোঁয় নাই বীফ্ ॥
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, ওটা খান্ সামার মত।
পরিচয় দিতে উচ্চ মাথা হয় নত ॥
জিজ্ঞাসিলে বলিবে বান্ধব বরাবর।
পূয়র্ বেচারা ওটি প্রাচীন চাকর !!
ঘেঁষে গিয়ে কথা কও ইংরাজের সনে।
নেটিভ ধরণ ছাড়ো, গর্ম্মি আনো মনে ॥
ফল কথা, কোট, মোজা আর ইস্টাকিন।
দাড়ী, ছড়ী, দস্তানা বিশেষ গুড্ তিন ॥
বাঁকা সিঁতে লম্বা নখ চায়্না সুজ চাই !
মুখেতে চুরুট, বুকে চুরুটের ছাই ॥
লেডীসার্ট্ প্রণয়িনী বামা বামভাগে।
শেষ কাজ উপাসনা, ইহা কিন্তু আগে ॥
ইহারি কারণ এই ধর্ম্মের পোক্তান।
ইহাই হইলে দেশ হবে শোভমান !!
তাই বলি সবে এই দরী ধর্ম্ম ধরো।
দূর দূর ওল্ড থট্ বিসর্জন করো ॥
ট্যানা পোঁদা বনে বাস ব্যাস ব্যাটা য়্যাশ।
পুঁতী লিখে কোরে গেছে ভারী সর্ব্বনাশ ॥
মনু ছোঁড়া হনু জিনি বড় বুদ্ধিমান।
আর আর মুনিগুলো সবাই সমান ॥

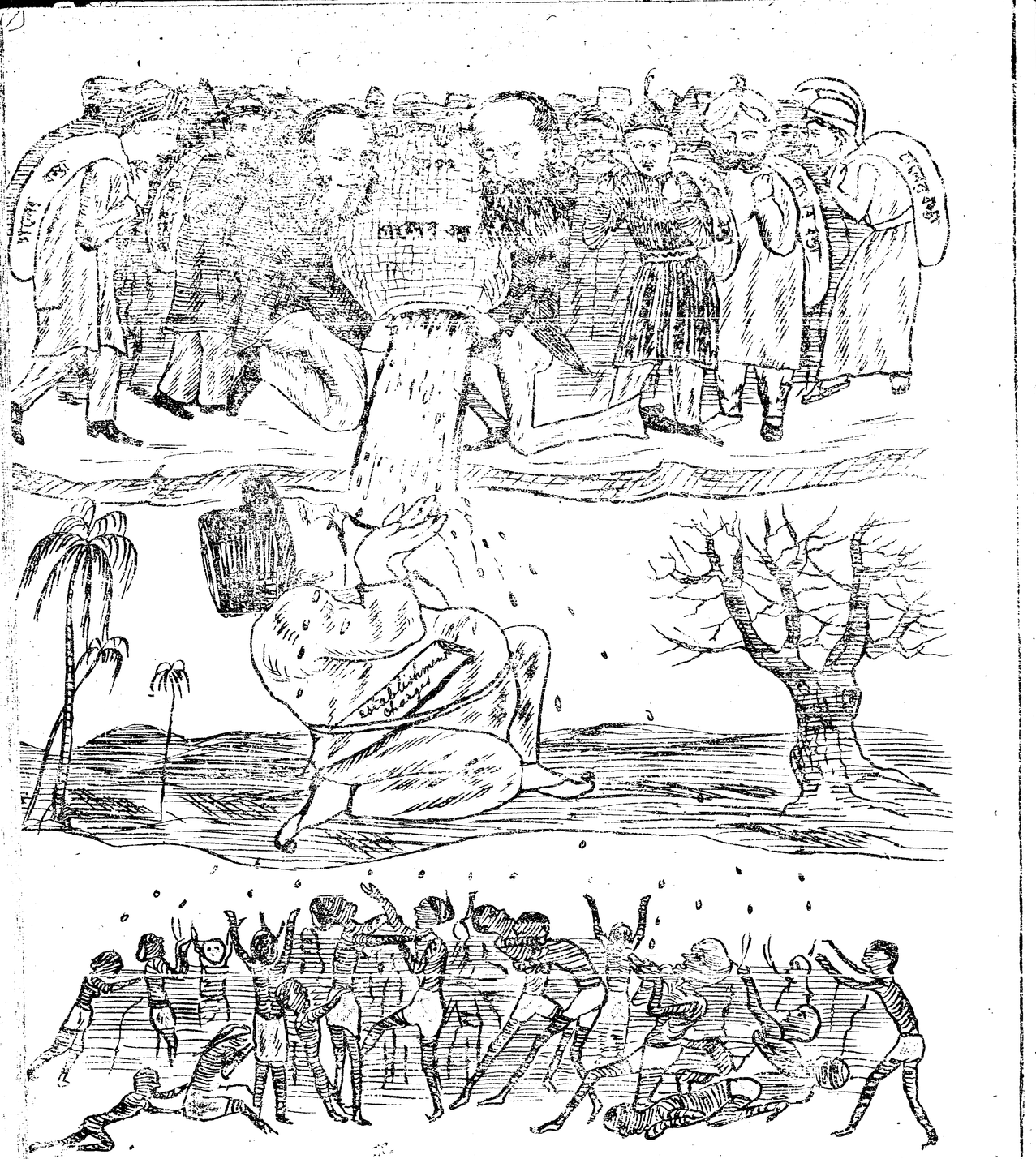

সবে যুটে লুটে খেতো সোণার ভারত।
ছি! ছি! কি করেছে, মহাভারত ভারত!
পুঁতী পোড়ে বমী আসে হোই ম্রিয়মাণ।
সোণার ভারতে একি তুলেছে তুফান?
গোটুহেল মুনি, ঋষি, দেব আর দেবী।
এসো এসো সবে হই নব ধর্ম্ম-সেবী॥
ড্যাম ডার্টি নদীয়ার গোউর না চাই।
ছেড়ে দিয়ে ভজি গিয়ে নূতন নিতাই!!
তাই তাই তাথোই তাথোই তালে ফিরি।
ছেলে ধোরে রক্ত খান মাতৃ-বুক চিরি॥
মাতা কাঁদে পিতা কাঁদে, কাঁদে প্রতিবেশী।
দেশী ভূতে কষ্ট দেয় বিদেশীর বেশী!!
হায়! হায়! কবো কায় এ দুঃখের কথা।
শত্রুর অধিক পুত্র বেশী দেয় ব্যথা!!
হয় নাকি ধর্ম্ম রাখি ধর্ম্ম রিফাইন?
পিতৃলোকে বোকা বলি হই কেন হীন?
বিষ্ণুঃ!—একি করিতেছি, বলিতেছি কিবা।
তাদের কি বোধ ছিল রাতি আর দিবা!
বেদ কি কখনো জানে ব্রহ্ম কি জিনীশ?
বেদ, বেদ, বেদ, শুধু জঞ্জালের ডীশ!!
ইদানী ওস্তাদ গুণে ধর্ম্ম অনুপম!
বাহির হোয়েছে ঠিক কাল সাপ সম॥
চারিদিকে ফোঁশ্ ফোঁশ্ নিনাদ বিষাল।
পর্শে বিষ, বর্ষে বিষ, বিষম বিশাল॥
যারে খায়, সে না মরি, অন্য জন মরে!
এমন বিষম সাপ না হেরি সংসারে!!
স্বামিরে দংশিলে পত্নী অমনি বিনাশ।
পুত্রে খেলে, মাতা পিতা সব সর্ব্বনাশ॥
চারিদিকে কান্না শুনি, ভাসি হর্ষনীরে!
ভারতের সর্ব্বনাশ হইবে অচিরে!!!

আবার মহন্ত-গিরি?

বৃন্দাবন দাস বহুকাল কলিকাতায় আড্ডা করিয়া পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম সেবন করেন। তাঁহার শিষ্য অনেকগুলি বড় মানুষ স্বতন্ত্র জাতি। বৃন্দাবনের দেব-সেবায় বড় ভক্তি! চেলা, মহান্ত, নাগা, ভিখারী দেখিলেই আড্ডায় আনেন; খাইতে দেন; থাকিতেও দেন। বিশেষতঃ অনাথা বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীদের অদ্বিতীয় ভর্ত্তা! বিগ্রহ সেবায় ভারী ধূম-ধাম! সন্ধ্যার সময়ে আরুতির বড়ই ঘটা; কাড়া, টিকারা, শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যোদ্যম হয়; স্ত্রী,পুরুষ, যুবক, যুবতীর মেলা হইয়া থাকে; সকলেই আনন্দ রসে প্লাবিত। এই প্রকারে বৃন্দাবন, মর্ত্ত্য-লীলায় কাল-কর্ত্তন করেন। বৃন্দাবন দাসের একটী উপযুক্ত চেলা আর একটী স্বতন্ত্র মঠ করিবার নিমিত্ত গুরুর অনুমতি চাহিলেন; গুরু বৃন্দাবন কথা কন্ না; শিষ্য কৃতাঞ্জলি সম্মুখে দণ্ডায়মান; শিষ্য, অনেক বক্তৃতা, কাকুক্তি, বিনতি করিলে পর, গুরু, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বাপু হে! আর আমি ও-কথায় নাই; আজ-কাল নবীনের জ্বালায় জ্বলন্ত!!!

ব্রাহ্মিকার বাহিরে গমন।

শ্রীযুক্ত অষ্টাবক্র তরফদার প্রেমে বিগলিত হইয়া স্বীয় প্রিয়পত্নীকে বলিলেন, মাই ডিয়ার! ওঠ, তোমায় নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবেক; কেবল ফিন্-ফিনে সাড়ী পরিয়া সমাজে

যাওয়া উচিত নয়; এই বলিয়া পত্নীর গাত্র ধারণ পূর্ব্বক হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁহার পায়ে বুট পরাইয়া দিলেন। পরে, গাত্রে কামীজ, তদুপরি ঘাগ্‌রা ও তদুপরি ওড়্‌না দিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মরাল-দম্পতীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মিকা নূতন পরিচ্ছদে কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছন্দ হইলেন; কিছু দূর গিয়া বুটের বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া "ধড়াৎ কোরে" আছাড় খাইলেন। পথিক লোক সকল, নিকটে আসিয়া তাঁহার স্বামিকে বলিল, বাবু! বোধ হইতেছে, এ পরিচ্ছদ হঠাৎ হইয়াছে, সকল কর্ম্মই ক্রমে-ক্রমে হইলে ভাল হয়!!!

রামশরণ পালের জয়!

এক জন কর্ত্তাভজা সম্মুখে এক জন উন্নত ব্রাহ্মকে দেখিয়া বলিল, ভাই হে! তোমাদের দলের অপেক্ষা আমাদের দল অনেক উচ; আমরা স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া সংকীর্ত্তন ও আহারাদি করি; তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে স্বতন্ত্র রাখিয়া উপাসনা শোনাও এবং আহারাদিদাও; অথচ তোমরা স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার জন্যে ব্যতিব্যস্ত! এ কেবল "ঘোম্‌টার ভিতর খেম্‌টা।" বাজাতে চাও, ত, চৌচাপটে বাজাও;—তোমাদের রকম, শামও চাই এবং কুলও চাই; এই স্মরণ করিয়াই বলি, রামশরণ পালের জয়!!!

পেটুক ব্রাহ্মণ।

লর্ড্ বেকন্ বলেন, উদরের জ্বালা অপেক্ষা আর জ্বালা নাই। কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ থাকিতেন, তিনি ফলার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন; হা ফলার! জো ফলার! কোথায় ফলার পাব? এই তাঁহার অহরহঃ চিন্তা; গ্রামস্থ কয়েক জন বাবু-ভেয়ে সর্ব্বদা তাঁহাকে লয়ে তামাসা ফষ্টি কত্তেন; এক দিন তাঁহাকে লইয়া দশ পোনের জন বাবু-ভেয়ে আমোদার্থে এক নৌকাতে আরুঢ় হইলেন; খাদ্য দ্রব্য প্রচুর-রূপে সঙ্গে লইলেন; গরীব ব্রাহ্মণ বড় খুষী; সন্দেশ ও মেঠায়ের হাঁড়ীর নিকটে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। নৌকাখানি যাইতে যাইতে হঠাৎ একটা ভড়ের ধাক্কা লাগিয়া উল্টিয়া গেল; বাবু-ভেয়ে সকলই জলমগ্ন হইলেন; পেটুক ব্রাহ্মণ সন্তরণ করিয়া তীরে গিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; তত্রত্য লোক সকল জিজ্ঞাসা করিল, বামুণ ঠাকুর! কাঁদ কেন? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন; নৌকাতে কয়েক জন বাবু-ভেয়ে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমার গ্রামস্থ; সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে; সকলেরই শ্রাদ্ধ এক দিনে হইবে; ভিন্ন

ভিন্ন দিনে হইলে আমার ফলারের ছিড়ান মিটিত না!!!

সমালোচনা।

এডুকেশন গেজেট—এখানি প্রথম এক জন খ্রীষ্টান সাহেব সম্পাদিত করিতেন। তিনি বাঙ্গালা জানিতেন না; তাঁহার অধীনে এক জন বাঙ্গালী ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই সময়ে গেজেট তত ভাল রূপে চলুক, আর, না চলুক, সহকারী সম্পাদক একটী চাকরী পান। সুতরাং ইহা বাবু প্যারীচরণ সরকারের হস্তে আইসে। ভ্রম বশতঃ গেজেটে তিনি কি লিখেন এবং তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিরস্কার করেন, তিনি অভিমানে সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করেন। বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ফাঁক তালে আসিয়া ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গ্রহণ করেন এবং তদবধি তিনি প্রাণপণে বিলক্ষণ লেয়াকতির সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষতা করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি "আর এক প্রকার দুর্ভিক্ষ" শীর্ষক একটী প্রস্তাব লিখিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন যে "ক্যাম্বেল সাহেবকে দুই শত অভি সম্পাত না করিয়া কোন সম্পাদক জল গ্রহণ করিতেন কি না সন্দেহ। বাকী ছিলেন, ব্রাহ্ম সম্পাদক-গণ আর আমরা" অন্যান্য সম্পাদকদের যদি বার্ষিক দুই হাজার টাকার কি মাসিক ৭।৮ শত টাকার খাতির থাকিত, তবে তাঁহারাও আজ ঐরূপ গর্ব্ব করিতে পারিতেন।

হিন্দু প্র্যাট্রিয়েট,—এখানি এরূপ বিখ্যাত সম্বাদপত্র যে ইহার সম্বন্ধে কিছু লেখা আমাদের বেয়াদবী, বিশেষতঃ ক্যাম্বেল সাহেবের অত্যাচারে ইনি মনের দুঃখে বিষপান করিতে উদ্যত; সেখানে তাঁহার বিষয় কিছু বলিলে তিনি মনের দুঃখে পাছে প্রাণ ত্যাগ করেন, আমরা এই আশঙ্কায় এবার কিছু বলিলাম না।

বিদেশস্থ গ্রাহকগণ আমার প্রতি বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কেন না তাঁহারা মূল্য পাঠাইলেও পত্র পাঠান হয় নাই। কিন্তু কি করি, ইহাতে আমার অপরাধ কিছু মাত্র নাই। আমার পেট মোটা দেখে পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে আমি যাহা কিছু পাই, গ্রাস করিয়া বসি, কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে। আমি গরিব ব্রাহ্মণ নেচে কুঁদে লোক হাসায়ে যে রোজকার করি, তাহাতেই চলিতে পারে; আর অনটন হলে জাত ব্যবসার কল্যাণে ভিক্ষা পাওয়া যায়। "জয় হোক বাবা!" তে যখন পেট ভরে, তখন কাঁচি হাতে কোরে কি দরকার। আমার গা খোলা বলেই সকলে পেটটিকে বড় দেখেন, কিন্তু জামা জোড়া ঢাকা যে আমার দুগুণা চৌগুণা পেটগুলি আছে, তা দেখ্‌লে আমার পেট নাই বল্‌তে হবে। যা হোক, এখন আসল কথাটা বলি যে পত্র পাঠান কেন হয় নাই। আমি জানুয়ারি মাহার কএক দিন থাক্‌তে রেজেষ্টরী নম্বরের জন্য পোষ্ট মাষ্টার জেনরেলের কাছে দরখাস্ত করি এবং ঐ নম্বর ফেব্রুয়ারী মাহার শেষে পাওয়াতেই বিলম্ব হয়েছে।

বসন্তক সম্বন্ধী নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাশুল সমেত বিদেশীয় বার্ষিক ৩।৵০ ; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ৷৷০ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্ট্যাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্রয়ের খরচা হিসাবে ৴০ আনা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩৷৷৴০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩।৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তক সম্বন্ধী পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য। ব্যারীং পত্রাদি গৃহীত হয় না।

৫। বসন্তকে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৵ঃ গৃহীত হয়।

বসন্তকের মূল্য-প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, জমিদার কালীপাড়া .. ৩৵০
" " কালীকুমার মজুমদার, পায়রাডাঙ্গা ৩।৵০
" " গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বদরগঞ্জ .. ৷৷০
" " রমণীমোহন চৌধুরী, জমিদার তুষভাণ্ডার .. ... ৩।৵০
" " হরচন্দ্র চৌধুরী, জমিদার, শেরপুর ৩৵০
" কুমার কেদারনারায়ণ রায়, পুঁটিয়া ৩৵০
" রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র খণ্ডরৈগড় ৷৷০
" কুমার মহেন্দ্রলাল খাঁন নারাজোল .. .. ৩।৵০
" বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি চট্টগ্রাম ৷৷০
" " কালীকুমার চক্রবর্ত্তী, চট্টগ্রাম .. ১৸০
" " কৃষ্ণকুমার চৌধুরী, ঘাটেশ্বরা .. ৩৵০
" " শেতাবচন্দ্র লাহাব, জমিদার আজীমগঞ্জ ৮৵০
" " অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, জমিদার মজঃফরপুর ৩৵০
" " কিশোরীমোহন চৌধুরী, জমিদার শেরপুর ৩৵০
" " শরচ্চন্দ্র রায়, নারাণডহর .. ৷৷৵০
" " দামনপ্রসাদ দাস, বালেশ্বর ... ৩।৵০
" " নবীনচন্দ্র সরকার, টেঁহাটি .. ৩।৵০
" " হরকুমার সরকার, করচ মারিয়া ৩।৵০
" " নীলকান্ত বসু, পুরী ... ... ৩৲
" " নবকুমার দাস, দুধপাচনী .. ।১০
" " উমানাথ সেন, কুচবিহার .. ... ১৲
" " নিরঞ্জন দে, বাজিতপুর ... ৩।৵০
" " কেশবচন্দ্র বসু, টাকদহ- ... ৩৵০
" " অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পাণিগড় ... ৩৵০
" " দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, উনেয়আউড় ৷৷০
" " শশিভূষণ রায়, শান্তিপুর .. ।১০
" " ধনঞ্জয় দে, বাজিতপুর- ... ৩।৵০

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

নূতন যাদুঘর।

ব—ঐ খিলান টা কি ফেটেছে?

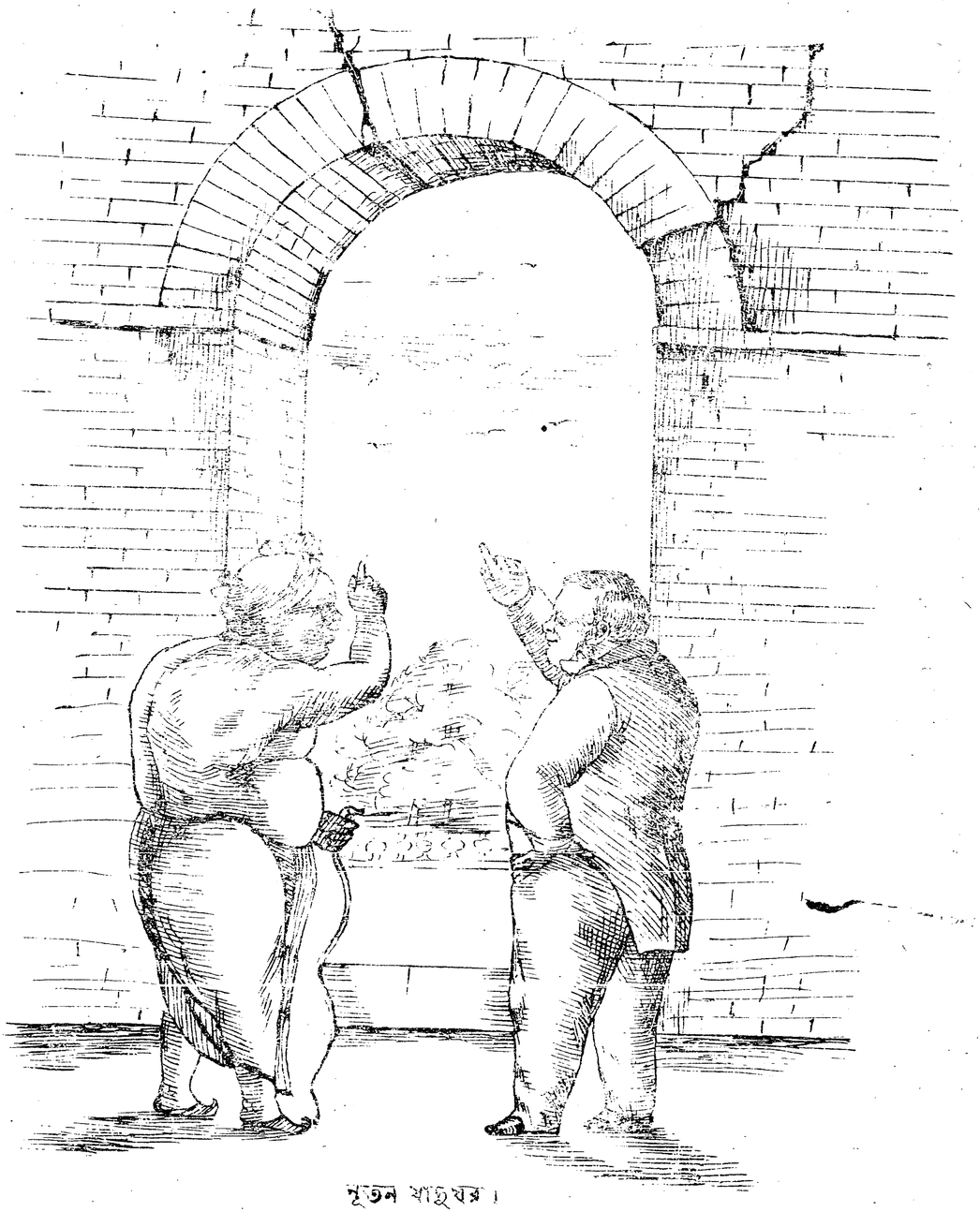

ইন্‌জিনিয়র—ফেটেছে কি তুমি ইন্‌জিনিয়ারিং কিছু জান না, ও পব্লিক ওয়ার্ক ইন্‌জিনিয়রদের পেটেন্ট patent, করা নূতন রকম
খিলেন [illegible]

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফনি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

তৃতীয় সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩্ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

সভ্যগণ সুখে থাকুন! আপনাদের কল্যাণে এ দুর্ভিক্ষের বৎসর আমায় ক্লেশপেতে হোলোনা। ভেবেছিলেম, আমার মোটা পেট দেখে বড় খাই ঠাউরে দূরকোরে দেবেন কিন্তু সেটা না করাতে এ যাত্রা রক্ষা পেলেম। আমি ভিক্ষা শিক্ষা কোরে যে চাল চাট্টি পাই তাহা রন্ধনেই যায় গভর্ন্মেণ্ট খরিদা চালের মত চর্ব্বণেও যায় না ও রুই পোকার জন্য তোলাও থাকে না। সে যাহা হউক এখন আপনাদের একটা নূতন রকমের কথা শোনাই।

১৭ মার্চ তারিখের ডেলিনিউসে লিখেছে যে প্রেসিডেন্সি কালেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকদিগকে একটি শিক্ষক দ্বারা মেকলির লেখাদি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশক একটী প্রবন্ধ লিখিতে দেওা হয় এবং একজন ছাত্র ঐ প্রবন্ধের অন্যান্য সমস্ত বিচারান্তে লিখেন "মেকলী অত্যন্ত একগুঁয়ে ও সময়ে সময়ে অসম্পূর্ণ পূর্ব্বপক্ষের উপর সিদ্ধান্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর কিছুই না জানিয়া দুই একটী অসৎ লোকের আচরণ দৃষ্টে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন কিন্তু তাহা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু আমরা যদি এখানে দুই চারজন ইংরাজ হজুরের আচরণ হইতে ইংরাজ জাতিকে নিন্দা করি তাহা হইলে মেকলির অপেক্ষা শতগুণ অধিক নিন্দা করিতে হয়।" এই দেখেই শিক্ষকবর তেলেবেগুণে জ্বলে উঠে সহরে তোলো হাঁড়ি মাগ্‌গি কোরে ফেল্‌লেন ও অষ্টমীর পাঁঠারমত কম্পমান লেখককে ধোরে তাঁর কর্ত্তা দাদার

কাছে নেগে ঐ লেখা দেখায়ে মুক নাড়া নাড়ি কোরলেন। কর্ত্তার আক্কেল গুড়ুম ভাইয়ের মুখখানিকে ভিমরুলের চাকের ন্যায় দেখে হতলোম্বা হোয়ে লেখককে বোলে ফেল্লেন "তুমি জান এতে তোমাকে পুলিসে দেওয়া উচিত ; যাহোক তোমায় সে পর্য্যন্ত কোল্লেম না কেবল তোমার জলপানী কাটা যাবে।" বিদ্যালয়ের নূতন শিক্ষা প্রণালীতে তৈয়ারী মানুষ গাড়লটী কেঁপেই অস্থির, ভাগ্‌গিস আমাদের রিপোর্টার ছিলেন তিনিই তাকে বলিলেন "কেঁপোনা স্থির হও,তোমার মা তোমার মাতা খেতে এই শিক্ষা শিখিতে দেচে কি ? ১২ টাকার কি এই শিক্ষা ? "কর্ত্তা বোলে উঠিলেন" ১২ কি ২৫ টাকা জলপানি" শুনে আমাদের রিপোর্টার ভয়ে বোল্লেন "হাঁ তবে যে ওকে ফাঁসি দেয়া উচিত।" আমরা নাকি আমার ন্যায় লোক দেখেই কার্য্যে নিযুক্ত করি এই জন্যই রিপোর্টার কর্ত্তাটির চোক ঘুরণীতে কেঁপে পড়ে যান্‌নী অপর কেহ হলেই কাপড় ছাড়তে হোতো।

আমার এই ব্যাপারটা জেনে অবধি কথকগুণ কথা মনে উঠেছে তাদের ঢুশোনিতে আর বাঁচিনে বের কোরে দিতে হোচ্চে পাঠকগণ অপরাধ লবেন না। সে কথা গুলো আপনাদের নিতান্ত অনাবশ্যক নয় কতক্‌টা কাজে লাগতেও পারে। কথা গুলি গভর্ম্মেণ্ট বিদ্যালয়াদির সম্বন্ধে সুতরাং যাঁরা সরকারী বিদ্যালয়ে ছেলেদের দেবেন তাঁহারা ভাল কোরে শুনবেন। একদিন এদিক উদিক বেড়াতে২ মনের মধ্যে বড় সাধ হোলো গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে কেমন শিক্ষা দেয়া হয় দেখি। আমাদের যে ইচ্ছা সেই কায, অমনি একে একে বিদ্যালয় গুলিতে ঘুরিতে লাগলেম। প্রথম যেটীতে গেলেম সেটী সর্ব্বপ্রধান—শিক্ষকগণ অধিকাংশই সাহেব ও ছাত্রগণ প্রায় ছুতিন ছেলের বাপ ! দেখিলাম একজন শিক্ষক বালকপ্রাচীন ছাত্র গুলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কালিদাস ভাল কবী কি শক্ষপির ভাল কবি" ? তৎশ্রবণে প্রায় সকলেই খাদিশূরে সুরথালের সাক্ষীর ন্যায় বলিয়া উঠিলেন "শক্ষপির।" কেবল দুইটী ছাত্র কানা গোরুর ন্যায় গোঠ ছাড়া হয়ে বলিলেন "কালিদাস"—

শি—(সকোপে) কি কালিদাস ?

ছা দ্ব—শকুন্তলাদি সংস্কৃত গ্রন্থের লেখক—

শি—ড্যাম ইওর শকুন্তলা ! শক্ষপিরের একলাইনের সমান নয়। তোমরা বড় গাধা তোমরা কেন এখানে পড়তে এসেছ—গরু চরাওগে না। তোমরা যা বল তার কারণ দেখ না ! কি জন্য কালিদাস ভাল বল দেখি ?

ছা দ্ব—সভয়ে অবনত মুখে রহিলেন।

শিক্ষ—তোমরা বড় বেয়াদব তোমাদের জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওনা—এতবড় আস্পর্দ্ধা আমি জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা জবাব দেওনা ; মুখ তুলে দেখনা ; এত অহঙ্কার ! আমি তোমাদের নামে রিপোর্ট কোরবো—এখনো বল কেন কালিদাসকে ভাল বলচ ?

ছা দ্ব—(রিপোর্টের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া) শক্ষপির কালিদাসের অন্যূন ১০০০ বৎসর পরের লোক ও তিনি কেবল নাটকই উৎকৃষ্ট লিখিয়াছেন কিন্তু কালিদাস মহাকাব্য, খণ্ড কাব্য ও নাটক তিনই উৎকৃষ্ট লিখিয়াছেন।

শি—এত বড় বেয়াদাব, আমি যা বলি তার উপর শিক্ষে চালাও, তবে তোমরা পড়াতে পারনি—এখনি ক্লাশ থেকে বার হও।

ছা দ্ব—(কাতর হইয়া) আমরা আপনার কথা কি লঙ্ঘন করিয়াছি—আপনি এত জিজ্ঞাসা করিলেন তাই আমাদিগের মত দিয়াছি।

শিক্ষ—কি মুখোমুখি জবাব ! দূর হও (ছাত্রদ্বয়ের ঘাড় ধরিয়া বাহির করণে প্রবৃত্ত)

আমি এই পর্য্যন্ত দেখিয়া অপর শ্রেণীর দ্বারের নিকট গিয়া উকি মারিয়া দেখিতে লাগিলাম। তথায় দেখিলাম একজন বাঙ্গালী শিক্ষক উত্তর রামচরিত পড়াচ্চেন আর মাঝে মাঝে হস্তস্থিত একটী ধামা হইতে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্ক বাচস্পতির গ্লানি গর্ভ চটিবই ছাত্রদিগকে দিচ্চেন। এস্থানে একটী অপূর্ব্ব দর্শন দেখা গেছেল। আমার বোধ হলো যেন শিক্ষকের পিছনে দুই জন সিউনি করে একটী সাগর থেকে জল ছেঁচ্‌চে কিন্তু সেটী বোধ হয় আল আঁধারের দরুণ দৃষ্টির ভ্রম জন্মেছিল। এই দেখেই আমি পরের বিদ্যালয়টিতে গেলেম। দেখিলাম বাড়ীটি মন্দ নয় দরজার উপর একটী প্রতিমূর্ত্তি বসান রয়েছে ঠাউরে দেখিলাম একটী ঘানি গাছের উপর কটী কলু বসিয়া আছে ও ঘাণিটীর গায়ে লেখা—

"পাণ্ডিত্যের মুখে ছাই স্থান গুণ চাই।
ভোজরাজ সিংহাসনে রাখাল বড় ভাই॥"

পরে প্রবেশ করে দেখিলাম যে এক জন ছাত্র ও একজন শিক্ষকে কথা হচ্চে। ছাত্র শিক্ষককে বলিল 'স্যার আমার জ্বর হয়েছে ছুটি দিন।"

শি—বোসগে যা দেক করিসনে।

ছাত্র—স্যার দেখুন আমার সত্যি জ্বর হয়েছে (চেহারা দেখে আমার বোধ হলো ছেলেটীর সত্যই জ্বর হয়েছে—মুখ সুখনো সুখানো, চোক ছল ছল কর্‌ছে, রগের শির উচু হয়ে দপ্ দপ্ কোচ্ছে)

শি—(না দেখিয়াই) ফের ষ্টপিট ! বোস্‌গে যা।

ছাত্র—স্যার আমার বড় ক্লেশ হচ্চে ছেড়ে দিন।

শি—ষ্টুপিট্ এত বেয়াদবী ও আমার কথার অবাধ্যতা! ষ্ট্যাণ্ডঅপ্।

ছাত্র—(দাড়াইয়া) স্যার বড় মাতা ধোরেচে দাঁড়াতে পারি না কেবল আপনার কথা রাকতে দাঁড়ালেম ছেড়েদিন স্যার!

শি—ষ্টুপিট্ হলে টুলের ওপোরে দাঁড়াগে।

ছা—স্যার আমার জ্বর হয়েছে আমি পারিনে পোড়ে যাব।

শি—কি ইন্‌সল্টকর [এই বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ছেলেটীকে ধোরে প্রধান শিক্ষকের কাছে নেগে বোল্লেন] একে দাঁড়াতে বলচি এ দাঁড়াবে না।

ছা—স্যার আমার জ্বর হয়েছে দেখুন। প্রধান শি—কি করি মাষ্টার বোলেচেন দাঁড়াওগে।

এই সব দেখে আমি আর রইতে পাল্লেম না এগিয়ে গিয়ে বোল্লেম "ওহে বাবুরা তোমরা তো পৃথিবীকে সরাখান দেখেছো তাবোলে ভদ্রলোকের ছেলে গুলির মাথা খাচ্ছ কেন?

প্রশি—তুমি কেহে কাকে কিবল তার ঠিকনেই!

আমি—কেন কি হয়েছে কাকে কি বলেছি।

প্রশি—আমি কে তুমি জান?

আমি—আপনারা শিক্ষক।

প্রশি—তবে তুমি ভরসা কোরে কথা কচ্চো যে,

আমি—আমিতো তোমাদের ইস্কুলের ছেলেনই যে ভয় পাব।

প্রশি—তাই বোলে কি তুমি যাইচ্ছা তাই বোলবে।

আমি। কি বলেছি এখনতো কিছুই বলিনী।

প্রশি—আরো কি বলতে চাও।

আমি—বলতে চাই যে ভদ্রলোকের ছেলেদের শেয়াল কুক্কুরের বেহেজ ব্যবহার কর কেন? বড় মানুষদের সঙ্গে তোমাদের যে আন্তরিক বিবাদ আছে সেটা কি এই রকমে প্রকাশ কত্তে হয়?

প্রশি—আমাদের সঙ্গে বড় মানুষের কি বিবাদ।

আমি—এই সতাতো ভেয়ে ভেয়ে যা হয়; তারা হলো লক্ষ্মীর বরপুত্র আর তোমরা অলক্ষ্মীর।

প্রশি—(মহাকোপে) দেখ মুখ সামলে কথা কয়ো।

আমি—বাপু অত গরম কেন হও, ওতে ডরিনে তোমরা বা কোথা থাক আমি এই রকম কোরে রাজারাজড়োর সঙ্গে কথা কোই।

এমৎ সময়ে আর একজন শিক্ষক ১৯।২০ বৎসর বয়সের গোঁপ ও ব্রাহ্ম ফ্যাসনের মন্দ দাড়িওলা একটী ছেলেকে

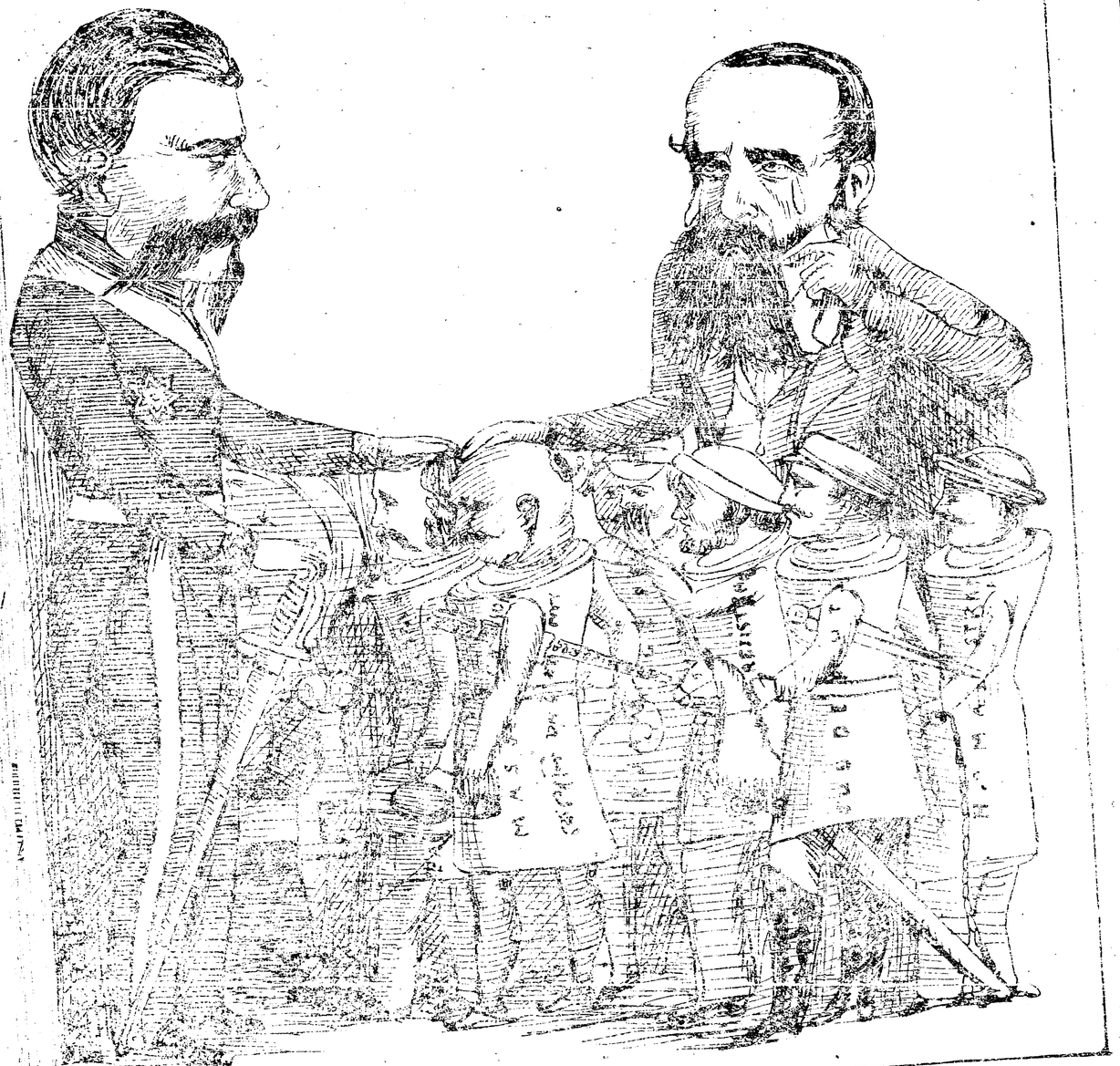

ছোট কর্ত্তা—ভাই আমি চলিলাম, আমার
এ মুলপোষ্য গুলিকে দেখো। ভুলনা ভাই
ওহো হো হো (কেঁদে ভাসা আমি)

কাণে ধোরে এনে প্রধান শিক্ষককে বলিলেন "একে গাধার টুপি মাথায়দে হলে দাড়াতে বলেছি তা দাড়ায়নি।"

প্রশি—কেন হে দাঁড়াও নি কেন?

ছা—(অভিমানভরে) বলেন কি পড়া জিজ্ঞাসা কোরে কে কোথা দাঁড়ায়?

প্রশি—না তোমার মাষ্টার যখন বোলেছেন তোমাকে দাঁড়াতেই হবে।

ছাত্র—(অভিমানে অধৈর্য্য হইয়া) বিচার করুণ এতো মোগোলী আমলনয় যে হাকিম ফিরিলেও হুকুম ফিরবে না।

প্রশি—তুমিতো বড় ষ্টুপিড।

ছাত্র—আপনারা আমার গুরু।

প্রশি—না তোমাকে দাঁড়াতে হইবে,

ছাত্র—হুর আবাগেরব্যাটা ভূত তুই কি তোরমতন হীন সকলকেই ভাবিস্ ও রকম দাঁড়ানর চেয়ে যে ভদ্র লোকের মরা ভাল। আমি টুপি মাতায় দে দাঁড়ালে আমার ছেলে কি বোলবে? এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

প্রশি—দেখলে ছেলে গুলো কি বেয়াদব।

আমি—কি করে ভদ্রলোকের মানের দায় প্রাণের চেয়ে বড় হয়।

প্রশি—তবে কি দোষ আমাদের?

আমি—আর কাদের? তোমরা না করালে কি এরকম করতো, এখন যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পেলে।

এই অবধি থাক আর সময়মত বলা যাবে।

ঘোরো বাবুর দেশভ্রমণ।

পাঠকগণ! আজ আমি আপনাদের নিকট যে একটী গল্প আরম্ভ করিতেছি তাহার গৌরচন্দ্রিকাটা দেখেই চটে যেয়োনা। যদিও লোকে কথার কথা বোলে থাকে যে একআঁচড়েই যত তেল মাখা তা জানা যায়, তথাপি এমন স্থলও অনেক দেখা যায় যাহাতে ঐ কথাটী খাটে না। তাহার প্রমাণ এই যে শীত-কালে যতই তেলমাখা যাক আঁচড় দিলেই গায়ে খড়ি উঠে ও এরূপ রুখো ধেতের লোক ঢের দেখা যায় যাহাদের সর্ব্বকালেই গায়ে খড়ি ওঠে। অতএব ও কথাটাকে বেদবাক্যের ন্যায় অব্যর্থ জ্ঞান না কোরে সামান্য প্রবাদ মাত্র জানিবেন। এ সকল প্রবাদের, আমাদের হিন্দুধর্ম্মের ন্যায়, যেখানে দোষ সেই-খানেই কাটান আছে, দেখুন পণ্ডিতেরা যে লিখেছেন "অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি" তাহা সত্য কিন্তু তত্রাপি ম্যাড়া তুলসিদাস তার কাটান কোরেছেন "সত্গুরু পাবে ভেদবাতাবে জ্ঞান করে উপদেশ, তব কয়লাকি ময়লা ছোটে যব আগ করে প্রবেশ।" অতএব আপনারা আঁচোড়ে না বুঝে ভাল কোরে দেখ্‌বেন তা হলেই সন্তুষ্ট হবেন। আ-রব্য উপন্যাসের ভূতাদির গল্পে যাঁহারা

তুষ্ট হন তাঁরা এতেও তুষ্ট হবেন কারণ এতে মানুষ ভূত আছে। যাঁহারা বিজ্ঞানশাস্ত্রে আমোদ পান তাঁরা এতে সে শাস্ত্রের অভাব পাইবেন না; যাঁরা পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী তাঁহাদেরও ইহা তুষ্টিসাধন করিবে; অধিক কি বিজ্ঞান, সাহিত্য, পুরাবৃত্তাদি সকল শাস্ত্রের রসের গণ্ডিগাচ বলিলেই হয় যে যেরূপ মেড়ে লতে পারেন। এক্ষণে মুখবন্ধ খুলে দে কথারম্ভ করা যাউক, কিন্তু আর একটু বাকি আছে তাহাও আগে বলা চাই। এগল্পটীর সমস্তই প্রকৃত ঘটনামূলক বলিয়াই ইহা বলিতেছি এবং পাঠকগণ দেখুন মনুষ্য স্বভাব কতরূপ হয় ও তাহার কার কি রূপ কার্য্য।

কবিওলারা গীত ধর্‌বার আগে সুর এচে লয় তাই আমারো সুর এচে নেয়া আবশ্যক; তবে আঁচি—এই এক রাজা ও তার দো সো দুই রাণী ছিল—না এটা চল্‌বেনা এটা পাঠকগণ অনেককাল ঠাকরুণদিদির কাছে শুনেছেন। এ এই বৃন্দাবনে নন্দঘোষের—না না এটাও লাগবেনা ১৯ শতাব্দিতে নিজ সহরের লোকেদের আর কদমতলার পিঁ পাঁ ভাল লাগবে কেন? এএ এই কেরো সহরের কালিফ পাতসা—হাঁ এটা মন্দ নয় কিন্তু রকমফেরতা না হলে জমাট হবে না। এখনকার সময় টা হয়েছে উন্নতির সময় খালি গালগল্প ভাল বলা যায় না, কতক টা ফল কথা চাই অতএব যথার্থ ঘটনার উপর কিছু কিছু ডাল পালা দিয়ে বলাই কর্ত্তব্য। তবে তাই করা যাক কিন্তু কথারম্ভের পূর্ব্বে যা কিছু বলিতে হয় তা বলে দেয়া যাক।

শারিয়ার পাতসা প্রতিরাত্রে এক একটী কামিনীকে বিবাহ করিতেন এবং পরদিন প্রাতে তাহাকে নষ্ট করিতেন এইরূপ করিতে২ একটী কামিনী গল্প বলিয়া আত্ম জীবন রক্ষা করেন ও সেই গল্পাবলির নাম আরব্য উপন্যাস। আমাদের এ গল্পটীর জন্মও প্রায় সেইরূপ হইয়াছে। কালিকাবতী নামে একটী কামিনী বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে এক একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে বহু সমাদর করিতেন কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করত অপর একটী পুত্র গ্রহণ করিতেন। ঘটনাক্রমে বিদ্রুপকর নামক একটী জনকে পোষ্য গ্রহণ করেন ও সে ব্যক্তি প্রাণের দায়ে গল্প বলিয়া কালিকাবতীকে সন্তুষ্টা রাখিতে যত্নবান হয়। যে দুইটী গল্পে দুই মাস কাটাইয়াছে তাহা সকলে জানেন তাহার পরের গল্প থেকেই আমি আরম্ভ করি। বিদ্রুপকরের মাথাও যত দিন আছে তত দিন গল্পটীরও লাগাড় আছে, তাহার মথা গেলেই গল্প শেষ হবে।

আবাস ভূমের পাতসা, নাম কামিনী

প্রিয়, বিদ্যা বুদ্ধি ধনজন সম্পন্ন অতি প্রবল প্রতাপ বদান্য এক রাজাছিলেন। বিদ্যা বুদ্ধির কথা কি বলিব. বৃহস্পতির বাবা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, অনন্তব্রতে কি কি ফল চাই সব মেয়েদের পুতি দেখে বলতে পাত্তেন, আর ষষ্ঠী মার্কণ্ড পূজাদির দ্রব্যের ফর্দ্দ মুহূর্ত্ত মাত্রে করে দিতেন, অধিক কি অনেক অধ্যাপককে "তুমি কি জান হে?" বলে পরাস্ত কত্তেন। ধনেরও কিছু কমি ছিল না। অন্দর মহলে লাক লিক ভিন্ন মুখ থেকে বেরেতো না। জনের অভাব কি একাস্ত্রীই তাঁর চোদ্দটী ছিল। মহারাজের তুল্য প্রতাপ সম্পন্ন লোক দেখিতে বিরল, অন্দর মহলে বসে রাজা পাতশামেরে সকলকে দ্বারস্থকরে রাখতেন। যে চোদ্দোটী ধূমাবতী তাঁর সহকারিণী ছিলেন তাহাদের কাছে কাহার অস্ত্রধরা চুলোয়যাক বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইত না। রাজার বদান্যতা বিলক্ষণ চোদ্দজন স্ত্রীকে কড়, বালা মল প্রভৃতি দিতে অনেকার্থ ব্যয় করেছিলেন, আর বড় ছেলের বিয়ের সময় নববধূর জন্য আবড়জঙ্গবালা ও জরির গাজের ঘাগরা কত্তে ধনাগারের দ্বার খুলেদেছেলেন। এবম্ভূত কামিনীপ্রিয় পাতসার মনে খেয়াল হইল যে একবার ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ কত্তে যান এবং আয়োজনাদি করিয়া জনদুই ভৃত্য ও তিন জন সমভিব্যাহারী লয়ে যাত্রা করিবার দিন স্থির করিলেন, দিন ক্রমে উপস্থিত হলো যাত্রার সময় বোয়ে যায় পাতসা আর অন্তঃপুর থেকে বেরোন না—একি সামান্য মায়া, অন্তঃপুরের মায়া কে কাটাইতে পারে। পাঠকগণের মধ্যে যিনি যিনি সুখের শুকপাখি হয়ে সারিকার পানে চেয়ে থাকেন ও বড়াই কোরে থাকেন তারাই বুঝেচেন যে অন্তঃপুর কি মায়া কানন! যাহা হউক অনেক কষ্টে পাতসা বাহিরে এসে যাত্রা কল্লেন। যাবার সময় কাহার মুখ পানে শোকে চাইতে পাল্লেন না। কোথায় যাবেন, কি কর্‌বেন, কি হবে এই সকল ভেবেই অস্থির; মেয়ে শশুরবাড়ি যাবার অপেক্ষাও ভয়ানক হয়ে উঠলো এক এক বার মনে হতে লাগলো বুঝি যমের বাড়িই চল্লেন আর ফিরতে হবেনা কিন্তু সেটা কিবল স্নেহের বস্তু বিয়োগ জন্য। পরে রেলঘাটে যাইয়া বাষ্পপোতা রোহণ করিলেন এবং পোত গঙ্গা পার হইতে লাগিল। পাতসা আবাসাভিমুখে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—সে সময় পাতসার মূর্ত্তি এরূপ স্থির হইয়াছিল যে দু একজন রসিক কুনোবেরালের মুরোদ ঠাউরে গোবোরের ছাঁচ তুলতে এসেছিল কিন্তু ইত্যবসরে পোত ওপারে উপনীত হইবাতে সহচরগণ পাতসাকে টেনেনে ভূমে ওঠাতেই

সেটা ঘটেনি। পরে বাষ্পযানের এক খণ্ডে সমভিব্যাহারীগণের সহ পাতসা গিয়া বসিলেন। রাজারাজড়ো লোকের একেবারে এত শ্রম বড় ক্লেশকর অতএব একটু বিশ্রাম করুন।

মিরার সংবাদপত্র।

মিরারের বাঙ্গালা অর্থ দর্পণ, তা দর্পণের আকৃতি নিয়ে দর্শকগণের মধ্যে মাঝে মাঝে গোলযোগ হয় সেই জন্য আমরা বলি যে আকৃতি নিয়ে গোলযোগ করার পূর্ব্বে কলাইটা যাতে ভাল হয় তাহারই চেষ্টা করা উচিত তানা হলে প্রতিমূর্ত্তি ভাল পড়ে না। আমরা অগ্রেই বলেছি যে এ দর্পণখানিতে বিপরীত প্রতিবিম্ব পড়ে তানা হলে সম্পাদক আপনার প্রকৃত ছবি দেখতে পাননা কেন? লোকে কথার কথা যে বলে "ঘরে কি আরসি নাই" সে বাক্যটা এস্থলে সঙ্গত দেখা যায় না।

বিদ্যার অনুশীলন।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তকাদির অতি শল্পতাছিল। এক্ষণে গ্রন্থকর্ত্তা মহাত্মাদিগের সংখ্যা পাঠকের সংখ্যাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। জমা খরচ কি রূপে শেষ হইবে ভাবিয়া পাইনা। শুনিলাম প্রংশসনীয় অশ্লীলতানিবারিণী সভার সভ্যগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছেন যে ইংরাজী সক্ষপীর, ফিলডিং, চশর, বাইরণ, প্রভৃতিকদর্য্য অশ্লীল লেখকগণের গ্রন্থ সকল পোড়াইয়া প্রাগুক্ত জমাখরচির ফাজিল টা ইংরাজী পাঠকগণকে দে পূরণ করবেন। এটা বড় মন্দ কথা নয়।

লেপ্টেনেণ্ট গবরনর এপরেল মাসে বিলাতে যাইতেছেন তাঁহাকে প্রশংসা পত্র কে দিবেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। বোধ করি তাঁহার প্রিয় শখা ডাক্তার স্মিথ এক অসীম প্রসংশাপত্রে নেটিব শিবিলসারভিশ, কাননগুঁই ও গ্রাম্য গুরু মহাশয় দলের নিকট হইতে কৌশলে অনেক সহি লইতেছেন।

কনভোকেশন।

ফেলোরা গুডফেলো হয়ে এক এক কালগাউন পরিধান করিয়া প্রতিবৎসর সেনেট হাউসে কনভোকেসনে উপস্থিত হয়েন ও ভাইসচানসলারকে প্রায় এক ঘণ্টা মন্ত্র পাঠ করত ডিপ্লোমা প্রদান করিতে হয়। যদি একশত নৈবেদ্যে একটা ফুল ফেলিলে উৎসর্গের কার্য্য সম্পন্ন হয় তবে ভাইশচানসেলর কেন পাঁচমিনিটে একার্য্য নির্ব্বাহ না করেন? বৎসর বৎসর প্রায় ৩।৪ শত বালক

কলিকাতায় অশ্লীলতা নিবারিণী সভা স্থাপনে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

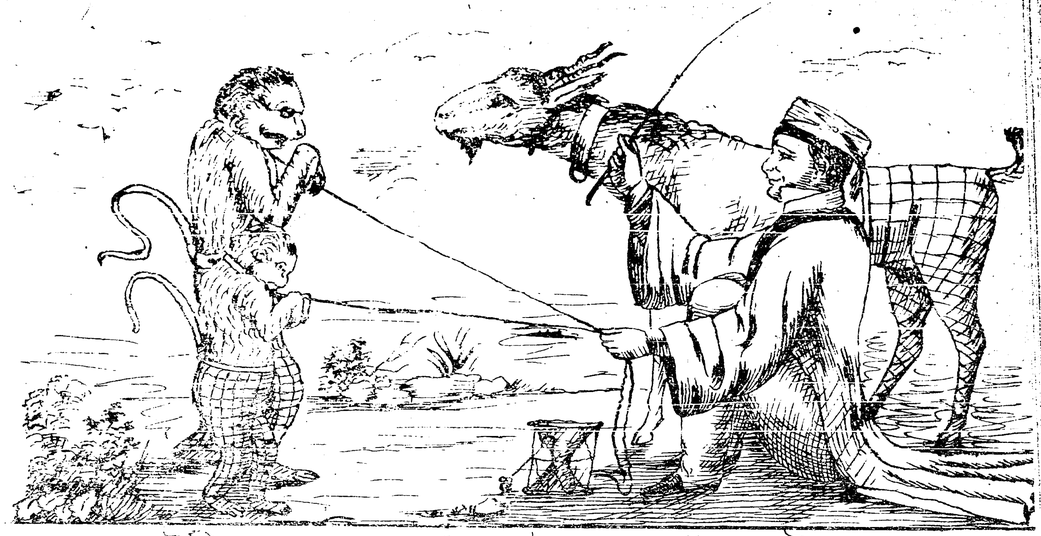

এক্ষণে টুপীওয়ালা বেদেরা অনেক পেন্টুলেন পরা বাঁদরকে এইরূপে নাচাচ্চে।

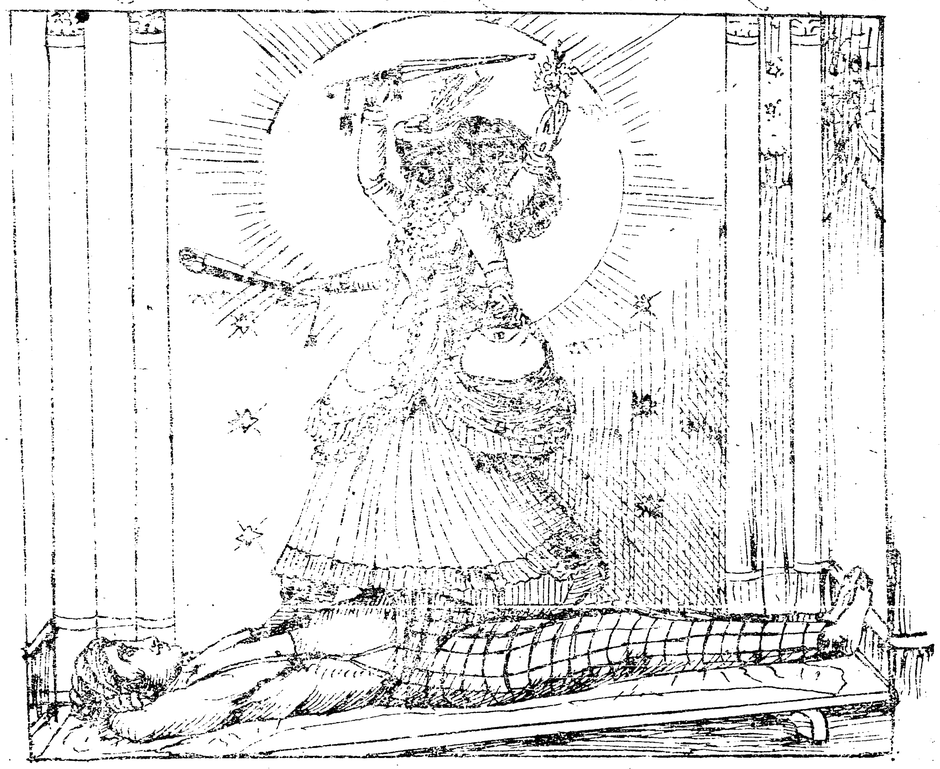

অশ্লীলতা নিবারিণী সভায় এক জন সভ্যের বাটীর কালী।

ডিপ্লোমা পাইতেছেন সরকারী কায কর্ম্ম সব বন্ধ তবে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" বচনানুসারে এদের কি চাসকত্তে দেওয়া হবে ?

বসন্তকের গূঢ় সংবাদদাতার প্রেরিত।

পাটনার কমিস্তনর সাহেব দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এই পত্র খানি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির নিকট লিখিয়াছেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার বিশেষ সম্বাদ দাতা মুঙ্গের হইতে যে পত্র লিখেন তাহাতে জনরব উঠে যে দুর্ভিক্ষ হইল না, ইহাতে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর কিছু চিন্তাযুক্ত হন ও চিন্তা করিতে করিতে স্বপ্নে দেখেন যে দর ভাঙ্গা, মধুবাণি ও সীতামারিতেও দুর্ভিক্ষ নাই। তিনি তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্পোশেল ট্রেণে এদেশে আসিয়া আমারে যে যে বিষয়ের কৈফিয়েত তলব করেন তাহার জবাব নিম্নে লিখিতেছি।

১ আমি এখানে অন্যূন ২ সহস্র ইংরাজ বহাল করিয়াছি। আমি আরও করিয়াছি যে সমুদয় ভিক্ষোপজিবী ইংরাজ ফিরিঙ্গি মাত্রেই লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ও আমাকে বিরক্ত করিত আমি তাহাদিগকে নির্ব্বিশেষ চাকুরি দিয়াছি।

২। দুর্ভিক্ষ হইবে না এ রূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই। আমি এখানে সহস্র সহস্র ইংরাজ কর্ম্মচারী বহাল করিয়াছি তাহার মধ্যে অনেকানেক প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী আছেন। একটী সামান্য ইংরেজের কতটী চাকর বিবেচনা করিয়া দেখুন, এমত অবস্থায় এই সমুদায় কর্ম্মচারীর খানসামা, সরকার, বেহারা, খিদ্‌মতগার বাবুরচি, ধুবী আয়া, মেথর, পাখাদার, সহিস কোচমান, ঘাস-কাটা সমুদায় এদেশে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে পুর্ব্বে যদিও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ভয় ছিল এখন আর তাহা করিবার প্রয়োজন নাই।

৩। আমারা চাউল আমদানি করিতেছি সুতরাং ব্যবসাদার লোকে আর চাউল আমদানি করিতে সাহস পাইতেছে না। যদি কেহ সাহস পায় তবে তাহারা যে দরে বেচিবে তাহার একসের কম দরে আমরা বেচিলে সে উচ্ছিন্ন যাইবে। বিশেষ সওদাগরের আমদানি করিবারও যো রাখি নাই। দেশের যত গাড়ি সব আমরা লইয়াছি, যত বলদ তাহাও লইয়াছি, তবে একটা নদী ছিল তাহাও রেলের নিমিত্ত বন্দ করা হইয়াছে ; সুতরাং দেশের মধ্যে আর বড় একটা চাউল পাইবার যো নাই। অতএব দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ভয় করিবার কোন কারণ নাই।

৪। রিলিফ দেওয়া সম্বন্ধে গবর্ণ-

মেণ্ট যে রিপোর্ট চাহিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি বলি যে রিলিফ খুব দেওয়া হইতেছে। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন ও পিপাসাতুরকে পানীয় খুব দেওয়া হইতেছে। তবে এদেশীয় গণকে অদ্যাপী সুন্দর রূপে রিলিফ দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার বিশেষ কারণ আছে। হঠাৎ রিলিফ দিতে আরম্ভ করিলে শেষ পারিয়া উঠা ভার হইবে, কারণ এ দেশের লোকসংখ্যা অনেক। অতএব আমরা সাব্যস্ত করিয়াছি যে কিছু লোক সংখ্যা কমিয়া গেলে রিলিফ দিতে আরম্ভ করা যাইবে। তবে ইংরাজগণকে বেশ রিলিফ দেওয়া হইতেছে। যাঁহারা পরিশ্রান্ত তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইতেছে, যাহারা ক্ষুধিত তাহাদিগকে অন্ন দেওয়া হইতেছে; আর যাহারা পিপাসাতুর—তাহাদিগের যেরূপ লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর দরভাঙ্গার রাস্তায় যে সমুদায় কর্ম্মচারীগণকে সুখে শয়নে দেখিয়াছেন তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন। রিলিফ দেওয়া সম্বন্ধে কোন ত্রুটী হইবে না আমি এ সম্বন্ধে সকলকে সুধু মুখে উপদেশ দেই না, রিলিফ কি রূপে দিতে হয় তাহা স্বহস্তে দেখাইয়া দিয়া থাকি ও এই নিমিত্ত আমি আপনাকে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে প্রত্যহ তিন চারিবার রিলিফ দেই।

৫। এখানে ২০০ ইনস্পেক্টর, ৫০০ সব্ ওভরসিয়ার ২০০০ ক্লার্ক প্রভৃতি নিযুক্ত হয় এরূপ হুজুরের আদেশ ও আমার ইচ্ছা যে এ কর্ম্মে বাঙ্গালিগণকে নিযুক্ত করা না হয়। আমি সেই নিমিত্ত যত পাইয়াছি তত ইংরাজকে কর্ম্মে বহাল করিয়াছি। আমি তাহাতে পারগতা সম্বন্ধে লক্ষ্যও করি নাই। কেবল মাত্র বর্ণ দেখিয়া কাজ দিয়াছি, কিন্তু তবু অনেক গুলি কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, আর ইংরাজ পাওয়া যায় নাই। এখন উপায় ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। ভাল কথা, বাঙ্গলা দেশে যে মুছলমান জন্মে সেও কি বাঙ্গালি; বাঙ্গালি যে বিলাতে যায় সেও কি বাঙ্গালি; বাঙ্গালি যে খ্রীষ্টিয়ান কি ব্রাহ্ম হয় সেও কি বাঙ্গালি? এ বিষয় আসিয়াটীক সোসাইটীকে অনুসন্ধান করিতে বলিবেন।

রিলিফ কার্য্যের নিমিত্ত ঘাস ছুলিতে দেওয়া অন্যায় হইয়াছে কারণ এ ঘাস এখন খায়কে? দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকে পাছে তাহাদের এই ঘাস খাইতে হয় এই ভয়ে এক প্রকার বিদ্রোহি হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আগে থাকিতে বলিতেছে যে তাহারা ঘাস খাইতে পারিবে না। এখন চাউলের সঙ্গে কিছু কিছু ঘাস না খাইলে আমরা পারিয়া উঠিব কি রূপে ঘাস? অতি

উত্তম সামগ্রী, দেখিতে দিব্য সুশ্রী, আর উহাতে বিষাক্ত দ্রব্যের লেস মাত্র নাই অথচ বিস্তর সার পদার্থও আছে। মহিষ, কি হরিণ, ঘোটক, গর্দ্দভ ইহার প্রমাণ। আমার বোধ হয় আমরা পথ দেখাইতে পারিলে ইহারা ঘাস খাইতে স্বীকার করিতে পারে আমার অংশ আমি খাইতে প্রস্তুত আছি, এখন সকলে ভাগ যোগ করিয়া খাইলে অনায়াশে ঘাসের রাশি কমিয়া যাইবে ও এ দেশের লোকে উহা খাইতে আরম্ভ করিতে পারে। এখন ক্যাম্বেল সাহেব ও টেম্পল সাহেবের মত কি তাহা লিখিবেন, তাঁহাদের সকল বিষয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিত।

দুরভিক্ষ্য।

পুরাণে কথিত আছে যে এক মুনির সম্মুখে হটাৎ একটী সফরী প্রকাশ পায় ও ক্রমে তাহার আকার বৃদ্ধিকরিয়া পৃথিবীকে জলে পূর্ণ করে। সেইরূপ ফেমিনের উদর কত বড় তাহা আমরা এখনো জানিতে পারি নাই, জর্জ স্মিথ জ্ঞানদূরবীক্ষণদ্বারা ইহার বিরাটাকার দেখিতেছেন কিন্তু ইংলিসম্যান ও অমৃতবাজার বামন আকার দেখেন। পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিবাদ এখন শ্রাদ্ধটা না গড়ালে বাঁচি।

প্রকৃত উত্তর।

জগদানন্দ সেট কলিকাতার প্রথমাবস্থার একজন ধনাঢ্যছিলেন এবং সে কেলে ধরণের সুপ্রশস্ত চণ্ডিমণ্ডপ ও প্রাঙ্গন রাখিয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন। বাটীর ঘরগুলি অধিক কিন্তু ছোট ছোট তাঁহার প্রপৌত্র এখনকার ইংরাজি বিদ্যালয়ে পড়িয়া লেখা পড়া হোক নাহোক, ইংরাজী মেজাজটা পেয়েছেন। বিদ্যা বুদ্ধি তত অধিক না থাকাতে চাকরি করিয়া অর্থ আনিতে অক্ষম। মনটা কিন্তু ইংরাজি ধরণের হওয়াতে ইচ্ছা করেন যে বাড়ীটা ভেঙ্গে নিউ ফ্যাসানে বড় বড় হলওলা বাটী হয়। করেন কি নিজের অর্থ আনিবার শক্তি নাই আর প্রপিতামহের সঞ্চিত ধনও প্রায় শেষ হয়েছে। না পূরালে ঘড়ার জল ঢালতেই২ যায়। এই মনঃ কষ্টেই আছেন একদিন কএকজন বন্ধু আসাতে বৈঠকখানা ঘরটীতে কিছু বসিবার কষ্ট হয় প্রপৌত্র বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "সেকেলে লোকগুলি কি ষ্টুপিড ছিল বড় বড় দালান আর উঠন কোরে মিছে কতকটা জায়গা নষ্ট কোরেছে কি হবে তার সাকিমনেই। আর ঘরগুণো সোর কুটুরী কোরে গেছে।" এই সময়ে তাঁহার বৃদ্ধ খুড়া সেইখানদে যেতে যেতে কথাটী শুনতে পেয়ে বোললেন বাবুহে

দাদা মহাশয় জেনেছিলেন যে তাঁর বংশে তোমাদের মত কতকগুলি সোরই হবে"।

অদালত।

বসন্তক ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া অদ্য আদালত দর্শনে গমন করিয়াছেন, হেতায় ব্রাহ্মণী আহার আদি প্রস্তুত রাখিয়া ক্ষুধাতুরা বাঘিনীর ন্যায় প্রাণ বলদের আশাপথ নিরীক্ষণ করিতেছেন। (যদি ক্ষুধাতুরা বাঘিনী প্রয়োগ কেহ অলঙ্কার দোষ বলেন তবে তৃষিত চাতকিনীটাও দুশ্য) দূরে যে কোন বস্তুই দ্যাখেন অমনি ভাবেন বুঝি নাথ আগত কিন্তু মনের ভ্রান্তি, যেটিকে নাথ বোধে একাগ্রচিত্তে অবলোকন করিতেছিলেন ক্রমে নিকটে আসিতে দেখিলেন যে এক খানি পাটের গাঁট পূরিত গরুর গাড়ি, মনোদুখে আরও অস্থির হইলেন পুনরায় বোধ হইল যে এবার সত্যই নাথ আগত কিন্তু পুনরায় তদপেক্ষা হতোদ্যম, দেখেন যে ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর ব্রুহ্যাম, গাড়ি, নাথ নয়। এবার হতাশ হইয়া মনোদুখে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া ভাবিলেন যে আর এরূপ দেখিব না যখন হয় অবশ্যই আসিবেন; কিন্তু পোড়া নয়ন তাঁহার অজ্ঞাতে পুনরায় রাজ পথ দর্শন করিতেছে। এবার সত্য বসন্তক আসিতেছেন; কিন্তু বিশ্বাস নাই পাছে পুনরায় হতোদ্যম হন। ক্রমে স্পষ্ট প্রতীয় মান হইল যে সত্যই নাথ আগত, অমনি নয়ন যুগল স্ফুরিত, শরীর লোমাঞ্চিত ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্য, আর পূর্ব্ব রূপের কিছু মাত্র চিহ্ন নাই, আহা! মনে আর শরীরে কি মিল যেন সাহেবদের বিবাহ আর ডাই ভোর্শ।

বাসন্তিকা ব্যগ্র হইয়া কহিলেন "দেখ দেখি কোন সকালে দুটো ভাত নাকে মুখে গুঁজে গিয়েছ এতো দেরি কোরে আস্তে হয়? ন্যাও মুখ হাত ধোও, আগে জল টল খাও, তবে সে মামলার কি হোলো?"

ব—আঃ ভুলকালাম একেবারে মামলা সঙ্গীন।

বা—(আগ্রহতা সহ) কি রকম? কি রকম?

ব—আঃ তা আর বোলবো কি? ঢুক্তে কি পারি? একে নিজে একটু দোহারা তাতে কাল কাল আং রাখা গায়ে জেন হামদো ২ জোম দূত সব ব্যাড়াচ্ছে আর সেই ঙ গুলোর জ্বালায় কি পা ফ্যালবার যো আছে, কত কষ্টে শ্রষ্ঠে একবর্গা ঘুড়িরমতন লাট খেতে খেতে গিয়েতো ঘরের ভেতোর পোড়লুম, পোড়ে দেখি যে ত্যালারাম পোক্কা পা ছিরকুটে সাম্নে পোড়ে আছেন, আর গবরমেণ্টের উকিল বয়ান কোর্চে।

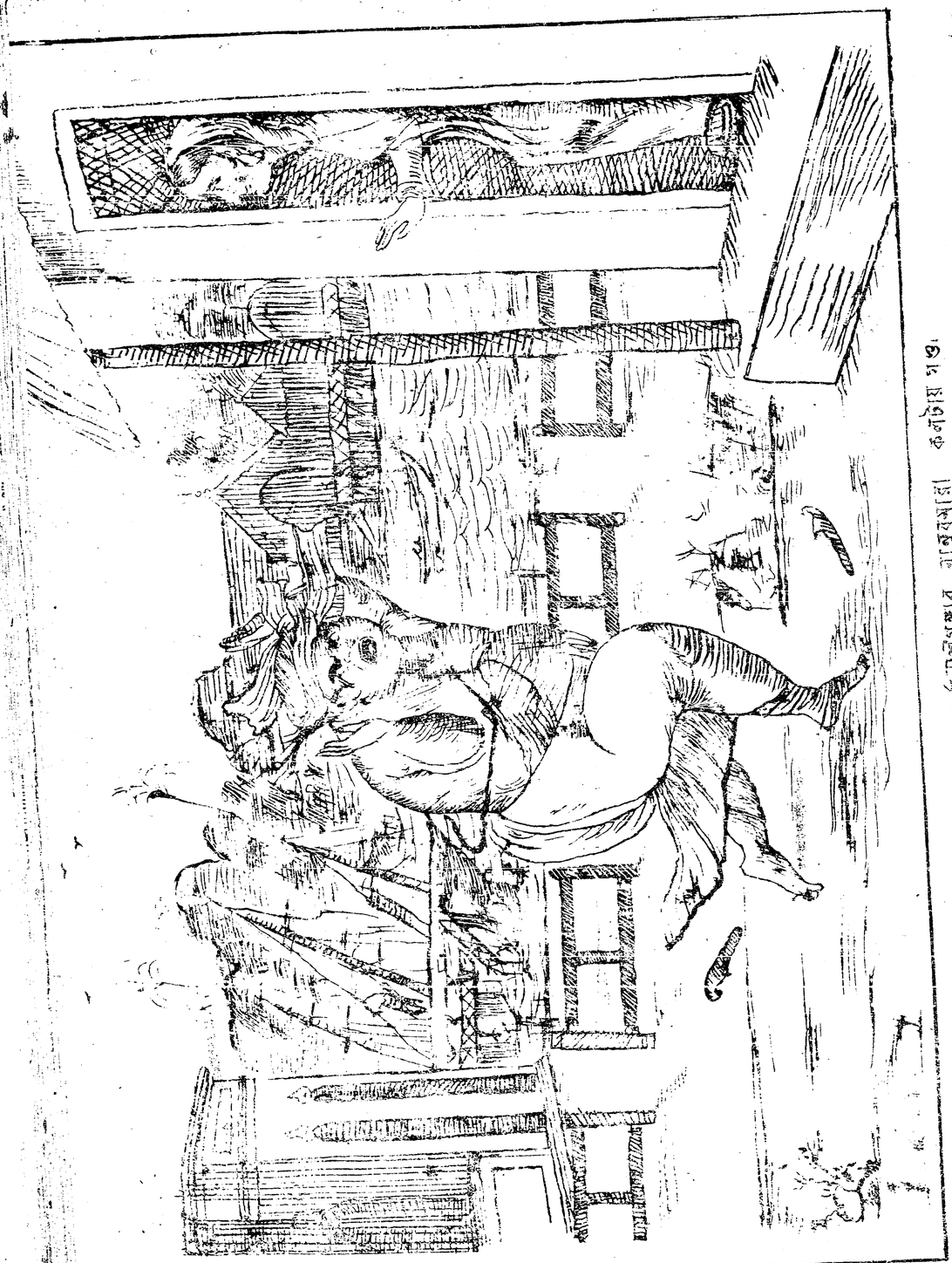

বস—সব্বনাশ সর্ব্বনাশগঙ্গার মানুষমারা কলটায় গণ্ড।
কুড়ি মানুষ ইঁদুরের মত পোড়েছে !
বস—নাগো না ওটা পোল হচ্ছিলো দুর্ভিক্ষে পাচ্ছে অনেক
কাঙ্গাল এসে সহর গলিজ করে তাই ভেঙ্গেদেয়া হলো

বা— কি বয়ান কোর্লেন ?

ব—বোল্লেন "হজুর, ধর্ম্ম অবতার, খোদাবন্দ, অনেক গরীবের মা বাপ, এরূপ নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ও ভয়ানক খুন আমরা কখন দেখি নাই ও শুনিবও না। আর বোধ হয় আপনিও ঐ ঐ। হজুর এ জগতে এমন কে আছে যাহার এরূপ অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা দর্শনে চক্ষে জল না আসে ?" এই বলিয়া ভেউ ভেউ কোরে (বিলাতী বুল্‌ডগের ডাকের মত) কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম বুঝি গোঁদোল পাড়ায় বা যেতে হয়।

বা—তার পর কি হোলো ?

ব—তার পর উকিল তাঁর প্রধান শাক্ষিকে তুললেন্। বিচারকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন—"তুমি ত্যালারাম পোকার ক্ষুণের কি জান ?"

শা—ধর্ম্মাবতার ! আমি ক্রুয়েলটীটু অ্যানিমেল নিবারিণী সভার একজন সভ্য।

বিচা—আমি ও কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, এ ক্ষুণের তুমি কি জান ?

শা—হজুর ; আমাদের সভা হইতে ম্যাড়া লড়াই, বুলবুলী লড়াই, মণিয়া লড়াই, প্রভৃতি নানাবিধ মহা মহা নিষ্ঠুরতা ও গরুর ন্যাজমলা আদি নিষ্ঠুরতা সকল রহিত হইয়াছে।

বিচা—তোমার সভার বিচার শুন্তে চাইনি এ ক্ষুণের বিষয় তুমি যা জান বল?

শা—মাইলর্ড ! এরূপ নিষ্ঠুরতা আমাদিগের সভার নিতান্ত বিপরীত ; লৌহ নির্ম্মিত পীনে অর্থাৎ শূলেতে ত্যালারামপোকাকে বিদ্ধ করাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, তার আর সন্দেহ নাই, অতএব আশামী বা খুনীকে ঐরূপ শূলে দিতে অনুমতি হয়। উহাকে এক্ষণি ফাঁসী দেয়া কর্ত্তব্য, এমন ভয়ানক নিষ্ঠুর লোককে জনসমাজে থাকিতে দেয়া কোনমতে বিধেয় নহে।

বিচা ? তোমার সাক্ষ্য হইয়াছে।

এক্ষণে দ্বিতীয় সাক্ষ্যকে আনায়ন

দ্বিতীয় সাক্ষ্য উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমার নাম উডফোর্ড সাহেব ; আমি সরকারি খুন পরিক্ষক ; আমার মাসিক মাহিনা ৩ ০০ টাকা, আমি এ মুদ্দরকে একজামিন করিয়াছি ; মৃত্যুর কারণ একটী তীক্ষ্ম শলাকা কিম্বা আর কোন কঠিন বস্তু ইহার শরীরের এফোড় ওফোড় হইয়াছিল। সাক্ষ্য যে পিনটী দেখাইলেন ইহাতে এই প্রকার খত হইতেছে।"

বিপক্ষ উকিল ক্রশ একজামিনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার পাকস্তলী পরিক্ষা করা হইয়াছিল ?"

সাক্ষ উত্তর —হাঁঃ তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ চিনি, কিঞ্চিৎ পনির আর কিঞ্চিৎ কাঠের গুড়া —

উকীল—কাষ্ঠের গুড়ার সঙ্গে কোন রংছিল ?

সা—একটু একটু ছিল!

উ—আচ্ছা রংখাইলে ত্যালারাম পোক্কার মৃত্যু হইতে পারে কি না?

সা—এ কথা আমি সঠিক বলিতে সক্ষম নহি, এ সকল কথা আমাদের পেঁতেয় নাই।

এমত সময় দেখা গেল যে প্রথম সাখ্য ফুঁপাইয়া কান্দিতে তাঁহার সম্মুখের বোতাম ছিড়িয়া গেছে, তিনি কথিত পিনটি আত্মশাত করিয়া শট্ট আটকাইতেছেন; এতৎদর্শনে বিচারপতি কহিলেন, "ওকি ও পিন রাখ ও এক্ষণে কুইনের সম্পত্তি, যে কোন দ্রব্যের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে খুন করা হয় সে সব দ্রব কুইনের।"

প্রথম সাখ্য থতমত খাইয়া পিনটি হস্তে চাপিয়া কহিলেন "ধর্ম্ম অবতার বোতাম বোতাম।"

মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল, ঠ্যালা ঠেলিতে আমি বাহিরে আসিয়া পড়িলাম আর ঢুকিতে পারিলাম না।

বাসন্তিকা তার পরে শেষটা কি হোল।

বস হো হো কোরে মিছিল ভেঙ্গে সকলে বেরিয়ে পোড়লো, আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম কি হোল। কেউ বোল্লে ফাঁসি গিয়া কেউ বোল্লে শূলে গিয়া। তা ত্যালারামপোক্কার হোল, না আসামির হোল না ফৈরাদির হোল ঠিক কোত্তে পাল্লেম না।

বাসন্তিকা, তবেই তো।

বসন্তক—তবেই তো আর কি, ওর মধ্যে যে ফাসির উপযুক্ত তারই হোয়েছে। তবে দেখ বাসন্তিকে তুমি ঘরের দ্বারে বোসে মুসারির ছার পোকা মের না, আর রাত্রে প্রদীপ লইয়া চ্যাক চ্যাক কোরে মুসারির মোসা মের না। তোমায় সে খুনের দায়ে—দায়ী কোরে ধোরে নেগেলে আমি আব বাঁচবো না। উকীল কৌশিলির টাকাও যোগাইতে পারবো না কেবল গ্যাসভরা রবারের বলের মত ভেবে দমসম হয়ে পেটফুলে মোরে যাব।

মিরার সম্পাদক বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্টগবর্ণরকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করার প্রস্তাব করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় এই প্রস্তাবিত অভিনন্দন পত্রের একখণ্ড প্রতিলিপি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন আমরা তাহার অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"প্রভু আপনি বঙ্গদেশ আঁধার করিয়া চলিলেন আমাদের পিতা নাই মাতা নাই ভ্রাতা নাই, বাটি নাই ঘর নাই ধন সম্পত্তি কিছুই নাই; আমাদের ন্যায় লক্ষ্মীছাড়া ত্রিজগতে আর কেহ নাই কিন্তু তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব; তুমি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিলে, আমরা আজ পিতৃহীন হইলাম। আমরা

প্রাণপনে তোমাকে এপর্য্যন্ত উপাসনা করিয়াছি! কিছুই লক্ষ্য করি নাই। ইহাতে আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা করিয়াছি, দেশের অনিষ্ট করিতে হয় তাহাও করিয়াছি ইহাতে অন্যায় বলিতে সঙ্কুচিতও হই নাই, তুমি যখন দেশের কোন সর্ব্বনাশ করিয়াছ আর দেশের লোকে ক্রন্দন করিয়াছে আমরা তখন উল্লাস করিয়াছি। আমাদের আশা ছিল আপনি এখানে পাঁচ বৎসর থাকিবেন তাহার পর গবর্ণরজেনারেল হইবেন। আমরা আপনার প্রসাদে প্রতি পালিত হইব কিন্তু বিধাতা বৈমুখ হইলেন। আপনি যে দুই হাজার টাকাদেন, তাহাতে আমাদের অতি কষ্টে চলে, যাওয়ার পূর্ব্বে আর কিছু আজ্ঞা হয়।

প্রভু আপনি উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত যত্নকরিয়া দেশের বিশেষ মঙ্গল করেন। আজকাল উচ্চ শিক্ষা দ্বারা দেশের বিশেষ অমঙ্গল হইতেছে তাহারা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া আর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করে না ও তাহারা বিদ্যান হইয়াছে ভাবিয়া অমাদের মহা প্রভুর উপদেশ পান করে না। তাহার আজ্ঞাধীন থাকে না। দুঃখের কথা বলিব কি, ইহারা এণ্টেন্স ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়া ব্রাহ্ম থাকে কিন্তু ইহার উপর তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত না। আমরা বৎসর বৎসর ইহার বিষময় ফল দেখিতেছি। কারণ যাহারা বৎসর পূর্ব্বে পৈতে ফেলিয়া মহাপ্রভুর নিতান্ত অনুগত হইয়াছে তাহারা আবার বিএ পাস করিয়াই পৈতে গ্রহণ করিতেছে এবং হিন্দু হইতেছে। উচ্চ শিক্ষায় দেশের সর্ব্বনাশ করিল অতএব ইহা যিনি উঠাইয়া দেন তিনি দেশের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী।

সেবার ইংলণ্ডে ১০ জন মনুষ্য গুরুতর অপরাধে রাজবিচারে প্রেরিত হয়। সুবিচার হইলে তাহাদের সকলের প্রাণ দণ্ড হইত কিন্তু সর্ব্বত্রই এখন বিচার বিষয়ে লোকে শৈথল্যতা দেখাইতেছে, এদশ জনের মধ্যে কেবল ৫ জনের প্রাণ দণ্ড হয় আর কয়েক জন খালাশ পায়। আমরা যে দিন অবধি ইহা দেখি সেই দিন অবধি মনের দুঃখে শুখাইয়া যাই আমরা মিরার পত্রিকায় ইহার নিমিত্ত ক্ষোভ করিয়াছি। পাপে পৃথিবী ভারাক্রান্ত, যত পাপির বিনাশ হয় তত আমরা যে কয়েক জন সাধু আছি নিশ্চিন্তে বাস করিতে পারি। আপনি জগতের বন্ধু, আপনি নূতন ফৌজদারি আইনের পোষকতা করিয়া, জেলে কঠোর নিয়ম সমুদয় প্রচার করিয়া দেশের কি মঙ্গল করিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। যে দিন আপনি এই আইন ও নিয়ম প্রচলিত ক-

রেন সেই অবধি আমরা আবার নিদ্রা যাইতেছি, আবার আমরা সুখ সচ্ছন্দতা জানিতেছি।

আপনি রোড সেস বসাইয়া দেশের কত মঙ্গল করিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না, দেশে রাস্তা ঘাটের ভারি প্রয়োজন আমাদের মিশেনারীরা পথ অভাবে ভারি কষ্ট পান। ইহাতে দরিদ্র প্রজারা ভারি প্রলোভিত হইবে কিন্তু কষ্ট সহ্য না করিলে আত্মার উন্নতি হয় না। তবে প্রভু আপনি চলিলেন। আপনি সার রিচার্ডটেম্পেলকে একটু আমাদিগের নিমিত্ত লিখিয়া যাইবেন। আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে একটু গালা গালি দিয়াছি তাহাতে তিনি হয় তো রাগ করিয়াছেন। হা অদৃষ্ট! আগে কি জানি যে টেম্পল সাহেব আমাদের কর্ত্তা হইবেন, তাহা হইলে কি আর তাঁহাকে এত গালি দেই! ফল যা হবার তা হইয়াছে এমন কর্ম্ম আর হইবে না। এখন পূর্ব্বকার অপরাধের নিমিত্ত ঘোর অনুতাপ করিতেছি। আত্মা দগ্ধ হইতেছে। এমন কর্ম্ম আর হইবে না। ইন্‌কম্ ট্যাক্স অতি উত্তম জিনিস তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। আপনি তাঁহাকে আমাদিগের হইয়ে দুটী কথা বলিয়া যাইবেন।"

পত্রপ্রেরকগণের প্রতি।

আমাদের এক জন পাঠক চিত্রগুলির মূর্ত্তির শরীরের পক্ষে মাথা বড় দেখে লিখেছেন যে সেরূপ করায় ফল কি? মাথা বড় হলেই কি হাস্যরস গড়িয়ে পড়ে? আমরা তদুত্তরেই বল্‌চি যে পত্র প্রেরক মাথা বড় দেখে চট্‌বেন না এর একটু কারণ আছে। যেমন শ্রীপঞ্চমির সময় সাধারণ লোকে বোলে থাকে "যদি বাঙ্গালী না থাক্‌তো এ দেশে তবে তিলখাজা গুড় শুঁটিকড়াই কোথায় খেতে পেতে" সেই রকম আমরাও বলি "যদি হেঁড়ে মাথা ছেড়ে দিয়ে ছবি লিখতে যাই। তবে যশুরে কৈমাছের মত চিন্‌রে কিসে ভাই।"

বিজ্ঞাপন।

আজকাল যে দুর্ভিক্ষ্যের হাঙ্গাম পড়েছে এতে আপনার পেট্‌চালানই ভার তাতে আবার বিদেশীয় মহাত্মাদিগকে ডাকের খরচ যোগাইতে হইলে তো আমার এ পেট্‌টি ঝরে যায়। তাঁহারা কিছুই খুলিয়া লেখেন নাই, যদি লিখিতেন যে একখণ্ড পাঠাইলে ইচ্ছা হয় লইবেন নচেৎ ঐ খণ্ডের মূল্য পাঠাইবেন তবে আমরা অপ্যায়িত বোধে দাঁতে কুটো কোরে পৌঁছে দিতাম। কিন্তু লাগে তাক না লাগে তুক্কো ধরণের চিঠী পেয়ে পত্র পাঠাইতে গেলে গরিব ব্রাহ্মণ মারা যায়।

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

১২৮০ সালের জমিদারি নিকেশ।—

জমা—এদুর্ভিক্ষে আমরাতো এক পয়স দিতে পারিবনা—

খরচ—সরকারতো এক পয়সা ছাড়িতে পারিবেননা।—

কৈফিয়ত।—তবে আমি কি করিব।—

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

চতুর্থ সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৶ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

শালতামামী।

পাঠকগণ ১২৮০ সালের বিজয়া গাইয়েদের মধ্যে আমিই শেষ পড়েছি, তা ভাঙ্গা মজলিস বলে অবজ্ঞা কোরবেন না। বুড়োশিবের গাজন তলার ফিরতি ঢাকি গুলো নিয়ে আড়াই কাটির বাদ্যির সঙ্গে ১২৮০ সালে শ্রাদ্ধে মেতেছিলেম, তাই ভাঙ্গা রাসে এসে পড়েছি। যাহোক শ্রাদ্ধটার ঘটা ভারি, কাল-নদীতীরে সাম্বৎসরিক ঘটনা বলিরূপ যে বৃষকাষ্ঠটী পোঁতা হয়েছে তা আর জাবার নয়, ১০০০ বৎসর পরের লোকও সেটী দেখে আঁত্‌কে পড়বেন। এ শ্রাদ্ধে অতিশীত, অনাবৃষ্টি, প্রভৃতি অধ্যাপকগণ বিশিষ্ট আদরে কুলোর বাতাসে বিদায় করা হয়েছেন; কেবল অতিগ্রীষ্ম বিদ্যানিধি ও অন্নকষ্ট ন্যায়লঙ্কারের চুলোচুলি তর্কে বোধ হয় শ্রাদ্ধটা আরও মাসচার পাঁচ গড়িয়ে চল্লো। এ সালের শ্রাদ্ধোপলক্ষে বেহারাদি অঞ্চলে যে ফলারের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার যে ফল কি হবে তা বর্ত্তমান বড়কর্ত্তা এখনো বোঝেননি, কিন্তু ছোটকর্ত্তা কতকটা বুঝে অনেক চেঁচাচেঁচি করেছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁর কথা কেউ শুন্‌লে না তখন শাস্ত্রের সম্মত বিধান লয়ে অপটুতা ওজোরে সট্‌কালেন। এফলারটা বড়, যে সে রকম নয়, সারা ভারতবর্ষকে এর জন্য রক্ত আমাশয় ভোগ কত্তে হবে। যাহোক আমি যে পেট ভরে খাইনে এই ঢের। যে ফলারে এর মধ্যেই ত্রেজরীমিয়ার উদ্বমনে পেট

খালি হয়ে পড়েছে, তার শেষটা কি হবে কে বল্‌তে পারে ?

এখন সালটার ঘটনার কিছু গাওয়াযাক—সালটা এক রকম !—কেউ বলে ভাল কেউ বলে মন্দ কিন্তু কার কথা শুনবো স্থির কর্ত্তে পারিনি, কেন না এসালে "কারুর সর্ব্বনাশ কারুর পোষ মাস" ঘটেছে। অতএব মতামত কিছু প্রকাশ না করে আমি ঘটনাবলি গেয়ে যাই পাঠকগণ যেটি যে ভাবে লন লইবেন। ১ বঙ্গীয় কবি-রাজের আসন মাইকেল মধুসূদন দত্তের মরণে শূন্য হওয়াতে, আধুনিক বিধাতা বঙ্গ দর্শন তাহাতে হেমচন্দ্রকে অভিষিক্ত কোরেছেন। ২ রায় দীনবন্ধু মিত্রের পরলোক গমনে দুই চার জন ধামাধরা বিদ্যামোদী তাঁর নাটক গুলিকে পোড়াবার লায়েক বোলে বেড়াচ্ছেন ও বঙ্গরঙ্গভূমি হস্তি পঞ্চাননের নাটকাভিনয়ে রগরগে হয়েছে। ৩ নূতন ফৌজদারী আইন গুণে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণ চতুর্ভুজ হয়ে "হা মা কা" (হাতে মাতা কাটা) হুকুম জারী কোরেছেন। ৪ অনাবৃষ্টি বশতঃ অজন্মা হওয়াতে গরিব প্রজাদের পক্ষে ১২৮০ সাল চৌকর শাল কাষ্ঠের কার্য্য করিয়াছে ও কতকগুলি কন্‌ট্রাক্‌টরের পক্ষে কাশ্মীরী শালের যোড়া হয়েছে। ৫ ইংরাজ ও আসাণ্টীগণের সহিত সংগ্রামে ক্যাঁচা ও বন্দুকের মধ্যে কাহার শক্তি অধিক তাহা সপ্রমাণিত হয়েছে। ৬ অশ্লীলতা-নিবারিণী সভার সংস্থাপন হয়ে অশ্ব, গর্দ্দভ, ছাগল চড়াই পক্ষি প্রভৃতি বেয়াদবী করণে নিবৃত্ত হয়েছে। ৭ বন্ধ্যা বধূ সকলের পুত্রোৎপাদনার্থ হিন্দু ধর্ম্মানুসারে নানাভোগে প্রতিপালিত পবিত্র-স্বভাব ধার্ম্মিকবর রাজা মাধবচন্দ্র গিরী নাম তারকেশ্বরের মোহন্তকে বিনাপরাধে পুরাতন বদমাইস বোলে ৩ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ ও ঘানি টানানর হুকুম হইয়াছে ও তাঁর বাবা তারকেশ্বর রাঙামুখ ইংরাজ দেখে ভয়ে চুপ কোরে আছেন। ৮শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙ্গীয় সমাজ-মন্দিরের মাঝের চূড়া ভেঙ্গেছে, সনাতন-ধর্ম্মরক্ষণী সভার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া কাণাজন—ধর্ম্মরক্ষণী নাম দিবার জন্য ঘোষজা কল্পনা করেছেন, মিটমাট প্রিয় বাঙ্গালীগণ ভেবে অস্থির হয়েছেন, যে মৃত রাজার অবর্ত্তমানে ইংরাজ ও বাঙ্গালীগণের মধ্যস্থতা কে করিবে; আর ডেলিনিউস সম্পাদক এই চিন্তায় কেঁদে আকুল হয়েছেন, যে তাঁর পত্রে আর "শ্লোকাস" উল্লেখ হইবে না। ৯ ক্যাম্বেল সাহেব বিদায়কালে গ্রাম্য পাঠশালা, নেটিভ সিভিল সরভিস প্রভৃতি কুপোষ্য গুলির জন্য কেঁদে চক্ষু হারায়েছেন। ১০ মিউনিসিপাল কমিসনরদের সহিত ধর্ম্মতলার বাজার

লয়ে বিবাদ হওয়াতে কসাই প্রভৃতি অনেক ফড়ে টাকা দাদন নে "পরের ধনে ধোবার নাট" দেখায়েছে। ১১ নূতন লেপ্‌টনণ্ট গবর্ণর বাঙ্গালীদের প্রতি স্নেহ দ্বার খুলে দেছেন। ১২ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বৃদ্ধ পিতামহ রাম বাবু (যিনি এত দিন ভীষ্মদেবের ন্যায় ছাত্রদের অভিসম্পাত শরশয্যায় শয়নে ছিলেন) মানবলীলা সম্বরণ করাতে বড় মানুষের ছেলে গুলো বলছে "যাক আপদ গেছে" কিন্তু তাহাদের মুরুব্বিগণ দুঃখিত হইয়া ভাবিতেছেন যে কে আর ছেলে পুলে গুলিকে দরদ নিয়ে বিদ্যামোদী করবে। ১৩ নীলের উপোষের দিন ব্রাহ্মিকাগণ সংদেখবেন বোলে অশ্লীলতা-নিবারিণী সভা হইতে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো যাতে কোন বেয়াদবী সং নাবেরোয় ইহাতে কাঁসারীগণ সকল সং না বার্‌কত্তে পারায় অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়াছিল এবং আটকৌড়ের কুলোপেটবার সময় ছেলের মামার উপর যে পালা গাওয়া হয় নিরবচ্ছিন্ন সেই পালা উক্ত সভার সভ্যগণের উপর গেয়েছিল। যাহোক ৮০ বৎসরের পুরাণা গাহইয়া দেশলাই ওয়ালা মুক্তার কণ্ঠা গলায়দে যদি বাইজীদের কারবা নাচকে ঝক্‌মারতে না পাত্তো তাহোলে কাঁসারি পাড়ায় দহ পড়ে যেতো; আর রবি খাই বোলে লক্ষমান পবনপুত্রও হনু ভেঙ্গে পোড়তোনা। ১৪পাকাবয়সে নববিবাহকৃত অল্পবয়স্কা যুবতীর কথা এড়াতে না পেরে সার বারনিস পিকক যে অসতীর ধনাধিকারের হুকুম দে গেছেন তাতে আমাদের চতুর্থ পক্ষের সংসারগ্রাহী খোকা গুলির আক্কেল গুড়ুম হয়েছে॥

এক, ঠিকে গাড়িতে এক কেরানি যাইতেছে, এমন সময় কাঁসারিদের সং আসিয়া পড়াতে গাড়ি থামাইয়া রাখিতে হইল। তাঁহার দূরের দ্রব্য সহজে দৃষ্টিগোচর হইত না বলিয়া তিনি তামাসা দেখিবার নিমিত্ত চশমা দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ গাড়িতে অপর তিন জনের মধ্যে এক জন পথের ধারে বারান্দায় দণ্ডায়মানা বারাঙ্গনাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বল্পদৃষ্টি ব্যক্তির কথায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, তিনি তাহার নিজের ন্যায় বেল্লিক সম্প্রদায় ভুক্ত নহেন। এই জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অথবা শ্লেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আপনি কি ব্রাহ্মদৈত্য না সন্ন্যাসাশ্রমী।" তাহাতে ঐ ব্যক্তি উত্তর করিলেন "আমি কোন সম্প্রদায় ভুক্ত নহি; 'মাতৃবৎ পরদারেষু' এ বচনও যেমন 'পাপমনে পরস্ত্রীকে দর্শন

করিলে নেত্রোৎপাটন করিতে হয়,' এ কথাও তেমনি মানি।" মহাশয়, ক্ষমা করুন, বুঝিয়াছি, আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা শেষোক্ত বচনটির অনুরোধে চক্ষু উৎপাটন করিয়া পকেটে রাখেন, সেই জন্যই এখন কাণার দল এত বৃদ্ধি হইয়াছে।

কোন ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুকে অনুরোধ পূর্ব্বক বলিলেন "কোন হাস্যরসের কথা মনে উদয় হইলে বা শুনিলে লিখিয়া দিবেন অথবা বলিবেন, তাহা আমাদের এক পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবে।" বন্ধু বলিলেন "প্রকাশ করিয়া কি ফল," তিনি উত্তর করিলেন "লোকে পড়িয়া হাঁসিবে।" বন্ধু বলিলেন "ভাল, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব, কিন্তু এখন যে রৌদ্রের উত্তাপ তাহাতে মাথার রস পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়, অতএব হাস্যরস কোথায় পাইব।" তিনি উত্তর করিলেন "আমাকে একথা বলিয়া ভুলাইবেন না, মাথায় জল দিয়াই হউক, আর যে প্রকারেই হউক, আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে।" বন্ধু বলিলেন "তবে লিখিয়া লউন" এই বলিয়া সেই স্থানে একটি তুলসী গাছের উপর ঝারা ছিল, তুলসি গাছের টবটি সরাইয়া নিজে সেই স্থানে বসিলেন। তখন তিনি হাঁসিয়া বলিলেন "ক্ষমা করুন, এখনকার মতন যথেষ্ট হইয়াছে।"

এক স্থানে এক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্-বাবু, এক মৌলবি, এক পণ্ডিত ও কতিপয় অপর লোক বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক জন বলিল "যাহারা পারসী উত্তম রূপে শিক্ষা করে, তাহারা অতি বিনয়শীল হয়।" এই কথায় বাবু বলিলেন "কেন, যাহারা ইংরাজিতে বিদ্বান্ তাহারা কি বিনয়ী নহে?"। মৌলবি উত্তর করিলেন "মহাশয়, ইংরাজি কি পারসী বিদ্যায় অধিক বিনয়ী হয়, আপনার কথাতেই তাহার পরীক্ষা হইল; পণ্ডিত মহাশয়, কি আজ্ঞা করেন?" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "সত্য বটে, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"। তৎক্ষণাৎ ডেপুটি বাবু বলিলেন "তার পর।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাং পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি।" তখন ডেপুটি বলিলেন "বস্, যাহার ধন আছে, তাহার পাত্রতা, বিনয়, বিদ্যা সকলই পূর্ব্বেই হইয়াছে। পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "ডেপোটির কথার উত্তর কি গরিব ব্রাহ্মণের কথা চলে।" বাবু এই স্তুতি বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "আপনি শ্বেতকান্তি মহাপুরুষদের বিদ্যায় যেরূপ

রঙ্গভূমি। ১৫ এপ্রেল ৫ ঘটিকা
প্রথমাঙ্ক প্রথমাভিনয়। বেলভিডিয়ার রাজবাটী

কৃতবিদ্য হইয়াছেন তাহাতে তাহারাই আপনার শিরে পা (শিরোপা) পুরস্কার প্রদান করিবেন।"

১২৮০।৮১ সালের মহাডার্ব্বি ঘোড়দৌড়ের গান।

ওকি কল্লেগো গোঁসাই।
জানুত লোকে তোমার মত সোয়ার ভাল নাই
তুমি যখন ভারত কোষে,
বুট পায়ে দে চড়লে রোষে,
বড়কর্ত্তা তখন হেসে,
কল্লেন বড়াই।
কুড়ি ক্রোশ ঘণ্টায় যাবে,
তোমার লাগাল কেবা পাবে,
ফেমিনে হেসে হারাবে,
সন্দেহ তায় নাই॥
ব্যাক্‌করি তোমায় রঙ্গপুর,
বেহার ও দিনাজপুর,
পূর্ণিয়া ত্রিহুত্ ভাগলপুর,
বাজি রাখ্‌লে তাই।
চাবুক কাঁটা মেরে ঘোড়া,
এমন ঘোড়া কল্লে খোঁড়া,
কাঁদলো ভারত পাড়া পাড়া,
চারা কিছু নাই॥
ব্যাক্‌কারিরা বাজির দায়,
কচ্চে সবে হায় হায়,
রক্ষা করে কে সবায়,
তাই তোমা সুধাই॥

ঘরো বাবুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

আগের সন্ধ্যার লাগাড়।

কামিনীপ্রিয় পাতসাবর একখান বাষ্পরথের পশ্চাদ্ভাগস্থ খণ্ডে দ্রব্যজাত সুবিধামত রেখে সমভিব্যাহারীগণের সহিত বসিলেন, ও নিজ ভ্রাতা ও অপরাপর যাহারা তাঁহাকে জানোপরে উঠাইতে আসিয়াছিল সকলকে বিদায় দিলেন। এক্ষণে পাতসার মনের ভাব কি রূপ হয়েছিল তাহা ঠিক করা যায় না,—কেবল এইমাত্র বলা যায় যে, মাতাভারি ঘুড়ির মত চুলবুলে হয়ে ক্রমাগত এদিক্ উদিক্ লাট খাচ্ছিল। একবার গাড়ি কতক্ষণে ছাড়ে, কতক্ষণে ছাড়ে, একবার লক্ষিপতি এতরাত্রে পার হবে যদি কিছু হয়, একবার তেতোলার ঘর, একবার অদৃষ্টপূর্ব্ব বারাণসী ধামের আনুমানিক প্রতিমূর্ত্তি, একবার গৃহস্থিত ধূমাবতী গুলির মধুর স্নেহ, ইত্যাদি প্রকার ভাব সকল পাতসার মনে উঠিতে লাগিল। সাগরে যেরূপ এক একটী উর্ম্মি ক্ষণ কালের জন্য মস্তকোন্নত করিয়া অনতি বিলম্বে জলমধ্যে লুপ্ত হয়, আড্ডাধারীর মস্তকে তুরিতানন্দের বলে যেরূপ চৈতন্য ও অচৈন্য একবার ওঠা একবার পড়া কর্ত্তে থাকে, পাতসার মনে উক্ত ভাবাদির উদয় ও লয় সেই রূপ হইতে

লাগিল। কতক্ষণ পরে গাড়ি গুলির পূর্ব্বভাগ হইতে হুড় হুড় করিয়া এক রকম শব্দ আসিতে লাগিল ও পাতসা তৎশ্রবণে ফ্যালকা মুখ হয়ে "ওকি হলো ওকি হলো" জিজ্ঞাসা কর্ত্তে লাগলেন। সমভিব্যাহারীগণ "মহারাজ স্থির হোন স্থির হোন" বল্‌তে বল্‌তে হ্যাঁকচ্ করে গাড়িটীতে একটী হ্যাঁচ্‌কা লাগলো, সমভিব্যাহারী দুই এক জন মুখথুবড়ে পড়লো—কিন্তু রাজাকে সকলে সামলে নিলেন। ফোঁক্ ফোঁক্ ধূমোদ্গারের সঙ্গে সঙ্গে রথ চলিল ও পাতসার মনে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দতার উদয় হলো। সমভিব্যাহারিগণের মধ্যে এক জন বল্লেন, "মহারাজ রেলওয়ে কোম্পানীর কারখানাটা একবার দেখুন।" পাতসা রামজানির তক্তার উপরস্থ সঙ্গের মত উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে অবাক হয়ে বল্লেন "একি রেলওয়ে গাড়ির হাট?" সমভিব্যাহারী এক জন বল্লেন "মহারাজ তা না, এটী রেলওয়ের দুর্গ, কলিকাতার ফোর্ট উলিয়ম দুর্গের নিকট গড়ের মাঠে যেমন সেনাদের রিভিউ হয়, এখানের মাঠে সেই রূপ রেলগাড়ির রিভিউ হয়।" পাতসার দর্শনাভিলাষও আছে, আবার বিদেশে গিয়ে পাছে হিম লেগে পীড়া হয় সে ভয়টাও বিলক্ষণ ছিল, সুতরাং অল্পক্ষণ পরেই গাড়ির খড়খড়ে গুলি উঠায়ে দিলেন। রথ ক্রমে বেগে চল্‌তে লাগলো, কিন্তু বেগ অল্পকাল মধ্যে হ্রাস হইতে লাগিল ও একটী ইষ্টেসনের কাছে যাইলে এক জন কালা পোষাকপরা চাপরাসী নবাবগাঞ্জা খাঁর মত গর্ব্বে বার হইয়া চিৎকার করিল। চিৎকার শুনে পাতসা প্রথমত ভেবেছিলেন যে সেয়াল ডাক্‌চে কিন্তু পিয়াদাটীকে দেখে বল্লেন "ওকি বলে এখনোতো বাঙ্গলার ভিতর আছি, তবে কথা বোঝা যায় না কেন?" জনৈক সমভিব্যাহী উত্তর দিলেন "ও বল্চে বালী।" রথও থামলো পাতসা অবসর পেয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন "হাঁ বালী! এটী অনেক দিনের বিখ্যাত স্থান, কবিকঙ্কণ ইহার উল্লেখ করেছেন বলে পণ্ডিতগণের মধ্যে মহাগোলোযোগ ঘটেছে—এখন গঙ্গা যে পথে প্রবাহিত সেই পথে না থেকে যদিস্যাৎ সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া থাকিত তবে শ্রীমন্ত বালী কি রূপে দেখতো—এটা গোলের কথা বটে, কিন্তু তার কাটান আছে এই, যে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিরা যখন যা ধর্ত্তেন তার চূড়ান্ত না করে ছাড়তেন না, যখন ফুলের কথা বলেছেন তখন একেবারে সব ফুলি ফুটিয়ে ফেলেছেন—কবিকঙ্কণও সেই প্রথামতে যে কিছু স্থানের নাম জানিতেন লিখে বোসেছেন। বালীর আরো অনেক গৌরবের বিষয় আছে—এ স্থানটী টুলোগুলোর একটী আড্ডা,

আর এরি নিকটের খালের পোল প্রাট সাহেব বানায়ে হাতির নাচ দে পরক করেছিলেন।" এই রূপ ভাবতে ভাবতে ফোঁক ফোঁক শব্দ করে গাড়ি গড়গড়িয়ে চল্‌লো ও প্রথমের মুখথুবড়ি খেকো সহচরটী বেলতলার ভুক্তভোগী ল্যাড়ার মত আপনাকে বাঁচাতে সচেষ্টিত হলো। হুড় হুড় করে হ্যাচ্‌কা-মেরে লোহার ঘোড়া বেরোলো ও অল্পের মধ্যে কোন্নগরে গিয়ে দাঁড়ালো বলে বোধ হলো, অমনি পাতসা ভাবতে লাগলেন যে এস্থানটীর নাম কেহ কেহ বলে "কুমারনগর" তা নগরের নওতো দেখা যায় না—বোধ হয় নগর হতে হতেই রয়ে গেছে বলেই কুমার উপপদটী দেয়া হয়েছে, এর অপর পারে খড়দা যাহা বঙ্গের ন্যাড়ানেড়িদের একটী প্রধান শ্রীপাট। এই অবধি ভাবতেই কর্ত্তার চিন্তা ভগ্ন কত্তে হলো যেহেতু গাড়ি ফের চল্‌লো। বড় বড় ফলারে পরিপোষণকারী কম থাকলে সাঁটে লুচি মোণ্ডা দেবার সময় যেমন কারুর পাতে পড়ে ও কারুর পাতে পড়ে না, রেলওয়ে কোম্পানীরও সেই রূপ তাড়া থাক্‌লে কোন্নগরে দাঁড়ান না দাঁড়ান। অনতিকাল বিলম্বে আর একটী ষ্টেসনে গিয়ে দাঁড়াল। পাত্‌সা মনো রূপ এন্থালয়ে ইতিবৃত্ত গ্রন্থের পাত উলটিতে লাগ্‌লেন—দেখলেন তার শেষ ভাগে শ্রীরামপুরের সংক্ষেপ বিবরণ এই রূপে লেখা রয়েছে—স্থানটী বড় পরিষ্কার ঝর ঝরে, এস্থান দিনেমারেরা ৯০ বৎসর অধিকার করিয়াছিল। এখন যেমন দুদশখান ভাউলে ও পানসী গঙ্গার তীরে লীলী কর্ত্তে দেখা যায় তখন জাহাজ দশবিশখান বুকের ছাতি ফুলিয়ে ক্রোশ অন্তরস্থ পথিকের নজর টান্‌তো, চুমুক পাথরে লোহা যেমন টানে। বাণিজ্যের ঘটাই কত! কিন্তু সব নিবে গেছে, সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। দিনে মারদের পরে পাদরীকেরী এসে এখানে কাগজ কোটাকল বানান ও তাঁহার জাতীয় আরো দুই চার জন সাহেব হইতেই এস্থানটীর বাঙ্গলা সাহিত্য সংসারে এত খ্যাতি হয়। এই খানেই পাদরীবর প্রথম বাঙ্গলা সংবাদ বাহির করিয়া "মিসেলেনিয়সনিউসের" (miscellaneous news) অনুবাদ করেন "পাতকুড়ুনে সংবাদ।"

আর ভারতের মুদ্রা কার্য্যের প্রথম আরম্ভ এইখানেই হয়। বাঙ্গলা অক্ষর খোদাইয়ের এই হচ্চে "আহিলাবেলাতা" এস্থান বাঙ্গলা নূতন লেখকগণের চির-দর্শনীয় তীর্থ হওয়া উচিত। শ্রীরামপুরে যদি হরপের কারখানা না হোতো তা হলে ছাপাখানার সংখ্যা মদের দোকানের সংখ্যার সমান হতো না, আর

পুঁটি মৌরোলা পর্য্যন্ত রচনা রসপানে মত্ত হয়ে গাভাষাণ দিয়ে "অগাধ জলের মকর হতে চাইতো না" কি আশ্চর্য্য! অথর নামটা এমনি রগড়ের যে হামাগুড়ি দেয়া ছেলেকেও মাতিয়ে তোলে—হাঁসন হোঁসেনের মাটীর মতন। পাতসা এবম্প্রকার ইতিবৃত্তে সন্তুষ্ট না হয়ে ভাবতে লাগলেন যে স্থানটার নাম শ্রীরামপুর কেন হলো ও অনেক চিন্তার পর ঠাওরালেন "হাঁ হয়েছে ঐ রামায়ণে বলে যে রাবণ নিপাতের পর বাঁদর কটকের অনেকে রাক্ষসীতে উপগত হয়েন ও তাহাতেই যবনের উৎপত্তি হয়, দিনামাররাও যবন সুতরাং বেসধরা পড়চে যে তাহারা তাহাদিগের আদি পুরুষ জাম্বুবান্, হনূমান্ অঙ্গদ প্রভৃতির ইষ্ট দেবতার স্মরণার্থ এই স্থানের নাম শ্রীরামপুর দেছে—একেই বলে স্মরণ স্তম্ভ(Monument)এমন সময় লৌহ ঘোটকের পুনর্গমনের হুঁহুঁঙ্কার ও হ্যাচকা এসে পড়াতে কামিনীপ্রিয় নরবর আত্ম সামলাতে ব্যস্ত হলেন ও ইতিবৃত্ত গ্রন্থ কিছু কালের জন্য বন্ধ হলো।

ক্রমশঃ।

রিপোর্টার ও বসন্তক সম্বাদ।

বসন্তক—কও কার্ত্তিক খবর কি?

রিপোর্টার—আমি আর কার্ত্তিক কোতা, আমার চুলগুলো পেকে গেছে যে, তোমার মোতোন ছোক্‌রা চেহারা হলেও ওকথাটা একদিন সাজ্‌তো।

বস। অ্যাঁ অ্যাঁ তবে আমাকে কি বেশ ছোক্‌রার মত দেখায়?

রিপো। তোমাকে দেখাবেনা তো দেখাবে কাকে? চুলগুলি কাল মিশ!

বস। অ্যাঁ অ্যাঁ সত্তি।

রিপো। সত্তিবইকি! দুদশটা যা শাদা আছে তা তুলে ফেল্‌লে ঠিক ১৫। ১৬ বৎসরের ছোক্‌রা বোধ হয়।

বস। ঠিক ঠিক ওগুলো তুলে ফেল্‌বো।

রিপো। তাইতো টিকীটিতে কতই বা চুল, ঐকটা বেচে পাকাগুলো তুলে ফেল্‌তে পারনা? লোকে সারা মাতার চুল তোলায় আর তোমার ঐ কগাছা তোলা হয় না?

বস। তাই তুল্‌বো। ওগুলো আমার বয়েসে পাকিনি, ছেলেবেলা পাক্‌তেল মেখে দুচারটায় কটা ধরেছে।

রিপো। তাইতো নইলে তোমার চুলপাক্‌বার বয়েস কি; তা পাক্‌তেল মেখেছিলে কেন?

বস। মাথার পীড়ার জন্যে।

রিপো। ও তাতো বটে আমার ভুল হয়েছিল।

বস। যাহোক এখন খবর কি বল।

রিপো। খবর ভাল রকমই আছে।

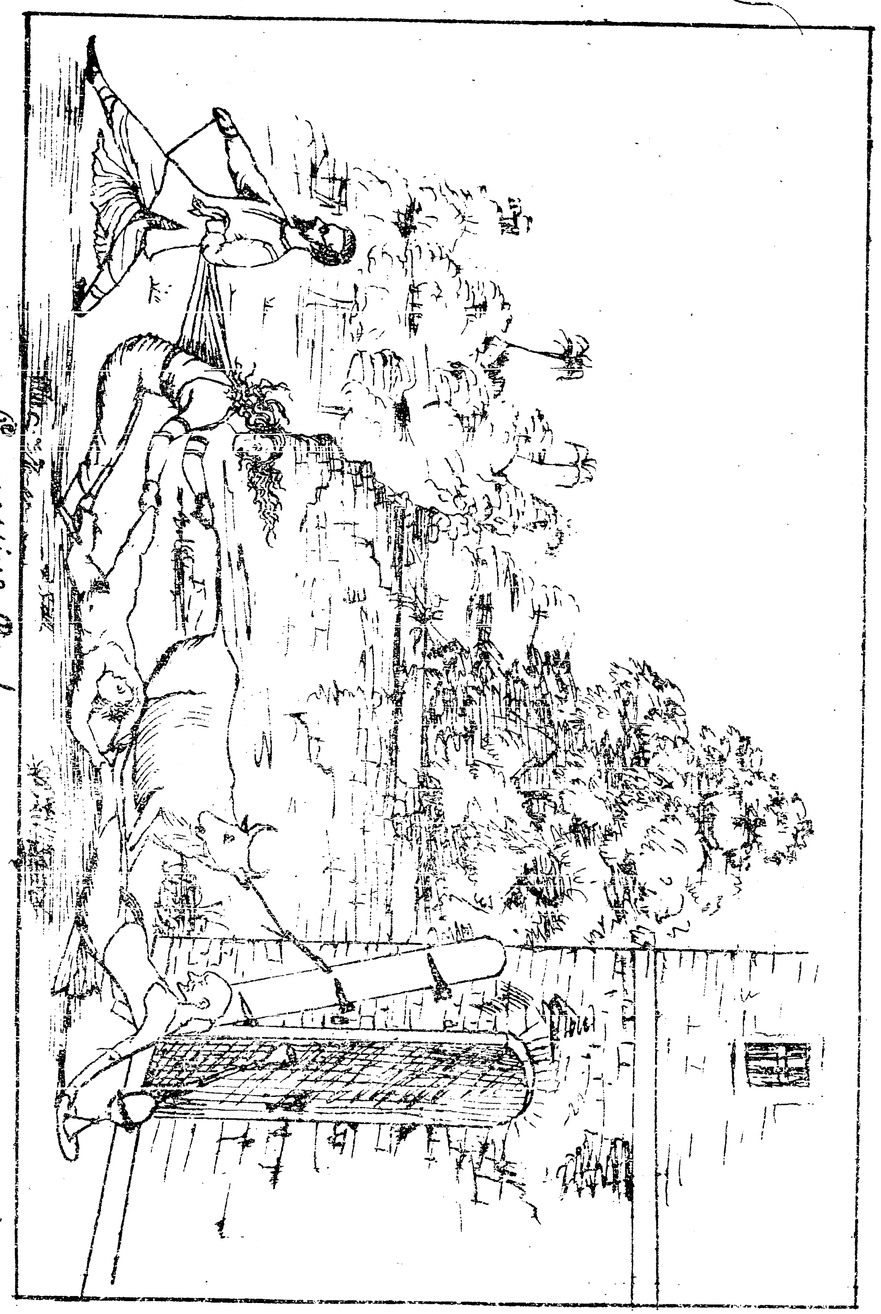

বস—কিহে কি! ভাল কি খবর তা বল।

রিপো—বড় রগড় উঠেছে।

বস—সে কেমন?

রিপো—কল্‌কাতার কোন আদালতের পঞ্চম জজের ঘরে এক জন খান্‌সামা কাইট সাহেবের নামে মাহিনার দাবিদে নালিশ করে ও নাইট সাহেব আদালতে উপস্থিত হয়ে বলেন যে ঐ খান্‌সামা বেয়াদব বলিয়া তিনি তাহার মাহিনা দেন নাই।

বস—তার পর

রিপো—তার পর খান্‌সামা বলে যে তার বেয়াদবী কিছু হয় নাই ও তাহার প্রমাণ স্বরূপ ঐ সাহেবের দেওয়া একখান সার্টিফিকিট দাখিল করে।

বস—বটে! তা সেখান কি ভাল?

রিপো—যতদূর ভাল হতেপারে।

বস—জজ তা দেখে বল্লেন কি?

রিপো—জজ তা দেখে টাইট সাহেবকে বল্লেন যে খান্‌সামা যদি বেয়াদবি করিয়াছিল তবে তিনি ওপ্রকার প্রশংসাপত্র কেন দিয়াছেন।

বস—ভাল মোর দাদারে, এইতো মানুষের মত কার্য্য, গরিবের পা গলায় দেওয়া কি উচিত! তা আসামী কি বল্লেন?

রিপো—আসামী সার্টিফিকট খানি একবার দেখিতে চাহিলেন, কিন্তু জজ উহা তাঁহার হাতে না দিয়ে খান্‌সামাকে দেওয়াতে হাইট সাহেব উহা তাহার হস্ত হইতে লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন।

বস—অ্যাঁ বল কি! বাত্‌সাই আমল পড়্‌লো নাকি! কাইট সাহেব কে? দিল্লীর বাত্‌সা? টাইট,নাইট,হাইট কি?

রিপো—ও মোদ্দাটা সাহেব। জজ গালে গোদিয়ে রইলেন।

বস—না না, এমন কি হয়!

রিপো—সত্য সত্যই হয়েছে।

বস—তবে জজের তখন ঘুম এসেছিল।

রিপো—কথাকইতে২ ঘুমচ্ছিলেন!

বস—তা বুঝি আর হয় না, আমি অনেক লোক্‌কে ঘুমুয়ে বেড়াতে,পড়্‌তে ও লিখ্‌তে দেখেছি, আর দুএক জনের মস্তিষ্ক এম্‌নি নরম ধেতের দেখেছি যে তাদের সারাজীবনেও ঘুম ছাড়েনা।

রিপো—আরে নাহে ঘুমোননি।

বস—তবে তাঁর আফিমের মৌতাত উত্‌রে গেছল, তাই আপনার জ্বালায় ব্যস্ত হয়ে ওদিগে নজর কত্তে পারেননি যাহোক তার পর।

রিপো—তার পরদিন সংবাদপত্রে এই ঘটনার বিষয় লেখা দেখে ঐ আদালতের প্রথম জজ পঞ্চম জজকে [illegible]

লাবে [illegible]

সব—হাঁ এইবারে ল্যাজে পা পড়েছে! তা পঞ্চম জজ্ কি উত্তর দিলেন?

রিপো—তিনি যে কি বোলেছেন তা কেউ বল্‌তে পারে না, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্চে যে, প্রথম জজে ও পঞ্চম জজে সেই অবধি আর মুখ দেখা দেখি নাই।

বস—কেন, তাঁরা পরস্পারে ভাসুর ভাদ্রবৌর সম্বন্ধ পাতায়েছেন নাকি?

রিপো—সেই রকম বটে।

বস—তার পর কি হোলো?

রিপো—তার পর প্রথম জজ্ রেগে গাঙ্গিট্যাঙরার মত লাপাতে লাপাতে গবরমেণ্ট এটর্ণিকে পুলিসে টাইট সাহেবের নামে আদালতকে অবজ্ঞা করণাদির জন্য অভিযোগ করিতে বলেন।

বস—হাঁ এই তো সূক্ষ্ম বিচার।

রিপো—হাঁ এমনি সূক্ষ্ম যে শেষে ছিড়ে যায়।

বস—সেকি?

রিপো—রাম না হতে রামায়ণ গাও কেন, আগে শোনোই যে কি হলো।

বস—তবে কি তা বল।

রিপো—গবরমেণ্ট এটর্ণি প্রথম জজের অনুমত্যানুসারে হাইট সাহেবের তিনিই নালিশবন্দ হইতে পারেন" এবং দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন।

বস—তারপর কি হলো?

রিপো—তারপর প্রথম জজ স্বয়ং পুলিসে হাজির হয়ে এই বলিয়া শমনের জন্য দরখাস্ত করেন যে, তিনি ঐ আদালতের কুল্যে কর্ত্তা সুতরাং আদালতের মানরক্ষার্থ তাঁহার অভিযোগের অধিকার আছে; ও শমন বাহির হয়।

বস—হাঁ এই তো "মরদ্ কি বাত হাতি কি দাঁত" এমন তর দৃঢ়তা না থাকলে কি আজকের দিন মান থাকে।

রিপো—হাঁ হাতির দাঁত চুলোয় জাক সোলার পাত হলে বাঁচি।

বস—কেন তাঁর যা কর্ত্তব্য তাতো কল্লেন।

রিপো—কল্লেন আর কোই, মোকদ্দমার দিন কাইট সাহেব হাজির হোলে কেহ মোকদ্দমা চালালে না, একেবারে "কাকস্য পরিবেদনা।"

বস—সেকি প্রথম জজ কি হাজির হলেন না? তাঁর জ্বলন্ত রাগে কে জল ঢাললে—এযে দশমাসের গর্ভ্ভ এক বাতকর্ম্মে শেষ হলো।

রিপো—খালি তা না, এখন টাইট সাহেব ক্ষতিপূরণ চান।

বস—তাতো বটেই উল্‌টা চাপ দিতে পাল্‌লে কে ছাড়ে। যাহোক

আর খবর কি আছে বল।

রিপো—আর খবর যে ইংলণ্ডে শবদাহ প্রথা চালাবার উদ্যোগ হচ্যে।

বস—হাঁ হাঁ দেখলে! পুরোণো হিন্দু ধর্ম্মের কেরামত দেখ। এতদিনের পর ইংরাজদের দলে টানলে।

রিপো—ভাল, ইংলণ্ডে এরূপ অনুষ্ঠানের কারণ কি বল্‌তে পারেন?

বস—তা জাননা! গোরের জায়গা পাওয়া ভার হয়েছে, আর দৌড় ও মারামারি হলে বাঙ্গালি ভূতের সঙ্গে ইংরাজি ভুতেরা পারে না।

রিপো—সে কি কোরে হয়।

বস—আঃ কিছুই বুঝ্‌লে না। দিশি লোক পুড়ে ঝুড়ে হাওয়ার আকারে ভূত হয়, আর বিলাতি ভূত হাড়মাস সুদ্ধ থাকে সুতরাং দেশী ভূত গুলো চালাকিতে মেরে দেয়।

রিপো—আর খবর জান?

বস—কি?

রিপো—বিলাতের মহাসভায় এদেশীয় সভ্য লইবার প্রস্তাব হয়েছে।

বস—হাঁ তা কতকটা জানতে পেরেছি, সেই জন্যই তো ইংরাজী কাগজ ওয়ালা গুলির কাকারবে সহরে কান পাতা যাচ্চে না।

রিপো—তা এতে কি ভাল হবে?

বস—হাঁ "হয় ছেলে, নয় মেয়ে, নয় গর্ভ্ভপাতের" মত, হয় ভাল নয় মন্দ নয়তো কিছুই না হবে।

রিপো—সে কি রকম।

বস—যদি যথার্থ স্বার্থহীন দেশহিতৈষী ব্যক্তি সভ্য হন তবেই ভাল, যদি শ্বেত পুরুষ পূজক হুঁ দেয়া কেহ সভ্য হন তবে মন্দ, আর যদি কোন নাম জাদা মানুষমুরোদ সভ্য হন তবেই কিছুই নয়।

রিপো—আর খবর জান?

বস—কি খবর?

রিপো—আমেরিকায় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হয়ে ক্রমে উন্নত স্বাধীনতা লাভের জন্য যত্ন করিতেছেন।

বস—কি রূপ।

রিপো—তারা বোলচে যে বিয়ে করার আবশ্যক কি? যার যখন যে পুরুষে অভিরুচি হইবে তখন সে তাহার সহিত থাকিবে।

বস—অ্যাঁ বল কি! তবে দোজ পক্ষের তেজ পক্ষের বরদের দশা হবে কি? তা যাহোক ভাই বাসন্তিকা যেন এ কথা শোনে না।

বসন্তক! ব্রাহ্মণি ব্রাহ্মণি! ওগো কোথায় গেলে গো। এদিকে সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

বাসন্তিকা। কি ঠাকুর, এত ব্যস্ত কেন, বলি এত ব্যস্ত কেন!!

বসন্তক। আর কি? সর্ব্বনাশ।

বাসন্তিকা। কি! হইয়াছে কি? অমন কোচ্ছ কেন? তোমার মুখ দেখে যে আমার গা কাঁপছে। বলি হয়েছে কি?

বসন্তক। সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

বাসন্তিকা। কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তোমার পায়ে ধরি বল। তুমি অমন করিয়া আর ভয় দেখাইওনা।

বসন্তক। আরে তুমি শুন নাই কি।

বাসন্তিকা। কি শুনি নাই।

বসন্তক। কেন তুমি বেঙ্গলি পড় নাই।

বাসন্তিকা। বেঙ্গলি আবার কি?

বসন্তক। তাহা তুমি জান না? সে যে একখানি সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র।

বাসন্তিকা। বেঙ্গলি সম্বাদপত্র সে আবার কি। আমি ত জানিতাম যে সাহেবেরা বঙ্গবাসিদিগকে গালি দেওয়ার সময় তাহাদিগকে বেঙ্গলি বলিয়া থাকেন। বেঙ্গলি বলে কি আবার এক খানি সম্বাদপত্র আছে। সে মরুক গিয়া। বেঙ্গলি সম্বাদপত্রে তোমাকে কিসে ভীতু করিল।

বসন্তক। কিসে? উহাতে এক ভয়ানক সম্বাদ লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে দরভাঙ্গা (যেখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে সেখান) হইতে চারি হাজার লোক না খেতে পাইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে আরও আসিতেছে।

বাসন্তিকা। তাহার পর?

বসন্তক। আমি এই সম্বাদ শুনিয়া হতচৈতন্য হই। দ্রব্যাদি এইরূপ দুর্মূল্য হইয়াছে, ইহার পর আবার যদি নানা স্থান হইতে লোকে খেতে না পাইয়া এখানে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে উপায় কি?

বাসন্তিকা। তাহা তুমি এখন ভাব্‌ছো কি?

বসন্তক। আমি বেঙ্গলি কাগজে এই সম্বাদ শুনিয়া হগ সাহেবের নিকট গিয়াছিলাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বেঙ্গলি লিখিয়াছেন যে ৪ হাজার লোক না খেতে পাইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে আর নাকি পুলিসে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। সে বিষয়টা কি? হগ সাহেব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন সেকি "সর্ব্বনাশ আমিত তাহার কোন খবর রাখি না। তুমি এক কাজ কর। ডিপুটী কমিসনরের নিকট যাও। গিয়া তত্ত্ব লও। আমি ঘোড়ায় চড়িয়া সহরে ইহাদিগের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম।

বাসন্তিকা। তাহার পর?

বসন্তক। তাহার পর আমি ডিপুটী কমিসনরের নিকট গেলাম। তিনিও শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তিনিও অশ্বারোহণে সহরে ইহাদিগের তল্লাশে বাহির হইলেন এবং আমাকে ঘোড়া-

সাঁকোর পুলিস ইনেস্পেক্টরের নিকট অনুসন্ধানের কথা বলিলেন।

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। পুলিস ইনেস্পেক্টরের নিকট গেলে তিনি অবাক হইলেন। তিনি কনেষ্টেবল, সারজন, জমাদার এক এক দিকে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইলেন, আপনিও অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এবং আমাকে বলিলেন "তুমি বেঙ্গালির সম্পাদককে চিন ?" আমি বলিলাম চিনি! "তবে এক কাজ কর, তুমি সেখানে গিয়া খবর লও এবং খবর টা পেলে আমাকে বলিয়া যাইও।"

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। বেঙ্গালির সম্পাদকের নিকট গেলেম তিনি বলিলেন যে হাঁ এ যথার্থ খবর আমি বিশ্বাসী কোন ভদ্র লোকের নিকট শুনিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সে ভদ্র লোকটী কে ? তিনি বলিলেন রাজকৃষ্ণ বাবু!

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। অনেক অনুসন্ধানে রাজকৃষ্ণ বাবুকে পাইলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে আমি যদু বাবুর কাছে শুনেছি।

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। সেখানে গেলেম তিনি বলিলেন আমি মহেন্দ্র বাবুর কাছে শুনেছি।

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। সেখানে গেলেম তিনি বলিলেন আমি কালী বাবুর কাছে শুনিয়াছি।

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। আমি সেখানে গেলেম তিনি বলিলেন আমি কৃষ্ণ বাবুর কাছে শুনেছি।

বাসন্তিকা। তাহার পর ?

বসন্তক। তাহার পর আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। একে দুর্ভাবনা তাহার পর এইরূপ পরিশ্রম। আমার ক্রমে কণ্ঠ শুখাইয়া গেল। আমি চারিদিকে শূন্যাকার দেখিতে লাগিলাম। তাহার পর সহসা আমার তোমার কথা মনে পড়িল। আমি ভাবিলাম আমার বুদ্ধি বিবেচনার ডাক্তার বাসন্তিকার কাছে যাই। এখন প্রিয়সি আমাকে বাঁচাও।

বাসন্তিকা। ঠাকুর বিশ্রাম কর। আমি সদুপদেশ দিতেছি। ঠাকুর সে কাগজ খানি কৈ ?

বসন্তক। এই যে।

বাসন্তিকা। দেখি।

বসন্তক। কি কর কি কর ব্রাহ্মণি! উহা যে পোড়াইয়া ফেলিলে ?

বাসন্তিকা। আর কি করিব। যে কাগজ অনর্থক মিথ্যা সম্বাদ লিখিয়া ব্রহ্ম হত্যা করে তাহা পোড়াইয়া ফেলাই কর্ত্তব্য।

বসন্তকালে অশ্লীলতা নিবারিণী সভার সভ্য।

আহা! ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে ভূতল যেন একটী প্রস্ফুটিত উদ্যান। নানা বর্ণে নানা প্রকার ফুল ফলে শোভিত, তন্মধ্যে ডাক্তার ফুলেরাই সময় পাইয়া একেবারে আহ্লাদে যেন নৃত্য করিতেছেন। কারণ মদন রাজার বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি বাণে গোল গোল চক্রাকার ভ্রমরেরা ব্যথিত হইয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া ইহাদের কর পদ্মে পতিত হইতেছে।

কোথাও বা গবরমেণ্ট টিকেদারেরা এক একটী ষড়ানন সঙ্গে লইয়া অবোধ শিশুদিগের দেহমৃত্তিকায় বীজ রোপন করিয়া ৯০ বৎসরের কর্ম্ম ফরসায় গমন করিতেছেন। কোথাও বা লর্ড বিশপ লাট সাহেবের সিমলা যাইবার শুভদিন নবপঞ্জিকায় দর্শন করিতেছেন। সে যাহা হউক এক্ষণে বিষম শঙ্কট উপস্থিত, আমাদিগের অশ্লীলতা নিবারিণী সভার সভ্য ঋতুরাজের আগমন অবধি যে ভয়ে প্রত্যহ সকাল সকাল কুটী হইতে বাটী আসিতেন, অদ্য তাহাই ঘটিয়াছে, আজ আসিবার সময় কুৎসিত কোকিলের কটুস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। বাবু বাটী আসিয়া অতি বিষণ্ণ ভাবে একটী কামরায় বসিয়া কি ভাবিতেছেন ও মুখভঙ্গী করিতেছেন। হাতে একখানি সক্ষপীরের ভিনস এণ্ড এডোনিস বহি আছে।

বাবুর বধূমাতা পঞ্চমাস গর্ভবতী ও গৃহিণী আজ কাল করিয়া অদ্য বাবুর নিকট হইতে সাধ ও পঞ্চামৃতের খরচ চাহিবেন এই স্থির করিয়া একটী চাকর কে ডাকিয়া কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি লইতে প্রেরণ করিয়াছেন। বাটীতে সমুদায়ই চাকর, কারণ দাসী রাখা অশ্লীলতা। পরে চাকর প্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন ও যে বেশ ভূষায় বাবুর নিকট গমন করিতেন তদ্রূপ বেশ ভূষা করিতে ত্বরায় বেশ গৃহে গমন করিলেন। বাবুর স্ত্রী-আকার নয়ন শূল অন্য পরিচ্ছদ বিনা সাক্ষাৎ হইত না। গৃহিণী প্রথমে মল্ল কোঁচা করিয়া কাপড়, ও গায়ে দুইটী পিরাহান ও পায়ে মোজা পরিলেন। তৎপরে একটী আয়না সম্মুখে রাখিয়া একটী দোয়াৎ হইতে ভূষা লইয়া মুখে গোঁপ ও দাড়ি চিত্রিত করিলেন। অবশেষে সাপুড়ের পেঁটারির ন্যায় মাথায় একটী হেঁড়ে পাগ্‌ড়ি বাঁধিলেন ও সাপিনী বেনী অদৃশ্য হইল। তৎপরে একটী বৃহৎ গুণ চটের থলে বাহির করিয়া আপাদ গলদেশ আবৃত করিয়া মহাকষ্টে বাবুর নিকট গমন করিলেন, বাবু দেখিবা

মাত্র চিনিতে পারিয়া অশ্লীলতা ভয়ে মস্তক নত করিয়া কহিলেন "কেও গৃহিণী আশুন কি সমাচার শীঘ্র বলা হউক।"

গৃহি—(ভয়ে ভীতা হইয়া) কি না যে বৌমার পঞ্চামৃত তা কিছু খরচ টরচ না দিলে কি কোরে হয়।"

বাবু এই কথাটী শ্রবণমাত্র একেবারে বিকট চীৎকারে মস্তকে করাঘাত করিয়া কহিলেন "হাঃ পরমাত্মন্ আমার ঘরে এই! কাল আমি সেই ভারতচন্দ্রের বহিওলা বেটাকে জেলে দিয়ে এসেছি, কিনা আজ আমার ঘরে এই অশ্লীলতা হাঃ বিধাত! আমার কপালে কি এই ছিল। রে দুরাত্মা নরাধম পুত্র এ হেন কুৎসিৎ কায করিতে কি একবার ভ্রমেও কিঞ্চিৎ ভীরু হও নাই, ধিক তোকে শতসহস্র ধিক, পাপাত্মা তুই পশু অপেক্ষা নীচ, কালপেঁচা, কাক, চড়াই অপেক্ষা হীন, দূর হও, অদ্য তোমায় তেজ্য পুত্র করিয়া তবে জলগ্রহণ—" এই বলিয়া তৎ চেষ্টায় গমন করিলেন ও গৃহিণী অবাক্ হইয়া চক্ষু জল ছড়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সমালোচনা।

সমালোচনা সকলেই করিয়া থাকেন। বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নে জ্ঞান উপার্জ্জন ও আলোচ্য পুস্তক পাঠ করিয়া সমালোচনা করাই প্রথা ছিল। কিন্তু সেটা সেকেলে ওল্ড ফুল্‌দের চাল, তাহাতে বাহাদুরী কি?

এক্ষণে শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া আলোচ্য পুস্তক পাঠ না করিয়া সমালোচনা করাই প্রথা। ইতি বঙ্গদর্শন।

"যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্ পর্য্যং বিধীয়তে"— ইতি মনু।

আজকাল যে তর ডামাডোল পোড়ে গেছে নজীর ভিন্ন কার্য্য করা মূর্খের কার্য্য।

তবে আমরা এমত দুই নজীর পাইয়া সমালোচনা করিলে ভয় কি? যদি বিপক্ষ পক্ষেরা উহার বিপক্ষে বলিতে মুখ ব্যাদান করেন, তাহাদিগকে আমি স্পষ্ট বলিতেছি যে কথিত নজীর তাহাদের মুখে এমত ঠাসিয়া দিব যে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইবার যো থাকিবেক না, এমন কি খাওয়া দাওয়া ভার হবে।

এক্ষণে শত্রুদের এবম্প্রকার মুখ বন্ধ করিয়া নিরুদ্‌বিঘ্নে স্বচ্ছন্দ চিত্তে সুস্থ শরীরে সমালোচনা লিখিতে বসা গেল।

"ঘর্ঘরিয়া চললো যেন কালভৈরবের জাঁতা" ইতি কাশীখণ্ড।

"মা এয়েছেন" প্রহসন, প্রহসন—হাস্য উদ্দীপক, তা মা এয়েছেন শ্রবণে কাহার বদনে হাস্যের উদয় না হয়,

"আশ্বিন মাসে আসেন্ যান,
কড়া ভেড়া কত খান,
তিলক পোরে বৈষ্ণবী ফলান গো।
ইতি পঞ্চকোটের রাজ সংগীত।

মা, বৎসরান্তে, একবার করিয়া আসেন, উৎসবের কি ঘটা পড়িয়া যায়, বালকদের হর্ষের সীমা থাকে না, কেহ আর বৈ কোথা জিজ্ঞাসা করে না বরং বৌ কোথা লইয়া আন্দোলন হইতে থাকে।

আমোদের সীমা থাকে না, সহর সুদ্ধ রৈ রৈ, মজায় গুলজার। হে মা জগদম্বে তুমি বেলোয়ারি চুড়ি ও বিলাতী ধুতির মা বাপ, তোমার আগমনে ইহাদের আস্পর্দ্ধার সীমা থাকে না, ইহারা বাজার একচেটে করিয়া ফেলে কিন্তু মা হতভাগা দেশী মাকু জং বাহাদুরদের সর্ব্বনাশ কোরে বসেছেন ইহারা কি তোমার সতীন পুত্র? হে মা তোমার কি বিদেশীয় প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে; তুমি কি উন্নতি শীলা হইয়াছ?

হে বিঘ্নবিনাশন!

"দিবানিশি যাঁর শুণ্ড, ভাঙ্গিতেছে বিঘ্ন তরু ডাল।"

ইতি মধ্যস্থ।

তুমি কি এই গরিব বেচারাদের বিঘ্ন দূর করিতে পারলে না।

হে ভাই মহাসেন তুমি কি কেবল ধনুর্ব্বাণ নিয়ে মেগের কাছে পেকের বড়াই কর।

নমো বিষ্ণু কি বলিলাম "মাথা নেই তার মাথা ব্যথা" মোটে তার মাগ কই। মুছলমানেরা বলে ওটী হ্যাঁদুদের বাঁজা বহুর ন্যাড়কা করা দ্যাব্‌তা। কিন্তু সাবধান সাবধান, মহাসেন হও আর যে সেন হও এখন সেকেলে ফোষ্টি আর খাটবেনা। গৌরাঙ্গের ভাবে নগর কীর্ত্তন করা নয়; মোহন্তগিরি খাটবেনা, হোলি অয়েল (holy oil) মনে থাকে যেন। বোধ হয় সেই ভয়েই লুকাইয়াছেন, পরামর্শ মন্দ নহে, তাই থাক। হে লক্ষ্মি স্বরসতি তোমাদের কি বলিব, তোমাদের সহ কখনই চেনা পরিচয় নাই আমার কথা শুনিবে কেন?

হে ভাই চোরা তুমি আর দাঁত খিচুলে কি হবে?

হে ভাই সিংহ তুমি অমন কোরে দাঁড়াইও না তুমি এবার অবধি পেণ্টুলেন পোরে এসো, তা না হলে কোন্ দিন অশ্লীলতা নিবারিণী সভায় ধরে নিয়ে যাবে। হে পাঠকবর্গ! এক্ষণে সকলেই এসেছেন; এক দিবস দ্বিদিবস কিম্বা ত্রিদিবস দর্শনের নিমন্ত্রণ; তবে একটা কথার কথা বলে রাখি যদি বিস্মৃতি ক্রমে ভুলে যান। কিম্বা ব্রাহ্মণ বলিয়া জাত্যভিমান করেন। প্রণামিটী ভুলিবেন না। ৩ টাকা রিজর্ব্ব সিট, ২ টাকা ফ্রণ্টসিট, ১ টাকা ব্যাকসিট, ॥০ আনা গ্যালারি।

ইতি বেঙ্গল থিয়েটর।

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

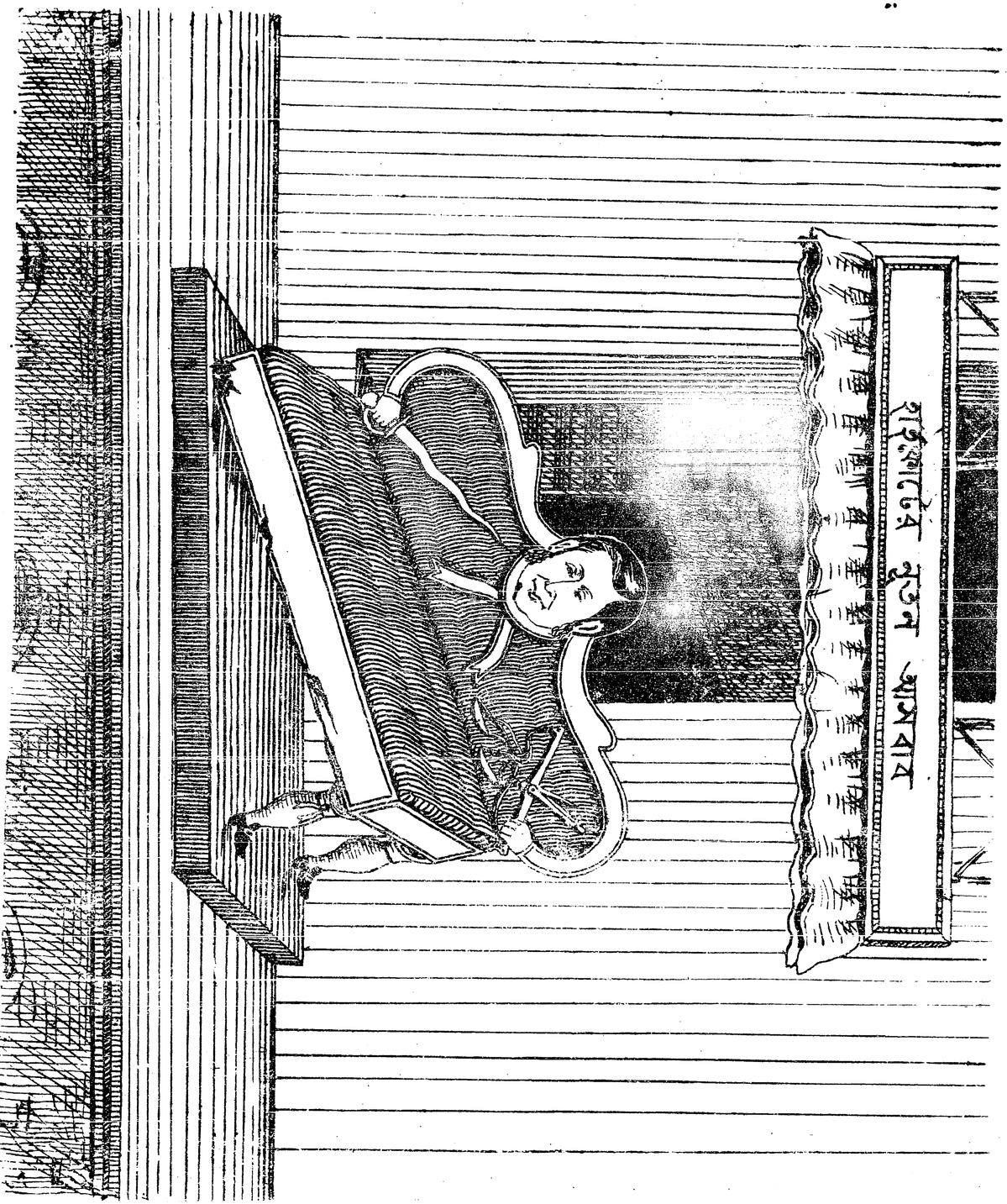

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

পঞ্চম সংখ্যা।

ডাকমাস্থল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

দুর্ভিক্ষের ইতিহাস।

সভ্যগণ। আজ কাল দুর্ভিক্ষই সকলের চিত্তগ্রহণ করেছে এমন কি সামান্য মুটে মজুর থেকে ভারতেশ্বরী ভিকটোরিয়া পর্য্যন্ত সকলের মুখে দুর্ভিক্ষ শোনাযাচ্চে। এরূপ স্থলে আমার আর চুপ কোরে থাকাটা চলে না পাঠকগণ মনে দোষ লতে পারেন এই আশঙ্কায় আমি আপনাদের কাছে দুর্ভিক্ষের আগাপাস্তলা বর্ণন কত্তে প্রবর্ত্ত হলেম।

দুর্ভিক্ষ এই শব্দটী অনেক দিনের—বোধ হয় ইজিপসেন মমির অপেক্ষা ও পুরাতন। এ শব্দটীর সৃষ্টিকর্ত্তা সাক্ষাৎ মহাদেব—তিনি যখন বুড়ো ষাঁড়ে সওয়ার হয়ে রামসিঙ্গে বাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় তাড়াদিয়ে বেড়াতেন তখন যে খানে কিছু মাত্র ভিক্ষা মিলতো না সে স্থানকে দুর্ভিক্ষ স্থান বলে নির্দ্দেশ কত্তেন। সেই হইতেই শব্দটীর সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে যে রূপে অন্ন কষ্ট বোধক হইয়াছে তাহা আর আমাদের আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; মক্ষমুলার ভট্ট প্রভৃতি ভাষা তত্ত্বজ্ঞেরা তা নে যত মাতা কোটা কুটি কত্তে পারেন করুন। এক্ষণে দুর্ভিক্ষের ইতি বৃত্ত বলাই কর্ত্তব্য তাসুরু করা যাক—

দুর্ভিক্ষটা সকল দেশেই সময়ে সময়ে হয়েছে কিন্তু সে সমস্তের ইতিহাস দিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় এই জন্যে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের কথাই বলা যাউক। অগ্রহায়ণের শেষেও চালের দর

১৸ ছিলো তাতেও লোক ছুঁতে চাচ্ছিল না এমন সময় শোনা গেল যে বঙ্গ ও বেহার বাসীগণের সুকৃতি সকল দেখে দেব রাজ ইন্দ্রত্ব হারাবার ভয়ে তাদের পাকা ধানে মই দেবার জন্যে স্বর্গের ছ্যাদা গুলি একবারে বুজায়ে দিচ্চেন। এই খবর পেয়েই আমাদের সংবাদ পত্র সম্পাদক ভায়ারা হাটের ন্যাড়ার মত হুজুকে মেতে উঠ্‌লেন, কেউ বল্লেন আট আনা ফসল মারা গেছে, কেউ দশ আনা, কেউ বার আনা কেউ চোদ্দ আনা, কেউ বল্লেন মূলে হাবাদ হয়েছে। কেহই বুঝলেন না যে একেবারে জল নিকেশের পথ গুলি বন্ধ হলে স্বর্গ ড্রেনেজ বন্ধ হয়ে জলে পুরে যাবে। সে ভাবা দূরে গে সকলে আপন আপন বিচক্ষণতা দেখাতে কাল মুকো কলম ধরে আস্ফালন কত্তে লাগলেন। রপ্তানি বন্ধ করা উচিত, চালের দর বেঁধে দেয়া কর্ত্তব্য, যে খানের চাল সেই খানেই থাক, বিদেশ থেকে চাল আন! হোক ইত্যাদি পাকা মো ঝাড়তে লাগলেনা তাঁদের চীৎকারে আর কান পাতা ভার হলো। ইংরাজি সম্পাদকগণ দেখলেন সুযোগ মন্দ নয় দুই দশ জন জাতভায়ের রোজগারের পথ হয়েছে ওমনি তাঁরা ও গোলে হরি বোল দিয়ে মহা গোল কত্তে লাগিলেন। সকলেই মত দিতে লাগলেন যে গবর্মেণ্টে চাল কিনে আকাল পীড়ত স্থানে দিন। গবর্মেণ্ট করেন কি সাঁকের করাতের মুখে পড়লেন যদি কিছু না করেন উড়িস্যার ফেমিনে বিডেন সাহেবের মত দুর্ণামের ভাগী হবেন, আর যদি রপ্তানি বন্ধ করেন তবে সম্পত্তি শাস্ত্রের বিরোধী কার্য্য জন্য ব্যবসায়ীগণের নেত্র শুল হবেন। কাযেই জগৎ জুড়ে আন্দোলন হতে লাগলো ও দোকানী পসারী কেরাণী, কাঁশারি, কাণে তুলো, হাবু ব্যয় কুণ্ঠিত বাবু সকলেই পাছে পরে দর বেড়ে যায় এই আশঙ্কায় চাল কিন্‌তে বেরোলেন। চেলো মহাজনেরা যো পেয়ে আজ চার আনা, কাল দুই আনা, কোরে চালের দর তিন টাকার হারাহারি করে তুল্লেন। এমন সময়ে গবর্মেণ্ট চাল খরিদ করা স্থির করে অনেক চিন্তাকত্তে লাগলেন; বড় বড় লালুজগদল সভা করে বসে গেলেন, সভ্যগণ মাতা ঘামাতে লাগলেন কিন্তু স্থির কত্তে পারেন না যে কোথায় চাল খরিদ করেন ও কার মারফৎ। শেষে টানা পাকার বাতাস, খস্‌খসের টাটী বরফের জল, হাভানাসিগার ও বিবিগণের মিষ্টালাপের সাহায্যে স্থির হলো যে কলিকাতাতেই চাল খরিদ হওয়া উচিত ও ইংরাজ সদাগরগণের মারফৎ করাই সুবিধা; যে হেতু বাঙ্গলীরা চালের বোঝেই বা কি, করেই

বা কি? চাল খরিদ সুরু হলো—"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন!" বলে ক্রেতারা দোহাতি কিনতে লাগলেন লোকে বলে "একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ" মহাজনেদের তাই হলো" সহজেই হ্যাঁপাতে ৩ টাকা দর তুলে ছিলেন তাতে আবার গবর্মেণ্টের খরিদ হচ্চে শুনে মন ইষ্টিমবইলারের মত গরম করে তুল্লেন—সাড়ে তিন টাকা, পৌনে চার পর্য্যন্ত দর ঠেলে তুললেন; তাতেও দুই এক জনের তুষ্টি না হওয়াতে বলে বসলেন "আভিনেই বেচেঙ্গা।" গরিব গুর বো সামান্য গৃহস্থ লোক সকল মাতায় হাত দে বসলো দুচার জন সদাগরের পেট পুরলো। এটা বড় বিচিত্র নয় জলেই জল বাঁধে মরু ভূমিতে যায় না! এ সকল দেখে ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়াসনের সভ্যগণ ভাবলেন যে আর চুপ করে থাকা যায় না ও একটী সাধারণ সভা সমাহরণ করে দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা কত্তে প্রবর্ত্ত হলেন। সভা বড় গুলজার, মাতা ধরা লোক সব আত্ম গৌরব রূপ ন্যাজ উভকরে নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, জাম্বুবান্, অঙ্গদ, হনুমান্, সুগ্রীবের মত উপস্থিত হলেন, দুদশ জন নূতন নামাভিলাষী মর্কটের মত উকি ঝুকি মাত্তে লাগলেন, সভার ক্যার্য্যারম্ভ হলো ও পাছে ইনফার মেসনের কমি হয় এই ভয়ে সকলেই ফেমিন ফেমিন করে চেঁচাতে লাগলেন; সুরথালের সাক্ষী! বড় বড় লোকেরা লিড নিয়ে বল্লেন এ দুর্ভিক্ষ বহু দূর ব্যাপী হবে এবং দুই একজন এমনো বল্লেন যে "দুর্ভিক্ষে চাল অভাবে মরিতে হবে টাকা দিলে ও চাল মিলবেনা" কিন্তু এ সকলই রাম না হতে রামায়ণ হলো; দুর্ভিক্ষের এখন দণ্ড দেখা যায় নাই॥

এখন চালতো খরিদ সুরু হলো চালানের ও ব্যয়ের জন্য হাজার কতক লোক না হলে তো চলেনা। যত ইংরেজ ফিরিঙ্গী উমেদার ছিল সকলকেই এক এক কর্ম্মের ভার দেয়া হলো—। গবর্ণমেণ্টের বড় বড় খয়ের খাঁ কর্ম্মচারী ফেমিন অঞ্চলে মাহিনার বৃদ্ধির সহিত বিশেষ নিয়োগ পত্র পেলেন ও রাজার মা পাঁজকাটনীর সঙ্গে দশবিশজন কোরে কুঁজ ধরুণী চললো।

লোকে লোকারণ্য, রথ দোল বা কোথা লাগে! এদেশী সাহেবদের পেট ভরাতেই সই হলোনা রেঙ্গুণও বিলাতের সদাগররাও কিছু গুঁড়া গাঁড়া পেলেন। সকলেই ফেমিনের ভয়ে সশঙ্কিত হলেন; কিন্তু ফেমিন আর হয় না! কি করা যায় রিলিফের জন্য নিযুক্ত মহামহোপাধ্যায়েরা ভেবেই আকুল একজন লোকেও গবর্মেণ্টের গোলাজাত করা চালকিনতে যায় না

কেবল রুইপোকাগুলো দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হয়ে গোলাগুলির আশ্রয়ে এল। রবি ফসল ক্রমে নাবলো গম, ছোলা প্রভৃতির দর ঘেটে গেল তখনও চৈতন্য হলোনা; আর হলেই বা কি করা যায় গোড়াতে ওপোরওলাদের কাছে লেয়াকতি দেখাতে লম্বা রিপোর্টে চালের দরকার কত তা লেখবার সময় সাম্পিনের ঝোঁকে হাত থামাতে পারেননি বেহুদো সুন্নি ফেলেছিলেন—কেউ লিখেছেন ১ কোটী মোন কেউ লিখিচেন দুইকোটি মন, তার জবাব দিহি করেকে? শেষে সকল রিলিফ আফিসারে মিলে ষড়যন্ত্র কল্লেন যে তার উপর তার উপর চাল চাওয়া যাগ তা হলেই ডুবে, ভিজে, পড়ে, পুড়ে কতকটা চাল খরচ হবে আর দেশের গাড়ি বলদ নৌকাদি সব যোড়া থাকবে। এদিগে গবর্মেণ্ট দোহাতি চাল পাঠাতে লাগলেন আর আফিসারেরা এরূপ দক্ষতার সহিত রিলিফ কার্য্যে লাগ্‌লেন যে গাড়ি মুটে বলদ সব আটকে ফেললেন; দেশীয় ব্যবসাদারগণের আমদানী রফতানী একেবারে বন্ধ করে ফেল্‌লেন, কাযেই যেখানের চাল সেখানে রইলো অথচ লোকের অন্নাভাব ঘটলো—হাবড়ায় ব্যবসায়ীদের চালের পোনেরদিন অন্তরেও চালান রসিদ পাওয়া ভার হলো, আর "কোম্পানিকা মাল দরিয়া মেঢাল" হতে লাগলো। বাহবারে কৌশল এ বিদ্যাসুন্দরের হীরে মালিনীর চেয়ে এককাটী যেয়াদা হলো "হয়কে নয়, নয়কে হয়" করায় অনেক বাহাদুরী চাই! যাহোক দুর্ভিক্ষের চাল গুলো ব্যয়ের এক রকম যোগাড় করেছেন কিন্তু যে কখান ইষ্টিমার আসচে তার কি করিবেন ভেবেই অস্থির হয়েছেন। কেউ বলচেন হাওয়ালা খেয়ে বেড়াবেন; কেউ বল চেন চাল পচানি গন্ধে যে সব লোক মারা পোড়বে তাদের সব ঐতে ববেন; কিন্তু বোধ হয় যে চাল বোঝাই দে ইষ্টিমার কখানিকে ডোবাতে পাল্লেই ভাল হয়—ইষ্টিমার কখানাও যাবে আর কতকটা চালেরও খরচের জন্যে ভাবতে হবেনা। বিলাতে জেমস ইষ্টিফিন সাহেব বলেচেন যে ভারতে দুর্ভিক্ষ হয় নাই; আর আমার বাসন্তিকা বলেন যে গবর্ণমেণ্টর ফেমিন রিলিফ বন্দবস্ত হাতিদে লাঙ্গল দেয়ার মত হচ্চে। আমি বলি মূলেই ভুল ৬ কোটী টাকার ছিনিমিনি খেলা হলো কিন্তু গরিব ব্রাহ্মণ একটীও পেলেনা।

ধর্ম্মের উন্নতি।

ধর্ম্ম স্বরূপ ধৃতরাষ্ট্র অন্বেষণ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে ঠাকুর ও সৈন্যদল কিরূপ যুদ্ধ করিতেছেন,—

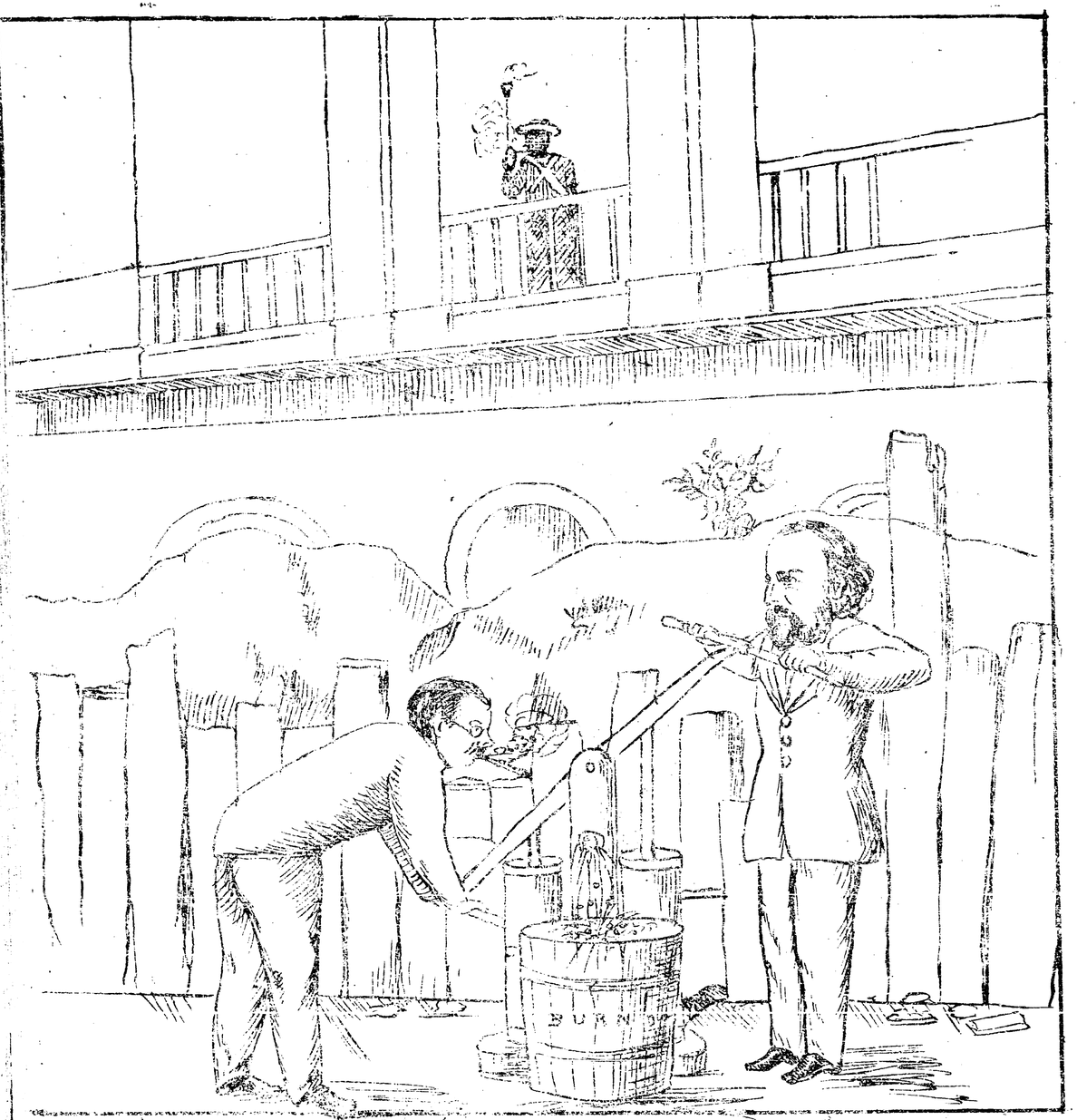

ঐ [illegible] নির্ম্মাণ করতঃ [illegible] নির্গত করিয়া [illegible] করিতে [illegible]।

সঞ্জয় বলিলেন ঠাকুর দলের প্রধান সেনাপতি অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন বহ্বাস্ফোটন ও সংশোধন করতঃ পর্ব্বতের গুহাতে শায়ী হইয়াছেন। তাঁহার অনুচর সকল মাভৈ মাভৈ রব করতঃ উল্লম্ফন প্রলম্ফন করিতেছে; এই অবকাসে সেনা দল স্থানে স্থানে নিঃঠাকুর করণাভিপ্রায়ে ঝঙ্কার করিতেছে, কেবল চতুর্দ্দিকে কোলাহল ও মার মার কাট কাট শব্দে বীর সকল বল ও বীর্য্যেতে স্ফীত হইতেছে। যুদ্ধে কে দাঁড়ায় তাহা বলা যায় না, কিন্তু বোধ হয় যে কিয়ৎকালের মধ্যে এই দুই দলকেই শমন মন্দিরে গমন করিতে হইবে ও সৃষ্টির নিয়মানুসারে ধর্ম্মক্ষেত্র নূতন তরঙ্গে তরঙ্গিত হইবে।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রশ্ন।

হাঁগা শুন্‌তে পাচ্চি এখন নাকি সকল মেয়েমানুষ বড় সায়েবের বাড়ি, টৌনহাল ও আর আর যায়গায় ঘাগরা, জুতো পোরে বেড়াতে যায়, এরা কেমন মেয়েমানুষ গো, এরা ভেরোম কার কাছে রেখে যায়?

স্বামী—বর্ত্তমান কাল উন্নতকাল, এক্ষণে উন্নতভাবে সকল কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, যদি স্ত্রীলোককে স্বাধীন না করিতে পারি ও চিরকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখি তবে ধিক্ বঙ্গভূমি ও ধিক্ সুশিক্ষিতগণ।

স্ত্রী—ওমা তোমার কথা শুনে যে আমার পেটের ভাত চাল হচ্চে, তুমি বুঝি আমাকে একদিন আয়ার বেশ পরিয়ে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নে যাবে? তা হোলে তোমার পায়ে মাতামুড় খুঁড়ে মরবো।

স্বামী—বাহিরে গমন না করিলে তোমার মন চিরকাল সংকীর্ণ ভাবে থাকিবে, তোমার মনের বল বিকশিত হইবে না, তোমাকে অজ্ঞান তিমিরে মগ্ন থাকিতে হইবে।

স্ত্রী—এসব ঠাকুরালী ছেড়ে দেও, আমি ছেলের মা বুড়ি, আমাকে ধরে টানাটানি কেন, ইচ্ছে হয় একটী যুবতী ব্রাহ্মিকাকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে সাথে লইয়া বেড়াও।

স্বামী—আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে বলে যে এক পুরুষের এক স্ত্রী হইবে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা পাতক। এক্ষণে তুমি আমার সকল অনুষ্ঠানে যদ্যপি যোগ না দেও তবে অন্য ব্রাহ্মদিগের নিকট আমার মুখ পুড়িয়া যাইবে। প্রিয়ে ওঠ ঘাগরা পর।

স্ত্রী—(ঘাগরা দেখিয়া ঠক ঠক কাঁপিয়া ভূমে পড়িলেন নিকটস্থ একজন দাসী চিৎকার করিয়া উঠিল) "ওরে সর্ব্বনাশ মা ঠাকুরুণ গেলেন।"

স্বামী—(ম্লান ভাবে) ভারত ভূমির কিছুই হলোনা। বলিয়া বাহিরে গমন করিলেন।

কলিকাতার চাল চুল।

পূর্ব্বে গুরু ও উচ্চ সম্বন্ধীয় লোক সকলকে আমরা মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিতাম এক্ষণে সে রীতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কেবল দুইহাত কপালে ঠেকাই। পূর্ব্বে তামাক খাইবারও আবরু ছিল, এক্ষণে কেবল অঙ্গুল আড়াল দিয়া সে কার্য্য হইতেছে এবং কোন কোন স্থানেও তমাক দূরে থাকুক গুরুজনের সহিত সুরাপানের আমোদ আহ্লাদ একত্রে বসিয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রাচীন ও গুরুজন বৃহৎ পক্ষী ছিলেন এক্ষণে দুর্গা টুন্ টুনির স্বরূপ গণিত হইতেছেন ইহাই এক উন্নতির লক্ষণ।

মাতা পিতার পৃতি ভক্তি।

শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ ভক্তি পরায়ণ ছিলেন, ও তাহার দাস হনুমান্‌ও দৃষ্টান্তের স্থল কারণ সীতাকে মা বলিয়া তাঁহার জন্ত তিনি কি না করিয়াছিলেন। এদেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে বটে কিন্তু পিতা মাতার ভক্তি সাধারণতঃ তত দর্শিত হইতেছে না। বাবু সুশিক্ষিত ও বিষয় কর্ম্মে উন্নত হইলেই পিতামাতার প্রতি উচ্চভাব প্রায় করেন না ও কেবল তাঁহাদিগকে কৃপার পাত্রের ন্যায় দৃষ্টি করেন। ইহা কি উন্নত ভাব? এ বিষয় সংক্রান্ত একটী গল্প বলা যাইতেছে—একজন ধনাঢ্য মুৎশুদ্ধি বাবু কোন কার্য্য বশতঃ আপনার পিতাকে আফিসে লইয়া গিয়াছিলেন; পিতার আচ্ছাদন বড় ভাল ছিলনা দৈবাৎ সাহেব আসিয়া মুৎশুদ্ধি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনিকে?" মুৎশুদ্ধি বাবু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "ইনি আমার একজন পরম বন্ধু" তাঁহার পিতা হাতযোড় করিয়া বলিলেন "খোদাবন্দ আমি বাবুর বন্ধু নহি কিন্তু বাবুর মায়ের বন্ধু বটে।"

মীমাংসা কৌমদি।

১৯এ ও ২৬এ বৈশাখের মুর্শিদাবাদ নূতন মীমাংসা কৌমদি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারসংগ্রহ করিয়া আমাদিগের পাঠকবর্গের বহুপাঠ কষ্ট দূর করিবার আমরা সম্পূর্ণ চেষ্টা পাইলাম, এ বড় গুরুতর মীমাংসা পাঠকবর্গকে গুরুতর পাঠ করিতে হইবেক।

৩০০ বৎসর অগ্রে মুনি ঋষিরা রাজনীতি ধর্ম্মনীতি প্রচার করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে

সেই সব ধর্ম্মনীতি রাজনীতি সমাজের উন্নতি সাধন করিবেক না কেন।

শৈশবাবস্থায় শিশুরা কেবল দুগ্ধ পান করিয়া বল বুদ্ধিশালী হয় তবে যৌবনে শুদ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া বলবীর্য্যশালী হইবেনা কেন?

আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ব্রাহ্মণদিগকে দেবতা বলিয়া মানিতেন, এক্ষণে আমরাও দেবতা বলিয়া মানিব না কেন প্রভু একবার বরাহ অবতার হইয়াছিলেন, তবে শুওর দেখিলেই বা গড় করিব না কেন?

মুনি ঋষিরা নিঃসন্তানা রাজমহিষী ও স্ত্রীগণের পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করিতেন। এক্ষণে তাহারা এপ্রকার পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করিবেন না কেন?

তারকেশ্বরের মোহন্ত নিঃসন্তানা স্ত্রীগণের পূত্র উৎপাদন করিতেন এক্ষণে তিনি বা পুত্র উৎপাদন করিবেন না কেন?

অগ্রে যে সকল দ্রব্য শুদ্ধ পবিত্র জ্ঞানকরা হইত এক্ষণে তাহা হইবে না কেন।

অগ্রে গোময় লিপ্ত করিয়া বাসাদি শুদ্ধ করা হইত এক্ষণে পশ্মি গালচে দুলচে কৌচ কেদারা সুশোভিত বাসচয় গোময় লিপ্ত করিলে শুদ্ধ হইবে না কেন?

বেদ পুরাণ হইতে যে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন তাহা ও লিখিলাম।

হিন্দুজাতিরা মদ্য খাইত না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মধুবনে মধু খাইয়া মাতাল হোতেন? ঐ মধু মৌমাছির মধু। গো কুক্কুট শূকরাদির মাংস খাইতেন না, কিন্তু গোমেধ অশ্বমেধ করিতেন; সে মেধ অস্বস্তি বোধ হয়। আর ভীমসেন প্রভৃতি রাজাচয় যে মৃগয়া করিতেন সে বুনো কচু আর ঘেঁচু। একটী বিষয়ে কেবল সন্দেহ রাখিয়াছেন একাল পর্য্যন্ত মীমাংসা করিতে পারেন নাই। যথা মহিষেরা কেশে ঘাস খাইয়া এত বলিষ্ট হয়, তবে মনুষ্যেরা কেশে ঘাস খাইলে বলিষ্ট হইবে না কেন?

কিন্তু লেখক ছাড়িবার লোক নহেন এ বিষয়টী স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া লিখিবেন বলিয়াছেন।

এমত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের অবস্থা উন্নত কি বিড়ম্বিত আমাদের মনে, এমন কি, প্রত্যেক পাঠকের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

শ্রাদ্ধ মন্দ নয়।

বৈশাখে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে বিংশতি দিবসে ৩৮ গতে ৺ পণ্ডিত কালীদাসের

বাপের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বড় বড় হোমরা চোমরা কালেজ ও টুলো পণ্ডিতেরা অধ্যক্ষতা করিয়া মহা প্রীতি ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। এই কার্য্য তাঁহাদের মত লইয়া হইয়াছিল। কেহ কেহ দাড়ি গোঁফ ফেলে ছিল। কেহ কেহ ফেলেন নাই। শকুন্তলার, "যৎতেজ্যং তৎত্যজেৎ" মতে বালক বলিয়া দাড়িটে কামানো হয় নাই। সভাস্থ লোক মাত্রেই অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন বিশেষতঃ আমাদের নারায়ণী দাসী ও ভারতীদাসীর, সম্মুখে দাড়াইয়া হাত নাড়িয়া, কীর্ত্তনে সকলের মনোমোহিত হইয়াছিল। শেষ বেলা-ত শ্রাদ্ধটা গড়াবার উৎযোগ হইয়াছিল। কিন্তু এতজন টিকিওলা কালেজি ও টুল পণ্ডিতের নিকট হইতে কি পার পাবার যে আছে।

কর্ম্মটী অতি উৎকৃষ্ট রূপে নির্ব্বাহ করা হইয়াছে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরাও যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি তবে একটী দুঃখ রহিল।—৬কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় যদি জীবিত থাকিতেন তো কি পর্য্যন্ত যে সন্তোষ লাভ করিতেন তাহা বলিতে পারি না, আমার বোধ হয় যে এত টিকি একত্রে তিনি কুত্রাপি দেখেন নাই। তাঁহার লাইব্রেরিতেও ছিল না।

আবার শ্রুত হইলাম যে কোন কোন পণ্ডিত মত দিয়াছেন যে এ শ্রাদ্ধ উত্তম রূপে হয় নাই আর একবার করিতে হবে। কিন্তু এ বিবেচনা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই বৎসরের মধ্যে একবার বৈ শ্রাদ্ধ করা বিধেয় নয়। যদি আর একবার করা হয় তবে বিপক্ষ পক্ষেরা বলিতে যো পাবেন ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া পুলিয়ে দিবেন।

সম্বাদদর্শন।

মিউনিসিপাল অত্যাচারে ত জ্বালাতন! সকলেই জ্বালাতন। মিউসিপাল সভা মাঝে মাঝে হয়, আমি এক দিন সেই সভায় জ্বালাতন হয়ে উপস্থিত। জলপাই না বলে জলের কর দাও। আলো পাইনা বলে আলোর কর দাও। এক দিন একটী ফিট বাবুর সহিত আমার দেখা হয়, শুনিলাম তিনি মিউনিসিপালিটিতে কাজ করেন। তিনি অশ্লীল সভার সভ্য; কিন্তু তিনি যে রূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে আমাদের ন্যায় পাষণ্ড বোধ হয়। আমি বলিলাম বাবু আমি আলো, জল পাইনা, কিন্তু তবু আমার কর দিতে হয়। তিনি বলিলেন টাকায় কুলায়না। আমি বলিলাম তবে আমার টাকা দিয়া অন্যকে জল ও আলো দাও ক্যান। তিনি বলিলেন সমাজের রীতিই এই। আমার

সাবধানি বালক।

কর্ত্তা— বলি রামা ইস্কুলে যাস্‌নি?
রাম— ডাক্তর হাত দেখে বারণ কোরেছেন।
কর্ত্তা— তবে যে এই ঠিক দুপুর ব্যালা ছাগল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিস; তোর কি অসুখ করে
রাম— ডাক্তার মহাশয় হাত দেখে বোল্লেন কি রোদে ইস্কুলে গেলে সর্দ্দি গোর্ম্মি হবে।

টাক্ চুলকাইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম এ আবার সমাজের কি রীতি? টাকা দেবো আমি, লাভ ভোগ কর্‌বে অন্যে, মনুতে এ রূপ ব্যবস্থার গন্ধও ত নাই! আমি বলিলাম, কই মহাশয় আমাদের পাড়ায় ত এ রূপ সামাজিক রীতি কিছুই নাই। আমার বাসন্তিকা আমারই বাসন্তিকা অন্যকেহই তাহার উপর কোন রূপ দাবি করিতে আইলে আমি তাহাকে পদাঘাত—

ফল বাসন্তিকার উপর অন্য কেহ দাবি করিবে এই ভাব তখন মনে উদয় হওয়ায় আমার ক্রোধে শরীর জ্বলিয়া উঠে। আমি যেমন মুখে পদাঘাত বলিলাম, অমনি পদাঘাত করিতে শ্রীচরণ খানি তুলিয়াছিলাম। এখন মাধ্যাকর্ষণ বলিয়া যে একটী শক্তি সে শক্তিটী আমার বড় অবাধ্য ও চঞ্চল। আমার শরীরের কোন স্থানে যে সে শক্তিটী থাকে তাহা এই পঞ্চাশ বৎসর মনোনিবেশ পূর্ব্বক দর্শন করিয়াও আমি স্থির করিতে পারি নাই। কখন বোধ হয় উহা আমার উদরে, কখন বোধ হয় আমার চরণে। এখনত বোধ হয় যে এই দুইটী স্থানের কোন২ স্থানে উহা অবস্থিতি করে। ঐ শক্তির ভরে উহা স্ফীত হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক আমি পদাঘাত করিতে যে চরণ তুলিয়াছি আর যেমন বগী গাড়ি কাত হইয়া পড়িয়া যায়, অমনি ভূমিতে পতিত হইলাম। যখন পড়ি তখন কাত হইয়া কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গুণে উবুড় হইয়া মৃত্তিকায় পড়ি। বাবু আমাকে তুলিয়া বিস্তর শান্তনা করিয়া বলেন যে তুমি এক খানা দরখাস্ত লিখিয়া মিউনিসিপালিটীতে উপস্থিত হইও। মিউনিসিপাল সভায় যাওয়ার আমার এই কারণ। সভায় যাইয়া দেখি প্রকাণ্ড ব্যাপার, সাহেবরা সব গজাননের ন্যায় নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন আর আমাদের বাঙ্গালি বাবুরা অনেকে, আর চাচা মহাশয়েরা সকলে তাহাদের পাছে বসিয়া আছেন। বোধ হইল যেন সাহেবদের লেজ ধরিয়া বসিয়া আছেন। এ বিষয় আমি ঠিক্ বলিতে পারি না, কারণ সাহেবদের লেজ আছে কি না সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, সুতরাং আমি তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু আমার যে রূপ বোধ হইল সেই রূপ বলিলাম। আমি সভা দেখিয়া ভাবিলাম তবে একটা কি প্রকাণ্ড কাণ্ড হইতেছে। কি কাণ্ড জানিবার জন্যে ব্যগ্র হইলাম। রাজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তিনি "বিফ, ইন্ ইণ্ডিয়া" ইত্যাখ্য প্রবন্ধ লিখিয়া বিদ্বন্মণ্ডলীতে বড় প্রশংসা লাভ করেছেন, তাঁকে উপস্থিত দেখে ভাব্‌লেম বুঝি শুলগব যজ্ঞ হবে

কিন্তু অগ্নি দেখিলাম না। কি করি পরিশেষে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বাবু বিষয়টা কি? রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন হাঁ মহাশয় আমি ভাল আছি, আপনাকে ধন্যবাদ দেই। আমি বলিলাম তা ত দেখতেই পাচ্ছি, বলি এ ব্যাপার খানা কি? তিনি একটু হাস্য করিয়া বলিলেন যে হাঁ মহাশয় আহার করা হইয়াছে। তখন আমার মনে পড়িল যে সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানেন, রাজেন্দ্র বাবু লোকের নিকট কালা বলিয়া পরিচয় দেন। আমি তখন কি করি, কানের কাছে মুখ লইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম বাবু ব্যাপার টা কি? আর যাবে কোথা! অমনি ডু ব্যাটা পেয়াদা আসিয়া আমাকে ধরিয়াছে, আবার মাধ্যাকর্ষণিক গণ্ড গোল উপস্থিত, কিন্তু প্রাণে প্রাণে সামলাইয়া গেলেম। শেষে শুনিলাম কি যে সিপাহি যুদ্ধের সময় আউটরাম নামে এক সাহেব যিনি অনেক হিন্দু ও যবন কুলের শোণিতে ভারত প্লাবিত করেন, তাহার প্রতিমূর্ত্তি ময়দানে আছে, উহা মিউনিসিপালিটীর অধিকারের বাহির। কেহ কেহ প্রার্থনা করিয়াছেন যে মিউনিসিপাল ব্যয় দ্বারা উহাতে আলোক দেওয়া হয়; তাহা লইয়া বিচার হইতেছে। হগ সাহেব বলিলেন "যাহারা কর দ্যায় তাহাদিগকে আলো দিতে পারি না, যেহেতু টাকায় কুলায় না আজ্ মিউনিসিপালিটীর বাহিরে টাকা দিলে আমায় দরিদ্র প্রজাগণ কি বলিবে" হরিদাস বাবু বলিলেন "আজ্ চাঁদের যে দরিদ্র প্রজার প্রতি বড় দয়া দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

উইলসন—আমরা একবার নিয়ম ভঙ্গ করিলে যেখানে সেখানে মিউনিসিপালিটীর বাহিরে টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

রবাট। তা ত বটে এ কর্ম্ম হইতে পারে না।

শশী। ইহা যদি হয় তবে আমি আত্ম হত্যা হইয়া মরিব।

হরিদাস। হে জুষ্টিস ভ্রাতৃগণ তোমরা শ্রবণ করো। আউটর‍্যাম বীর দেশের পরমোপকারী বন্ধু। সেই ৫৭ সালের কথা মনে করিলে কাহার না রোমাঞ্চ হয়। তখন কে আমাদিগকে রক্ষা করে? সেই আউটর‍্যাম, তাহারি প্রতিমূর্ত্তির আলোর নিমিত্ত কিঞ্চিত ব্যয়, তাহাতে আবার কৃপণতা, ধিক্! যেই আউটর‍্যাম যবন ও হিন্দুকুল ধ্বংশ করিয়া দেশকে দেশ ছারখার করিয়া আমার দয়াবান্ ব্রিটিশ র‍্যাজ্যকে উদ্ধার করেন সেই আউটরামের প্রতিমূর্ত্তির নিমিত্ত কিঞ্চিত ব্যয়, তাহাতে আবার ইতস্তত?

শশী। আপনাদের এমন ভক্তির শ্রোত উচ্ছলিত হইয়া থাকে তবে পরের টাকা দিয়া কেন? আপনারা হার করিয়া টাকা দিউন গে। আমার কথা বলিতেছি, এ টাকা মুঞ্জুর হইলে আমি আত্মঘাতী হইব।

হরিদাস। ইহাতেও তোমদের মন বিগলিত হইল না? তবে শুন। আমাকে প্রধান সেনাপতি ডাকিয়া পাঠান। আমি আর বিলম্ব করিলাম না। আমাকে সাহেব বলিলেন তোমার আমার জন্যে লড়াই করিতে হইবে। আমার ইহা শুনিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইল। আমি করযোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিলাম ধর্ম্মাবতার আমি বন্দুক ধরিতে জানি না, তরবারি ধরিতে জানি না, যদি ষ্টিল পেন হয় তবে হুজুরের আজ্ঞা এক রকম পালন করিতে পারি। তাহাতে সাহেব বলিলেন যে তাহা নয়, আউটর‍্যামের প্রতিমূর্ত্তির নিমিত্ত মিউনিসিপালিটী হইতে গোটা কয়েক আলো সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। আমি তখন সেলাম করিয়া বলিলাম, হুজুরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আপনারা এখন বিবেচনা করুন, যখন প্রধান সেনাপতির এই আজ্ঞা তখন সেই ন্যায্য। আমার বিবেচনায় ইহা অপেক্ষা ন্যায্য আর হইতে পারে না।

এই বক্তৃতার পরে সভা ভঙ্গ হইল ও আলো মুঞ্জুর হইল।

ঘরোবাবুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

আগের সংখ্যার লাগাড়।

বাস্পরথ অল্পকাল মধ্যেই আর একটী ইষ্টেসনে গিয়ে দাঁড়াল এবং পূর্ব্বমত পেয়াদামিয়া বার হয়ে যে একটী চীৎকার কত্তে লাগলো, তাশুনে পাতসা মনে কল্লেন বুঝি আবার সেই পুত্রের বিবাহের হঙ্গাম উপস্থিত হলো, ও সহচরগণকে জিজ্ঞাসা কল্লেন এখানে "আবার কিসের গ্রামভাটী চায়হে?" সহচর বল্লে "মহারাজ ও বদ্দিবাটী ডাকচে ভাটী চায়নী—"। এ স্থানটীতেও রেলওয়ে কোম্পানীর দাঁড়ান না দাঁড়ানোর ব্যবস্থা কুমার নগরের মত অবিলম্বেই রথ চললো ও পাতসা উকিমেরে দেখলেন একখান কাষ্ঠে লেখা "বিদ্যাবতী" এবং পারিষদকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "বিদ্যাবতী কিহে?" তৎশ্রবণে পারিষদ উত্তর করিল "মহারাজ বৈদ্যবাটীর নাম হণ্টর ঐ রূপ লিখিতে বলেন ও বিমস তাহার প্রতিপোষক"। পাতসা ইতি বৃত্তের পত্র দেখিবার উদ্যোগ কল্লেন এমন সময় তাঁর চিত্তে একেবারে ভক্তি রসের ঢেউ উঠে পড়লো এবং শ্রীচৈতন্যের স্নান-পুণ্যোদক-নেমীতীর্থ তাঁর মনে উঠ্‌লো। সংসার বন্ধ বিমোচক নেমীতীর্থের সঙ্গে সঙ্গে আবার চাঁপদা-

নীর মাঠ মনে হলো—এ মাঠেও অনেকে লাঠীর চোটে সংসার বন্ধ হতে মুক্ত হয়েছে। নেমীতীর্থের চেয়েও এ কাজে বড়, যেহেতু তাতে পরকালের মুক্তি আর এতে এই কালেই মুক্তি হতো। অতঃপর বৈদ্যবাটী নামটীর আদি নিরূপণের যত্ন হইবাতে পাতসা বল্লেন "হাঁহে বৈদ্যতো অনেক স্থানেই আছে তা এ স্থানটীর নাম বৈদ্যবাটী হলো কেন?" তদুত্তরে একজন অনুচর কহিল, মহারাজ এইখানেই বৈদ্যকুল চূড়ামণি "ত্বয়া ন পঠিতাচণ্ডী ময়ানাপি চিকিৎসিতং; অকস্মাৎ নগরোপান্তেকথং ধূমায়তে চিতা" শ্লোক ব্যক্তা বৈদ্যবরের বাস ছিল ও তাঁহার বিশেষ মান্যের জন্য নামটী দেওয়া হইয়াছে"। পাতসা কহিলেন "কেন এখনতো সকল বৈদ্যেই ঐ শ্লোক বলিতে পারেন।" এইরূপ কথোপকথনে রথ চন্দন নগরে উপস্থিত হলো। কামিনী প্রিয় নরোবর মন্ লাই বেরী হতে ইতিবৃত্ত গ্রন্থ লয়ে খুলে দেখলেন এ নগরটী ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদিগের অধীনে আসে এবং ঢিক্‌মিকে রকমে কিছু দিন যায়, কিন্তু ডুপ্‌লের আগমনে ও উদ্যোগে এই নগর ভোজবাজীর মত অল্পদিন মধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্যাদিতে পরিপূর্ণ হয় ও গঙ্গার কূলে অর্ণব জানোপরে বাণিজ্য-লক্ষ্মী সদত নৃত্য করিতে থাকেন। সে নৃত্যের কাছে কাশীর বুড়োমঙ্গলে কাচ্ছার উপরের বাই নাচ কোথায় লাগে—ময়ূরের পুচ্ছ বিস্তারের নিকট উৎপুচ্ছ শকুনীয়ো এ হতে ভাল। যাহোক এউন্নতি চিরদিনের হয় নাই—যেহেতু অল্পদিন মধ্যেই সব নিবে যায়, সে লোক সমাগম, সে সমারোহ কিছুই নাই। ডুপ্লেতো চন্দ্র নন তিনি একটী ধূমকেতু ছিলেন—লোকোপপ্লবের হেতু স্বরূপ। যে দুর্গটী ফরাসিস্ ধ্বজ ধরিয়া বুক ফুলিয়ে ছিল সেটী ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতি তোপের গুতোয় কোমোর ভেঙ্গে পড়লো ও পরিশেষে নগরটী ইংরাজগণের হস্তে পড়িল। ইহার নাম চন্দননগর কেন হইল এ বিষয় নিয়ে এদেশীয় পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ীগণের মধ্যে মহাগোল হয় কিন্তু সার উলিয়ম জোনসের ডায়রিতে লেখা ছিল যে ক্লাইব হেষ্টিং প্রভৃতি যখন জিরেটের প্রাসাদে হাঁডু ডুডু খেলিবার জন্য নিমন্ত্রিত হতেন তখন ফরাসীরা "চন্দন সোঁ লিপোয়ায়ে ধাম" প্রথানুসারে নগরটীকে সুসজ্জিত করিত বলিয়াই চন্দননগর হয়। যাহোক ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুনশ্চ ফরাসীদের দেয়া হয় এবং সেই অবধিই ফরাসীগণ জোন পাঁচ ছয় ফুঁসিং ফৌজ ও এক আদটা কাষ্টের কামানের বলে ইহা শাসন কচ্ছেন। ইতিবৃত্ত গ্রন্থবন্ধ করে দর্শন কি রূপ দেখিতে যাচ্ছেন এমৎকালে পাতসার

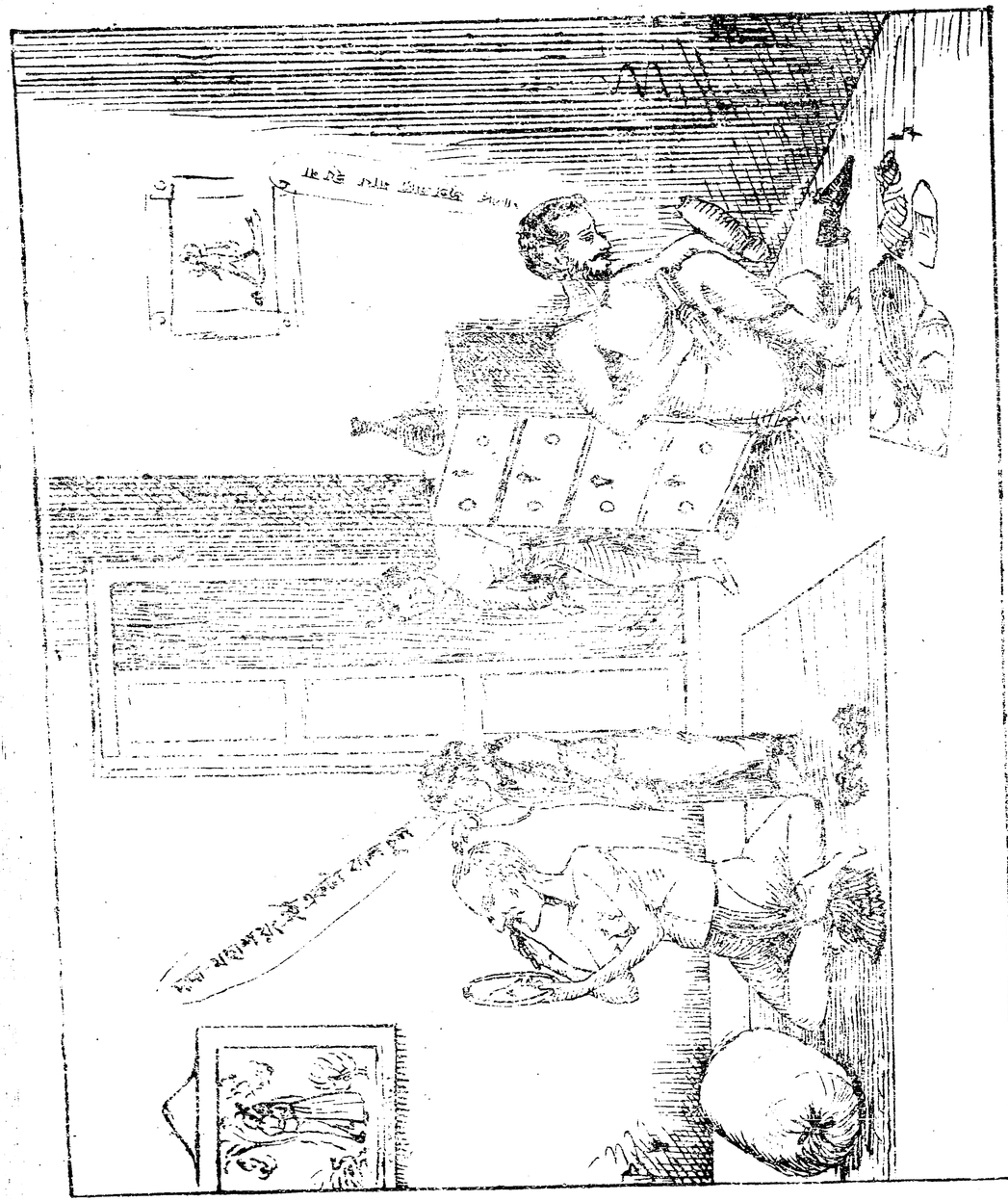

একটী টীপ্পনীতে নজর পড়লো এবং দেখেন যে তাতে লেখা আছে—

"যদি মের্জাহতে চাও,
তবে ফরাস ডাঙ্গায় যাও ?
কস্তাপেড়ে ধুতিছেড়ে
কালাপেড়ে নাও।
লাকযুবতি ছাড়বে পতি
যদি ন্যাঙটাপেড়ে পাও।"

এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে লোহার ঘোড়া ছুটলো অনুচরগণের মধ্যে সাতুবরাট বলে উঠ্‌লো "মহারাজ বড় ভুল হলো এখান পর্য্যন্ত এসেও ফরাসডাঙ্গার দিগ্বিজয়ী মুণ্ডীর মুখ দেখা হলোনা।" দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ি চুঁচড়ায় গে দাঁড়াল এবং ছিট ছাট দুচারজন সাহেব সেখানে নাবলেন। এই স্থানের ইতিবৃত্ত ঢের আছে কিন্তু তাহা দেখিবার সময় না পাইবাতে কেবল এই মাত্র মনে এল যে এ স্থানটী বড় আয়েশের। এইখানেই ১৮ খ্রীষ্ট শতাব্দীর শেষে বাঙ্গালার সাহেব-ক্ষুদ্র-লবাবদের তারণার্থ টানা পাখা অবতার হয় ও এই স্থানে কলিকাতার পরিশ্রান্ত কতক সাহেব নগরের দুর্গন্ধ ও ধূলা হইতে মুক্ত হওনার্থ আগমন করিয়া রাত্রী যাপন করেন; কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদের কানাঘোসা এই শোনা যায় যে চিনসুরা নাকি ইউরোপীয়গণের সোনাগাচী। আর অধিক বলা অসম্ভব যেহেতু ঘোড়া থামে না—এখানের দাড়ানো ও ছাড়া বুঝা যায় না। যেমন শালগ্রামের শয়ন ও উপ, বেশন !

ক্রমশঃ।

বসন্তক বাসন্তিকা সম্বাদ।

বাসন্তিকা—বলি নাথ আজ এত বিমর্শ যে ?

বসন্তক—আর বোলবো কি গেলুম গেলুম গেলুম।

বা—কেন কি হোয়েছে !

ব—কেন শুন নি কল্‌কি অবতার যে এসে উপস্থিত হোয়েছেন।

বা—সে কি আমি তো তার কিছু জানিনে।

ব—ওগো আমিও জানিনা, তুমিও জান না, লোকে বলে তাই বলি, একটী পাঁচবছরের মেয়ের পুত্রসন্তান হোয়েছে।

বা—ওমা আমি যাব কোথা ! আমরা নবছরের মেয়ের পেট শুনেছি পাঁচ বছরের তো কখন শুনি নি।

বস—ওগো তোমরা শক্তিরূপা তোমাদের অসাধ্য কি আছে, তোমরা এক বছরেও পার। কিন্তু কথাটা হোচ্ছে কি জান, আমরা সামাজিক লোক সব বিষয়ের মীমাংসা কোত্তে হয়, তাহার কিছু পাচ্ছি না।

বা—তার আর এত ভাবনা কি শাস্ত্রে যদি লিখে থাকে তো তাই লেখ।

ব—ওগো ঐ খেনেই গোল লেগেছে, যে ছেলেটী জন্মেছে সেইটী কল্‌কি অবতার, না যে পাঁচ বছরের বালিকার পেট কোল্লে সে কল্‌কি অবতার।

বা—এ সিদ্ধান্ত তোমাদের কাজ নহে, এ পুলিসে মীমাংসা করিলে ভাল হয়।

গত মাসের সংবাদাবলীর সংক্ষেপ বিবরণ।

১ সেক্রেটরী আফফেট পাঁচটী সর্প মারা কল ভারতবর্ষে পাঠায়েছেন, শোনা গেল যে বেদেদের দুইচার আনা সাপ পিছু বাড়ায়ে দিলে অনেক খরচা হয় বলেই এইরূপে ব্যয় কমান হয়েছে।

২ আলিপুর মাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ব্রাডলি সাহেব সাক্ষ দিবার সময় বলেছেন "আমি আমার জীবনে কখন কাহাকে আঘাত করি নাই একজন নেটিভ কেও নয়।" তৎশ্রবণে দেশীয় সম্পাদকগণ বড় আন্দোলন করেন, কিন্তু তাঁহারা গূঢ়তত্ত্ব জানেন না। আমার বাসন্তিকা জাতিশ্মরা বলেই জানতে পেরেছেন যে উক্ত সাহেব পুর্ব্ব জন্মে মনু ছিলেন এবং এক্ষণের বাঙ্গালীদের শূদ্র ভেবে তাদের মারা বেরাল মারার মত জ্ঞান করেন!

৩। পাঁচেটের রাজাকে কর্ণেল রৌলাট বলেন যে তিনি তাঁহার অধিকারস্থ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজাদিগকে অর্থ দানে সাহায্য করুন। কিন্তু রাজা তাহার উত্তর দেন যে "তালপুকুরে তাল আছে; সকল জল শুখায়ে গেছে" বচনও যেরূপ তাঁরও রাজা পদ সেই রূপ হয়েছে। ঋণপঙ্কে গলা পর্য্যন্ত ডুবেছে সুতরাং আর একটু অগ্রসর হয়ে প্রজার সাহায্য কর্ত্তে হয়, কিন্তু তাহলে মাতা ছাপয়ে উঠলে তুলবে কে, এই ভয়ে তিনি সাহায্য করিতে অক্ষম। সাহেব লবাবি আমলের হাকিমের ঘাড়ে চড়েন সুতরাং "হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরেনা" নিয়ম অতিক্রম করে "—গরু, টেনেদো" মত অনুসারে বল্লেন আলবৎ করেগা। কিন্তু দুহিলে হবে কি দুগ্ধ কোথা? শেষে কুপিত হয়ে বললেন "ও রাজা বড়া বজ্জাৎ উস্‌কোবাহার করণা জরুর" এই বলে কমিসনরের কাছে রিপোর্ট দিলেন যে ঐ রাজার উপাধি ও দাওয়ানি আদালতে অনুপস্থিত হইবার ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হয়। কমিসনর মাশাতো ভায়ের মতের পোষকতা কোরে বেঙ্গল গবর্মেণ্টে রিপোর্ট পাঠালেন। বেঙ্গল গবর্মেণ্ট সদাশিবের দল, যত উড়ুট্টে বরদিবার সর্দ্দার—

চোকবুজে বলে ফেললেন "তথাস্তু"। এই ঘটনার সংবাদ পেয়ে রাজাহবার আশায় দশহাজার, পাঁচ হাজার সই কারকেরা মাতার হাতদে কাঁদতে লেগেছেন। কি সর্ব্বনাশ সর্ব্বস্ব দিয়ে পাওয়া রাজা উপাধি এতদিনের পর ছোট ছেলেদের আড়ি ভাবের মত হইল! এ যে "নলিনী দলগত জলবৎ তরলং" অপেক্ষাও অস্থির হলো!

৪—তেতুলে গ্রামে একটী গরুর পেটে শূকরাকৃতি বৎস হওয়াতে তত্রত্য সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন ও কোন কারণ নির্দ্দেশকর্ত্তে পারেন নি। আমার বাসন্তিকা বললেন যে যবন অত্যাচার হইতে গোরূপা পৃথ্বীর উদ্ধারের জন্য পুনর্ব্বার বরাহ অবতার হইয়াছিলেন কিন্তু অযোধ্যায় চামারের গৃহে কল্কীদেবের উদয় সংবাদ পাইয়া অন্তর্দ্ধান হয়েছেন।

৫—একটী প্রাচীন গোময় স্তূপ খনন করাতে একটী সজীব বৎস বাহির হইয়াছে বলিয়া ইংলিসম্যানের জনৈক সাহেব পাঠক ব্যস্ত হয়ে ভাই ব্রাদার গণকে বলিতেছেন যে এবার থেকে পৃজার্ভ মিট গোবোরদে করা উচিত। তাহা হইলে সতেজ থাকিবে ও পোকা পড়িবে না।

৬—চট্টগ্রামের একটী বাদামগাছের পাতার অগ্রভাগ দিয়া টোসা টোসা জল অনবরত পড়িতেছে। তদ্দর্শনে অনেকে বলিতেছেন যে হাবাতে ছোঁড়ারা ঐ গাছের উপর থেকে কাকশাবক পেড়ে নেয়াতে গাছ কাঁদছে। কিন্তু ফেমিনের বিপক্ষ দলে বল্‌ছেন যে ফেমিনের যহু আন্দোলন কারীদের জ্ঞান দিবার জন্য গাছটী জলঢেলে বলছে "টাকার শোকে কাতরা ভারত-মাতার মুখে জল দাও।"

ষষ্ঠীবাঁটার সজ্জা।

ষষ্ঠীবাঁটা পরবটা মাগমুখো বাঙ্গালীদের বড় প্রিয়। প্রাতঃকালে বাড়ি বাড়ি জামাইগণের সাজ সুরু হলো। অল্পবয়সের ছেলেগুলর আর কোন রসবোধ নাই, শশুরবাড়ীর গাড়ি আস্‌তে তাড়াতাড়ি বড় ভাইয়ের এসেন্স চুরি কোরে রুমালে মেখে বেরোলো, মধ্যপিত অবস্থার যুবাগণ সাবান দেগাধুয়ে আলবাট ফ্যাসানের চুলফিরায়ে যুতা বুরুস কর্ত্তে বস্‌লেন—যেন শশুরবাড়ীতে বাবু নামটা থাকে। বুড়ো তেজ পক্ষের সংসার গ্রাহী রূপটান মাখা সাঙ্গ কোরে "অসারং খলু সংসারং সারং শশুর মন্দিরং" বলে আর্শি নে পাকাচুল তুলতে বস্‌লেন ও ৬ বছরের নাতনিটী কাছে এসে বুঝতে না পেরে "একটী কালচুল" দেখায়ে ফেল্‌লে; এমন সময় যমরাজের বাড়ী থেকে আমার মহীষের গাড়ী এল।

বসন্তক সম্বন্ধী নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদেশীয় বার্ষিক ৩।৵০; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ‖০ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্ট্যাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্রয়ের খরচা হিসাবে ৴০ আনা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩‖৴০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩।৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তক সম্বন্ধী পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তক কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৵০ গৃহীত হয়।

বসন্তকের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী জমীদার মুক্তগাছা ৩৶১
" " অমৃতলাল পাল, সাতক্ষিরা পবলিক লাইব্রেরি ... ৩৶০
" " যদুনাথ ঘোষ নাগাছিল ৮৶০
" " কালীধন ভট্টাচার্য্য, মহিদিপুর ‖৴০
" " রায়জয় বাকচী বোয়ালিয়া ৩।৵০
" " হরিবিলাস আগরওয়ালা তেজপুর ১
" " পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেমারী ... .. ৩।৵০
" " কুমার কেদারনারায়ণ রায় ভালুকঘাটি ... ... ৩।৵০
" " মেনেজার চন্দননগর পুস্তকালয় চন্দন নগর ... ... ৩।৵০
" " বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র বসু, ঘুসিয়ারি ৩,
" " কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষ জঙ্গীপুর ৩।৵০
" " বিহারীলাল ঘোষাল সাতগেছিয়া ... ... ১‖৶০
" " কীর্ত্তিকান্ত বড়ুয়া নওগাঁ ১‖০
" " ঘনানন্দচন্দ্র গোস্বামী নওগাঁ ৩।৶০
" " শ্রীনাথ চৌধুরী পাবনা হরিপুর .. .. ২‖৴০
" " নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আমীরপুর .. .. .. ১‖০
" " রুদ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় দার্জিলিং ... . ৩।৵০
রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর দিগাপতিয়া ৫
" " বাবু দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পারলিয়া ৮১০
" " দিগম্বর চক্রবর্ত্তী জলপাইগুড়ি ।০
" " কাজকুমার মুখোপাধ্যায় জমীদার, মজঃফরপুর .. ৩৶১
" " চন্দ্রমোহন দাস, সরবরী ‖১০
" " নবচন্দ্র সেন, চট্টগ্রাম ... ১‖৶০
" " গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী ভাতিবন্দ ... ... ৩।৵০
" " জগচ্চন্দ্র গুহ উকীল ঢাকা ৩।৵০
" " কৈলাসচন্দ্র দে, জামালপুর ৩।৵০
" " গৌরমোহন রায়, মেদনীপুর ৩।১০

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

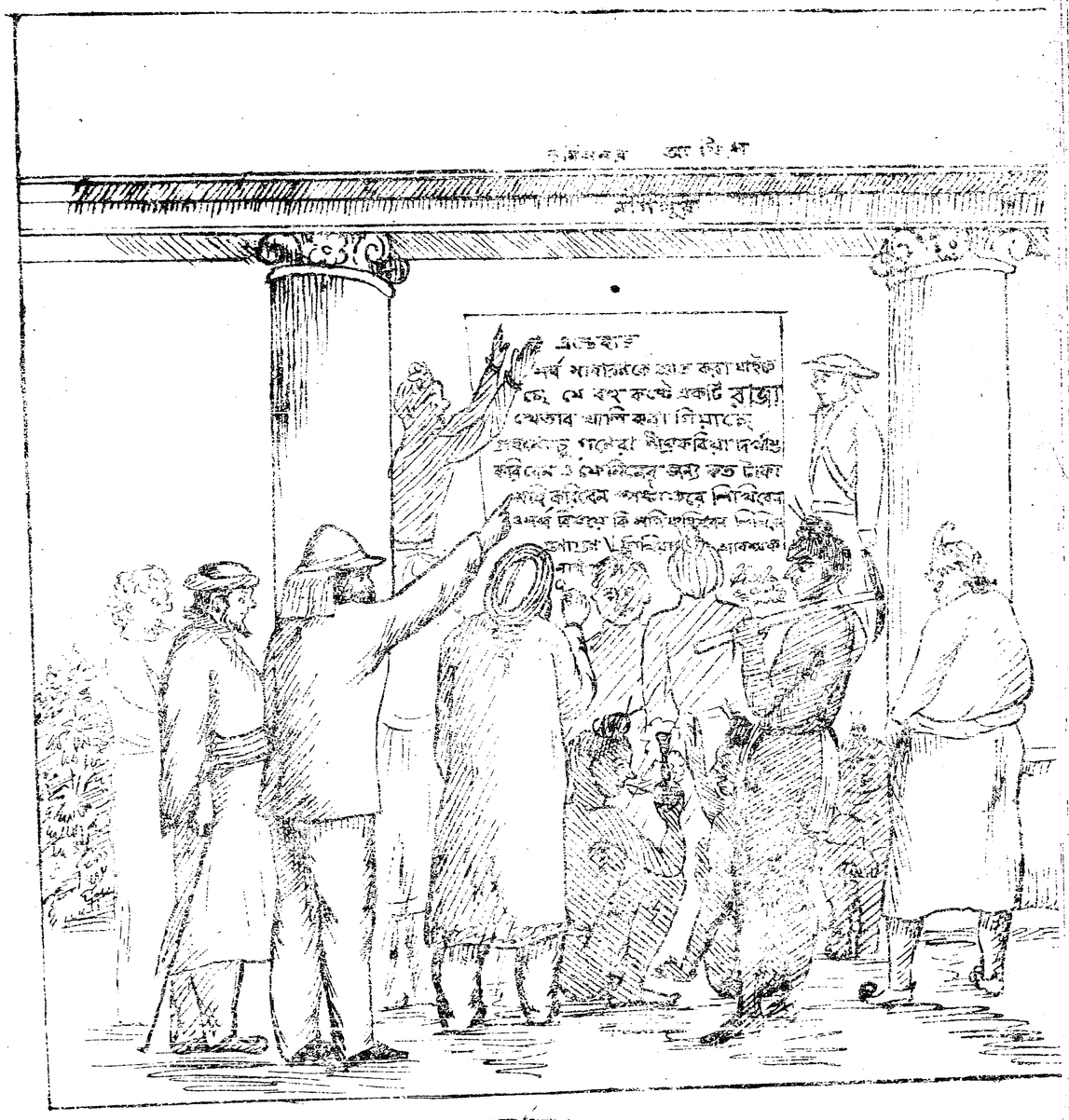

এস্তেহার।—

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

ষষ্ঠ সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷৩ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৭৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্রপাঠান হইবে না।

সভ্য মহাশয়দের জয় হউক! অদ্য আপনাদের কি রূপে উপস্থাপনা করিব তাই ভাব্‌চি। যদি পূর্ব্বকালের নট নটীদের মত সস্ত্রীক আস্‌তে পাত্তেম তা হলে "প্রিয়ে এই বিদ্বজ্জন পরিপূর্ণ পরিষদ তুষ্টার্থ যত্নবতী হও" বলে নিশ্চিন্ত হতে পাত্তেম, কিন্তু সে পথে আমার পা দেবার যো নাই। যেরূপ অর্দ্ধ পরিশুষ্ক পঙ্কের উপর দিয়া মৃগ, কৃষ্ণসারাদি অল্পভার পশু অনায়াসেই যায় কিন্তু প্রকাণ্ড সুণ্ডধর গজবরের প্রচণ্ড পদ তার উপর যে দেয়া অমনি ভড়-ভড়িয়ে বসা। সেই রূপ গিরিচরনাগবৎ প্রাণসার প্রাপ্ত উন্নত মহাশয়েরা সর্ব্বস্থানে অনায়াসেই সস্ত্রীক গমন করেন কোন আপদ ঘটে না, আর আমার ন্যায় তেজপক্ষের সংসার গ্রাহী দোহারা ছোক্‌রারা মাগ্‌নে বেরতে গেলেই সর্ব্বনাশ ঘটে। এই ভয়েই আমি আমার সর্ব্বস্বধন বাসন্তিকাকে আনতে পারি না। খোঁড়ার পাতে আর খানাতে, লৌহ ও অয়স্কান্তের সম্বন্ধ আছে! যাহউক আমার প্রিয়ার ঘাড় দে কাজ চালাবার যোনাই, যে সূত্রেই হউক আপনাদের কাছে এসে নিত্য নূতন তামাসা দেখাতেই হবে। প্রবাদ আছে যে কোন এক প্রসিদ্ধ ভাঁড় এক দিন কোন নূতন রহস্য উদ্ভাবন করিতে না পেরে নিজ প্রভুর সভায় এক ঝাঁকামুটেবাহনে উপস্থিত হয়েন ও তাঁহার প্রভু বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর করেন "আজকের এই নূতন।" আমাকেও অদ্য সেইরূপ পথ নিতে হয়েছে; আর কিছু না থাকাতে গত কল্য ব্রাহ্মণীর সঙ্গে যে ঝগড়া

হয়েছিল তাই আপনাদিগের কাছে বলি।

সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুর্য্যের প্রতি অত্যাচারের বিবরণ শুনে আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মাল এবং ভাবলেম "দূরকর এদেশে আর বাস করায় ভদ্রস্থ নাই—এ অরাজকের বাবা অতএব ব্রাহ্মণীকে নে প্রস্থান করি" এই ঠাউরে ক্ষোভভরে দৌড়ে ঘরেগে বল্লেম—

বলি ও ব্রাহ্মণি, ব্রাহ্মণি, বলি কোথা গ্যালে—শিগ্‌গির একঘটি জল নিয়ে এস—প্রাণটা বেরোয় যে।

বাস—(আসিয়া) কেন নাথ কি হয়েছে, এমন কচ্চো কেন, এই জল লও।

আমি—জল খাচ্চি, তুমি এখন তল্‌পি তাল্‌পা বাঁধ, এদেশে আর থাকা হবেনা।

বাস—কেন কি হয়েছে?

আমি—আরে হয়েছে আমার মাতা আর মুণ্ডু, বাঁধ বাঁধ জিনিস পত্র বাঁধ।

বাস—কি হয়েছে বলই না।

আমি—আর বলবো ছাই কি? সর্ব্বনাশ হয়েছে, আর রক্ষা নাই!

বাস—কি বলনা, তোমার রকম সকমে যে হাতপা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যায়! কি হয়েছে বলনা।

আমি—এদেশেও থাক্‌তে আছে; আরে ঘোর অত্যাচার! এ রকম জুলুম মুসলমানী আমলেও হয়নি; তারাও বাঙ্গালীদের ভারি ভারি কার্য্যে দিতো, এমন কি স্থানে স্থানে শাসনের ভার দেওয়ারও প্রমাণ আছে! একি অত্যাচার, রাম রাম, ভূভারতে এরূপ কেউ কাণেও শোনেনি, কি সর্ব্বনাশ! চল ব্রাহ্মণি এখান থেকে না পালালে আর রক্ষা নাই।

বাস—কি হয়েচেই বল না; কি অত্যাচার, কে কোরেচে?

আমি—কোর্‌বে আর কে যে কোরেই থাকে; গবর্মেণ্ট গবর্মেণ্ট।

বাস—গবর্মেণ্ট কি এত অত্যাচার কোল্লেন?

আমি—কিছুই জাননা! আর বলবো কি!

বাস—আমি জানলে আর জিজ্ঞাসা কর্‌বো কেন যে কি অত্যাচার?

আমি—কি অত্যাচার দেখ দেখি! বেচারা সাত সমুদ্র ত্যারো নদী পারে গিয়ে কত কষ্টে পরীক্ষা দিয়ে সিভিলিয়ান হয়ে এল না তার জন্মেরমত দফা খেয়ে দিলে; আবার রাক্ষসীর মায়া প্রকাশ করে গোড়া কেটে আগায় জল দিলে—কেন বাবু বল্‌লিইতো হয় যে তোদের হতে দেবোনা, এমন কোরে ষাঁড়দাগা করবার দরকার কি ছিল? কি জুলুম!

বাস—আঃ ঐ আপনার কথাই

চোদ্দোবুড়ি কি খুলেই বলনা, জুলম জুলম বলে হাঁপাও কেন?

আমি—আরে এই সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুর্য্যের কথা, দেখ দেখি কি অত্যাচার! বেচারা জাত কুল ছেড়ে বিলেতেগে পরীক্ষা দিলে তাতে তার প্রশংসা না কোরে গোড়া থেকে কাকের পোঁদে ফিঙ্গে লাগার মত লেগে গেল। বল্লে কি যে তার বয়স অধিক হয়েছে! যাহোক্ অনেক কষ্টে যদি সে যাত্রা উদ্ধার পেলে তো আবার একটা মিছে ফ্যাচাং তুলে তাকে পদচ্যুত কল্লে।

বাস—তোমরা সকল কথাতেই হো হো করে বেড়াও সেটা বড় ভাল নয়—কথাটা পড়্‌লেই আগে তলিয়ে বুঝতে হয় তার পর যা কিছু বলবার তা বলতে হয়।

আমি—ন্যাও, এর কি আর বুঝতে হয়—এ যে দিনে ডাকাতির মত কাণে ধোরে বুঝায়ে দেয়।

বাস—বুঝেছটা কি তা বল দেখি।

আমি—বেস এযে সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতে কার মাগ জিজ্ঞাসা করা হলো! তবে যা বুঝেছি তা ফের বলি শুন। এই সুরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুর্য্যে যে সিবিলিয়ান হয়েছিল তাকে বিনা অপরাধে ঘাড় ধাক্কা দে বারকরে দেছে।

বাস—তুমি জাননা কেবল হুজুক শুনে নেচেবেড়াও বইতো নয়, সুরেন্দ্র বাঁড়ুর্য্যে কাজে অনেক গলৎ কোরেছেনও সেই সব ঢাকবার জন্য প্রধান পক্ষের নিকট প্রবঞ্চনা বাক্য কহিয়াছেন।

আমি—হাঁ তোমার য্যামোন কথা কতক গুলো বাঙ্গালীর মন্দকারী সাহেব মুটে যা বোলচ্চে তুমিও তাই বিশ্বাস কচ্চো। কোথা গলৎ, কোথা প্রবঞ্চনা? সর্ব্বৈর মিথ্যা, যা কিছু হয়েছিল তা সাহেবরা রোজ করেন, তবে নরম মাটীর কাছেই বেরালে এগোও, গরিব বাঙ্গালী বলেই সব দোষ হয়ে পড়লো—সাহেব হলে কিছুই হতোনা বরং মাহিনা বাড়ায়ে পদান্তরে নিযুক্ত হতো। বাঙ্গালীর উন্নতি দেখলে যে বাঁদর মুখো বেরাল চোকো গুল্যোর চোক টাটায় তারাই হো হো করে বল্‌লে এমন কেউ করেনি, কোরবে না, ফাঁসির লায়েক।

বাস—ঐতো বুঝবে না আর অনর্থক বক্‌বে। এতেইতো এদেশের ভাল হয় না।

আমি—কি বুঝাবে বুঝাও দেখি।

বাস—হাঁ আগে একটী গল্প বলি তার পর বোঝাবো—

আমি—বেস্! আমার রাগে আপাদ মস্তক জ্বলে যাচ্চে আর উনি বল্লেন একটা গল্প বলি! তার কি আর সময় নাই?

বাস—সে গল্পটী না বল্‌লে তুমি বুঝ্‌বে না তাই বল্‌চি।

আমি—তোমার যা ইচ্ছে তাই কর, তা বল।

বাস—একজন তাঁতি তার ভায়ের সঙ্গে বিদ্যার লড়াই কত্তে গিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে "বল দেখি ষোলকড়ায় কগণ্ডা ককড়া" তাতে তার ভাই "চারগণ্ডা" বলাতে সে বল্লে "দুরগাধা তোর কিছু হলনা; সাড়ে পাঁচগণ্ডা"। এই দুই ভায়ে মাত্রামাত্রী লেগে গেল ও শেষে এই বাজি রাখা হলো যে উহাদের মধ্যে যে বুঝায়ে আপনার কথা ঠিক কত্তে পার্ব্বে সেই দুজনের সর্ব্বস্ব লবে। এখন ৫॥ গণ্ডা যে বলেছিল তার স্ত্রী এই বাজির কথা শুন্‌তে পেয়ে স্বামীকে আড়ালে ডেকে বললে "কি কর সর্ব্ব নাশ হবে যে, ১৬ কড়ায় কি ৫॥ গণ্ডা হয় এখনি বুঝিয়ে দিয়ে সবনেবে" এর উত্তরে ৫॥ গণ্ডার সপক্ষ ব্যক্তি হাস্য করিয়া বলিল "দুরহাবি আমি না বুঝালে তো কেউ সর্ব্বস্ব নিতে পারবে না" তা তুমি সেরূপতো করবে না?

আমি—হাঁ তুমি কি আমাকে এমনিই অব্যাচিন পেলে! আমি কি হাবা তাঁতি, না পাগল?

বাস—না তাকেন হবে ও দুয়ের অপেক্ষা তুমি অনেক উচ্চ—এখন কাজের কথা বলি শুন।

আমি (আমার রাগে পেট কামারের জাঁতার মত তাওয়াচ্ছিল রইতে না পেরে বললুম) বল, পান সুপারি হাতে কোরে বসেছি।

বাস—(ফিক্ করে একটু হেঁসে) দেখ আমাদের দেশের লোকদের যে ভাল হয় তা ইংরাজদের প্রধান পক্ষের ইচ্ছে কিন্তু সে ইচ্ছায় কোন ফল হয় না। এদেশে যে কতকগুলো অর্থাভাবে দুরাচার দেশ ত্যাগী আসিয়াছে তাহারাই ভারতের অনিষ্ট করিতে যত্নবান্, এমন কি মারণ উচাটন বশীকরণ গালে ভরণ প্রভৃতি যে কোন উপায়ে হউক ভারতীয়গণের সর্ব্বস্ব তাহারা হরণ করিতে ইচ্ছুক। তাহারাই ভারতীয়দিগের অনিষ্ট চেষ্টায় আছে ও নিয়ত তাহা প্রচুর পরিমাণে কচ্ছে (ফিক্ করে হাসিই আমার রাগের গলায় ফাঁসিদেছেন তাতে আবার এই সকল কথা শুনে গলে পড়তে লাগলেম) এ সকল দেখেও ভারতীয়গণ সতর্ক নহে, ইহারা মনে করে না যে সাবধান হওয়া উচিত। যে ভারতীয়গণ উচ্চপদ পান তাঁহাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে ঐ পদ কেবল তাঁহাদের মান্যের নহে, সমস্ত ভারতের; এবং তাঁহাদের অনিষ্টে ভারতের অনিষ্ট হয় ও সেই অনিষ্টের পাতক ভোগী তাঁহারা। উচ্চপদে অধিবেশন করিলে বিশেষ সতর্কতার

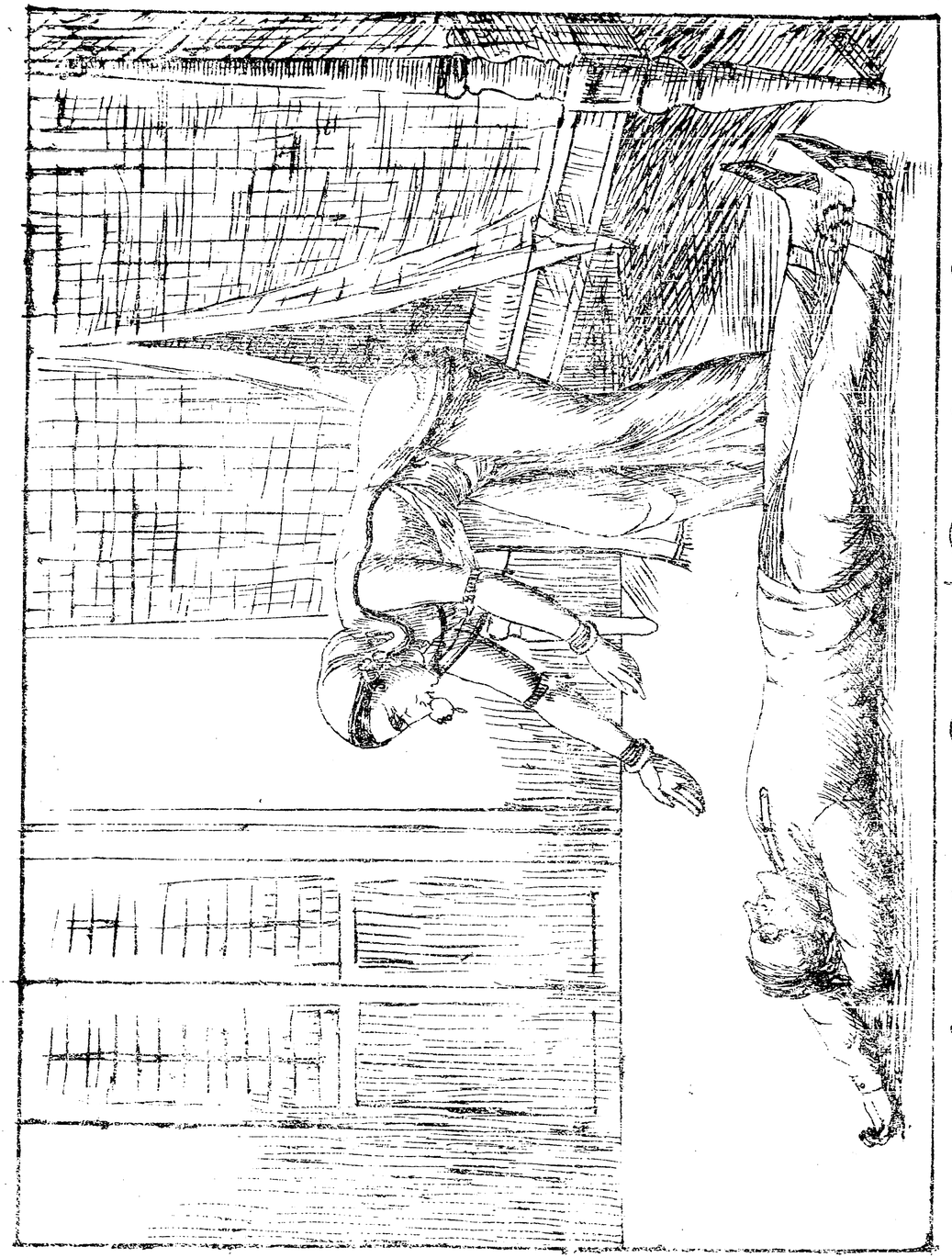

স্ত্রী—নাথ উঠছোযে ? নন্দিরাম—উঠিকি ? পত্তোনী মাতৃভূমির প্লেগে প্রবন্ধে দেয়।

সহিত আত্ম ও দেশীয় মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সুরেন্দ্রনাথ যখনি সিবিলিয়ান হইয়াছেন তখনি তাঁর জানা উচিত ছিল যে অনেক ইংরাজের তিনি নেত্রশূল হইলেন ; যখনি তাঁহার বয়স্ লইয়া গোলযোগ করে তখনি তাঁহার জানা উচিত ছিল যে অনেক ইংরাজের বুকে বাঁশ পড়িয়াছে তাহারা সহজে ছাড়িবে না। (এ গুণো বড় ভাল লাগছিল না অম্ল মধুর রকম) তথাপি দোষের কাজ কেন করিলেন ? ভারতীয়গণের মাথায় কলঙ্কের ডালি তুলিয়া কেন দিলেন ? শত্রুদল কেমন টিট্‌কারী দিচ্চে।

আমি—(আর রইতে না পেরে) কি আপদ্, দোষ আবার কল্লে কোথা ? রকমেও কি বুঝলে না, এ দশ-চক্রে ভগবান্ ভূত হলো যে। যদি সত্যই দোষী হবেন তো রাজধানীতে মূল বিচার হলোনা কেন ? তাহলে যে কুঁদের মুখে ব্যাঁক থাক্‌তো না, সব বেরিয়ে পড়তো। সর্ব্বৈব মিথ্যা !

বাস—তাহলে আমলারা তাঁর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন ?

আমি—প্রাণের দায়ে ! শেষে ম্যাও ধরেকে ?

বাস—তবে দোষ দেশীয়গণের, আমলারা তো আর ইংরাজ নয়।

আমি—হাঁ তোমার সব উদ্‌ভুটে কথা, "ইল্লির হুম হুগনি বিল্লির ঘাড়ে" যাও আমি তোমার সঙ্গে বক্‌তে পারিনে, তোমার যা হয় কর আমি চল্লেম। এই বলেতো আমি আপনাদের কাছে এসেছি এখন আপনারা যা হয় বিচার করুন।

ঘোরোবাবুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

আগের সংখ্যার লাগাড়।

কীঁ ঈচ্ করে শব্দ করে লৌহ ঘোটক ক্রমে বেগ সম্বরণ কোরে একটী ষ্টেসনের কাছে গে দাঁড়াল ও পেয়াদা সাহেব বারকত হুগলি হুগলি বলে চীৎকার করলেন। কামিনি-প্রিয় পাতসাবরের মনে হলো যে আরবার কিছু দেখতে পারেন নাই, অমনি ইতিবৃত্ত গ্রন্থ খানি খুলে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। এবার দেখেন লেখা এক গঙ্গা, জমীদারদের খাজনা চালানির চালান অপেক্ষাও অধিক, কি করেন "ইত্যাদি নমোনমঃ" বলে সংপেক্ষ চণ্ডী পাঠকারীদের মত সংক্ষেপ সংগ্রহ কর্ত্তে লাগলেন। আমরা সেই সংক্ষেপের আবার সংক্ষেপ অর্থাৎ সারের সার ইতিবৃত্ত টুকুই এস্থলে দিতেছি। হুগলি গুগলি খোর পোর্তুগিসদিগের দ্বারা ১৫৩৭ ইং সাং স্থাপিত হয় এবং তাহাদের মিসনরীরাই ছেলে ধরা বুড়ি সেজে ছোট ছোট ছেলে ধরে এনে ও কিনেনে খ্রীষ্টান কোরে দেশে দেশে বেচে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের

মাহাত্ম্য প্রচার কত্তো। মেগের ভেড়া সাজিহান দায়ে পড়ে হুগলিস্থ পর্ত্তুগিস গব-র্ণরের সাহায্য চান এবং তা না পেয়ে মনের আক্রোশে "এসা দিন নহিরহেগা" বলে তখন চুপ কোরে থাকেন ও পরে হুগলি আক্রমণও হস্ত গত করে তথায় বাঙ্গালার বন্দর স্থাপন করেন ও সাত গাঁর গোর দেন। এই অবধি হুগলিতে এক এক জন ফৌজদার থাকা সুরু হয়; মানিকচাঁদ এস্থানের ফৌজদার ছিলেন। হুগলির যদিও এখন আর সে জল্ জলাট্ নাই তথাপি "এবে বুড়া তমুতার গুড়া আছে শেষে" বাক্যের নজীর স্বরূপ এখনো এটী একটী উত্তম নগর, কোটায় কোটায় ধুল পরিমাণ। এ নগরের মধ্যে এমাম বাড়ী নামে একটী প্রসিদ্ধ মসিদ আছে তাহা অতি সুসজ্জিত ও সুরচিত আর তার অভ্যন্তরে যাবার সময় ভিরতস্থ তালবেলেমদের মুখ নিশ্রুত যে পেজ-রশুনের গন্ধ পাওয়া যায় তাতে অনেক গ্রেটিক্টারণ-হোটেল-প্রিয়-বাবুর মাথা ঘুরে পড়ে। হুগলি বাঙ্গালীদের চিরস্মরণীয়; এই স্থানেই হলহেড ও উইল কিনস সাহেব প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং প্রথমোক্ত সাহেবের পত্নী বালিকা-বাঙ্গালাকে, কুড়িয়ে পেয়ে স্তন দানে বাঁচান ও তাঁহার পতি সেই পোষ্য কন্যাকে সাজাবার জন্য একখানি ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। তখন বাঙ্গালার এ ফুট ফুটে চেহারা ছিলনা; চোকে পিঁচুটি ও নাকে পোঁটা ভরা ছিল; মাইকেল, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বেশরচকগণ তখন জন্মান নাই। হুগলির আড় পারে কাঞ্চন পল্লি স্থানটী বঙ্গবাসীদিগের মনে রাখা উচিত। এই স্থানই আমাদের দলের চূড়ামণি ও "গোকুলে গোপাল খান ননি ছানা খির। খানকি মেরির পুত্র মাখম পনির॥" লেখক ৺ ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের জন্ম স্থান; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গুপ্তবরের আত্ম বন্ধুগণ তাঁকে গুপ্ত করেই রাখলেন। রথ মন্দে মন্দে চললো; পাতসাবর তবু ইতিবৃত্ত ছাড়লেন না, ক্রমে মাইল কতক গিয়ে একটী সাঁকোর উপর গাড়ি উটলে সকলে বলে উঠ্লো "এ সাত গাঁর পোল" পাতসাবর অমনি দেখেন লেখা আছে যে সপ্ত গ্রামের সম্মুখস্থ সরস্বতী নদীতে পূর্ব্বে বড় বড় বাণিজ্য পোত সকল ভাসিত ও ঐ নগর বাঙ্গলার বন্দর ছিল। গঙ্গাও উহার নিকট দে আন্দুলের নিকট হইয়া এখনকার টালির নালাদে বহিতেন। প্রবাদ আছে যে কলিকাতার মল্লিক বংশ সপ্ত গ্রামের, কিন্তু সে প্রবাদ সত্য নহে. কেননা "সাত গেঁয়ের কাছে মামদো বাজি?" বচন থাকতেও এঁদের কাছে তিলক ধরা কাচা খোলা মামদো-গুনোর এত প্রভুত্ব তাহলে থাক্তো না। গাড়ি চলেযায় কিন্তু ইতিবৃত্ত আর ফুরোয় না, হুগলির আস পাসের বিষয়ও

এর সঙ্গে একত্রে লেখা, কি করেন পাতসাকে সবি দেখ্তে হলো—মহাতীর্থ ত্রিবেণীর কথাও লেখা রয়েছে; এখন ত্রিবেণী দু রকম হয়, মুক্তবেণী ও যুক্তবেণী তা এ ত্রিবেণী কি? পাতসা তাই ভাবতে লাগলেন ও অনেক চিন্তা কোরে স্থির কোল্লেন এটীকে যুক্তবেণীই বলা যায়, যেহেতু হেতায় এককালে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হয়েছিলেন বোলে আজো হেতাকার বামুন গুলো চৌপাটী ফেঁদে বোসে "গোবধে ছপোন কড়ির" ব্যবস্থা দেয় ও লস্যের ডিবা ট্যাকে গুজে বিচার কোত্তে বোসে টিকি ধোরে টানা টানি করে। অতএব এত চুলোচুলির স্থান মুক্তবেণী হবে কেমন কোরে? কি আশ্চর্য্য! মুক্তি স্থান কি শনি মঙ্গলবারের মড়া, যে দোসোর ভিন্ন থাকে না? ত্রিবেণী হিন্দুদিগের বড় পবিত্র স্থল এ স্থানের সঙ্গম সলিলে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়। এর অনতিদূরেই ডুমুর দহ যে খানে চোর চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ বাবু পান্থ সকলকে আহ্বান করত দুপুর রাত্রে অতিথি সৎকার করিয়ে মুক্তিপথের পান্থ করিতেন।

হুগলির ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত ঢের তাহা আর পাতসার সংগ্রহ করা হলো না যে হেতু এই পড়তে পড়তেই গাড়িগে মগরায় খাড়া হলো ও নররাজের স্মরণ হলো যে এস্থানটা বড় প্রাচীন, এই খানেতেই শ্রীমন্ত সদাগর ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগে পড়েন ও এই স্থানের রেল গাড়ির জন্য যে একটী ক্ষুদ্র মজা নদীর উপর দে লৌহপোল আছে সে নদীটী যে সে নয়; এইটীদেই বন্যের আকর দামোদর গঙ্গায় পড়তেন, কলিকাতা বাসীরা গৃহাদি নির্ম্মাণে এই মগরার বালি ব্যবহার করে ও নোড়ার বাবা ঐ বালিতে আমাদের তন্ত্র খানি স্থাপনার্থ একটী বেদিকোরেছিলেন, কিন্তু তন্ত্র খানির অবর্ত্তমানে কয়েক জন গোস্বামীতে পড়ে সেবেদী দখলকোরে লন। এই মনে হতে হতেই গাড়ি হুড় হুড়িয়ে বেরলো ও অনতি বিলম্বে খান্যানে গে গাড়ি দাঁড়ালো; কিন্তু মগরার বালির করকরানিতে পাতসাবর চোক না চাইতে পেরে ইতিবৃত্ত কিছুই পড়তে পারিলেন না, গাড়িয়ো হুড় মুড়িয়ে বেরোলো, কিন্তু কি হয় পাতসাবর "মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলের" মত চোকের জ্বালায় ব্যস্ত হলেন ও সমভিব্যাহারীগণও কেউ হা, কেউ ফুঁ, কেউ গোলাপ দিতে ব্যস্ত হলো। কাজেই বৃত্তান্ত সূত্র আজকের মত এই খানেই ছিন্ন করিতে হলো।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

পূর্ব্বে সমালোচনা করাটা বড় ঠক্ ঠকীর ব্যাপার ছিল কিন্তু আধুনিক দুই

চারজন বেঁড়ে চোমরা হয়ে সেটা অনেক সহজ করে ফেলেছেন। তাঁরা যে নিয়ম করেছেন তাহাতে বহু পাঠে ও বহু চিন্তায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলার দরকার হয় না; কিছু গায়েযোর ও এক যোড়া মুগুরের গণ্ডাদশ পয়সার মাত্র আবশ্যক। এই নূতন নিয়মানুসারেই আমি ভাল দেখে একযোড়া মুগুর নে বাগ্‌য়েছিলেম যে গ্রন্থ একখানি পেলেই লেখকের রগঠেসে ওসারে দেব, কিন্তু "মৃদঙ্গ-মঞ্জরী" খানি পেয়ে সে মুগুর ফেলতে হয়েছে, যেহেতু রগবরাবর মুদ্গরালোচনা কল্লে ব্রহ্মহত্যা হবে আর দেশটার অনেক অনিষ্ট ঘটবে। লোকের বড় আহ্লাদ হলে দেহে বল থাকে না যে বলে তা সত্য, নইলে যেমন এই গ্রন্থখানি পেয়েছি অমনি হাতথেকে মুগুর খস্‌লো কেন? পাঠকগণকে আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি যে "মৃদঙ্গ মঞ্জরী" দেখে আমার শরীর আহ্লাদে আটখানা হয়েছে। যাহোক ভদ্র সন্তানগণকে আর অনন্তশায়ী ভগবান্ জ্ঞানে টোঙ্গোর গুলার পদসেবা কত্তে হবে না; সঙ্গীতের সঙ্গে আর মদ গাঁজা "রাধা শ্যাম" নামের মত যোড়াগাঁথা থাকবে না; আর খাঁ সাহেবের দমে পড়ে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের আউ আউ আউ করে ধুর্‌পদিধরণে "বেগুণওয়ালী বোলেতো বোলায় লিয়ো" গাইতে হবেনা। সঙ্গীত বিদ্যাটী যে ভাল তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু এর আগে পিতা মাতাগণ ছেলের সংঙ্গীত-প্রিয়তার কথা শুনলে বিগড়েছে ভেবে ছেলেকে খরচ লিখতেন; এক্ষণে সেটা আর হবে না, উল্‌টে ছেলে পুলেকে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন ও তাহারা লেখাপড়া শিখে অজবুগের মত গরু না হয়ে মনুষ্যত্ব পাবে। গ্রন্থকার মহোদয়কে অনেকে রাজা বলতে নিষেধ করেন কিন্তু আমার বাসন্তিকা আমাকে বোলে দেছেন যে তাঁহাকে আমি যেন রাজা ভিন্ন আর কিছু বলিনা। বাসন্তিকা বলেন যে রাজা যতীন্দ্রমোহন সরকার থেকে তাঁর রাজা উপাধি পেয়েছেন বলেই যে তিনি রাজা হয়েছেন তা নয়, তাঁর এরূপ কি কীর্ত্তি আছে যদ্দ্বারা তিনি রাজাপদ প্রাপণের ও চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য? ৫০০ বৎসর পরে বঙ্গবাসীগণ ভ্রম ক্রমেও তাঁহাকে রাজমান্য দিবেনা—মান্য চুলোয় থাক, কেহ চিন্‌বেও না কেহ শুন্‌বেও না। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে যদিও এক্ষণে অনেকে ফিক্‌ল্, চ্যাঙ্গড়া প্রভৃতি জ্ঞান করিতেছেন, ৫০০ বৎসর পরে তাঁদের সকলেরই মুখ বন্ধ হবে ও সভ্য বাঙ্গালীরা এখনকার ছোট রাজাকেই রাজা বলে মানবে; ও গোঁড়া সঙ্গীতানুরাগীরা এখন যেমন কানে হাতদে ওস্তাদদের নাম

বাজে সাত্ লাক্ সাত্ লাক্ ২
নেবো বাজার, কোরবো ব্যাপার, হবে সবে তাক্
মোদের বেরিং বেঁচে থাক্।

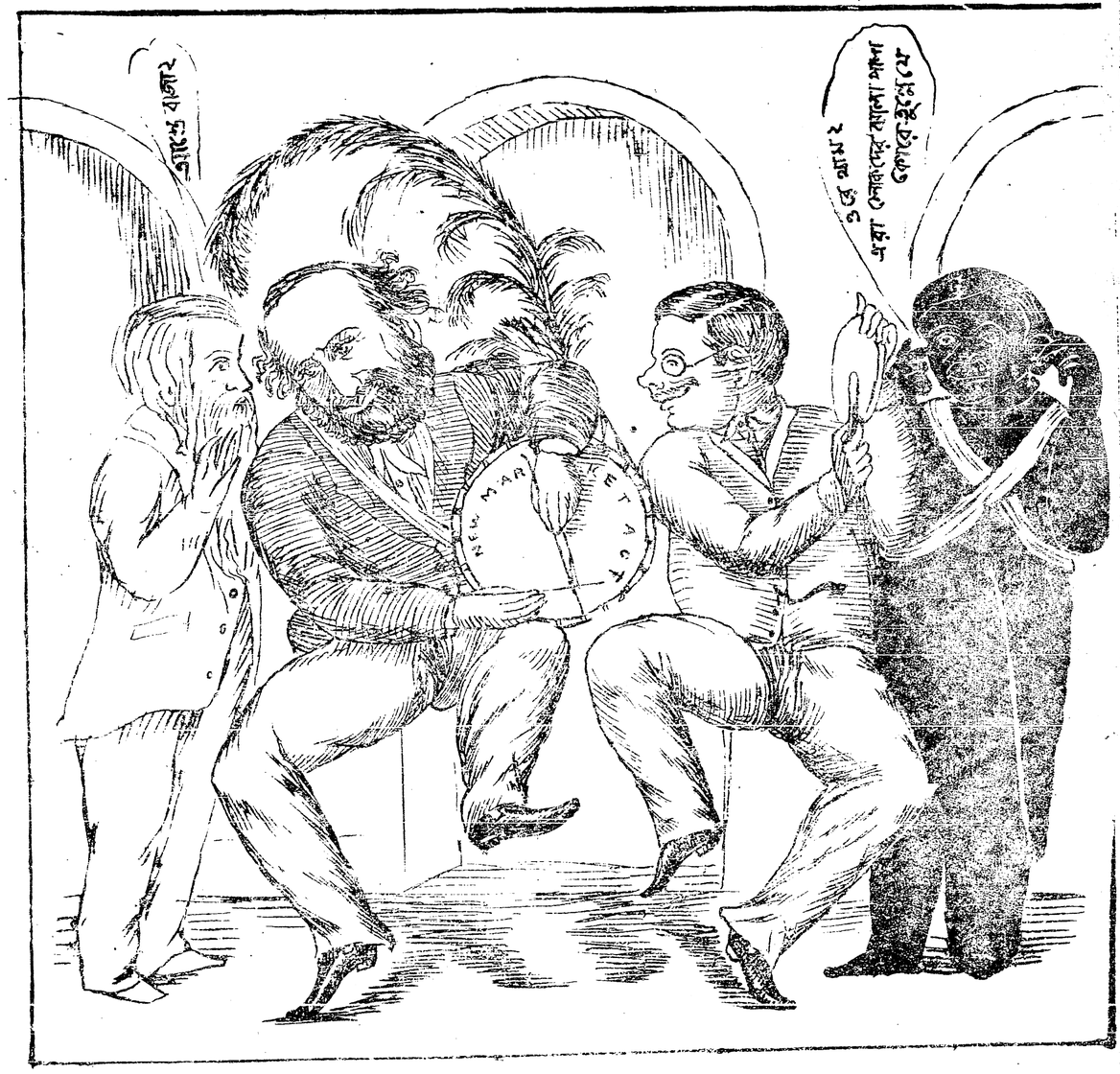

করেন, সেইরূপ তখন ভদ্রলোক মাত্রেই দেশ হিতকারী ও সঙ্গীতোদ্ধারক বলে ইহাঁর নাম নতমস্তকে উচ্চারণ করিবে। ইনি যদিও সরকারী রাজা খেতাব পাননাই তবু ইতিবৃত্ত লেখকেরা ইহাঁকে মহারাজ উপাধি দিতে বিলম্ব করিবেন না। যাহোক ছোট রাজা বড় ভাগ্যবান্ "কেচ খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ" না বের হোয়ে ইহাঁর কপালগুণে মাণিক উঠেছে, এখন রাখতে পারলে হয়। এ মাণিক লুকায়ে আপনার কোরে রাখতে গেলেই মহাজঞ্জাল ঘট্‌বে, তা হলেই ইতিবৃত্তে মাণিকের আলোক অপর মুখে পড়িয়া ইহাঁর মুখ মলিন করিবে। ইহা যত দেখাতে পারেন ততই মঙ্গল। এমাণিক যাবার নয় নির্ভয়ে সকলকে এর আলো পেতে দিন। আর যদি, আমিই কেবল বোনগাঁয়ে সিয়াল রাজা হয়ে থাক্‌ব, মোনেকোরে একচেটে কোত্তে যান তবেই মুস্‌কিল বাঁধবে; পুরাণ বৈদ্য প্রভৃতি সকল বিষয় গোপন করার জন্য যেরূপ নিন্দিত হইতেছেন সেই রূপ নিন্দা সাগরে ডুব্‌তে হবে। এখন গ্রন্থ খানার গুণাগুণের কিছু বলা দরকার হয়েছে, না হলে লোকে মোনে করবে যে আমাদের শাস্ত্রে দৃষ্টি নাই। গ্রন্থ খানির সকলই উত্তম কেবল দুই একটী বোলের বচনের দুই এক স্থানে আমাদের সন্দেহ হয়েছে। এই যে তাল, এটা মস্তজিনিস আর অনেক উচু থেকে পড়ে, এমন কি নিকটে থাক্‌লে (বিশেষতঃ যদি বাজিয়ের মুদ্রাদোষ থাকে) কখন কখন চোট্‌খেতে হয়। তালের পতনের শব্দ তুট, তাট, হতে পারেনা, ধুম্ ধাম করেই পড়ে। তবে যে দুই এক যায়গায় তেটের উপর তাল পড়েচে কেন বোঝা যায় না। পরি সমাপ্তিকালে আমরা পুনশ্চ স্পষ্ট করে বল্‌চি যে পৃথিবী জলমগ্ন হলে বরাহ অবতার যেরূপ দন্তদ্বারা তাহার উদ্ধার করেছিলেন রাজা শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর সেইরূপ অনুসন্ধানরূপ দন্তে করিয়া যে সঙ্গীতরূপা ধরিত্রীর উদ্ধার করিলেন তাহা যাবৎ জগৎ তাবৎ স্মরণীয় হইবে।

সংবাদ।

পাঠকবর্গ শোনগো শোন!

এতদিনে বুড় থুবড়ী পাড়াকুঁদলী "বঙ্গদর্শনীর" একটি ভ্রমর যুটেছে। মাগী বৃদ্ধ বয়সে নাগর পেয়ে পেটে পুরাতন রসকষ রসিকতা যত যা ছিল বার কোরে বোসেছে।

মাগী আগে আগে ঘোম্‌টার ভিতর খেমটার নাচ নাচ্‌তো, এই বাগ পেয়ে চৌচাপটে নাচ্‌ছে।

ছেলেদের নাচিয়ে ভোলাচ্ছে। যুবকদের নিজে নেচে ভোলাচ্ছে। আর

বুড়ো দেখ্‌লেই ঘোমটা টেনে নাচ্ছে! পাঠকদের দেখবার ইচ্ছা হয়তো পাঁচ সিকা (১।০) (আর তেল কাট) হাতে কোরে গেলেই দেখতে পাবেন। আর পুরাতন আলাপ থাকে তো এক টাকা দিলেই হবে। আর পুরাতন আলপীদের যাইবার আর এক কারণ হইয়াছে। ছেলেটী তিন মাসের মাত্র, মাগী বড় বুক চাপা, না সাহায্য পেলে একবারে শোলতে হয়ে পোড়বে।

চিত্রকোটের মহন্ত তাঁর একজন ভৃত্যের স্ত্রীতে উপরত হইয়াছিলেন এবং পাছে ভৃত্য ব্যাটা কোন সময় না কোন সময় গোলযোগ ঘটায় এই আশঙ্কায় তাহাকে কৌশল করিয়া বিষ খাওয়াইয়া নষ্ট করিবাতে পুলিস তাহার সন্ধান পেয়ে মহন্তকে আদালতে হাজির করে ও আদালত তাঁকে দোষী স্থির করে শেসন চালান করেছেন। এ সংবাদ শুনে পর্য্যন্ত আমার আক্কেল গুড়ুম হয়েছে। পাঠকগণ বলতে পারেন যে কেন? তার কারণ দুই প্রথম এই যে তারকেশ্বরের গিরিবরের ঘানিঘুরোনা দেখেও কি এ মহন্তের জ্ঞান হয়নি, দুদিন থেমে গেলেইতো হতো, এমন টাটকা খোলায় গাচাললেন কেন? দ্বিতীয় এই যে মহন্ত বেচারাদের উপর যেরূপ অত্যাচার সুরু হলো তাতে বোধ হচ্চে যে কলি বুঝি এই বারে উল্টালো—আর বামুন সুদ্দুর বাচ থাকলো না! "যস্মিন্‌দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যো বিধীয়তে" বিধিটি যদি মানতে হয় তা হলে মহন্তের দোষটা কি হয়েছে? দুই একজন সেবাদাসী গ্রহণ করাতে বা দু একটা ইল্‌চিলোক মারাতেই কি এতদোষ? কি আশ্চর্য্য আজকাল লোকে ইংরাজী পড়ে খ্রীষ্টান হয়েছে, হিন্দু ধর্ম্মে একবারে জলাঞ্জলি দিয়েছে—দেখুন দেখি সেকেলে বড় বড় লোকেরা ব্রাহ্মণের বাপন্ত খেয়ে গদ্গাদ হতেন ও পদধূলিও চরণাঘাত খেয়ে ফুলচন্দন জ্ঞান কত্তেন অধিক কি দেবদেব মহাদেবের গুরু বিপিনবিহারী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণও ভৃগুমুনির লাথিতে চীৎপাত হয়ে পড়েও কিছু দোষ লন নাই; দেখুন সেকালে লোক গুরুকে না দিয়ে কিছু ভোগ কত্তোনা স্ত্রীকেও অগ্রে গুরুকে দিত; ও গুরুর পাদুকা গৃহদ্বারে দেখলে আর গৃহে প্রবেশ কত্তোনা। আর এখনও হিন্দুরা ষোল বৎসরের নবযুবতি বধূর কর্ণে গুরুকে মন্ত্র দিতে ও একলা ঘরে পূজা শিখাতে দেন। অতএব বিবেচনা করে দেখুন যে মহন্তগণ গুরুর গুরু তবু তাঁদের উপর লোকের এত আক্রোশ কেন? আমাদের এ কি নূতন? এরূপতো বরাবর হচ্ছে।

(৩) মেদনীপুরের জেলের দেশীয় জেলর, নেটিব ডাক্তর, নায়েব জেলর,

জমাদার ও বরকন্দাজেরা সঙ্গতিপন্ন লোকের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করা অপরাধে আদালতে তাহাদিগের নামে নালিস রুজু হয় ও বিচার স্থলে জবানবন্দীর সময় তাহারা বলিয়াছে যে তাহাদের মত অনেকে আছে তবে তারাই কেবল ধরা পড়েছে। এস্থলে পাঠকগণ একটী গল্প শুনুন! কলিকাতায় এক বিশিষ্ট ধনবান্ প্রসিদ্ধ গণ্ড মূর্খ ছিল ও সে ব্যক্তি নিজমূর্খতার বিষয় নিজে জ্ঞাত ছিল ও তাহা স্বীকারে বিমুখ হইত না। একদা সেই ব্যক্তি অপর কোন ধনাঢ্যের বৈঠকখানায় উপস্থিত আছে, এমত সময় একজন সরকার এসে বল্‌লে যে সে সাড়ে দশগণ্ডা দরমা এনেছে তৎশ্রবণে ঐ ধনাঢ্য বাবু ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন "কি আমি তোকে দুকুড়ি দুই খানা দরমা আনতে বল্‌লেম আর তুই সাড়ে দশগণ্ডা আনলি? তুই এখনি দূরহ"। সরকার কহিল যে দুকুড়ি দুই খানা সাড়ে দশগণ্ডা হয়। তখন ঐ জানিত মূর্খ বলিল "ভাই হে বড় বড় ঘরে আমার মত সকলেই তবে আমি কেবল ধরা পড়েছি"। বোধ হয় তদারক করিলে জেলমাত্রেই অনেক ধরা পড়ে।

(৪) রাজা রমানাথ ঠাকুর ষ্টার আফ ইণ্ডিয়ার মান্য পাওয়াতে আমরা বড় আহ্লাদিত হয়েছি—যেহেতু অনেক দিনের পর মান্য একটী যোগ্য পাত্রে পড়েছে। আর এই সংবাদ পেয়ে অনেক হজুর মনস্তাপে জুজুরমত হয়ে পড়েছেন ও তাঁদের পারিষদগণ বলচেন "এখন গবর্মেণ্ট আর উপযুক্ত পাত্র দেখে মান দেন না, এই বলে ষ্টার ফেষ্টারকে কেউ গ্রহণ করে না।" ও হজুররা অগত্যাতাই বুঝে মনকে আঁখিঠেরে বোল্‌ছেন "ওতে আর মাননেই"। এই সকল দেখে আমাদের ছেলেবেলা পড়া একটী কথা মনে পড়ছে—একটী শৃগাল একটী পক্ক আম্র দেখে খাইবার জন্য অনেক যত্ন করিয়া যখন কোনমতে নাগাল পেলেনা তখন বলেছিল "আঁম বড়তিক্ত"।

(৫) বাহাদুর হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবকে রাজা খেতাব দেয়াতে আমাদের সম্পাদক ভায়ারা কেউ বলছেন একে দেওয়া উচিত, কেউ বলছেন ওকে না দেওয়া বড় অন্যায়- কেউ বলছেন তাঁকে দেওয়া ভাল হয় নাই, তদ্দর্শনে গবর্মেণ্ট কতক গুলি রাজা খেতাবের জন্য বিলাতে ইনডেণ্ট পাঠায়েছেন ও এখানে গলি গলি গণ্ড গোল বেধেছে। আমরা কিন্তু এই অবসরে একবার সতর্ক করে দিচ্ছি যে দশহাজারি দিন, আর পাঁচ হাজারি দিন, এ খেতাব আবার ফেরে।

(৬) ধর্ম্ম রক্ষণী সভার সভ্যগণের ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগের একটী প্রমাণ আমরা দিতেছি পাঠকগণ দেখুন ও তদ-

নুকরণেপ্রবৃত্ত হউন। নুড়িঘাটায় নূতন পাতুরে খোয়া দেয়া হওয়াতে উক্ত সভার জনৈক প্রধান সভ্য ভাবিলেন যে ঐ সকল নুড়ির সহিত শালগ্রাম শিলা থাকিতে পারে অতএব তাঁহার উদ্ধার আবশ্যক, কিন্তু কি করেন দিনে পুলিসের ভয়ে কোম্পানির নুড়ি সরাতে না পেরে রাত্রে শালগ্রাম বাচতে প্রবৃত্ত হন এবং দৈবাৎ তাঁহার উপর এক খানি গোগাড়ি পড়াতে একটী হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অতএব হে ভারতবাসিগণ, তোমরা এতদ্রূপ ধর্ম্ম রক্ষণার্থ দৃঢ়ব্রত হও।

(৭) বর্দ্ধমানের মহারাজ কালনায় ২০টী ভদ্র পরিবারকে তণ্ডুল যোগাতে আদেশ করিয়াছেন কিন্তু আমরা বলি যে তিনি যখন গোলাপবাগে ৫০টী অভদ্র পরি-বারকে আহার যোগাইবার ব্যবস্থা করেছেন তখন এই ২০টীর স্থানে ২০০০০ টীর তণ্ডুল সরবরাহ করার অনুমতি দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

(৮) ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির হাবড়া ইষ্টেসনে একজন চাপরাসী তত্রত্য কোন সাহেবের একখানি চিঠি লইয়া একটী প্রাচীরের ধার দিয়া যাইতেছিল এমত সময় একখান গাড়ি আসিয়া পড়াতে সে পলাইবার পথ না পেয়ে প্রাচীরটীর উপর উঠিতে চেষ্টা করে কিন্তু উঠিতে না পারায় তাহার পা ভাঙ্গিয়া যায় ও পরিশেষে প্রাণ ত্যাগ করে। আমার বাসন্তিক বল্‌লে যে ঐ চাপরাসীর মাগ নাকি—কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহার স্বামীর মৃত্যু জন্য নালিশ বন্দ হইবাতে তাঁহারা বলেন "এত অসাধান কেন ছিল খুব হয়েছে বেস হয়েছে, আবার হবে" ও চাপরাশির মাগ তদুত্তরে "হজুর সেতো গেছে তবে আবার হবে কি কোরে" বলাতে সাহেবেরা বোলেছেন "আর সে নেই তার যে আছে উসকো জাগা" এ মন্দ কথা নয়, চাপরাসীর জানা উচিত ছিল যে এদেশের রেলগাড়ি অশ্বমেধের ঘোড়ার বাবা, ছাড়াই আছে—তাহাকে এড়াতে গেলে এক এক জোড়া ডানা করা উচিত।

জয়মঙ্গল সিংহের নাচ।

আমাদের নূতন ছোটকর্ত্তার সন্তোষসাধনার্থ জয়মঙ্গল সিংহ একটী বল দিবেন বলিয়া ম্যাড়ার দলে বড় রগড় উঠেছে। এই নাচের উপলক্ষে ফেমিনটা একেবারে স্মৃতিপথের বার হয়ে দাঁড়ায়েছে; সিংহ মহোদয়ের বাটীর সজ্জা বিধানার্থ ধূম লেগেগেছে, দাওয়ান কারকুন, মুহরি প্রভৃতি সকলে ভাল কোরে মাথা ছাড়িয়ে ছিন্তা কত্তে বসেছেন যেন চুলের ভাবনায় মস্তিস্ক গুলি গরম হয়ে না যায়। আর আস্‌বাবে আস্‌বাবে ধূলো

স্নান যাত্রা

পরিমাণ কোথাও কারিগরেরা বোসে সোনালা রূপলা জরি দে মখমলের উপর কাজ করা মছলন্দ তৈয়ার কচ্ছে, কোথাও কলিকাতার অসলার কোম্পানির নিকট হইতে নীত ঝাড় দেয়ালগির সকল সহুরে ফরাসে সাজাচ্চে, কোথাও চিনে বাজারের রং বরং বেল লণ্ঠন বা কূঁড় (যাতে পশ্চিমেরা মরে আছেন) উজ্‌বুগ্‌ ওদেশি মুটেরা নামাবার বেলা ঠুন্‌ ঠান্‌ করে ভাঙ্‌চে, কোথাও পিতামহের আমলের তুলে-রাখা-মেরজাপুরী-গালচে বার কোরে ইন্দুর-কাটা মেরামত হচ্ছে, কোথাও পুরাণো চামর ময়ুর-ছোল সকল দোরোস্ত করা হচ্ছে. কোথাও বা স্বর্ণ রৌপ্য আতর-দান গোলাপ-পাস ও পানদান সকল সাফ করা হচ্ছে। একেবারে যেন হুলস্থূল পড়ে গেছে “ রামের মা পোঁদ পাত্‌তে যায়গা পান না।” বাটীর সমস্ত মেরামত ও হলদে-মাটী, লাল-মাটী, প্রভৃতি যথা স্থানে লাগান হচ্ছে এবং পুরাণো চিটে পড়া মাতায়-ঠ্যাকা জানলা দরজা গুলি সিন্দুর ও রাঙ্‌তা দে প্রতিমের চালের চেয়ে ঝাকমকে কর্‌ছে। পাড়ার সকল চ্যাঙ্‌ড়া ছেলে ও তাদের ম্যাড়া বাবারা সিংহজীর দরজার সামনে তাক্ হয়ে দাঁড়ায়ে আছে, আর চোরদের বেড়ী লাঞ্ছনকারী নূপুর ও বেঁকি পায়ে এক মাথা সিদূর পরা খোট্টানিরা ভুট্টা ভাজা কাপড়ে নে ঝমর ঝমর করে' একবার আসছেন একবার যাচ্ছেন। লোকে লোকারণ্য রথ দোল বা কোথা লাগে—“ছোট হজুর আবেগা, ইংরাজলোক আবেগা, মেহের বান্‌গিকা ঠিকানা কিয়া ?” এ দিগে বড় বড় পেট মোটা ধনী খোট্টারা চানা চিবনো ও ঢুঁলড়াই ছেড়ে রাম জামা পোরে, জগঝম্প বাজাওলার মত সেজে নাচের অভ্যাস কর্‌তে এসেছেন, এখন নাচ সেখায় কে ? তাই ভেবেই অস্থির, শেষে স্থির হলো যে জগদল সিং ও হরি চৌবে পূর্ব্বে হাওলদারী করেছিল ও এক্ষণে পেন্‌সন নে ঘরে বোসে আছে, তারা অনেক সাহেবের নাচ দেখেচে অতএব তাদেরী ডেকে শিক্ষা হোক। হরিচৌবে ও জগদল সিং উপস্থিত হলেন ও মতগর্বে বল্লেন “আও ভাই শিখো” ও দুই জন বড় বড় ভুঁড়ো পেটা নাচ শিখতে উঠলেন। প্রাচীন পেনসন ভোগী হাওলদার দ্বয়ের শরীরে আর কিছু ছিল না “ মল্লের বুড়ো ছারের ছার” হয়ে পড়ে ছিলেন, কেবল থাকবার মধ্যে সেয়াগোসের মত চক্ষু ও উদ্‌বেরালের লেজের মত গোঁফই খাড়া হয়েছিল ; দুই চার বার ঐ আমার সমান খীনাঙ্গ দু জনের কোমোর ধরে এক, দো, তিন, বলে পা ফেলেই হাঁপায়ে উঠে বললেন “মঙ্গল ভাই এসা

পাথল্‌কা মাফিক ঝুলনে সে ন হোগা" কিন্তু মঙ্গল ভাই ছাড়বার নয়, তখন নাচের ঝোঁক চড়েছে, ঘাড় বেঁকিয়ে ভুঁড়ি বাড়ায়ে ঝুলে পড়ে বল্লেন "এ কিয়াবাত্ ভারি ভারি মেমকো সাথ নাচনে হোগা কসদ্ করো ভাই।" এই বেরেই ঠক্‌ঠকি পড়লো ; শেষে হাসতে হাসতে কান্না না হলে বাঁচি।

স্নানযাত্রা।

এ পরবটী প্রায় মাঝারী দলের ইয়ার লোকেরাই একচেটে কোরে নেছেন। বড় বড় নাম জাদা ইয়ারেরা এটাতে পূর্ব্বে বড় আমোদ করেছেন ও এখন নামখাতায় উঠে ডাক সাইটে হয়ে প-ড়েছে। যারা সকল ইয়ারকির পথে নূতন কাক তাদেরই এটা বড় দরকারি, একখান গহনার নৌকা বোঝাই কোরে মেয়ে মানুষ্‌নে দুচার বার স্নানযাত্রায় যেতে না পাল্লে ইয়ারের দলে নামজারী হবার যোনাই ও পুরাণা কুরুচেরা তা না হলে কল্‌কে দেবেন না। স্নানযাত্রার জন্য সকলেই অগ্রের দিবস রাত্রে কলি-কাতা থেকে রওনা হয়। তা এবার রবিবারে স্নানযাত্রা পড়াতে বড়ই সু-বিধে হয়েছিল, অনেক চাকরেকে সাহে-বের নিকট বাপের ব্যামো হয়েছে বলে ছুটি নিতে হয়নি। শনিবারের রাত্রে সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে যাত্রা কোরেছিল —সকলেই সরঞ্জাম আপন আপন সাধ্য মত কোরেছিল—তিলকাঞ্চন থেকে দান সাগর পর্য্যন্ত বল্‌লে বলা যায়। কিন্তু রবিবারের সকাল বেলা সহরে বড় রগড় উঠেছিল—মল্লিকদের ষোল বছরের ছেলেটীকে রাত্রে না দেখতে পেয়ে তাঁর মা কেঁদে কেটে পড়ে আছে, দত্তদের মেজকত্তা লোহার সিন্দুকে এক তোড়া টাকা কম দেখে বুকে হাতদে পড়েছেন, শীলদের সেজবোর হাতের খাড়ুগাছটা পাওয়া যাচ্চেনা, ঢোলেদের হাতবাক্সটি খিড়কির দ্বারে ভাঙ্গা পড়ে রয়েছে, নাপতেদের লালপেড়ে কাপড়খানি পা-ওয়া যাচ্চেনা, সেকরাদের পাত্‌কোতলার ঘটিটী হারায়েছে। এইরূপ গণ্ডগোলে সহর ভরা—স্নানযাত্রার এই কি ধর্ম্ম ?

কলিকাতা।

কলিকাতার কবো কথা শুন সভাজন।
পিরান চুরুট বুট চসমার আড়ন ॥
রাসলীলা হয় এ নগরে বার মাস।
জড় আছে যত সং দেখে ভর আশ ॥
গেছে লোক সাবেক ধরণ গুলো ভুলে।
লপেটা পাদুকা আর বাবরি কাটা চুলে ॥
কোথা থেকে আসিয়াছে নিয়ম নূতন।
থাকিলে আপন ভাবে তুষ্ট নহে মন ॥
কেহবা বামন হয়ে চাঁদ নিতে চায়।
নিয়ত লোকের কাছে শত লাজ পায় ॥

লেজের কুণ্ডলি করি বসি তদুপর।
তাল তরু শিরে যেন হনূ বীরবর ॥
রঙ্গিয়া সিন্দুর চুন কালিযোগে মুখে।
ভাঁড়ামি করিতে চাহে কেহ মন সুখে ॥
ডেকে লোকে বলে কেহ আপন মহিমা।
রচিয়া কবিতা কেহ লভেন গরিমা ॥
মাতিলে মাৎসর্য্য মদে এম্‌নি সবে হয়।
থামিতে পারে না মনে আগে যেতে চায় ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস।

পুরাণ কবি ও রসিক লোকেরা মধু মাসের গুণেই মরে আছেন কিন্তু আমরা তা নয়। তাঁদের যদি উদরের দিকে নজর থাক্‌তো তা হলে কখনই মধু মাসের প্রতি এত সন্তুষ্ট হতেন না। দুটো অম্র মুকুল, চারটে গোলাপ ফুল বা একটু ফুরফুরে দক্ষিণে হাওয়া দেখলেই আমরা ভুলিনে—কাযের খবরটা আগে নিই। যদি বাস্তবিক গুণ ধরা যায় তো জ্যৈষ্ঠ মাসই মাসের রাজা —আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদে এটী ঠাসা। প্রথম হলো দশহরা—তার আর আহ্লাদের সিমা নাই—সে দিনত "লুচি মণ্ডা ছক্কাছক্কি পচ্চি হয়ে গেল" আর পরদিন ডাক্তার বাবুদের গালভরা হাঁসি দেখেই পূর্ব্বদিনের আহারের তারতম্য অনুভব করা শক্ত নয়। তার পর এলেন ষষ্ঠীবাঁটা এটার যে রস তা বল্‌তে গেলে ব্রহ্মার চারমুখেও ফেকো পোড়ে যায় তাই অধিক কিছু না বোলে একটী কবিতা মাত্র তুলেদিলেম—

জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীবাঁটা,
ঘরে ঘরে বড় ঘটা,
শ্বশুর বাড়ি নিচ্ছে ফোঁটা,
গিয়ে যত ষষ্ঠী দাস।
হুড়কো বৌ কাঁদে ডরে,
ফোচ্‌কে জামাই বেশ্ করে,
বুড়োর চুল কলপ্ ধরে,
স্ত্রীহীনের সর্ব্বনাশ।

তার পর স্নানযাত্রা—আহা স্নান যাত্রার কি মহিমা, হাপবুট কামিজ পরা সাহেবি মেজাজের বাবুরাও ভক্তিতে গড়াগড়ি দেন! আমোদের বিষয় তো এইরূপ, তাতে আবার আহারের সুবিধা হওয়াতে সোনায় সোহাগা হয়েছে। ফলসা, বোঁচ, জাম, নিচু, গোলাপজাম, মণ্ডা জাম, তাল সাঁশ, তরমুজ, ফুটি দেখেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর মধু-ময় আম্রের বাখান কে করবে, ঝোল, অম্ল, চচ্চড়ি যা বল তাই হয়, একাই একশ—আহা আঁমের গুণ স্মরণ কল্লে ইচ্ছা হয় যে পবন পুত্র হনূমানের গোলাম হয়ে থাকি।

নশিরাম বাবু।

এবার বড় গোল, নানা কথার আ-ন্দোলনেই সব ভরে গেল, নশিরাম বাবুর কথাটা লেখবার ফুরসোদ পে-

লেম না। যাহোক যে আরম্ভ অমনি শেষ করে শ্রোতাগণকে বিরক্ত না কোরে, আসচে বারের জন্য তুলে রাখলেম; অবকাশ মত বাগিয়ে বলতে হবে।

বসন্তক সম্বন্ধী নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদেশীয় বার্ষিক ৩৷৵০; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ৷৷০ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্ট্যাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্রয়ের খরচা হিসাবে /০ আনা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩৷৷০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩৷৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তকের সম্বন্ধী পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরিমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তক কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৵০ গৃহীত হয়।

মূল্যপ্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল দাস মারিয়ান আশাম ... ৩৷৵০

শ্রীযুক্ত বাবু কমলকৃষ্ট সিং শর্ম্মা।

সুসঙ্গ দুর্গাপুর ৩৷৵০

" " অচ্যুতচরণ দাস নবিগঞ্জ শ্রীহট্ট ৩৷৵০

" " রমণীমোহন ঘোষাল বাঙ্গালা সম্পাদির পিরনগর গাজিপুর ৩৷৵০

" " শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী হেড ক্লার্ক ডেপুটী কমিসনার আপিস জলপিগুড়ী ৩৷৵০

" " কালীনারায়ণ সান্যাল ময়মনসিংহ ২

" " শ্রীশ্রীনারায়ণ সিংহ নসীপুর রাজবাটী মুরসিদাবাদ ৩৷৵০

" " কালীকৃষ্ণ পরামাণিক কলিকাতা ৩

" " ভোলানাথ দত্ত ঐ .. ৩

" " রাজনারায়ণ দে ঐ : ৩

" " দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঐ .. ৩

" " সুরেন্দ্রকুমার মিত্র ঐ .. ১

" " যোগেশপ্রকাশ গাঙ্গুলী ঐ ... ৩

" " গুরুপ্রসাদ ঘোষ ঐ ... ৩

" " লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ঐ ... ৩

" " অখিলপ্রকাশ গাঙ্গুলী ঐ ... ৩

" " যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঐ ... ৩

" " রাধানাথ মল্লিক ঐ ... ৩

" " উমাচরণ মিত্র ঐ ... ৩

" " হরচন্দ্র ঢোল ঐ .. ৩

" " তারাচরণ গুহো ঐ ... ১৷৷০

" " নীলমাধব মিত্র ঐ . ১৷৷০

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

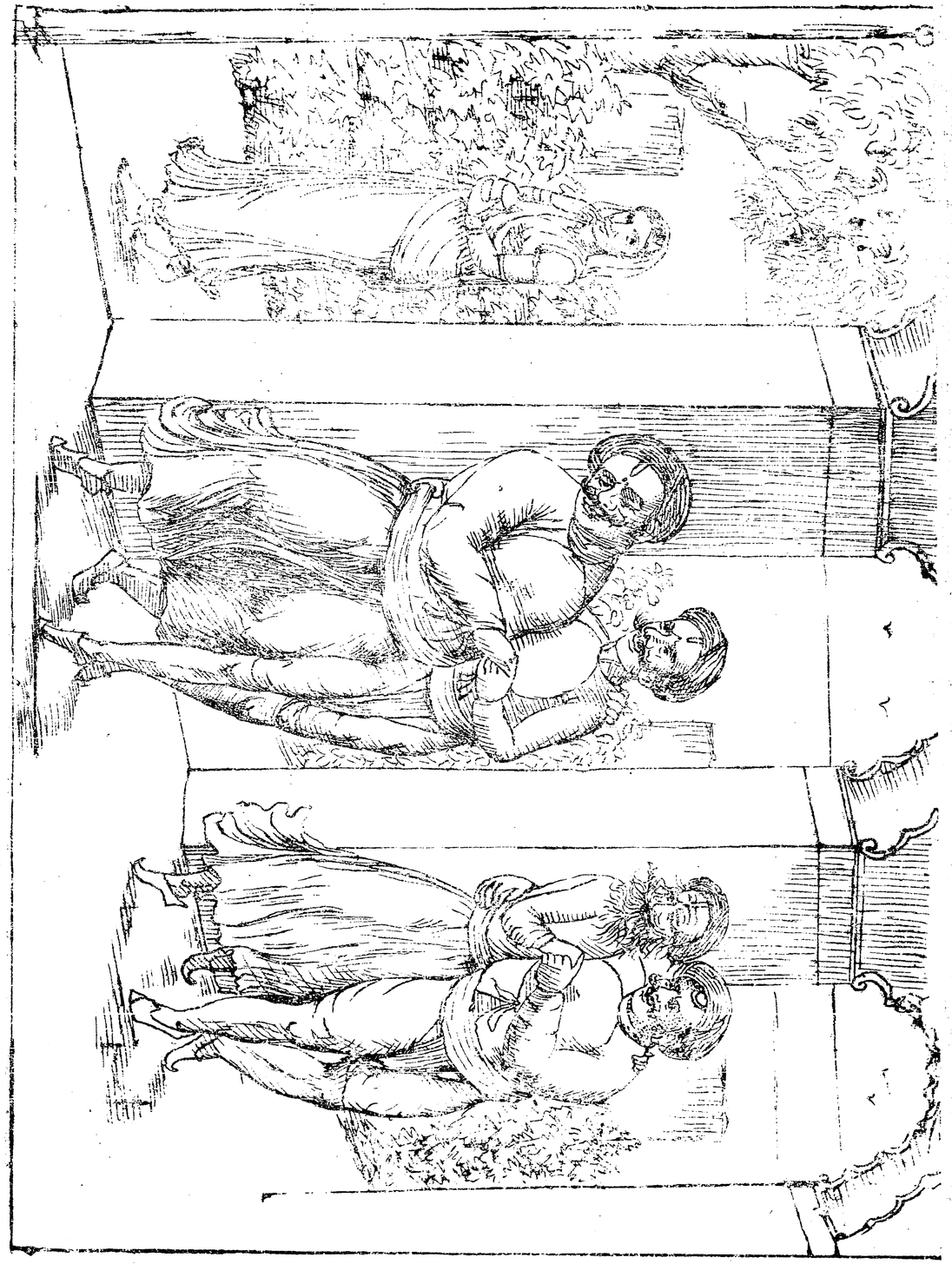

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

সপ্তম সংখ্যা।

ডাকমাস্থল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের কোন একটি দুরুহ গণনা শেষ করণার্থ যে রূপ আগ্রহ জন্মে; মাষ্টারেরা উপরকার ছেলেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লে নীচেকার ছেলেদের যেরূপ উত্তর করে উঠিবার জন্য ব্যগ্রতা হয়; পল্লিগ্রামবাসিনী যুনীদলের পতি আস্‌চেন শুনে যেমন ঔৎসুক্যের উদয় হয়; চতুর্থ পক্ষের সংসার গ্রাহীর মন শয্যায় শয়ন করিলে যেমন প্রাণপ্রিয়া কতক্ষণে আসে কতক্ষণে আসে কত্তে থাকে; মেয়েমানুষের পেটের কথা বার্‌হবার জন্য যে প্রকার গুল গুল করে, আফিন্‌জীর মৌতাত কাল উপস্থিত হইলে আফিনের ভিপের প্রতি যেরূপ মন ধাবমান হয়; ইস্কুলের গবা গোমূর্খ ছাত্রের যে প্রকার ছুটির ঘণ্টার জন্য কাণ খাড়া হয়ে থাকে; নূতন পালক ওঠা ইয়ার গোচ ছেলেরা বাবা ব্যাটার মরণের জন্য যে রূপ ব্যস্ত হয় আমিও সভ্যগণকে আরবার একটা কথা কয়ে সেইরূপ করে রেখেছি।

আমি গতবার থেকে আপনাদের নশিরাম বাবুর সম্বন্ধে যে কৌতূহলটীকে উদ্দীপ্ত করে রেখেছি বোধ হয় এখনো তা পুড়ে খাক হয়ে যায় নাই, তেল পেলে তাজা হতে পারে এই ভরসাতে ছিলেম। যা হোক এবারে আর বিলম্ব না কোরে গোড়া থেকেই তাঁর কথাটা বলেফেল্‌ছি।

সভ্যগণের অনেকে ছেলেবেলা তাঁতি ঝি বুড়ীর কাছে "পালপাব্বন পেলে নশিরাম জুতা করেন চুরি" প্রভৃতি যে সকল নশিরামের কথা শ্রবণ করেছেন এ সে নশিরাম নন।

নশিরাম বাবু এক জন যে সে নন, যে আমি একেবারে তাঁর আধুনিক অবস্থাদির কথা বল্‌তে সুরু কর্‌বো—ইনি একজন মহাশয় লোক, ছেলেবেলা থেকেই ইহাঁর মহত্বের অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল; যেমন শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া মুখমধ্যে জগৎ দেখান, স্তনপানে পূতনা বধ প্রভৃতি কার্য্যে ভগবানত্ব বাল্যকালেই অনুভূত হইয়াছিল, তেমনি নশিরামবাবুর বাল্যকালিক কার্য্য সকলেই তাঁহার যৌবনাবস্থার মহত্ব ঠাওরানো গেছেলো। তিনি বিদ্যালয়ে পাঠকালে চ্যাঙড়া বোলে ছোট ছেলেদের অবজ্ঞা কত্তেন ও বুড়ো বুড়ো ছোক্‌রাদের সঙ্গি হয়ে লক্ষ্মীনারান, ব্যাচারাম, নদের চাঁদ প্রভৃতি তর বতর পণ্ডিতদের টিকী ধোরে অথাসুর বকাসুর প্রভৃতির মত বধ করিতে যেতেন; আর সেই পাষণ্ড পণ্ডিতদিগের অভিযোগে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান শিক্ষক বেত্রাঘাত করিলেই ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে মাতৃভূমি প্রিয়তা প্রদর্শন করিতেন। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার মহত্বের লক্ষণ সকল দেদীপ্যমান হয়ে উঠ্‌তে লাগলো; ইস্কুলের পড়াসকল অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হইতে লাগলো; নিঃসার ড্রজরী অঙ্ক শাস্ত্রে বিরক্তি হলো—ফিলজফি ও লিটরেচরের দিকে নজর পড়্‌লো। নশিরাম বাবু বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলি বুড়ো হকারকে দিয়ে হামিলণ্টনের মেটেফিজিক বদল নিলেন, আর মিল্টন সক্ষপির, কমটি, ক্যাণ্ট প্রভৃতির মোটা মোটা গ্রন্থ হাতে কোরে এক একরার সহাধ্যায়িগণকে দেখা দিয়ে লাইবেরী ঘরে চোকে সচমা লাগায়ে বস্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন—মাষ্টার ব্যাটারা যে কেবল ছেলেগুলোর মাথা খায় সেটা ধ্রুব বিশ্বাস। এখন আর নশিরাম বাবুর ফুরসোধ নাই, আজ অমুক ক্লবে, আজ অমুক সোসাটীতে, কাল ওখানের লেক্‌চরে, পরশু সেখানের মিটিঙ্গে এটেণ্ড কর্ত্তে লাগলেন—বস্তুতায় উড়ুনি বগলে লুটি করাই থাকে, চুলগুলো আঁচড়াবারও অবসর হয় না। ক্রমে২ ছোক্‌রা মহলে নশিরাম বাবুর নাম জাহির হতে লাগলো। এদিকে বিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় ড্রজরি না কোত্তে পেরে নশিরাম বাবুকে আর এক জনের নকল কত্তে দেখে প্রধান শিক্ষক নাম কেটে দিলেন; কিন্তু ছাত্রেরা হাবা নয় বুঝ্‌তে পেরে বল্‌তে লাগলো "আরে অঙ্কে কি হবে, নশিরাম বাবু ফিলজফি ও লিটরেচারে অদ্বিতীয়।" নশিরাম বাবু এক্ষণে আর যে সে নন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে হয়ে পড়লেন—বিদ্যার সীমা নাই রাত দিন মস্তগুল থাকেন, রাস্তায় চলবার সময় সাটের বোতাম খোলা ও শাল উল্টা গায়ে দেয়া থাকে, বিদ্যাতেই মত্ত ও সকল দেখবার সময় হয় না। এই রকমে নশিরাম বাবু বিদ্যামোদী ও দেশহিতৈষী হয়ে ঘুরে বেড়ান, সংসারের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। বুড়া বাপ হৌসওলার বাড়ীর গুদাম সরকারী করে, পূর্ব্বে যা কিছু এনেছিলেন তা কলসির জলেরমত ঢালতে ঢালতেই শেষ হলো—কষ্টের আর সীমা নাই—বাড়ীখানির বালিকাম খসে পড়তে লাগলো, দুই একটী কড়ি আড়ি-য়েল ঘোড়ারমত ঝুঁকে পড়াতে খোঁটা লাগাতে হলো—দরজার আল নিব্‌লো। এসকল দুঃখে কাতর হয়ে নশিরাম বাবুর বৃদ্ধপিতা তাঁহাকে মাঝে মাঝে বল্‌তে লাগলেন "ও নশি তোকে লেখা পড়া শেকায়ে কি শেষ দশায় অনাহারে মরবো? করিস কি কেবল হোহোকরে বেড়ালে হবে কি, সংসার যে অচল হলো—আমরা বিদ্যা না শিখে যে এ চ্চেয়ে ভাল ছিলুম; আর এখন তোরা উপযুক্ত হলি তবু আমি আর কোথা থেকে চালাব? তোদের বয়সে যে আমরা দশজনকে ভাত দিছি।" নশিরাম বাবু এ শুনে সামনে কিছু না বোলে মনে মনে "ড্যামফুলের মত কথা—রোজকার করলে বা কতক গুলো আইডেল লোক কে খাওয়ালে কি হয়? তাতে কণ্ট্রীর গুড কি?" ইত্যাদি ভাবের আন্দোলন করিতে থাকেন। ইতমধ্যে এক দিবস নশিরাম বাবু কোন সভায় ফ্রেটরনিটি, ইকোয়ালিটী ও ফ্রীডমের উপর সন্ধ্যাকালে লেকচার দেন এবং স্বদেশানুরাগ ভরে গৃহে আসিয়া ভূমে শয়ন করিয়া মনে সেই কথার তোলাপাড়া কচ্ছিলেন এমত সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী আসিয়া তাঁহাকে ভূমে শয়ান দেখিয়া বলিলেন "নাথ ভূমে যে?" নশিরাম বাবু উত্তর করিলেন "ভুঁই কি? জননী মাতৃভূমির ক্রোড়!" সহধর্ম্মিণী স্বামী পাগল হয়েছেন ভেবে কর্ত্তাকে গে জানালেন। কর্ত্তা সেদিন ঘরে আহার অল্প থাকাতে নিজে আহার করেননী—একে ক্ষুধায় পেট জ্বল্‌ছিল তাতে আবার পুত্রের পীড়ার কথা শুনে আস্তে ব্যস্তে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও পুত্রকে শয়ান দেখে কাতর হয়ে বল্লেন "নশি একি ভূমে কেন?" পুত্র উত্তর দিলেন "মহাশয় ভুঁই বলে অবজ্ঞা করিবেন না, মাতৃভূমির এতেই এত দুরবস্থা। মাতৃভূমির হিত-করুন্, ফ্রেটরনিটী, ইকোয়ালিটী ও ফ্রিডমের চেষ্টা করুন্।" তখন বৃদ্ধ বেচারার আর সহিল না; কোপভরে এক পদাঘাত করিয়া বলিলেন "তবেরে নির্ব্বংশের ব্যাটা, বুড়োবাপ খেতে না পেয়ে মর্‌তে বসলো, আর মাতৃভূমির জন্যে তোমার বড় ভাবনা পড়ে গেল! বেরো আবাগের ব্যাটা বেরো, ভুঁয়ে শুয়ে তোমার দেশের উন্নতি করা?"

ঘরো বাবুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

গাড়িগে পেঁড়োয় দাঁড়ালো পাতসার এখন চোকের করকরাণী ভাল হয়েছিল, তাড়াতাড়ি ইতিবৃত্ত গ্রন্থখানি খুলে বস্‌লেন, কিন্তু দেখেই আক্কেল গুড়ুম্ হলো যেহেতু লেখা ঢের লম্বা লঙ্কাপোড়ার ল্যাজের চেয়েও বড় কি করেন হড়বড়ায়ে পড়ে চল্‌লেন,—পেঁড়ো এক কালে হিন্দুরাজবিশেষের রাজধানী ছিল, তখন পাঁচ কুশী পাঁচিল ও গড়ে ইহা ঘেরা ছিল এক্ষণে সামান্য গ্রাম হয়ে বামন অবতারের মত খর্ব্বদেহ হয়েছে। গাচপালার ভিতর দে দূরথেকে গ্রামটীর একটু আদটু দেখা যায়, আর চোদ্দোসাকের মাঝে ওলপরামাণিকের মত কেবল ৮০ হাত উচ্চ মসিদটী ছাতাপড়া মাতা জাগায়ে আছে। এ মসিদটী কমদিনের নয়, ঢাকা, রাজমহল ও মুরসিদাবাদের জন্ম ও মৃত্যু দেখেছে, এবং যদিও খুদে খুদে ইটে গড়া তবু বোধ হয় আর ৫০০ বৎসর অনায়াসে দেখবে। পেঁড়োর হিন্দুরাজার অনেক বয়সে (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে) একটী ছেলে হওয়াতে রাজবাড়ীর মুন্সীজী একটী গোবধ করাতে সকল হিন্দু খেপে উঠে যে অগ্নি কুণ্ড জ্বালে তাহাতে বহুদিন বহু শবদাহনের পর তত্রত্য হিন্দুরাজত্বের সৎকার হয়েছিল। কেহ কেহ বলেন যে পেঁড়ো মুসলমানদের হস্তগত হওয়া ভার হতো যদি তারা গোমাংস দে তথাকার অমৃত কুণ্ডটী অপবিত্র না করতো কিন্তু সে কথা টা সাহেবরা মানেনা তাঁরা বলেন যে গোমাংস তো স্পঞ্জ নয় যে কুণ্ডটীকে শুসে ফেল্‌বে। এখানে মসিদটীর ৬০ চুড়া ও তার গায়ে যে একটী লোহার দণ্ড আছে সেটী দেখে অনেক শ্বেতপুরুষে তাক হয়ে থাকেন বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের বিদ্যুৎ পরিচালক দণ্ড বার করা যে ঘুরে যায়, বাবার বাবা আবার কোথা থেকে এলো! কিন্তু পীর মুরিদ প্যাকম্বর প্রিয় নেড়েরা ফস করে তার কাটান করে দেন যে সেটা সফির ছড়ি হতেও পারে আমাদের রামায়ণের দ্বিতীয় বীর চিরজীবী চাইকি উদয় হয়েছিলেন। পেঁড়োর পিরপুকুরের কুমিরটী ফলার প্রিয় বামুনদের চেয়েও পেটার্ত্তি। ফতে খাঁ বলে ডাক্‌লেই গাভাষাণ দিয়ে ঘাটে আসে ও দর্শকদিগের কোমল মাংস দেখে পীরের মাহাত্ম্য ভুলে গে আতপচালের গাদির সামনের ভ্যাড়ার মত নোলা নাড়তে থাকে ও কিছু না কিছু একটা না পেলে ফেরে না। পেঁড়োর যুদ্ধের কথাই ঢের লেখা কিন্তু তাহার অধিক না পড়ে পাতসা দেখলেন শেষে লেখা আছে এ পাণ্ডুয়া বাঙ্গলার ইতিবৃত্তের পাণ্ডুয়া নয়। এ সকল দেখে

"বেরো, আবাগের ব্যাটা বেরো, ঘুমে শুয়ে তোমার দেশের উন্নতি করা ?"

পাতসা ভাবতে লাগলেন "পেঁড়োয় —এলেম' কথাটা লোকেকেন বলে? অমনি সূক্ষ্ম বুদ্ধিটী বলে উঠ্‌লো "কাণ্ড-য়াজ ক'রে মুসলমানদের ভয় দেখাতে।" পেঁড়ো মুসলমানদের একটী তীর্থ স্থান, মাঘ মাসে এই স্থানে অনেক দূর থেকে নেড়েরা পীরস্থানে কুরুণিসকত্তে আসে, আর পেঁড়োর লড়ায়ের প্রধান বীর শাস-ফির দোয়া মাগে। এখন যেরূপ এস্থান-টীর নাম নেড়েরা ছাতি ফুলয়ে গোঁপ চাড়া দে কন, পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা এইরূপে কহিত যেহেতু এখানে ৬১ জন হিন্দু রাজা ক্রমান্বয়ে শাসন কোরেছিলেন। পেঁড়োর তারকেশ্বরের গুণ কিছু কিছু আছে; এখানের একটী পুকুরে বাঁজাবধূরা অ-দৃষ্ট পরক করেন। পাতসাবরের এক খো, য়ে, স্থানের নামোৎপত্তির দিকে বিলক্ষণ নজর রাখেন সুতরাং পেঁড়োর নামটীরও আদ জানাবার জন্য সহচর-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পেঁড়ো হলো কেন? একজন বল্লেন পাঁড়কুমড়ো থেকে পেঁড়ো নাম হয়েছে; কিন্তু পা-তসা তাতে ঘাড় নেড়ে বললেন "না এখানে যে ২০০০ ঘর নেড়ে আছে তাদের ভুঁড়ো পেট ও হেঁড়ে পাগড়ী থেকেই পেঁড়ো নাম হয়েছে। পাঁড অর্থেই বড় যেমন পাঁড় শশা"। এমন সময় গঙ্গা সাগুরে ঢেউয়ের মত একটী ভাব পাত-সার মনে উঠলো এবং দর দরিত নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন "আহা সা-গার-সমীর-সেবী অমৃত-গর্ব্ভ নারিকেল ইহার উত্তরে আর হয় না; ইণ্ডিয়ান সোডাওয়াটারের নাম এই অবধিই প্র-স্থত।" এদিকে লোহার ঘোড়া তড়ব-ড়িয়ে বেরলো, নাকের ফোঁড় ফোঁড়ানির শব্দইবা কি! কামিনীপ্রিয় গ্রন্থবন্ধ করে দৃশ্যের প্রতি ফিরলেন। এখন দেখলেন যে আর সে সহর ঘ্যাঁসা চাল নাই, দৃশ্যটী নিতান্ত পল্লিগ্রামের। যদিও রেল হওয়াতে খেত ও বাগানের মাঝে মাঝে দুএকটী পাকা বাড়ী দেখা যায় তথাপি সেই পূর্ব্বকার অবস্থার অনেক ভাব পাওয়া যায়। সহর সন্নিকটস্থ স্থানের নিঃশঙ্কতা আর নাই; বাটীর চারধারে ঘেঁস বাগান, প্রাচীর গুলি উচ্চ, দ্বার লোহার গুলম্যাকমারা ও ছাতের পাঁচিলে ইট পাথর জমা করা—এসকল রেতের রবাহুতদিগের অভ্যর্থনার্থ। পা-তসা তো দৃশ্য দেখতে লাগলেন এই অবসরে সভ্যগণ তাঁর সঙ্গীদের কিছু শুনে নিন। সঙ্গী পাঁচজন পার্ব্বতীপতি, পৃথিবীপতি সাতু বরাট, জগন্নাথ, ও তে-য়ারী; কে কি তা ক্রমেই জানাব, পালা মাফিক হলেই ভাল হয়। এমন সময় গাড়ি বৈঁচিতে পৌঁছিল কিন্তু পাতসা আর গ্রন্থ না খুলেই দুরস্থিতা দেবীপুরের ৪॥ হস্ত উচ্চ উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি কালীকে উদ্দেশে প্রণাম কর্ত্তে কর্ত্তে গাড়ির গড়

গড়ানি সুরু হলো। যান ক্রমে বেগে চল্লো, পাতসার দেহ বিলক্ষণ দুলতে লাগলো,তিনি কিঞ্চিৎ পরে শয়ন কল্লেন কিন্তু অশ্ব যানারোহণ অভ্যাস জন্য বসিয়া বিশেষ ক্লেশ বোধ হয় নাই এক্ষণে শয়ন করায় বড় ক্লেশ হতে লাগলো, মস্তিষ্ক স্থান দোলায় মান, মর্ম্ম স্থান দুড়্ দুড়্ এবং নাড়ীর দ্রুত গমন হইতে লাগিল, কাযেই নিদ্রা হইল না,কি করেন একবার উঠেন একবার সোন এবং মাঝে মাঝে সমভিব্যাহারীগণের চোকের কাছে গে দেখেন ঘুমুচ্ছে কি না। এইরূপে কিছু পথ গেলে পাতসার নিতান্ত বিরক্তি ও কষ্ট বোধ হতে লাগলো--সময় কাটবার উপায় না পাইয়া যখন বড় দেক্ বোধ হয় তখন এক একবার তমাক খান এবং তাতেই যৎকিঞ্চিৎ সাশ্রয় বোধ হয় তদ্ভিন্ন আর উপায় ছিল না। সমভিব্যাহারী পাঁচজন কিন্তু সব চোদ্দোপো; আর পরের বর্ণনায় সভ্যগণ বুঝবেন যে তাদের দ্বারা পথের ক্লেশ কমেনা—অল্প মানুষ ও অধিকাংশ ভূত। পাতসাও বড় ফেলা যাননা, দুয়ের মাঝা মাঝি ছিলেন বলিলে বলা যায়! তাঁহার ভ্রমণ কারিত্বের বিশেষ পরিচয় এস্থলে দেওয়া কর্ত্তব্য; তিনি বাল্যকালে দুই তিন বার মাতুলালয়ে গমন করিয়াছিলেন --সে প্রায় কলিকাতা থেকে ১০ ক্রোশ হবে—কুমার নগর, পানিহাটী, ফরেসডাঙ্গা, হুগলী, কাঞ্চনপল্লী প্রভৃতি স্থানেও এক আদবার গিয়াছিলেন। সাহসটাও কম নয় রেলগাড়ি হবার দুই বছরের মধ্যেই তাতে চড়ে ছিলেন ও ডিঙ্গীতে গঙ্গা পার হয়ে কাঞ্চন পল্লীতে যান, কিন্তু সেতায় সন্ধ্যার সময়ের উচিঙ্গার চির্ চির্ ও শৃগালের হুয়া হুয়া রব শুনেই মূর্চ্ছা যান—যাহোক এখন সেটাও সয়েছে। পাতসার অনুসন্ধিৎসা কম নহে বর্দ্ধমানে গিয়ে মালিনীপোতা, বিদ্যাপোতা, বকুলতলার বান্ধাঘাটের তত্ত্ব করিয়াছিলেন এবং এক মুসলমানের গোরের খোদিত লিপির নকল লন। এখন সভ্যগণ বুঝেছেন যে এবম্প্রকার ভ্রমণকারীর সমস্তরাত্র বাষ্পরথে গমন কত ক্লেশকর—তায় আবার বাটী হইতে আগমনকালে ভয়ে ভাল করে আহার করেন নাই কেবল একখানি লুচি ও একটী মোণ্ডা খেয়েছিলেন। এইরূপ কষ্টে মেমারী পার হয়ে গাড়ি চলিলো—কিন্তু বড লোকের অনেক কষ্ট শয়না বলেই আজ এইখানে নিবৃত্ত হওয়া গেল॥

ক্রমশঃ।

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী।

মা কালী তোমাকে চিরজীবী করে

রাখুন। ছেলেটীর কি অগাধ বুদ্ধি, কি, তর্ক শক্তি, আমায় বাঁচায়েছে,দেশ রক্ষা করিয়াছে। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন, তুমি বেঁচে থাক।

বা—ও ঠাকুর আজ কাহার উপর সদয় হইয়াছ। কাহাকে এত আশীর্ব্বাদ করিতেছ। কে বুঝি উদর পূর্ত্তী করিয়া চারিটি আহার দিয়াছে তাইতে তাহার প্রতি এত সদয়।

বস—ব্রাহ্মণি, আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদককে আশার্ব্বাদ করিতেছি; তিনি রক্ষা করিয়াছেন; দেশের অর্ব্বাচিনেরা এক ধূয়া ধরিয়া দিয়াছে যে আমাদের বাহুবলের প্রয়োজন, যুদ্ধ শিক্ষা করা উচিত, আবার গবর্ণমেণ্ট তেমনীই নির্ব্বোধ, তাঁহারা এই উল্লুকদিগের কথা শুনিয়া হুকুম দেন যে এদেশীয়েরা সৈনিক দলে প্রবেশ করিতে পারিবে। আমার এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া পেটের পিলে সুখাইয়া যায়; আহার নিদ্রা সকলই বন্দ হয়। মনে মনে ভয় হয় বৃদ্ধ অবস্থায় অদৃষ্টে কত কষ্টই আছে। আজ বৎসর চার পাঁচ যখন ব্রাহ্মরা ছেলে ধরিতে লাগিল তখন মনে ভাবিলাম, জগদম্বা এই বার গিয়াছি, তিন মাস ঘরে দুয়ার বন্দ করে থাকি, কত ফলারই মারা গেল! যাহা হউক প্রাণে প্রাণে বিপদ হইতে উদ্ধার হই। আবার গোল উঠলো, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, ব্রাহ্মণী তুমি তা জাননা আমি তোমাকে কত যত্নে রক্ষা করি। আমার বাটী রাত্রদিন লোক হাঁঠিত, এদিকে উকি মারিত ওদিকে উকি মারিত। এক একটী লোক আসত আর আমার প্রাণ চম্‌কিয়া যাইতো, জগদম্বার ইচ্ছায় সে বিপদেও এক রূপ উদ্ধার হই। আবার দিন কতক হুজুক উঠলো যে সকলের সাহেব হতে হবে, তাতে আমার বড় আপত্ত্য ছিলনা কিন্তু ব্রাহ্মণি তোমায় যদি আবার মেম হইতে হয় আমি সেই ভয়ে বড়ই উৎকণ্ঠিত হই। তাহাও দুর্গার ইচ্ছা এক রূপ কাটাইয়া উঠিয়াছি। আবার ধূয়া উঠেছে যে যুদ্ধ কত্তে হবে, বন্দুক শিখ্‌তে হবে। ব্রাহ্মণি তুমি আমাকে বিরক্ত কর আর জিজ্ঞাসা কর যে ঠাকুর সুখাইয়া যাচ্ছ কেন? পাছে তুমি ভয় পাও এই নিমিত্ত আমি কোন কথা তোমাকে বলিনা। আমার সুখাইয়া যাওয়ার আর কোন কারণ ছিলনা কেবল যুদ্ধের ভয়ে। ব্রাহ্মণি, কখন পটকা ছুড়িতে পারি নাই আমি বন্দুক ছুড়িব, ওমা, কি ভয়ানক কথা! এ বৃদ্ধকাল এখন বন্দুক ঘাড়ে করে চলিলে ভালুক ওয়ালারা পাছে তাহাদের ভালুক বলিয়া নাকে দড়ি দেয় সে ভয়ও আমার হয়। ব্রাহ্মণি যদি যুদ্ধে যাই আর সেখানে গিয়া মরি তাহা হইলে তোমার কি দুর্গতি হবে।

সেই ভাবনাতেই অস্থির। ব্রাহ্মণি, একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, আমার মাথা খাও বলতে হবে। তুমি যদি বিধবা হও তবে তুমি আবার বিবাহ করিবে কি? আমার মাথায় হাত দিয়া বলতে হবে। বিদ্যাসাগর আমাকে ধর্ম্মত করার দিয়াছেন যে তোমার বিবাহ দিবেন না এখন তুমি ধর্ম্মত করার করিলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

বা—ঠাকুর তুমি কি খেপে উঠেছ? যা বলছিলে তাহাই বল, ইহার মধ্যে বিধবা বিবাহ কেন?

ব্রাহ্মণি! বঙ্কিম বাবু বেঁচে থাকুন আজ আমার সকল উদ্বেগ গিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, বাহুবলে আমাদের কাজ কি উহার নিমিত্ত ত ইংরাজেরা আছে। বঙ্কিম বাবু বেশ কথা বলেছেন, আমাদের অস্ত্রের বলে কাজ কি? তবে কখন কখন ইংরাজেরা আমাদিগের অপমান করেন, প্রহার করেন, তাহা আদালত আছে, সেখানে গিয়া নালিশ করিলে হবে, আর এক কাজ করিলে হয়, তাঁহারা যেখানে খেলা করেন সেখানে না গেলেই সব ফুরিয়ে গেল। যদি তথাচ তাহারা মারেন তখন বলিলে হবে যে ও আমার দোষ আমি তাহাকে প্রথম মারি। তাহাও না হয়, ইংরাজেরা মারিলেন তাঁহাদের অভদ্রতা দেখাইলেন আমাদের কি? আমি আবার আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি বেঁচে থাক। আচ্ছা ব্রাহ্মণি! বঙ্গদর্শনের সম্পাদক যে রূপ তর্ক করিয়াছেন এত চমৎকার হইয়াছে। ইংরাজেরা বাহুবলে দেশ রক্ষা করুন, আমাদের শরীরের বলে কাজ কি? তবে আমাদের লেখা পড়া শিখেই বা কাজ কি, তবে তাহাও ত ইংরাজেরা করিতে পারেন। বড় বড় চাকুরিও ইংরাজেরা করিতে পারেন, তাহাতেও আমাদের কাজ কি? ইংরাজেরা অট্টালিকায় বাস করিতেছেন, ঘোড়া গাড়িতে চড়িতেছেন, তাহাতেও আমাদের কাজ কি? এত বেশ কথা। আরে বাহুবল, বুদ্ধিবল, সুখ ভোগ প্রভৃতি পরমেশ্বর মনুষ্যের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমুদয় আমাদের না হইয়া ইংরাজদিগের হলে ক্ষতি কি।

বা—ঠাকুর ইংরাজেরা যদি বলেন যে তোমাদের স্ত্রীপুত্র ধন সম্পত্তিতে কাজ কি ও সব তোমরা ভোগ না করিয়া আমরা ভোগ করি এবং তাহা হইলে'ত আমাকে লইয়া টানাটানি করিবে।

বস—না ব্রাহ্মণি ইংরাজেরা ধর্ম্ম জ্ঞানী তাহা তাঁহারা বলিবেন না। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক সে বিষয়ও বলিয়াছেন ইংরাজেরা আমাদের কেবল মাত্র ভরসা।

বা—ঠাকুর আমাদের আর গবর্ণর

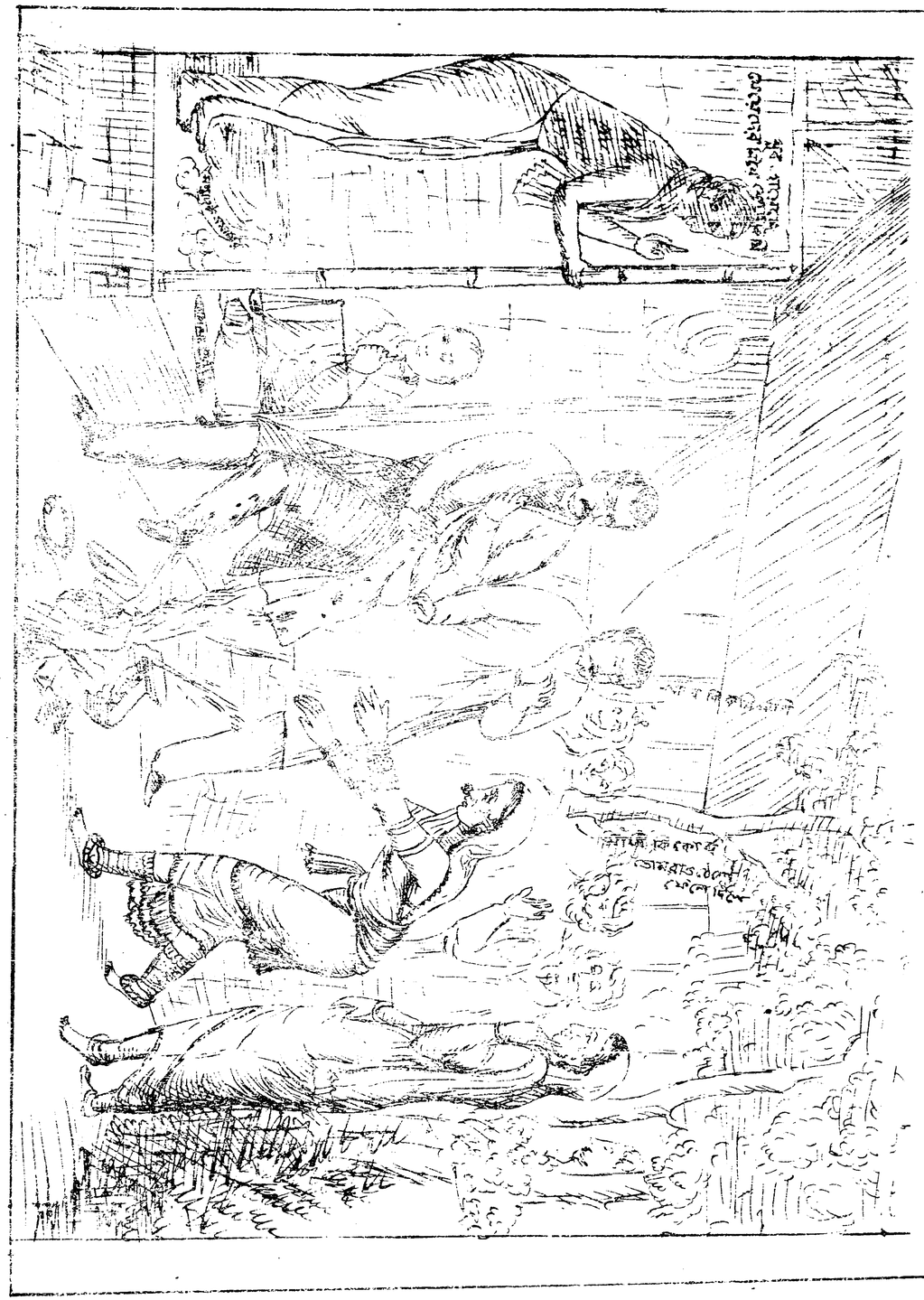

সাহেবের শ্রাদ্ধের সময়ও একখানি পত্র পাওয়া যায় নাই। এ জন্যে ইংরাজেরা দুটী আল চাল্ কলাও আমাদের দেন নাই। বঙ্কিম বাবুর ভরসা ইংরাজেরা হইতে পারেন। তিনি পরোকালের ভরসা মানেন, দেশের লোকের উপর তাঁহার ভরসা নাই, তিনি তাহা রাখিতেও চান না, এক বঙ্গদর্শনের ভরসা এইরূপ দুচার বার বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিলে তাও বড় আর থাকিবে না, তবে এক ভরসা—যদি ৬০০ টাকার স্থলে ৭০০ টাকা হয়।

প্রেরিত চুটকী দুটি আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম।

উন্নতির প্রকৃত সোপান।

শিক্ষিত যুবক-দিগকে একজন নবীন উন্নত ব্রাহ্ম এই উপদেশ দিতেছিলেন "ভ্রাতৃগণ! মেয়ে বার কর! মেয়ে বার কর!"

ঊনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার।

চটী জুতা পায়ে দিয়া যাওয়াতে শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এস্যাটিক সোসাইটীর গৃহে প্রবেশ করিতে পান নাই। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি না কি নিম্নলিখিত কবিতাটী আওড়াইতে আওড়াইতে আসিয়াছিলেন।

"বিদ্বত্বঞ্চ জুতত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে বিদ্বা জুতা সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

ঘোর বিপদ।

ওরে পাড়ার লোক সব বেরোরে বেরো, সর্ব্বনাশ হ'ল হিঁদুয়ানী গেল, ব্রহ্ম হত্যাহ'ল, বেরোরে ভারতবাসীরে বেরো। একি অত্যাচার, তোদের সামনে ব্রহ্ম হত্যাটা হয় যে। হে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ! তোমরা এখন কোথা নাকে তেলদে পড়ে র'ইলে? কাল রাত্রে কি সভার বিচার অনেক রাত্র পর্য্যন্ত হয়েছিল যে এখনো নিদ্রা ভাঙ্গেনী? রাজপুত্রের পীড়ার সময় কুইনকে পত্র লিখে ও বড় বড় ইংরেজদের অভিনন্দন পত্র দিয়ে ইহকালের নাম কিনলে কি হবে! পরকালের পথে যে সিঙ্গিমাছের কাঁটা বিছান রই'ল যখন যমদূতে হিঁচুড়ে নে যাবে তখন কন্‌কনানিতে যে সারাহতে হবে। কি আপদ কেউ যে সাড়া দেয় না! ভারতবর্ষটা তবে নিতান্তই উচ্ছন্ন যাবার দশায় পড়েছে! দেখি আর একবার ডেকে দেখি, ওহে দেশ হিতৈষিগণ তোমরা এখন কোথা রইলে, তোমাদের দেশহিতৈষিতা কি মেগের কাছে পে-

কের বড়াই হলো ? ওহে জাতীয় সভার সভ্যদল বেরোও না, ধন,মান, সবের গোর হলে আর তোমাদের সভা কি ক'রবে ? হিন্দুজাতির চিতা ভস্ম মেখে কি মহাদেব সাজবে, না গোরের উপর এপিটাফ লিখতে যাবে ? না এতে ও কিছু হলোনা দেখি সুর ফেরতা ক'রে দেখি তাতে যদি কিছু কর্ত্তে পারি—ওরে সব বেরোরে তোদের বাড়ীতে ডাকাত প'ড়েছেরে, সর্ব্বস্ব জ্বালালেরে, নিলেরে, মেলেরে, খেলেরে !

প্রতিবেসীরা—(বাহির হইয়া) কোথা, কোথা, কৈ কৈ !

বসন্ত—হাঁ এর ব্যালা সব দৌড়ে বেরহয়েছেন. ল্যাজে পা না পড়লে হুঁস হয় না।

প্রতি—কিরে বিট্‌লে বামুন, ডাকাত কৈ ? এত সোর সরাবত কচ্ছিস যে, কোথায় কে আছে, চোর কোথা ? মিচে ডিসটর্‌ব করছিস্ এখনি পাহারাওলাকে ডেকে ধরায়ে দিব—

বস—(স্বগত) কি আপদ ! লোকে কথায় যে বলে "সামনে ছুচ গলেনা পেছনে—" এদেরও যে তাই হলো—এরা এখনো কিছু ঠাওর পায়নি (প্রকাশে) ওহে বাবুরা আমার সর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়েছে তাই আমি গোল কচ্ছি।

প্রতি—তোর নিয়েছে তা আমাদের কি ? খুব হয়েছে।

বস—ওগো খালি আমার চুরি করে নী, আর সকলকেও নিমন্ত্রণ পত্র দেছে। তোমাদের ও কাল চুরি যাবে।

প্রতি—সেকি ! কৈ আমরা তো জানিনা—

বস—ঘুমালে কি আর জানবে ?

প্রতি—কি বল দেখি, কে চুরি ক'রেছে, পুলিস কি নাই ?

বস—হো হো এ সে চোর নয় যে পুলিসে কিছু ক'রবে ! ডাইনের হাতে পোদিলে যেমন সাঙ্ঘাতিক চুরি হয় এ তেমনি।

প্রতি—কি হয়েছে বল দেখি শুনি।

বস—আর বলবো কি আমার মাথা, ব্রাহ্মত্ব বাজে আপ্তির হঙ্গামে সব গেলে সহরে এসে কাঠা কতক জমি কিনে ছিলেম তারি ভাড়া ভুতোতে এক রকম চলছিল, আর মনে করেছিলুম যে বাস-ন্তিকার ছেলে হলে তাকে জৌতুক দিব, কিন্তু এক জন জজ কৌতুক ক'রে সেটি চুরি কল্লেন।

প্রতি—আরে এটা পাগল নাকি ? জজ আবার চুরি কল্লে কি ক'রে ?

বস—ওহে পাগল ছাগল নয়, চোক্‌টা রগড়ে ঘুম ছাড়াও তা হলেই দেখবে কেমন ক'রে চুরি ক'রেছে। চুরিটে বল কাকে ? বিনাপরাধে একজনের বস্তু কেড়েনে অপরকে দেয়া কি চুরি বলে ?

প্রতি—সে আবার চুরি না'ত কি ? ডাকাতি !

বস—তবে তাই হয়েছে, আমার জমি টুকুতে জনকত প্রজা ঘর ক'রেছিল তা এক জন ভাড়া বাকি ফেলাতে আমি নালিশ ক'রেছিলেম। জজ সাহেব বিচার ক'রে বল্লেন যে ওর ঘর থাক্‌তে আমি উহাকে উঠাইতে পারিব না। এই শুনে অবধি কোন প্রজা খাজনা দেয়না, ঘর বেচিবার যো নাই ও ঘর থাক্‌তে তোলবারও যো নাই।

প্রতি—বটেইতো এ যে মহাবিপদ মালিকানের সত্বনে টানাটানি লাগলো, প্রজার ঘরও বিক্রী হবে না ও উঠানও যাবেনা—তবে জমিদারের রইল কি ?

বস—ঘরের কড়িদে মালগুজারি করা ও টেক্স দেয়া।

প্রতি—বাস্তবিক এ যে মালিকানকে বেদখল করা হলো।

বস—(সরোদনে) ও হো হো হো দেখ চুরি বৈ আর কি বলবো, আমার সব গেল আর তোমাদেরও সব পরে যাবে, এখনও ধর পাকড় করতো রক্ষা হয়।

দুর্ভিক্ষ।

এক কথা একশতবার ভাল লাগেনা তথাপি এরূপ দুএকটা কথা হ'য়ে পড়ে যা না কইলেও চলেনা। এবারকার দুর্ভিক্ষটাও সেইরূপ হ'য়েছে—এর কথা কইতে কইতে সকলের মুখে ফেকো প'ড়ে গেল তবু শেষ হলোনা। ইংলিস মান সম্পাদক বিদেশীয় হয়েও বুঝতে পেরেছেন যে দুর্ভিক্ষের হ্যাঁপাটায় দেশের বিশেষ অনিষ্ট হলো—কিন্তু এখনো আপনাদের বাঙ্গালী ভায়াদের চৈতন্য হলোনা। আর হলেই বা কে শোনে,খয়ের খাঁ ত' হতে হবে !

যখন প্রথম গোল উঠে তখন সকলেই ঠাউরেছিলেন যে শ্রাবণ, ভাদ্র মাস দুটিতেই বড় অন্নকষ্ট হবে, আর মিত্রজারমত দুচার জনে বলেছিলেন যে মোটে চাল পাওয়াই যাবেনা। যাহোক শ্রাবণ মাস এল, চালের দর ২। টাকা পর্য্যন্ত নাবল, কলিকাতায় অন্যূন ৫০ লক্ষ মোন চাল মজুত জমে গেল, বড় বড় হোমরা চোমরা হোসওলারা মোড় মার্ত্তেগে টৌরে পড়লেন, বাঁধীচালের বস্তা এক টাকা দেড় টাকা লোকসানে বিক্রী হতে লাগলো, রিলিফ অফিসরেরা গবর্ণমেণ্টের চাল বেচতে না পেরে রেলের ভাড়া পুরা করালেন, তবু গোল মিটলো না। কতকের সাপে ছুচোধরা হয়েছে—দুর্ভিক্ষের দিকে গাইতেই হবে যেনতেন প্রকারেন অকাল কর্ত্তেই হবে, কিন্তু "ফেমিন আর হয় না ?"

গত মাহার ঘটনাবলি।

শঙ্খধ্বনি নে লক্ষ্ণৌনগরে মহাহুল স্থুল পড়ে গেছিলো; হিন্দুরা বলেন অনবরত শঙ্খনাদ ক'রবেন, মুসলমানেরা বলেন আদতেই কর্ত্তে দেওয়া হবেনা। এই নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গাম,খুনোখুনি আরম্ভ হবার উপক্রম হইবাতে জনকতক মধ্যস্থ হইয়া মত দেন যে ৭।৮ টা রাত্রের মধ্যে সাত মিনিটমাত্র শঙ্খধ্বনি করা হইবে। নগরের মাজিষ্ট্রেটও ঐ রায় বহাল রাখিয়াছেন; কিন্তু বিচারকালে তাঁহার প্রতীচী অঞ্চলের বুদ্ধির প্রাখর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। এবিবাদের কারণ(অনেক মাথা ঘামনোরপর) তিনি স্থির ক'রেছেন যে পির মুরিদ সকল পাছে চম্‌কে উঠেন এই ভয়েই মুসলমানেরা আপত্য করেন ও কলিকালের হিন্দুর নিদ্রিত দেবতাদের শঙ্খ ধ্বনিতে ঘুম না ভাঙ্গালে মিইয়ে যাবার আশঙ্কায় হিন্দুরা তাহা করণার্থ এতব্যস্ত।

৯ আষাঢ়ে গণেশপুরে একখানি পাদপদ্মের (এ সহজ পদ্ম নহে ভিক্টোরিয়া রেজিনা) চিহ্ন ভূমিতে দেখিয়া অনেকে অনেকরূপ আন্দোলন করিতেছেন—কেহ ব'ল্‌ছেন বীরভদ্র নেবেছে কেহ ব'ল্‌ছেন মহারুদ্র উদয় হয়েছেন, কেহ ব'ল্‌ছেন যে চারযুগজীবী পবন নন্দন অত্রের সময় দেখে লুকায়ে দুচার টা খেতে এসেছেন। যাহোক আমার বিবেচনায় বোধ হয় যে মহাদেবের দর্শনে বিষ্ণু এসেছেন, যেহেতু এ পাদপদ্মের পরিমাণটী গয়াসুরের শিরস্থ বিষ্ণু পাদপদ্মের সহিত ঠিক মিলে। কিন্তু আমার বাসন্তিকা ব'ল্‌ছেন যে উহা গণেশপুরের নিকটস্থ অরণ্য মধ্যবর্ত্তী শিবের পাণ্ডা আমার বড়্‌দাদার নাবান চণ্ডের পদচিহ্ন।

প্রাচীন গাচ হলেই তাহার উপর যত চোট পড়ে, ঝড়ে তার ঘাড় ভাঙ্গিতে আগে চেষ্টা করে, পোকায় তার সারভাগ আগে খায়, কাটবেড়ালী ও ইন্দুরে তাতে আগে গর্ত্ত করে। আমাদের হিন্দু ধর্ম্ম রূপ গাছটীরও সেই দশা হ'য়েছে। হিন্দু ধর্ম্মকে গাচ বলাতে কেহ দোষ লবেন না, যেহেতু ইহার ফল ভারতবর্ষ আজপর্য্যন্ত ভোগ ক'চ্ছে; আর আমার নজির আছে, বুড়ো মণি ঠাকুর ব'লে গেছেন "যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ।" খ্রীষ্টধর্ম্মের যে ঝড় পর্ত্তুগিস প্রভৃতিরা তোলে তাতে কতক গুলো ডাল পালা যায়, তার পর উন্নত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ ইন্দুর ও কাটবিড়ালে কতক টা ফোঁপরা করে, এখন আবার পোকা লেগেছে—বোম্বাই নগরে একজন হিন্দু সম্প্রতি মুসলমান হ'য়ে মসিদ থেকে এই গান করিতে করিতে বাহির হইয়াছেন=

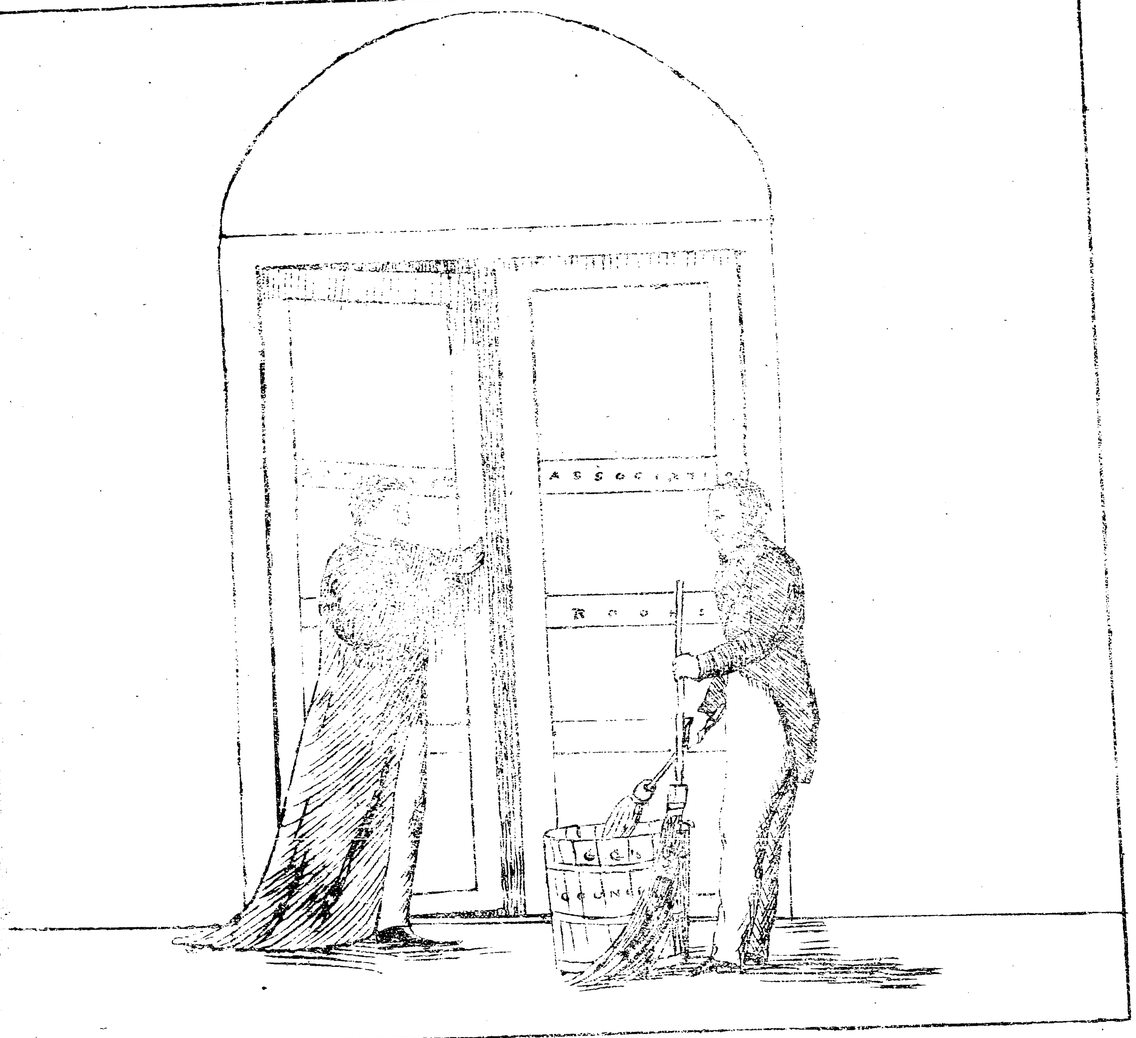

দাড়ি দেখে দেবীদলের মান গেল।
ধর্ম্মে ধরেছে পোকা, ওরে নানি
ওরে হ্যাঙুয়ানী শেষ হ'ল।
ওরে আমার বিবি চমৎকার,
ধর্ম্ম অর্থ অর্ঘ দিলেম চরণে তোমার।
নিকে রূপ সলিলে ডুবি আমি
ভাই কেহ কিছু না ব'ল।

কিন্তু এ গীতটি একতারার কি সারেঙ্গের সঙ্গে গাওয়া হইয়াছিল তাহা আমাদের সংবাদ দাতা খুলে লেখেন নাই।

ওরিয়েন্টল সেমিনারির শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মজুমদার এম,এ, বি, এল, মহাশয় উক্ত বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইলে ছাত্রেরা তাঁহাকে একটী কবিতাত্মক ভক্তি উপহার দেওয়াতে তিনি নাকি ব'লেছেন "আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ফলেই তোমাদের শিক্ষক হ'য়েছিলাম"। কি বিপরীত ব্যবহার! আমরা যখন গুরু মহাশয়কে বিদায় দিয়েছিলেম তখন হাত তালিদে ব'লে ছিলেম "নাড়ি কাটতে ল্যাজ কেটেছে ভাইরে, এমন পোড়ার মুখো নাইরে।"

ভারতাশ্রমের হাঁড়ি ভাঙ্গা মেয়ে-মানুষটী ব'লেছেন যে তাঁর সহিত যেরূপ কুব্যবহার করা হয়েছিল সেরূপ হিন্দুরাও করে না। তাই শুনে আমার বাসন্তিকা জিজ্ঞাসা ক'রেছেন "উন্নত ব্রাহ্মদিগের এই কি উন্নতি?" তা পাঠকগণ ব'লে দিন আমি কি উত্তরদিব।

মরাহাতি লাকটাকার।

মহৎ বস্তু হইতে লোকের উপকার হইয়া থাকে সেই নিমিত্ত লোকে বলে "মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল"। ঘটৎকচ মৃত্যুকালেও কুরুকুল চেপে প'ড়ে আত্মদলের ইষ্টসাধন ক'রেছিলেন ও হাতি মলেও অর্থ দেযায়। আমাদের ইতি পূর্ব্বের তারকেশ্বরের মহন্ত মহাশয়ও একজন যথার্থ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। পাঠকগণ দেখুন—যখন তিনি মহান্তছিলেন তৎকালে তাঁর আশ্রয়ে কত দাস-দাসী সরকার, দাওয়ান ফকির ফোকরা অন্ন ক'রে খাচ্ছিল, পরে যখন কতকগুলো পাষণ্ড নাস্তিক লোকে বেনাহক একটা গোল তুলে তাঁকে আদালতে হাজির ক'ল্লে তাঁহার দৌলতে কত উকিল কৌশিলির কপাল ফিরে গেল, পরে যখন আদালতের অন্যায় রায়ের দ্বারা তাঁহার মহন্তত্ব ত্যাগ বন্দীত্ব ঘট্‌লো তখনো মহাত্মা কতকগুলো লোকের উপকার করে গেলেন—কতকগুলি গ্রন্থকর্ত্তা নাটকাদি লিখে মেয়ে মদ্দের কাছে নাম জাহির কল্লেন ও দশটাকা সঙ্গতি কোরে নিলেন। অভিনয়কারী দলেরাও এই সুযোগে একচোট রোজগার ক'রে নিলেন। কি আশ্চর্য্য! পরস্ত্রী গমন ও ঘানিটানা ত' অনেকেরই ঘটেছে কিন্তু

এরূপ সোরোত কখনই হয় নাই। এ কেবল মহৎ লোকের মাহাত্ম্য! নচেৎ "মহন্ত" শব্দটী উপরে থাকলেই গ্রন্থ সকল পড়তে পেলেনা কেন? প্লাকার্ডের উপর "মহন্ত" নাম দেখেই লোকে রথ দোল দেখতে যাবার চেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে দৌড়ান কেন? কলুদের ঘানি সকলেই দেখেছেন তবে রঙ্গভূমে ঘানি বার করাতেই বা কেন লোকে লোকারণ্য হ'য়ে পড়লো? এ কেবল মহত্ত্বের কার্য্য। আহা এরূপ মহাশয় পরোপকারী গিরিবরেরও লোকে অনিষ্ট করে! হে বঙ্গবাসিসকল তোমরা আপনার পায়ে আপ্‌নি কুড়ুল কেন মারলে? ক'রেছিল ক'রেছিল, একটু ইয়ারকি দেছেলো বইত আর কিছু করেনি? তা নিয়ে এত টানা টানি কেন ক'রলে? অপরাপর সভ্য জাতিদের মধ্যে একটী নিয়ম আছে, যে কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে দণ্ডিত হইলে তাহার সহিত আর কেহ সহবাস করে না, তাহাকে ভদ্র সমাজে কদাচ মিশিতে দেওয়া হয় না ও সকলে তাহাকে ঘৃণা করে। কিন্তু সেটা যুক্তি যুক্ত নহে ঠাউরেই আমাদিগের দেশীয়েরা সেরূপ করেন না, চৌদ্দবৎসর দ্বীপান্তরিত ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে আদর ক'রে সমাজেও লন, পিলুড়ি হওয়া লোকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে দিতে কুণ্ঠিত হন না, নিমকীর তহফিলভাঙ্গিয়ে বাবুর সহিত একত্র উপবেশনে দোষ ধরেন না। তা'ত কর্ত্তেই পারেন। শাস্ত্রে যখন নজির ধরা রয়েছে "নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" তখন সহস্রবার কর্ত্তে পারেন। কার মাতার উপর মাতা যে তার জন্য কিছু বলে? দোষ করিলে দণ্ড পায়, আর দণ্ড ফুরালেই সব চুকে যায়; লোকের গায়ে তো আর দোষ জড়ায়ে থাকে না। গোবধ, ব্রহ্মবধ, ভ্রূণ হত্যা প্রভৃতি পাতক যে শত শত হচ্চে, তা কি হয়? যদি লুকায়ে করে তো সুকায়ে যায়, কোন ল্যাঠাই থাকে না; আর যদি ধরা পড়ে তো প্রায়শ্চিত্ত ক'ল্লেই চুকে যায়। আর পাঠকগণ যদি দোষ জন্য সাজা পেলেই তার সহিত চলাবন্ধ করাহতো তা হলে কি মহত্ত্বের ফল আমরা ভোগ কর্ত্তে পেতেম? গিরিরাজ জেলে গে ঘাণি টানতেটানতে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে ছিলেন ও একজন শূদ্রে তাঁর মুখে জল দিয়ে চেতনা করাতে তিনি তাহাকে কিছু আহার আনিতে বলেন; কিন্তু শূদ্রের অন্ন ভিন্ন আর কিছু মজুদ না থাকাতে সে তাহা দিতে সাহস করে না। মহত্তবর বুঝিতে পারিয়া বলেন "দোষ কি আননা, অন্নে দোষ নাই; শাস্ত্রে বিধি আছে যে, শূদ্রে আমান্য দেবতাকে দিবে না পক্কান্নই দিবে।" পাঠকগণ দেখুন যদি দণ্ডিত

ব্যক্তির কাছে কেহ নাযে'ত তা হ'লে সেই ঘানিটানায় কাতর গিরিবরের প্রাগুক্ত বাক্য কে এসে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের কর্ণে তুলিত? আর দেবতাদিগকে (আমান্যের ব্যবস্থা উঠাইয়া) পক্কান্ন দিবার প্রথা প্রচলিত করিয়া দেশের হিতসাধন ও উন্নতির জন্য কে যত্ন করিত? কেহ মনেও কর্ত্তো না।

গীত।

আনন্দলহরীর সঙ্গত।

সময়গুণে সকল ফিরিলো।
যত প্রাচীন ধারা উঠে গেল।
পাকাসোনার গহনা ভাই এখন।
দেখেনা কেউ কোরে আকিঞ্চন।
কেবল গা সাজান, রাঙ্ মিসান
গিল্টিকরার মান হলো॥

বড় ঘরের বড়লোক সকল।
সামান্যের মত আছে নাহি গণ্ডগোল।
চোড়ে বগি ফেটিন, পদ্মলোচন
যত বাবু হয়ে বেরোলো॥

দেশের হিতে ছিল মন যাহার।
নিরবে সে কর্ত্তো যথা সাধ্য আপনার।
ছিল ধর্ম্মে রত, সুজন যত,
তারা সবে তাক হলো॥

উন্নতিসোপানে কত জন।
চড়ি বসে মুখে মিছে করি আস্ফালন।
দেখে সে সব্ রাক্ষস, সিভিল মুকস,
ভারত ভুলে ভোর হলো॥

বিজ্ঞাপন।

পাঠকগণ এ বিজ্ঞাপনটি একটুকু মনদে পড়িবেন তানাহ'লে আমরা আর বাঁচি না। আপনারা আমাকে টাকা দে চাকর রেখেছেন ও এ অন্ন কষ্টের বৎসর সেই যোরেই আমি বেঁচে আছি। এক্ষণে আপনাদের কাছে দুই একটা দোষ ও বেয়াদবী হয় বলেই মিনতি করে বলছি যে আপনাদের কাছে হাজরে দেবার দেরি হলে রাগ ক'রবেন না। যদি একলা হতেম তাহলেও পার্ত্তেম; ছবি গুলিনে হাজির হওয়া বড় লট খটি তাইতেই দেরি হয়। আর একটা কথা আছে কিন্তু সেটা সকলের কাছে খাটবেনা তবে যাঁরা তেজ পক্ষের সংসার গ্রহণ ক'রেছেন তাঁরাই যানেন যে গিন্নির কাছ থেকে বেরেনো কি সক্ত ব্যাপার।

বসন্তক সম্বন্ধী নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদেশীয় বার্ষিক ৩।৵০ ; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ৷৹ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্ট্যাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্রয়ের খরচা হিসাবে /০ আনা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩॥/০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩।৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তকের সম্বন্ধী পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তক কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৵০ গৃহীত হয়।

মূল্যপ্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত বাবু	কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা		.. ...	৩
" "	কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়		...	৩
" "	শ্যামচাঁদ মিত্র	ঐ	...	৩
" "	উমেশচন্দ্র দত্ত	ঐ	..	৩
" "	বেণীমাধব ঘোষ	ঐ	...	৩
" "	কৃষ্ণধোন দত্ত	ঐ	..	৩
" "	চণ্ডীচরণ দত্ত	ঐ	...	৩
" "	নীলমণি ভড়	ঐ	..	৩
" "	জীবনকৃষ্ণ ঘোষ	ঐ	...	৩
" "	শশিনন্দন কুণ্ডু	ঐ	..	৩
" "	কুমারকৃষ্ণ মিত্র	ঐ	...	৩
" "	শশিভূষণ দত্ত	ঐ	...	৩
" "	হরকালী ঘোষ	ঐ	...	৩
" "	টি এফ বেগনল্ড	ঐ	..	৩
রাজা	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	ঐ	...	৩
" "	কালীকৃষ্ণ ঠাকুর	ঐ	...	৩
" "	মতিলাল নান	ঐ	..	৩
" "	প্রতাপচন্দ্র মল্লিক	ঐ	..	৩
" "	রাজকৃষ্ণ হালদার	ঐ	...	৩
" "	পুলিনবেহারী রায়	ঐ	...	৩
" "	কালীনাথ মিত্র	ঐ	...	৩
" "	কুঞ্জলাল কুণ্ডু	ঐ	..	৩
" "	যদুনাথ মিত্র	ঐ	...	৩
" "	সারদাপ্রসাদ ঘোষ	ঐ	...	৩
" "	দ্বারিকানাথ মল্লিক	ঐ	..	৩
" "	রামগোপাল বসু	ঐ	...	৩
" "	হীরালাল শীল	ঐ	...	৩
" "	হেমলাল দত্ত	ঐ	..	৩
" "	গৌরহরি দাস	শিবগঞ্জ	..	৩
" "	হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়			
" "	শ্যামাচরণ দেব	ঐ	..	৩
" "	দুর্গাচরণ লাহা	ঐ	...	৩
" "	চন্দ্রমোহন মিত্র	ঐ	..	৩
" "	দয়ালচাঁদ দাস	ঐ	...	৩
" "	নৃত্যকিঙ্কর শীল	ঐ	...	৩
" "	চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	...	৩
		জলপিগুড়ী	...	৩।৵
শ্রীযুক্ত	নৃসিংহচরণ নন্দী বৈদ্যপুর পোষ্ট	বর্দ্ধমান জেলা	...	৩।৵০
" "	মেমারাম দাস শামগুটি		...	৩।৵০

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

গিন্নী—দেখ রামা কর্ত্তা যেই আপিসে যাবে অমনি তুই একখানা নৌকা ভাড়া কোরে আনবি আর পরে অমনি নাপ্তে বৌকে তোয়ের হতে বলে যাস।

রামা—না মা ঠাকুরুণ কাজকেষ্ট বাবু টের পেলে বড় ব্যাজার হবে।

গিন্নী—টের পাবেন কেমন কোরে? আমরা যাব আর দর্শন কোরে আসবো,—তুই সঙ্গে যাবি।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীয়ু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

অষ্টম সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

সভ্যগণ জয় হোক্ ! আমি আপনাদের মাঝে মাঝে এসে জয় হোক্ বলে আশীর্ব্বাদ করাতে "কে ও ওল্ড ফুল এসে দেক ক'রছে" মনে ক'রবেন না। আপনারা বড়লোক ইংরাজী চাল ধর্ত্তে গেলে পেটাত্তি ব্রাহ্মণের আপনাদের কাছে আসাটা বেয়াদবী হয় বটে কিন্তু সেকেলে চাল আছে বলেই আমি আশার্ব্বাদ করি; সেকালে রাজা রাজড়াদেরও আশীব্বাদ করা যেতো "জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাংপক্ষে জনার্দ্দনঃ" তার একটি দলিল। সহজ দলিল নয় এর ভিতর গূঢ় কথা আছে, এক্ষণে জনার্দ্দনের চলিত গোলাকার শালগ্রাম মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ করে কতকে বলেন যে কলিকালে রূপচাঁদই জনার্দ্দন ও যে পক্ষে অধিক থাকে সেই পক্ষেই জয়। যাহোক আলত পালাত না বোকে এখন আপনাদের কাছে একটা কাজের কথা কই এটা বড় দরকারী, মিমাংসা না হলে আর চলে না; সুতরাং আপনারা সকলে একটু মনোযোগ ক'রে গরিব ব্রাহ্মণটাকে শাঁকের করাত থেকে নিস্তার করুন।

আমি প্রথম যখন রঙ্গস্থলে অবতরণ করি তখন ভেবেছিলেম যে আমি অনেক কেলে পাপী, পুরাতন রাজা রাজড়োর সহিত বেড়িয়েছি, ভুষুণ্ডি কাকের সহিত মিত্রতা আছে ও বেল্লিক তন্ত্রের এক মাত্র অধিকারী হয়েছি; অতএব জন সমাজের চিত্তরঞ্জন করা আমার দ্বারা সহজে হইবে; কিন্তু ফলে দেখছি সেটা বড় সহজ ব্যাপার নয় কাল ফেরতায় সকল বিষয়ই ফিরেছে; সে রামও

নাই সে অযোধ্যাও নাই! সাবেক রাজা রাজড়োরা যখন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা-দিতে শ্রান্ত হতেন তখন বসন্তককে চিত্ত বিনোদনার্থ কাছে ডাকতেন। তাই ব'লে কি বসন্তককে ভাঁড় ব'লতে হবে, না সে মুখে চুন কালি মেখে যাত্রার সংসেজে আসিবে? এই মিমাংসার জন্যই আমি পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা ক'রেছি। এখন সময় হলো ঘোর কলি, তখন বারমুনির তেরমত ছিল এখন সাতমুনির ৭০ মত, কার মন যোগাব ঠিক কোরে উঠ্‌তে পারি না। প্রত্যেকের মত যদিও ভিন্ন তথাপি কাটামোটা ধত্তে গেলে দলে দলে ভাগ করা যায় এবং সেই ভাগ সমস্তের মনোরঞ্জন করাই আমাদের অভিপ্রায় কিন্তু কোনমতেই পেরে উঠ্‌ছি না। এক দল ঘোর লড্ড উলঙ্গ হ'য়ে মাথায় পাগ বেঁধে না নাচ্‌লে তাঁদের যুগলান্তকরণ আমোদ পায়না; এক দল আমোদ প্রিয় তাঁদের আচরণ বুঝাবার জন্য এস্থলে একটী গল্প দিতে হল, এক বড় মানুষের বাটীতে দুর্গোৎসবে বকো যাত্রাওলা রামযাত্রা বড় লাগি-য়েছে এমত সময় বাবুর আপিসের সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। বাবু আস্তে ব্যস্তে সাহেবকে সাম্পিন খাও-য়ায়ে চেয়ারে কোরে যাত্রা শুনতে বসা-লেন, রোয়ানি বেহারায় পাকা হাঁকরাতে লাগলো। সাহেবের পাকার হাওয়ায় চক্ষু দুটি গোলাপি হয়ে দাঁড়ালো এমত কালে হনুমান আসরে এসে সরগরম কর্ত্তে লাগলো। সাহেব দেখে হেঁসে লুটায়ে প'ড়্‌লেন। পরে জোর গাহনা সুরু হলো অধিকারী সাহেবকে মোহিত করবার জন্য হাত নেড়ে গলা ছেড়ে গা-ইতে লাগলেন কিন্তু কিছু পরেই সাহেব বাবুকে ব'ল্‌লেন "উহুঁ হোটানেহি বাঁডর লাও" বাবুকে কাজেই সায় দিতে হলো। আমাদেরও সেই রূপ এই দলে বাঁডর লাও বলেন। আর এক দল আছেন তাঁদের যদিও অনেকে ঘোমটার ভিতর খেমটার নাচ ভাল বাসেন ও পেটে খিদে মুখে লাজ দেখান, তাঁহারা একটু বেয়াদবী কর্ত্তে গেলেই বলেন বড় খোলা খেঁউড় হচ্চে। অপর এক দল আছেন তাঁরা অবুঝ চোকে খোঁচা দে না দেখালে দেখতে পান না। গূঢ়ার্থের নাম মাত্র রাখলেই তাঁরা বলেন বুঝা যায় না। আর এক দলের ভয়েতো আমি একবারে গাঢাকা হয়েছি, সে দল অশ্লী-লতা নিবারিণী সভার সভ্য ও উন্নত ব্রাহ্ম। গোবিন্দ অধিকারী আসরে না-বলেই যেমন গোঁড়া বৈরাগীদের চক্ষে জল ঝরতে ও মুখে বাহবা বেরোতে থাকে, অভয় দত্তের ঢোলের কড়া টানলেই যেরূপ বেশ পড়তো; অব্রাহ্ম বা অখ্রী-ষ্টানের লেখা দেখলেই সেই রূপ এঁদের নাক সিঁটকাতে থাকে ও মুখে "ভলগার

ভলগার" বেরোয়। এ দলের ভয়েতো আমার শরীর শুকিয়ে কাঁটা হ'য়ে গেল কে জানে কবে ধ'রে নেগে জেলে পুরবে। লোকে কথায় যে বলে "এক যুবতি শতেক পতির মন রাখে কেমনে" তা আমারও সেই দশা হ'য়েছে। কোন মতে না পেরে বাসন্তিকাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেম যে কি করা কর্ত্তব্য! তা তিনি অনেক মুচকে হাসি ও চোকনাড়া নাড়ির পর বোল্‌লেন "দেখ প্রাচীনকালাবধি বিদূষকের চাল আছে; রাজাগণ রঙ্গ ও বেল্লিকপনা দেখ্‌বার জন্যই যে বিদূষক কে আদর ক'রে রাখতেন এরূপ নয় অপর হেতু আছে। বড়লোকের বড় কাজ সুতরাং কাজ কর্ম্মে যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন তখন বিদূষকের রহস্যে তাঁহাদিগকে হাসাইয়া দেহের ও অন্ত-রের জড়তাদি দূর করে। কিন্তু তাহাই যে বিদূষকের কার্য্য এরূপ নহে; বিদূ-ষকের কার্য্য তদপেক্ষা অনেক উচ্চ, যে সকল কার্য্য সুযোগ্য মন্ত্রীগণ করিতে অক্ষম হয়েন বিদূষক দ্বারা তৎকার্য্য সম্পাদিত হয়। যদি কোন নরপতি ভোগ সুখে মত্ত থাকেন তবে তাঁহার ভৃত্যেরা ভয়ে কিছু বলিতে পারে না কিন্তু বিদূষক অনায়াসেই তাহা বলেন যে হেতু দূতের ন্যায় বিদূষকের দোষ অদণ্ড্য। অতএব কেবল ভাঁড়ামো না ক'রে যাহাতে লোকের ভ্রম ঘুচাইতে পার তাহাই কর।" সভ্যগণ বোলবো কি বাসন্তিকার মুখে এই কথা গুলি শুনেই আমার বুদ্ধি খুলে গেল, অমনি মনে মনে ভাবলেম যে ঠিক কথা বড় বড় রাজাদের কাছে যখন বিদূষক ভয় ক'রে কথা কননি তখন আমারই বা কি ভয়? আমি লোকের ক্লান্ত মনকে প্রফুল্ল কর-বার জন্য দুই একটী রঙ্গরসের কথা বোলবো, আর বড় বড় লোকের চোকে অঙ্গুলি দে দোষ দেখাবো। সেকেলে রাজারা দণ্ডে দণ্ডে মাতা কাটার হুকুম টা দিতেন কাযেই তাঁরা বেগড়ালে ও "রঙ্গমে ভঙ্গমৎ করো" ব'লে অন্দরে পড়ে থাকলে মাতার ভয়ে কেউ কিছু ব'লতে পারতো না কিন্তু বিদূষক নির্ভয়ে সে খানে গে ঘুম ভাঙ্গাতো ও কথার কান্তুটি দিতো; তবু রাজারা রাগ করতেন না। কেন না নেশা ভাঙ্গলে তাঁরা বুঝতেনও সেই জন্যই বিদূষকের সাত খুন মখুবের হুকুম ছিলো। আমিও সেই রূপ কান্তুটি দিলে লোকে যেন রাগ করেন না যে হেতু আমার চোদ্দ খুন মাপের হুকুম আপনাদেরই দেয়া উচিত। রাজারা ইচ্ছা ক'রে দোষ দেখাবার জন্য বিদূষক রাখতেন, আপনাদের ও ইচ্ছা কোরে আমাকে কাছে রাখা উচিত। যা হোক আমি এক্ষণে সভ্যগণের কোন দলকে কি বলবো তার মোসাবিধা ক'রেছি সকলে দেখুন পছন্দ হয় কি না—যে দল

বড় রহস্য প্রিয় তাঁদের বোলবো "একটু লজ্জা রাখ রহস্য তো কচ্চিই তবে দুই এক স্থানে পেঁচার মত গম্ভীর হলে সে খানে অন্য মনস্ক হয়ো ও চেহারাটার রগড় দেখো।" যে দল ফ'চকে নয় তাঁদের বলি " বেল্লিকপনা দেখলে চক্ষু বুজো;" আর যে দল উন্নত তাঁদের বলবো " আরে থামনা ঠাকুর এত জেটাহ'লে বুড়িয়ে যাবে, শাস্ত্রের আলোচনায় অশ্লালতা দেখতেনেই।" যে দল অবুঝ তাঁদের কাছে আমি গলবস্ত্র হ'য়ে বোলবো " বাপু সকল আর অকাল কুষণ্ডের মত থেকোনা একটু ইয়ার হও তা হলেই বুঝবে।"

মোসাহেব পরীক্ষা।

এক দিবস কোন একটি ধনাঢ্য ব্যক্তি মোসাহেবগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বৈঠকখানায় উপবেশন পূর্ব্বক নিজ গুণ সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে রাজপথ দিয়া একজন একটি বেগুণের ঝাঁকা মস্তকে লইয়া "চাই বেগুণ," বলিয়া গমন করিতেছিল। এই আওয়াজটি বাবুর শ্রবণ গোচর হইবাতে কহিলেন, আহা আওয়াজটি কি মধুর হে, কিন্তু ইত্যগ্রেই বাবুকে কথা কহিতে উদ্যত দেখিয়া মোসাহেবেরা তৎক্ষণাৎ শুনহে শুনহে বলিয়া পরস্পরের মুখে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক আহা মধুঃ মধুঃ বলিয়া মস্তক নাড়িতে আরম্ভ করিল। পরে বাবু তাঁহার প্রধান মোসাহেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "কেমন হে চাটুজ্যে আমার তো বোধ হয় যে এই বেগুণ ফলটী আনাজের শ্রেষ্ঠ; কি বল?" এই কথাটী শেষ হইবা মাত্রই একবারে সহস্র সহস্র হুজুর হুজুর ধ্বনিতে ঘর পরিপূর্ণ হইল। চাটুজ্যে কহিলেন হুজুর যা আজ্ঞা করিয়াছেন তার আর কি অন্যথা আছে, বেগুণের চেয়ে ফল কি আর জগতে হয়; আহা! যাতে দেন তাতেই চমৎকার কি ভাজা, কি পোড়া, কি অম্বলে; মরি মরি সুধা সুধা! আর বিশেষ মহাশয় আমিতো ইহাতে এক বারে পাগল বলিতে কি হুজুর এই আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে আঁব গুলিন দেন আমি তো প্রত্যহ সে গুলিকে বাজারে বদল দিয়া বেগুণ লই এ প্রায় কাঁচাই শেষ করি, মহাশয় এর চেয়ে সুমিষ্ট দ্রব্য কি আর ত্রিভুবনে আছে।"

—বাবু কিয়ৎকাল স্থির ভাবে থাকিয়া পরে কহিলেন দেখ, কিন্তু এর একটা মহাদোষ, প্রায় বিচিতেই ভরা, এর চেয়ে পটল আরো উৎকৃষ্ট।" চট্টোপাধ্যায় এই কথা শ্রবণমাত্রেই অবিলম্বে কহিলেন তার আর কি ভুল আছে মহাশয়! আপনি যাহা কহিতেছেন তাহা স্বঠিক, কিবল বীচি আর

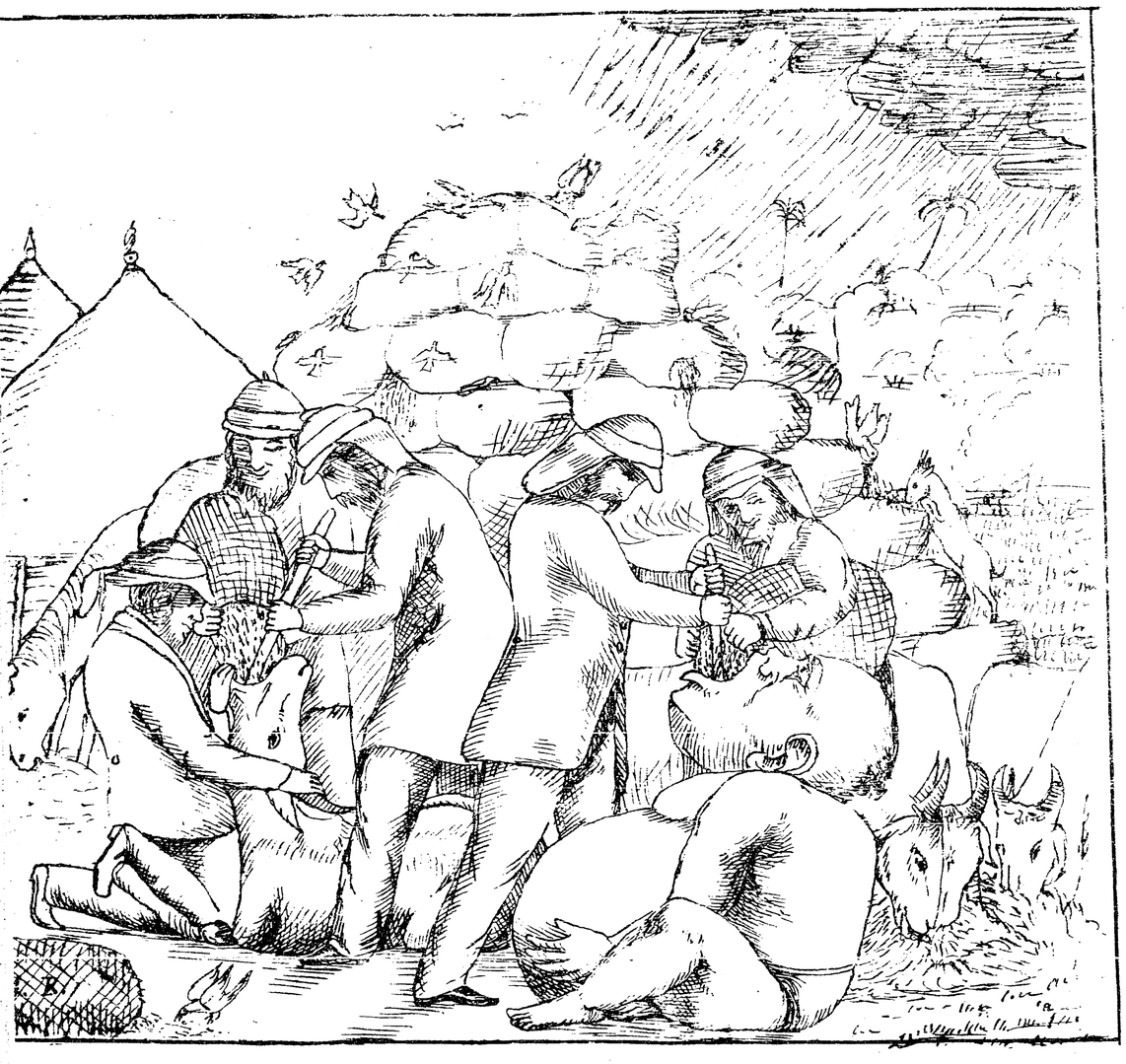

23rd Special dispatch from the Famine districts.

ভিক্ষুক " ধর্ম্ম অবতার আর যে পেটে ধরেনা।"
ধর্ম্ম অবতারেরা "ধরেনা বোল্লে চলে কৈ, এত চাল্‌তো শেষ কোর্ত্তে হবে।"

সিটেতে ভরা, আবার কখন কখন কচুর মত মুখে লাগে, অতি জঘন্য অতি জঘন্য আর ওই যে বোল্লেন পটল, আহা! হজুর বোল্‌বো কি, ব্রাহ্মণী একেবারে ওতে মোরে আছেন।

বাবু আদ্যোপান্ত সমস্ত বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়া কিছু ক্ষণ বিষণ্ণ ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "ওঃ তোমরা কি ভয়ানক মনুষ্য! আচ্ছা বল দেখি তুমি কি ভাব যে আমি একটা জানোয়ার? কি আশ্চর্য্য আমি বেগুণকে প্রশংসা করাতে এই মাত্র তুমি বোল্লে যে বেগুণের চেয়ে আর ফল নাই, পরে যেই আমি পুনরায় পটলের প্রশংসা করিয়াছি, অমনি তুমিও তদ্দণ্ডেই বোল্লে যে বেগুণ অতি জঘন্য, আর পটল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কি আশ্চর্য্য, তোমরা সব্ কোর্ত্তে পার, আমি দেখিতেছি যে সময় অসময়ে তোমাদের জন্য অনেককে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়।" বাবুর এরূপ বাক্য শুনিয়া চট্টপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ যোড়হস্তে পইতা ধারণ পূর্ব্বক কহিল, "মহাশয়, আমি বেগুণেরও চাকর নই পটলেরো চাকর নই; আমি হজুরের; হজুরের যাহা ভাল লাগে আমাদের তাহাই শিরোধার্য্য।

কুড়াইয়া প্রাপ্ত।

আমরা দুইখানি দলিল কুড়াইয়া পাইয়াছি, তাহার অবিকল নকল নিম্নে দিতেছি, যাহার হয় ছাপাবার দর দিলে পাইবেন।

প্রথম দলিল

"ধর্ম্ম অবতার

শ্রীমতী মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী অনুমতি দিয়াছেন, যে আমাদিগকে সৈনিক পদ দেওয়া হইবেক! অতএব আমি একজন সেই পদের প্রার্থী, অনুকম্পা-প্রকাশ-পূর্ব্বক আমাকে একটি সৈনিক পদে নিযুক্ত করিতে অনুমতি প্রদান করা হয় ইতি তারিখ সন১২৮১ সাল—

শ্রীচতুরচন্দ্র ঘোষ।"

দ্বিতীয় দলিল

"রোকায় জানিবা—

আপনকার প্রার্থনা পত্র পাইয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলাম, মহারাণী যে, এই অনুমতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদিগের না বলিবার যো নাই; কিন্তু এত শীঘ্র যে সে পদ জন্য প্রার্থনা পত্র পাইব, আমাদিগের বোধ ছিলনা, বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা অত্যন্ত ভীরু, তাহাতে আপনি বাঙ্গালি। এক বাঙ্গালি যে প্রথমেই সৈনিক পদ প্রার্থনা করিয়াছে, ইহা বড় আনন্দের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সে পদ আমার

হাত নহে কমাণ্ডারণচিপের হাত আর তার ও না; কাহার হাত তাহা আমরা বলিতে পারিনা; আর এক্ষণে আমরা বাছিয়া২ যুদ্ধ করিয়া থাকি, আবিসিনিয়া, আসাণ্টি, ভীল, কোল প্রভৃতি জাতির সহিত যুদ্ধ করি। মারকিন ও রুশেরা যুদ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে আমরা কর্ণপাতও করিলাম না। সুতরাং এক্ষণে তো তোমরা কেরাণীগিরি এক্‌চেটে করিয়াছ, তবে তোমাদের এ সকল পদে হস্তার্পণ করা উচিত হয়না, আর সৈন্যের কাজ বীরত্ব প্রকাশ; ১৫ টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া! তাহা আর এক্ষণে কোন প্রকারে হইবার যো নাই। এক্ষণে সৈনিক পদও যা কেরাণীগিরিওতা, প্রাণ নিয়ে আর টানাটানি নাই। সুতরাং এটা কাপুরুষের কাজ। যখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়িবেক তখন চাই কি তোমাদিগকে আমরা ডাকিব এক্ষণে তোমার ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। ইহার জন্য তুমি কোন দুঃখ বোধ করিওনা। যদিচ বাঙ্গালিরা অতীব বুদ্ধিমন্ত ও এন্‌লাইটেণ্ড সকল বিষয়ের সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম অনুভব করিতে পারে তথাচ আমরা বাঙ্গালিদের গুরু এক্ষণ অবধি তোমাদের গুরুমারা বিদ্যা অবধি আদয় হয় নাই জানিবা—

ইতি তারিখ—সন ১২৮১ সাল।

ড্রেনেজ।

সাহেব—কম্‌দিস সাইড, মাইফ্রেণ্ড—সি, হাউইট্‌ওয়ার্কস।

ব—না, ওদিকে যাবনা, পাগিডি হয়ে প'ড়ে যাব!

সাঃ—হা হা হা—পাগিডি কি? লোকে, মাথা গিডি হয়েই পড়ে, তুমি পাগিডি হয়ে প'ড়বে—এর ভাব কিছুই তো আমি বুঝতে পারিলাম না।

ব—আমি ত' অনেক দিন হলো বলেছি, যে এখন ভাব ছাড়িয়া দিয়াছি, বিষ্ণুঃ! নূতন ভাব ছাড়িয়া দিয়াছি, দিয়ে পূরাণ সংযুক্ত ভাব আরম্ভ করিয়াছি।

সাঃ—আমার নূতন পূরাণ সকলই সমান হয়েছে, এখন মোদ্দাটা কি? বল দেখি, শুনি।

ব—মোদ্দাটা এই যে, তোমাদের হেডগিডি হয়, কিন্তু আমার মত লোকদের পা গিডি হয়।

সাঃ—কারণ? আমরা সাহেব, আর তোমরা নেটিভ, এই জন্য কি তোমাদের সকলই উল্টা?

ব—বলি তা নয়, তোমরা উইক হেডেড্, তোমাদের মাথা গিডি হয়—আমাকে দেক্‌তে পাচ্চতো, কেমন্ হেড্‌ষ্ট্রং লোক্, আর গায়েও বড় কম্‌না, তবে আমার সপোর্ট কিছু উইক, এই জন্য বলি যদি পা কেঁপে পড়ে যাই; বুঝলে?

সাঃ—এত মারপেঁচ তো বুঝিনা।

ব—তোমার ওটা কি হলো, শুনি।

সাঃ—কোন্‌টা?

ব—ঐ যে, তোমার কাছে নূতন, পূরাণ সকলই সমান—এটার অর্থটা কি?

সাঃ—এটার অর্থ এই যে, আমি নূতনকে পূরাণ করি, আবার পূরাণকে নূতন করি—

ব—সে কেমন?

সাঃ—সে কেমন্ তবে শুন—এই যে বাড়িটি দেক্‌তে পাচ্চ, কেমন নূতন দেক্‌তে পাচ্চ, এখনও এর বালীকামও হয়নি—ঐ ওধারে দেখ,—কিছু দেখতে পাচ্চ?

ব—ওধার তো ধসে পড়েছে!

সাঃ—হা হা বাবু—আমারই বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাবে।

ব—ঠিক্ বলেছ—নূতনকে পুরাণ করে, ধসিয়ে—

সাঃ—আবার দেখ, ঐ যে পূরাণ বাড়িটি দেক্‌তে পাচ্চ, ঐ যে, দূরে রাস্তায় শুয়ে পড়েচে।

ব—উটিডো প্রাচীন, আপনিই কাত হয়েছিল।

সাঃ—কাত তো হয়েছিলই বটে, কিন্তু ওকেও আমি আবার নূতন=

ব—নূতন করে তইরি ক'রবে ত?

সাঃ—নানা, তইয়ারি তো সকলেই কর্‌তে পারে হে, তাতে আর বাহাদুরিটা কি, বল দেখি।

ব—তবে কি? ভেঙ্গেই বলনা শুনি বাহাদুরি কি।

সাঃ—বাহাদুরি এই যে, দরের বন্দ বস্ত কর।

ব—বন্দ বস্তটা কি?

সাঃ—বন্দবস্তই তো ওর মধ্যে বাহাদুরি।

ব—হাঁ হাঁ, বুঝেছি—আর বল্‌তে হবেনা—ওকি, সিন্ধুক নাকি? ঐ যে নিচে, ওটা কি, সিন্ধুক? আবার ওতে কি লেখা রয়েছে—যু এ, ভাল পড়া যাচ্চে না—জলের প্রবাহে, ভাল দেখা যাচ্চে না—হাঁ হাঁ, এইবার অনেক কষ্টে পড়িছি।

সাঃ—কি পড়েছ বল দেখি শুনি।

ব—যুএলেরি ওটা কি? একটা তোড়ার মত দেখছি যে, ঐ যে, একটা বাক্স, ঐ আর একটা তোড়া।

আমাদিগের বিশ্বমণ্ডপের রিপোর্টারের প্রেরিত সংবাদাবলি।

১—আকাবের বন্দরে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ গভর্মেণ্টের খরিদা দুই লক্ষ মোন চাউল এখনো তোলা আছে ও কলিকাতায় প্রায় লক্ষ মোন

ব্রহ্মদেশীয় চাউল গুদোমে বন্দ রয়েছে। বাজার গুজোব, এই যে, চাউল অনর্থক পড়ে থেকে জল, ঝড়, রৌদ্র রুই, পক্ষি, পশু ও মনুষ্যদ্বারা নষ্ট হইতে দেখিয়া বড় বড় কর্ত্তা হঙ্গাম হুজ্জোৎ করিয়া কৈফেৎ তলব করিয়াছেন। রিলিফ আফিসারেরা এক মতে জবাব দেছেন "একি আজ নূতন দেখেছেন, এবার দুর্ভিক্ষের বিশেষ নিয়মই এইরূপ চালান গেছে" কিন্তু আমাদিগের সংবাদ দাতা বলেন যে, এ নিয়মটী নূতন নয়, তবে দুর্ভিক্ষোপলক্ষে কিছু ঝালিয়ে নেয়া হ'য়েছে বটে, কিন্তু "কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ঢাল" লর্ডক্লাইবের আমল পর্য্যন্ত বরাবোর চল্‌চে।

২—সাধারণের উপকারার্থ নেটিভ অপিনিয়নে বাঁশে যত প্রকার কার্য্য হয় সকলই লেখা হইয়াছে—কিন্তু গোটা কতক কথা ভুল হয়েছে এবং সেগুলি বড় প্রয়োজনীয় ব'লেই আমাদের সংবাদদাতা উক্ত পত্রের সম্পাদককে লিখেছেন, যে ভূতেরা বাঁশ বোনে আড্ডা ক'রে বাঁশের ডগানিচু ক'রে মানুষমারা কল করে ও মানুষ ভূতেরা কারুর—দেয় ও কেউ পাবে পাবে গণে; একথা গুলি যেন বারদিগর চুক হয় না।

৩—কলিকাতরে ছোট আদালতের হুকুমে মোক্তার রূপী কলিকালের ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠিরেরা আদালত হইতে বহিস্কৃত হয়েছেন; মক্কেল হীন শূন্যোদর উকীল বাবুরা তা দেখে মাথায় হাতদে বোসেছেন; রাঁড়ি, বালতি, ভোড়ভূঁয়ে বাঙ্গাল প্রভৃতি বে অকুফ দলে টাকার কামড়ানি সইতে না পেরে দরখাস্ত ক'রেছে যে মোক্তার না হলে তাহাদের কার্য্যের বড় ক্ষতি হচ্ছে। অনেক ঝকড়া ঘরে মেটাতে তাহাদের এক টাকার জন্য ৫ টাকা ব্যয় হচ্ছেনা ও মোকদ্দমা না কোর্‌তে পেয়ে ভাত হজম হয় না। এ সকল দেখে জজ সাহেবের আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেছে।

৪—ভাদ্র তারিখে চর্ব্বিশ পরগণার অন্তর্গত শাতখিরা গ্রামবাসী শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বাটী হইতে ৩০০ টাকার অলঙ্কারাদি ডাকাইতের দ্বারা অপহৃত হইবাতে পুলিষ, তাহাদিগের প্রথামত, সুযোগ বুঝিয়া তাহার অনুসন্ধানের হঙ্গাম উঠায়। সহরবাসী পাঠকগণ জানেন না যে সে হঙ্গামটি কি। লোকে কথায় বলে "প্যাঁচ পয়জার গুণাগার" তা এ বিষয়ে যথার্থ খাটে; পাড়াগাঁয় যদি কোন স্থানে চুরি হলো তো পুলিষ ভায়াদের আনন্দ উথুলে ওঠে, চোর ধরার কিছু হোক্ না হোক গ্রাম্‌টাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা হয়, আর যেন তেন প্রকারেণ পকেট পূর্ণ করা হয়। চৌকিদার জমাদার, নাজির, প্রভৃতি হজুরদের যাঁর যার উপর রাগ

A POINT IN DISPUTE.

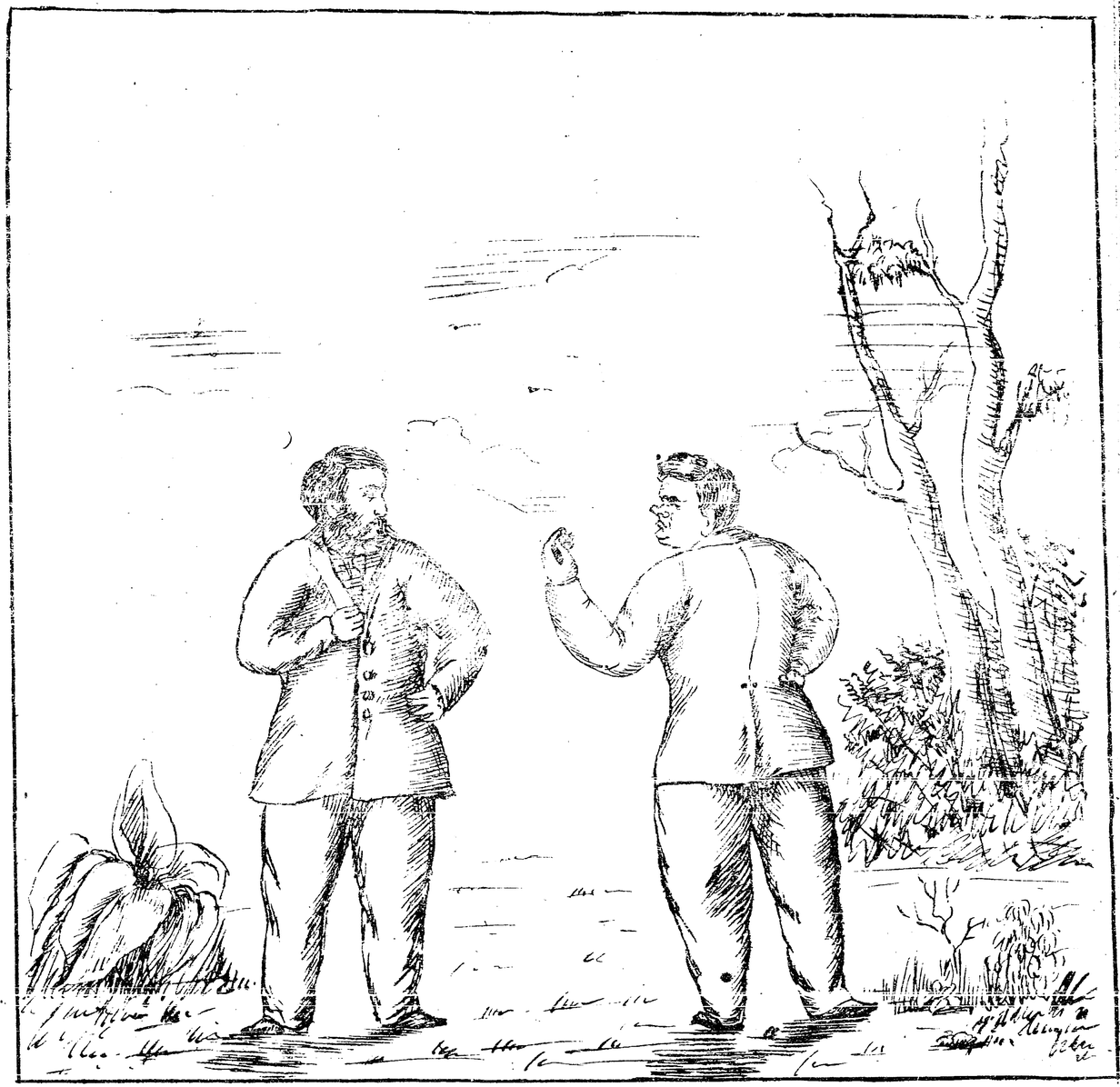

1st.—I am "the Englishman.

2nd.—You are a d—d Bengal nigger.

প্রথম—আমি ইংলিসম্যান

দ্বিতীয়—তুমি ড্যাম কালা বাঙ্গালী

আছে তাঁরা এই অবসরে আখোজ মিটায়ে লন। একে ধরেন, ওকে মারেন ওকে হাজতে রাখেন। যাঁর চুরি গেছে তাঁর যাওয়ামাল ফিরে আসা দূরে থাকুক ঘরে বাকি যা কিছু থাকে তা দিয়েও নিষ্কৃতি পান্ না। শেষে ধার কর্জ্জ করে হজুরদের জেয়াফৎদে মেয়ে ছেলেদের মান রক্ষা করেন। যাহা হউক শুনা গেল যে, এ ডাকাতিটীতে সে রূপ না ঘটে উল্টা উৎপত্তি হইয়াছে। "সাতগেঁয়ের কাছে মাম্‌দোবাজী" করা বড় সহজ নহে এ সহর ঘেঁসা লোক,নবীন বাবুর উপর "কিয়া হুয়া ফলান্ ঢেকান" হঙ্গাম কর্‌বার উপক্রম হলেই তিনি বলেন "রাখ্‌তোর হুয়া হুয়ি, চল আগে মাজিষ্ট্রেটের কাছে চল যা হুয়া তা বল্‌বো"। পুলিষের হজুরেরা রেগে কাঁই, মাজিষ্ট্রেটের কাছে গে এক খানিকে সাত খানি করে রিপোর্ট করে ও নবীন বাবুকে তথায় উপস্থিত করিলে হাকিমের সহিত যে সওয়াল জবাব হয় তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হাকি—তোমার কি হইয়াছে ?

নবী—আমার সর্ব্বস্ব গেছে।

হাকি—কি রূপে গেছে ?

নবী—ডাকাতে নেগেছে।

হাকি—কেকে ডাকাতি করেছে তুমি চিনিতে পার ?

নবী—না চিনিতে পারি না !

হাকি—কেন পার না ?

নবী—সকলে গায়ে মুখে চুন, কালি, আর সিঁদুর মেখেছিল।

হাকি—তোমার কাহার উপর সোবে হয় ?

নবী—আজ্ঞা সোবে হয়।

হাকি—কাহাকে সোবে কর ?

নবী—হজুর ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব

হাকি—ভয় কি, এ আদালত, বিচার স্থান, তোমার যে কিছু মনে সন্দেহ আছে বল কেহ কিছু করিতে পারিবে না।

নবী—তবে হজুর বলি।

হাকি—হাঁ নির্ভয়ে বল।

নবী—হজুর আপনকার উপর সোবে হয়।

হাকি—সেকি আমি কি তোমার বাড়ি ডাকাতি করিয়াছি ?

নবী—হজুর সহস্তে করেছেন এরূপ বোধ হয় না।

হাকি—তবে কি বোধ হয় ?

নবী—আপনার যোগসাজোসে হয়েছে।

হাকি—সে কি কারণে তোমার এ রূপ বোধ হয় ?

নবী—হজুর যখন এত টাকা তলপ পাচ্চেন,এত কনষ্টেবল, জমাদার, নাজির চৌকিদার রয়েছেও এত টেক্স ও চৌকিদারী খরচ কানে পাক দে নিচ্চেন তখন

আপনাদের যোগসাজোস ভিন্ন ডাকাতি কেমন করে হয়।

এই কথা শুনিয়া হাকিম নবীন বাবুকে আদালত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু গুজোব যে তিনি অপহৃত ধন ফিরে দেবার জন্য পুলিসের নামে হাইকোর্টে অভিযোগ করিবেন।

৫—মিয়ার্স সাহেব পঞ্চু ডাকহরকরাকে চাবুক মারার দরুণ যশোহরের মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা দণ্ডিত হয়েন ও হাইকোর্টে আপিলে সেই রায় বজায় থাকাতে ইংরাজসম্পাদকগণ হুলোবেরালের মত ঝকড়ার সুরু ক'রেছেন, আর বাঙ্গালী সম্পাদকেরা দূরে দাঁড়ায়ে জল ছিটয়ে দিচ্ছেন, ও বল'ছেন "কোন জজে কি পয়েণ্ট বুঝ্‌লো না ?" যাহা হউক এই উপলক্ষে আমরা জাতীয় গৌরব-পাগলা উড়ানি বগলে বাবুদের ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে তফাত কত তাহা দেখাইবার সময় পাইয়াছি। আর ব'লছি যে তাঁরা চক্ষু মেলে দেখুন জাতীয় ঐক্য কাকে বলে ও জাতীয় উন্নতি কিসে হয়। বাঙ্গালী একজন অন্যায়রূপে দণ্ডিত হইলেও "আরে কি হয়েছে" ব'লে বাঙ্গালীরা ব'সে থাকেন, আর ইংরাজেরা জাতভায়ের জন্য কামড়াতেও ছাড়ে না। মিয়ার্সের মুক্তির জন্য কেমন একমতের আবেদনটি দেরয়া হয়েছে! ইংরাজ, পারসি, মুসলমান খোট্টা, বাঙ্গালী প্রভৃতি যেন সকলেরই মত! কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে খোট্টাগুলি দ্বারবান, মুসলমানগুলি বাবুর্‌জি, পার্‌সিগুলি ক্লার্ক ও বাঙ্গালীগুলি কেরাণী কি না ? তা এ কথা বাঙ্গালীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাটা সম্ভব; কেননা—মরণ হওয়া পর্য্যন্ত এ রূপ আবেদনে স্বাক্ষর করার লোক তো দেখা যায়না। যাহোক্ আমাদের সংবাদ দাতা বলেন যে এত বড় কাতলা মারা কুটির কর্ত্তা পুঁটি মার্‌তে জাল ছিঁড়্‌লেন কেমন করে।

পূর্ব্ববাঙ্গালা।

সম্প্রতি ঢাকা নগরে লর্ড নর্থব্রুক্ পদার্পণ করেন, এই উদ্যোগে পূর্ব্ব বঙ্গদেশের যাবতীয় বড় লোক সেখানে উপস্থিত। পাছে কেহ যাইতে ত্রুটী করেন এই জন্যে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কমিশনার সাহেব "পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম" করেন। যাইতেই হবে না গেলে সাহেব রাগ করিবেন। কি রূপে কি ভাবে যাই, কি পোষাক পরি লার্ড সাহেবকে যাইয়া কি বলিব। এই চিন্তায় লোকে অস্থির; হুতুম বলেন বাঙ্গালা ভাষা বে ওয়ারেষ মাল কিন্তু আমার বিবেচনায় আমাদের পরিচ্ছদ

পদ্ধতিই বে ওয়ারেষ। কেহ সাহেবি প্যাণ্টুলুন ও কোর্ট হ্যাট পরিয়া বাবু কেহ ফুর্‌ফুরে সিমলার ধূতি পরিয়া বাবু; ইনিও বাঙ্গালী, উনিও বাঙ্গালী। যাঁহারা সকল গায়ে নানাবিধ কাপড় জড়াইয়া বাহির হন আমার ইচ্ছা করে যে তাঁহাদের কাপড়ে আগুণ ধরাইয়া দেই কিন্তু গোহত্যার ভয়ে পারি না। আমার বিবেচনায় আমাদের পোষাক যখন এক রকম হইয়া যাইবে আমরা তখনি একটি জাতি বলিয়া পরিগণিত হইব আর তখন আমরা আপনাদিগকে শাসন করিতে পারিব। একটি স্ত্রীলোক শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেশে আসিয়া গল্প করে যে "ভাই যত মানুষ তত মাথা।" ঢাকায় দেখা গেল যত বাবু তত রকম পোষাক। পোষাকের বিষয় নির্দ্ধারিত হইলে সকলের প্রধান চিন্তাটি তবু রহিয়া গেল। "লার্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা হইলে কি বলিব" নির্জ্জনে দেখা হয় তবে এক রকম চলে, কিন্তু যখন লার্ড সাহেব শত শত লোক পরিবেষ্টিত থাকিবেন তখন দেখা করিতে হইবে। নির্জ্জনে হয় তবে আর কথা বার্ত্তা কি একেবারে দুই পা ধরিয়া বলিলে হয় "হুজুর, ধর্ম্মাবতার, মহারাজ, রাজরাজেশ্বর, আমারে একটা সি, এস, আই, রাজা বাহাদুর, অন্ততঃ রায় বাহাদুর খেতাব দিন। দোহাই হুজুরের, আমি অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছি "কিন্তু নির্জ্জনে ত দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। দেখা হইলে প্রথমে কি করিতে হইবে, হ্যাণ্ডসেক করিতে হইবে, কি জানু পাতিতে হইবে, আর মুখেই বা কি বলিতে হইবে ? যাঁহারা নিতান্ত বড় বড় লোক তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে লর্ড বাহাদুর আইলে ঐ সব কথা বল্‌তিই হবে, বল হইলে নৃত্য করিতে হবে। এখন নৃত্য কি রূপে করিতে হয়; মোটা মানুষে কি নৃত্য করিতে পারে ? ইংরাজী নাচনায় কি মাজা লাড়িতে হয় ? তা হলেইত চিত্র।

ঢাকায় বড় সাহেব গেলেন, বড় বড় লোক গেলেন ধুম ধাম হইল সকলে চাঁদা দিলেন, শেষে ফল কিছুই হইল না, কোন আখ্যা পাইলেন না, কিন্তু, লার্ড সাহেব বড় খুসি হইলেন। খুসি হইয়া বলিলেন যে, "পূর্ব্ব বাঙ্গালা আমাকে বড় তৃপ্ত করিয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা খুব ধনী অতএব অধিক ট্যাক্স দিবার যোগ্য" একটি—উত্তম প্রাইবেট স্কুল দেখিয়া বড়ই খুসি হইয়া বলিলেন যে, "কে বলে বাঙ্গালিরা আপনা আপনি স্কুল চালাইতে পারেনা, এই ত বেশ পারে অতএব ক্যাম্বল সাহেব বেশ পরামর্শ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার স্কুলের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের আর অধিক সাহায্য করা কর্ত্তব্য নয়!" হারাধন বাবু দেনায় ডুবু

ডুবু, পাওয়ানাদারদিগের হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক রেহাইত লইয়া গোছাইয়া টাকা শোধ দিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার আদরের ছেলে যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়ায় যে তাহারা মস্ত বড় মানুষ, না বলিলে ইয়ারের দলে মান থাকে না, শেষে পাওনাদারগণ হারাধন বাবুকে লইয়া টানাটানি। এখন ঢাকার বাবুরা ধার কর্জ্জ করিয়া দেখ দেশের বা কি সর্ব্বনাশ করেন। লাভের মধ্যে পরম গোবধ।

সোজা পথ।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন কায়স্থেরা শূদ্রও নয়, ক্ষত্রিয়ও নয়, কায়স্থেরা কাহার। যেহেতু কায়স্থেও "কা" কাহারেও "কা" এই জন্য কায়স্থ হচ্চেন কাহার; আশ্চর্য্য! এই সোজা বিষয় পূর্ব্বে কাহার মস্তিষ্কে আঘাত করে নাই। এখন চাবি পাওয়া গেল, অনায়াসে কোন্ জাতির কি হইতে উৎপত্তি হইয়াছে জানা যাইতে পারবে। আর শাস্ত্র দেখিতে হইবে না, চিন্তা করিতেও হইবেক না, সঙ্কেত ধরিয়া গণিয়া গেলে অনায়াসে কোন্ জাতি কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইংরাজও "ই" ইন্দুরেও 'ই' অতএব ইংরাজের উৎপত্তি ইন্দুর হইতে; মুছলমানও "মু" মুরগীও "মু" অতএব মুসলমানের উৎপত্তি মুরগী হইতে; হিসাবে এই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বেদে থেকে হইতে পারে, কিন্তু লাসেন, বরন্তুফ, মক্ষমুলার প্রভৃতি ভাষা তত্ত্বজ্ঞের মত এরূপ নহে, আর সুবিখ্যাত প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ ডারউইন বলেন যে, মনুষ্যজাতির উৎপত্তি বাঁদর হইতে এবং যদিও তাহা সামান্য দর্শকের পক্ষে অসঙ্গত বোধ হয় তথাপি সোমপ্রকাশ প্রদর্শিত সোজা পথে বিবেচনা করিলে ডারউইনের কথা বেদবাক্য বোধ হয়, যেহেতু মনুষ্যের মধ্যে প্রাচীন ব্রাহ্মণেও "বা" ও বাঁদরেও "বা" অতএব ব্রাহ্মণ বাঁদর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এ বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে তবে আমাকে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে, অথবা অপর কোন ভট্টাচার্য্যকে গাছে চড়ায়ে দেখিবেন, যে বীর হনুমান বোধ, হয় কি না। গলায় দড়ি থাকাতে কোন কোন মহাশয় ব্রাহ্মণের বাঁদর হইতে উৎপত্তি বিষয়ে সন্দেহ করিয়া বলেন, যে, বৈদ্যনাথের গোরু হইতে উৎপত্তি, কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না, বরং সন্দেহকারীদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ লিখিতেছি যে, আমাদের অধীনে যে সকল এসিষ্টাণ্ট প্রভৃতি থাকে তাহাদেরই তারা দেখেছেন এবং তাহাদের

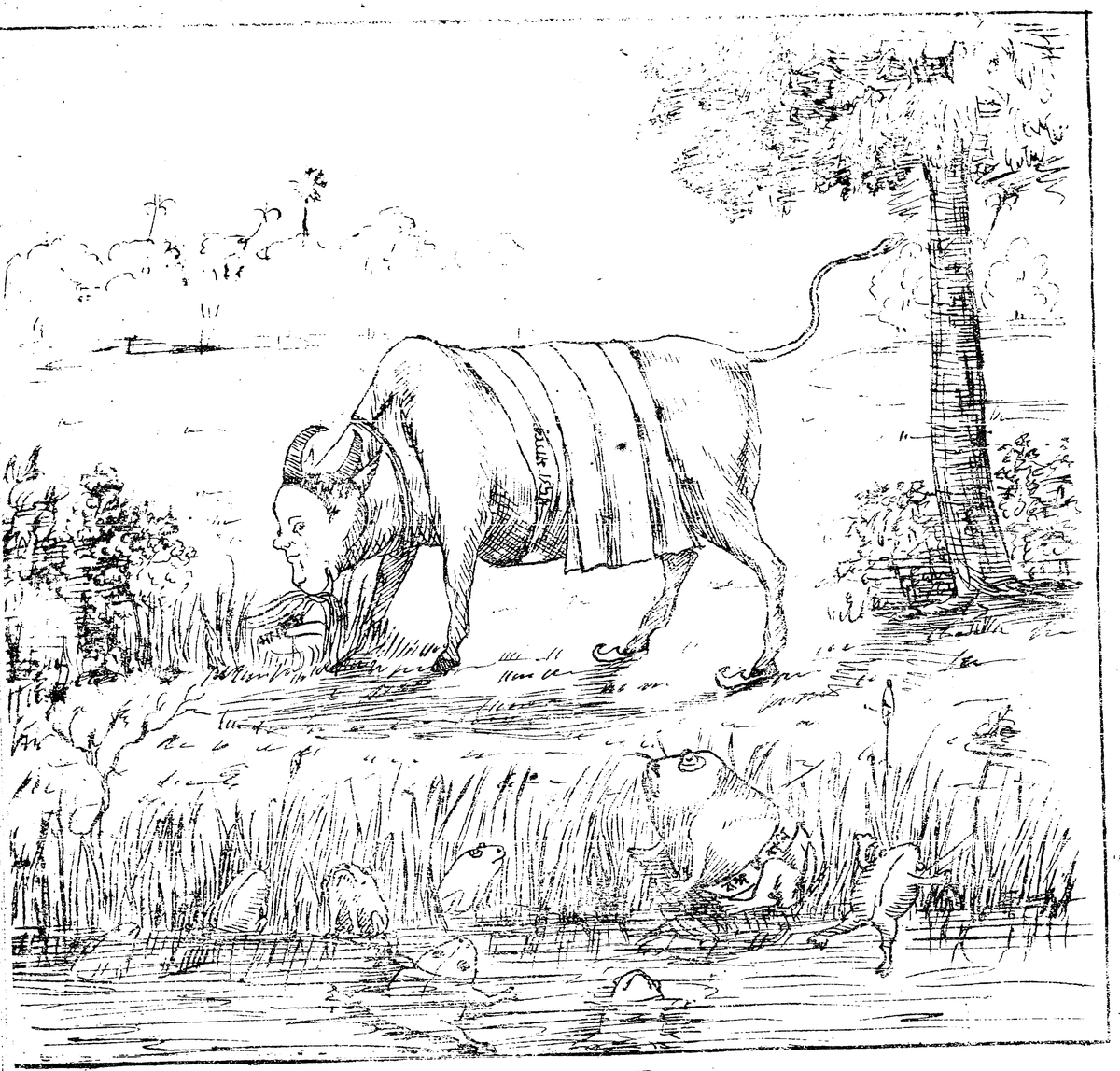

The Bull and The Frog.

বুড়াবেং "এত গরল গায়ে ছেড়ে দিলাম তবুও কিছু হোলনা, বোল
আমি ফুলে ওর সমান হোচ্ছি। দেখ দেখি ওর মতন হইনি।"
দলস্থ খুদে খুদে বেংচয় "বাহবা বাহবা আর একটু ফুলিলেই হবে।"

উৎপত্তি বেদের বাঁদর হইতে সুতরাং সাবেক দড়িগাছ এখনো ভোলেনি। বীরদের সেটা দেখ্‌বেন না, যখন সাহেবদের কাছে যেতে হয় তখন ওরম্বা দড়ি ফড়ি কেউ দেখ্‌তেও পায় না, আর কাশী প্রভৃতি পুণ্যস্থানেই দড়ি বেরোয়। বীর গুলো বুড়ো হইলেই দুর্গাবাড়ির আত্মীয়গণের সহিত মিলনার্থ কাশী যায়।

গুরুতর সাক্ষাৎ।

আমার এক্ষণে গতি বিধিটা সকল স্থানেই হচ্ছে দেখে মনে ক'রলেম যে একবার গভর্ণর বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎটা করা উচিত। এই ভেবে আচ্ছা ক'রে গরদের যোড়টাকে কোঁচালেম আর চটিযোড়াটা ভাল রকমে ঝেড়ে ঝুড়ে তেল মাখাতে ব'সলেম কিন্তু এমন সময় মনে হলো যে বিদ্যাসাগর ভায়া এস্যাটিক সোসাইটীতেই যখন চটিজুতার দরুণ অর্দ্ধ চন্দ্র বিদায় পেয়েছেন তখন লাড সাহেবের বাড়ি চটি-নেযেতে গেলেই আমার সেপাইদের সাঙ্গীন বিদায় পেতে হবে। এই কথাটা মনে পড়াতেই আমার মনটা খিচুড়ে-গেল কিন্তু "মরদ্ কি বাত হাতি কি দাঁৎ" বয়েৎটা মনে পড়াতে ভাবলেম "যা থাকে কপালে হবে, আদা জল খেয়েও লাগাযাগ"। যে ভাবা অমনি কার্য্য সুরু এক যোড়া ইংরাজী জুতার তল্লাশে বেরোলেম; পথে মনে পড়লো যে শামা ছুতোর ছোঁড়া পাল পাব্বন হ'লে বার্ণিস করা এক জোড়া জুতা পায়েদে মশ্ মশ্ ক'রে বেড়ায়, তার কাচ থেকে এক ছিলাম গাঁজাদে জুতা জোড়া ধার ক'রে আনলেম। জুতাত' হলো এখন পায়ে দেয়াই মুসকিল অনেক কষ্টে টানাটানী ক'রে প'রলাম কিন্তু পা পাত্‌বার যো নাই, থলির ভিতর হাতি সাঁদ করা হয়েছে। জামা একটা পরবার চেষ্টা ক'রলেম কিন্তু পেটটা তার ভিতর তাঙ্গড়ালো না কাজেই দোবজা খানা মাথায় বেধে চলিলাম। গভর্মেণ্ট হাউসেত গিয়ে হাজির হলেম কিন্তু সেপাই গুলো ঢুকতে দেয় না, কি করি এদিক উদিক উকিমারতে লাগলেম এমন সময় দোতলার উপর থেকে একটা হাসির হোর্‌রা শোনাগেল, চেয়ে দেখি যে কত সাহেব বিবি আমাকে দেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন। আমি দেখলেম সুযোগ এই অবসরে লাড সাহেবের দিকে চেয়ে ব'ললেম "দোহাই খোদা বন্দ রাজ দরবারে বসন্তকের প্রবেশ বারণ কি অপরাধে হইয়াছে"? লাড হেসে ফুট কড়াই হয়ে ব'ললেন "নেহি উপর আও"। আরকে রাখে আগে যে সকল জমাদার বরকন্-দাজ, বেয়ারারা সেরাজুদ্দৌলার প্রপৌত্রের

মত গোঁফে চাড়াদিয়ে বেড়াচ্ছিল ও মাঝে মাঝে "যাও বাঙ্গালী নিচুযাও ব'ল ছিল এখন তাদের তোয়াজ দ্যাখে কে, কেউ বলে "এধের রাস্তা মহারাজ" কেউ বলে " আইয়ে সাব হুজুর বোলায়া" আমি ব'ললেম "হাঁ বাবা এখন সাপ আগে যে ব্যাঙও হইনি ইশেরমূলের গুণ এমনি !" যাহোক্ সেই জুতা পায়ে দিয়ে পালিস করা সিঁড়ির উপরে উঠাই ভার হলো করি কি খোঁড়াতে খোঁড়াতে দেয়াল ধ'রে ধ'রে উঠে লাট বাহাদুরের সাম্‌নে হাজির হয়ে সেলামের পর দুহাত তুলে "জয় হোক্ মহারাজ" ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'রলেম। সকলে হেসেই কুরখুটি, অনেক হাসির পর লাড সাহেব আমাকে ব'ললেন "টেক ইউরসিট" এবং আমি চৌকিতে ব'সলে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন "আপনার নাম কি ?" আমি বলিলাম "হজুর আমার নাম বসন্তক।"

লাড—স্যারজন ফালস্টাফ আপনার কে ছিলেন।

আমি—হজুর তিনি আমার ভায়রা' ভাই হতেন।

লাড—রাজশাসনাদি বিষয়ে আপনার কোন জ্ঞান আছে ?

আমি—হজুর আমি অজ্ঞানেই বরাবর থাকি তবে পূর্ব্ব কালাবধি রাজারাজড়ার অনুগ্রহে ও তাঁহাদিগের সঙ্গে থেকে একটা সুবিধা ঘ'টেছে যে সময়ে সময়ে এক একটা জ্ঞানের বেগ উপস্থিত হয়।

লাড—জ্ঞানের বেগটা কি রূপ ?

আমি—হজুর স্প্‌চুয়ালিষ্টদের মিডিয়মে যে রূপ ভূতের আবির্ভাব হয়, গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের দশা পেলে যেমন ভক্তির আবির্ভাব হয়, আমারও সেই রূপ জ্ঞানের বেগ।

লাড—সে সময়ে তোমার কি হয়।

আমি—মহারাজ সে সময়ে আমার অজ্ঞান ভাব উদয় হয়।

লাড—জ্ঞানের বেগে অজ্ঞানতার উদয় কেন হয় ?

আমি—খোদাবন্দ কথাটার কিছু পেঁচ আছে; আমার জ্ঞান ভাব অপরের পক্ষে অজ্ঞানতা—আর আমার অজ্ঞান ভাব অপরের জ্ঞান ভাব, সেই জন্যই ব'লছি যে জ্ঞানের বেগ হলেই আমার অজ্ঞানতার উদয় হয় অর্থাৎ তখনই আমি আত্মবিস্মৃত হইও দুচারটা লৌকিক জ্ঞানের কথা কই।

লাড—সে সময় আপনি কি করেন।

আমি—মহারাজ সেই সময়ে আমি সর্ব্বজ্ঞ হই যা জিজ্ঞাসা করেন তাই ব'লতে পারি।

লাড—এখন তোমার বেগ এসেছে।

আমি—মহারাজ উদ্যোগ হচ্ছে ;

লাড—তবে বল দেখি আমরা কেমন ভারতবর্ষ শাসন কচ্চি ?

আমি—হজুর ভয় কব' কি নির্ভয় কব' ?

লাড—নির্ভয়ে বলহ।

আমি—ভালও না নিতান্ত মন্দও না।

লাড—কেন ভাল না কেন ? দেখ মুসলমান যে রূপ লুটদরাজ করিত ইংরাজদের আমলে সে রূপ হয় না।

আমি—হজুর বার মন তেল না হলে রাধা নাচে কোতা থেকে ?

লাড—সেকি।

আমি—হজুর তখনকার মত লুটদরাজের দ্রব্য থাক্‌লে তো লুটদরাজ হয়; এখন সে ধনও নাই সে রূপ লুটও হয় না, তবে যা হয় তা লুটদরাজের চেয়ে গুরুতর।

লাড—এরূপ কি? আমিতো প্রজাগণের মঙ্গলার্থ সর্ব্বদাই যত্ন কচ্চি।

আমি—মহারাজ আপনার ন্যায় শাসক ভারতবর্ষে আর আসেন নাই, আপনার দ্বারে অনেকের টিকিবাঁধা সুতরাং আপনি পাঁচজনের পাঁচকথার ভয় না করিয়া যথা বিচারকার্য্য করেন কিন্তু আপনিত' সব দেখিতে পারেন না।

লাড—কেন দেখিবার জন্যও' অনেক যোগ্য লোক নিযুক্ত আছে।

আমি—হজুর তা থাকাতেই এত বিপদ। যদি লোকে জান্‌তো যে বরগির হঙ্গাম হবে তা হলে সকলেই সাবধান হতো ও যাতে আত্মরক্ষা হয় তার চেষ্টা ক'র্‌তো, এ যে রক্ষক সে ভক্ষক হয়েছে বাঁচাবার যো নাই।

লাড—সেকি বড় বড় কর্ম্মচারিরা কি ঘুস লয় না অপহরণ করে। এরা তো নবাবি আমলের সুবাদার নয়।

আমি—হজুর তা কিছুই নয় কিন্তু ফলে সুবাদারদের চেয়ে সাতকাটি বাড়া হচ্চে। তারা সরপট ক'রতো এ রকমফেরতায় করা হচ্ছে।

লাড—সে কি রূপ।

আমি—মহারাজ পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট, রেলরোড প্রভৃতির কার্য্য প্রভৃতির দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে দেখুন যে এষ্টিমেট ছাপিয়ে যাচ্চে কত; সে টাকা গুলি হজুর কাদের ?

লাড—একটা কার্য্যে অধিক ব্যয় লাগিলে না দিলে চলে কৈ ?

আমি—হজুর ! এ টাকাতো লাগে না, লাগান হয়।

লাড—কেন হয় ?

আমি—হজুর পেটরনাইজ কর্ত্তে গেলেই এষ্টিমেট ছাড়ায়ে ব্যয় হয়, হজুর প্রধান কর্ম্মচারীগণ বাঙ্গালীকে মানুষ ভাবেন না, যত কাজ ইউরোপীয়দের হাতে দেন তাঁরা তাঁদের দেশ সঙ্গত ব্যয় করেন ও তার পরে কিছু লাভ কোরলেই আমাদের ডাকাতির বাড়া হয়।

লাড—সে কি রূপে হয়।

আমি—হজুর চোদ্দসিকের পাতকো ১৪০ টাকায় কাটালেও রোজ ১৫ টাকা খোরচের কিঞ্চিৎ লাভেতেই যে ১০।১২ জন বাঙ্গালী রাজা হয়।

লড—সত্য কি এই রূপ হয়।

আমি—হজুর দেখলেই জানবেন—এষ্টেট রেলরোডের ভার বাঙ্গালীকে দেওয়াতে একরূপ পরীক্ষা হয়েছে।

বসন্তক সম্বন্ধী নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদেশীয় বার্ষিক ৩।৵০; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ॥০ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্ট্যাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্রয়ের খরচা হিসাবে /০ আনা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩॥/০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩।৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তকের সম্বন্ধী পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তকে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৵০ গৃহীত হয়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জজ কোর্টের প্লিডর দিনাজপুর			৩
" "	রাশবেহারী গোস্বামী	...	৩
" "	উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৩
" "	পেয়ারীমোহন রায়	..	৩
" "	অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩
" "	আই সি ওয়েল	...	৩
" "	চন্দ্রমোহন সেন	..	৩
" "	শ্যামলাল মিত্র	..	৩
" "	অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	..	৩
" "	রেভরেণ্ড বমসুইচ	...	৩
" "	ব্রজগোপাল সিং	...	৩
" "	শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়	.. ..	৩
" "	মতিলাল দে	... ...	৩
রাজা	হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর	...	৩
	কুমার অমৃতকৃষ্ণ দেব	..	৩
" "	মুনসীমহম্মদ মুশা	...	৩
" "	বিষ্ণুচন্দ্র পাল	..	৩
" "	মহাভারত রায়	...	৩
" "	উমেশচন্দ্র মিত্র	...	৩
" "	সুরেন্দ্রনাথ মিত্র	..	৩
" "	নবীনচন্দ্র পালিত	..	৩
" "	হরিমোহন দত্ত	জঙ্গিপুর ...	৩
" "	তুলসীদাস রায়	..	৩
" "	সিতানাথ দাস	..	৩
" "	দিননাথ গাঙ্গুলী	...	৩
" "	নবীনচন্দ্র বড়াল	...	৪॥০
" "	হরিমোহন দত্ত	জঙ্গিপুর ..	৩
" "	তারানাথ মজুমদার		৩৶
" "	যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	..	৩
" "	নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত	...	৩
" "	দিগম্বর মিত্র	...	৩
" "	কৃষ্ণধন ষাঁড়ুয্যে	..	৩

কলিকাতা, চিতপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

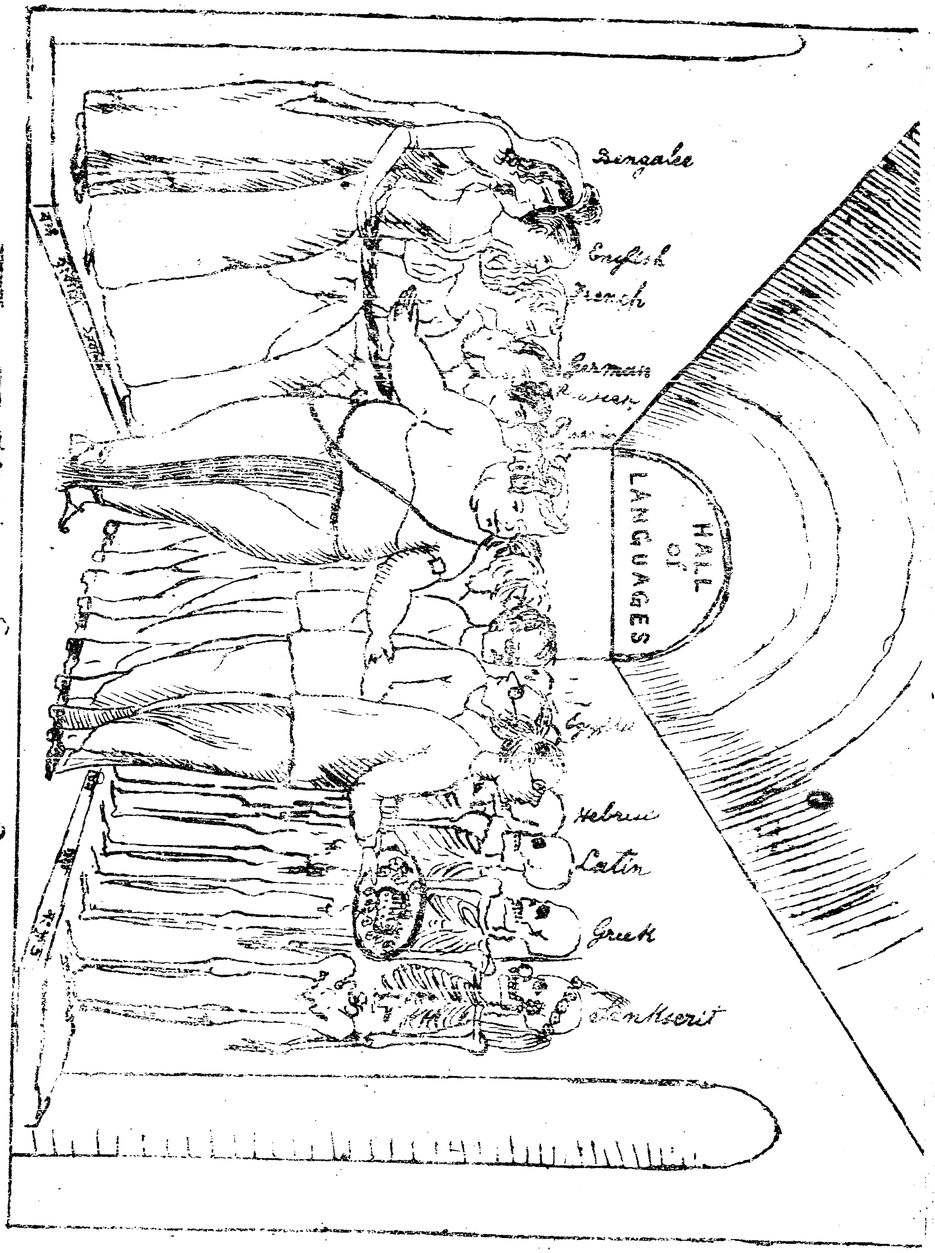

হচ্চে ; উৎপ্রেক্ষার জন্যই ভারত চন্দ্র লিখিয়াছিলেন "কাঞ্চিপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ" এবং বিজ্ঞ পাঠকেরা প'ড়ে তাক হতেন ; কিন্তু এখন সেই ছয় মাসের পথ ছয় দিনে যাওয়া রেল কোম্পানীর দৌলতে মুটে মজুরকেও তাক কর্ত্তে পারে না, কালে সকলই ফিরলো সাত সমুদ্র তের নদী পারে ব'সে লোকে বন্ধু বান্ধবের সহিত কথা বার্ত্তা কইছে। আমরা বাল্যকালাবধি শুনে আস্‌চি যে, কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যখানি লিখে তাঁর প্রিয়বন্ধু কুম্ভকার ঘটকর্পর'কে দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দেন এবং ঘটকর্পর তৎপাঠে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁর সকের জিনিস কাঁচাসরার উপর রাখিয়া ফিরায়ে দেন, এদিগে বাহক ফিরিয়া গেলে কালিদাস কাঁচা-সরায় রাখা দেখে খারাপ হ'য়েচে ঠাউরে গ্রন্থখানি ছিঁড়িতে আরম্ভ করেন। যখন শেষ ৭ সর্গ ছিঁড়েফেলেছেন এমন সময় ঘটকর্পর এসে বলেন ! "ভাই হে! তোমার গ্রন্থ প'ড়ে আমি বড় খুসি হ-য়েছি, রচনা "বড় উত্তম হ'য়েছে" কালি-দাস বল্‌লেন তুমি কাঁচাসরায় ক'রে দে-য়াতে খারাপ হয়েছে ভেবে আমি ৭ সর্গ ছিঁড়ে ফেলেছি, এখন যা আছে তা নাও" বলে রাগ ক'রে ফেলেদিলেন। ঘটকর্পর তাই নিয়ে রাখাতেই কুমার-সম্ভব কাব্যখানির কেবল ৭ সর্গ বেঁচে যায়। এই কথাই সকলে জান্‌তো, কোথা থেকে আবার তারানাথ তর্কবাচস্পতি এখন তার আর সকল সর্গ বার ক'রে-ছেন। এই সকল দেখে শুনে আবার মনে একটা আশা প্রবল হ'য়ে উঠেছে ; চারিদিগের সোর সরাবত শুনে আমার হৃদয়ে একরূপ দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে বুঝি আমার ভাগ্য ফিরলো, বুঝি এত দিনের হারাধন পাওয়া গেল ! আহা পাঠকগণ যখনি কলিকাতা হইতে ঝক-মারীর দলেরা লোক ঘাঁটায়ে গালাগালি খাওয়ায় ও "তুলে তুলে" বলায় নিবৃত্ত ; তখনি জেনেছিলাম যে সহরে আর অখণ্ড তন্ত্র পাওয়া যাবে না ; যখনি পক্ষীরদল আহারাভাবে ছ'ড়্‌ভঙ্গ হ'য়ে পড়ে তখনি ভেবেছিলেম যে কলি-কাতায় তন্ত্রের গৌরব গেল ; যখনি তাম্বুরা নে মারামারী ছেড়ে লোকে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় মেতে উঠ্‌লো তখনি বুঝেছিলেম যে তান্ত্রিকমতের প্রচার অস্তমিত হলো ; যখনি কাল অশ্লীলতানিবারিণী সভা সংস্থাপিত হ'লো তখনি জান্‌লেম যে তন্ত্রখানির গোর হলো ; যখনি বড়্‌তলা উজ্জ্বলকারী লেখকদের গ্রন্থ নে পুলিসে টানাটানি কর্ত্তে লাগ্‌লো তখনি স্থির জান্‌লেম যে তন্ত্রানুসারে বাঙ্গালাভাষার শ্রাদ্ধ করা বন্ধ হলো। আহা সভ্যগণ এত নৈরাশের

পর যখন দুর্ভিক্ষের বন্দবস্ত হতে লাগ্‌লো তখন দেখ্‌লেম যে তন্ত্রখানি একেবারে যায়নি। শরদের মেঘের ভি-তর থেকে সূর্য্যদেব একবার মুখ দেখা-লেই যেরূপ লোকের বাদলে জড়ীভূত মন প্রফুল্ল হয়ে উঠে, সেইরূপ ইতি পূর্ব্বে বাবা তারকনাথের মহান্ত মহাশ-য়ের চাল চুলের খবর পেয়ে উদ্যম-শূন্য মনটি আমার নেচে উঠেছিল ; মনে ক'রেছিলেম যে গিরিবরই বুঝি নন্দীর পদটা পেলেন কিন্তু কতকগুলা হিন্দু ধর্ম্ম বিদ্বেষীর তাঁকে নিয়ে গোলযোগ দেখে মনের আহ্লাদ চন্দ্রটি একেবারে আঁধারে পড়লো ; আমিতো দেখে শুনে একেবারে হতভোম্বা হয়ে পড়্‌লুম। দুই চার জন প্রাচীন কুরচ ও গুরুজীর মুখ চেয়েই ছিলাম কিন্তু গিরিবরের ঘানি টানা দেখে সকল আশাই দূর হলো, নিশ্চয় জান্‌লেম যে আমার এতটা যত্ন ও শ্রম কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হলো ; তন্ত্রখানির আর উদ্ধারের ভরসা রহিল না ; গোটা কতক নাস্তিক খ্রীষ্টান মিলে সে গুড়ে বালী দিলে। কি করি বড় বড় মানুষদের বাড়ীর দ্বারে২ বাপ মা মরা দায়গ্রস্তের মত তন্ত্রখানির উদ্ধারের ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লেম। কেউ আর কথায় কান দ্যান্‌না, পরিশেষে ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার প্রধান পুরুষগণের নিকটে অনেক কাঁদাকাটা করাতে, তাঁরা প্রাচীন তন্ত্রখানির উদ্ধারার্থ কতক টা সাহায্য দিতে সম্মত হলেন। এইতে সাহস হলো ও ভাব্‌লেম যে ধর্ম্মস্থান ও ধর্ম্মানুশীলন-কারীদের কাছেই সাহায্য মিল্‌বে এবং তদনুসারে ভারতাশ্রমে গেলেম। আহা আশ্রমটিতে প্রবেশ ক'রেই তৃপ্তি হলো ; তন্ত্রের শোকে কাতর হৃদয় শীতল হলো ! পাঠকগণ মনে কর্ত্তে পারেন যে, এ আশ্রমটি বুঝি সাবেক মুনি ঋষিগণের আশ্রমের আদর্শ-স্বরূপ কিন্তু তাহা নহে, প্রাচীন মুনি-ঋষিগণের আশ্রম এইরূপ কোন স্থলে শুকশাবক-মুখভ্রষ্ট নীবার-সকল বৃক্ষমূলে পতিত থাকে, কোথায়ও বা প্রস্তরখণ্ডসকল ইঙ্গুদীফলের তৈল-মিশ্রিত অতএব স্নিগ্ধ অর্থাৎ তৈলাক্ত লক্ষিত হয়, কোথায়ও বা জলাশয়ের পথ বল্কল-শিখাপতনে রেখাঙ্কিতবৎ লক্ষিত হয়, কৃত্রিম জলাশয়ের জল পবনবেগে চঞ্চলিত হইয়া বৃক্ষমূলসকল ধৌত করে। এ আশ্রমে তাহার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না। উন-বিংশশতাব্দীতে আর কি সেকেলে ফষ্টি সাজে ? এখন উন্নতিই লোকের আকাঙ্ক্ষা, সকলেরই চাল, চুল, আহার, ব্যবহার, বিদ্যা বুদ্ধি ও অভিরুচি উন্নত হ'য়েছে। সভ্যগণ এই স্থানে আমার বাসন্তিকার সহিত যে বচসা হ'য়েছিল তার সার মর্ম্মটা লিখ্‌চি তার জন্য রাগ ক'রবেন না—আমি নগরের আবাল

হচ্চে ; উৎপ্রেক্ষার জন্যই ভারত চন্দ্র লিখিয়াছিলেন "কাঞ্চিপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ" এবং বিজ্ঞ পাঠকেরা প'ড়ে তাক হতেন ; কিন্তু এখন সেই ছয় মাসের পথ ছয় দিনে যাওয়া রেল কোম্পানীর দৌলতে মুটে মজুরকেও তাক কর্ত্তে পারে না, কালে সকলই ফিরলো সাত সমুদ্র তের নদী পারে ব'সে লোকে বন্ধু বান্ধবের সহিত কথা বার্ত্তা কইছে। আমরা বাল্যকালাবধি শুনে আস্‌চি যে, কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যখানি লিখে তাঁর প্রিয়বন্ধু কুম্ভকার ঘটকর্পর'কে দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দেন এবং ঘটকর্পর তৎপাঠে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁর সকের জিনিস কাঁচাসরার উপর রাখিয়া ফিরায়ে দেন, এদিগে বাহক ফিরিয়া গেলে কালিদাস কাঁচাসরায় রাখা দেখে খারাপ হ'য়েচে ঠাউরে গ্রন্থখানি ছিঁড়িতে আরম্ভ করেন। যখন শেষ ৭ সর্গ ছিঁড়েফেলেছেন এমন সময় ঘটকর্পর এসে বলেন ! "ভাই হে! তোমার গ্রন্থ প'ড়ে আমি বড় খুসি হ-য়েছি, রচনা "বড় উত্তম হ'য়েছে" কালি-দাস বল্‌লেন তুমি কাঁচাসরায় ক'রে দে-য়াতে খারাপ হয়েছে ভেবে আমি ৭ সর্গ ছিঁড়ে ফেলেছি, এখন যা আছে তা নাও" বলে রাগ ক'রে ফেলেদিলেন। ঘটকর্পর তাই নিয়ে রাখাতেই কুমার-সম্ভব কাব্যখানির কেবল ৭ সর্গ বেঁচে যায়। এই কথাই সকলে জান্‌তো, কোথা থেকে আবার তারানাথ তর্কবাচস্পতি এখন তার আর সকল সর্গ বার ক'রে-ছেন। এই সকল দেখে শুনে আবার মনে একটা আশা প্রবল হ'য়ে উঠেছে ; চারিদিগের সোর সরাবত শুনে আমার হৃদয়ে একরূপ দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে বুঝি আমার ভাগ্য ফিরলো, বুঝি এত দিনের হারাধন পাওয়া গেল ! আহা পাঠকগণ যখনি কলিকাতা হইতে ঝক-মারীর দলেরা লোক ঘাঁটায়ে গালাগালি খাওয়ায় ও "তুলে তুলে" বলায় নিবৃত্ত ; তখনি জেনেছিলাম যে সহরে আর অখণ্ড তন্ত্র পাওয়া যাবে না ; যখনি পক্ষীরদল আহারাভাবে ছ'ড়্‌ভঙ্গ হ'য়ে পড়ে তখনি ভেবেছিলেম যে কলি-কাতায় তন্ত্রের গৌরব গেল ; যখনি তাম্বুরা নে মারামারী ছেড়ে লোকে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় মেতে উঠ্‌লো তখনি বুঝেছিলেম যে তান্ত্রিকমতের প্রচার অস্তমিত হলো ; যখনি কাল অশ্লীলতানিবারিণী সভা সংস্থাপিত হ'লো তখনি জান্‌লেম যে তন্ত্রখানির গোর হলো ; যখনি বড় তলা উজ্জ্বলকারী লেখকদের গ্রন্থ নে পুলিসে টানাটানি কর্ত্তে লাগ্‌লো তখনি স্থির জান্‌লেম যে তন্ত্রানুসারে বাঙ্গালাভাষার শ্রাদ্ধ করা বন্ধ হলো। আহা সভ্যগণ এত নৈরাশের

পর যখন দুর্ভিক্ষের বন্দবস্ত হতে লাগ্‌লো তখন দেখ্‌লেম যে তন্ত্রখানি একেবারে যায়নি। শরদের মেঘের ভি-তর থেকে সূর্য্যদেব একবার মুখ দেখা-লেই যেরূপ লোকের বাদলে জড়ীভূত মন প্রফুল্ল হয়ে উঠে, সেইরূপ ইতি পূর্ব্বে বাবা তারকনাথের মহান্ত মহাশ-য়ের চাল চুলের খবর পেয়ে উদ্যম-শূন্য মনটি আমার নেচে উঠেছিল ; মনে ক'রেছিলেম যে গিরিবরই বুঝি নন্দীর পদটা পেলেন কিন্তু কতকগুলা হিন্দু ধর্ম্ম বিদ্বেষীর তাঁকে নিয়ে গোলযোগ দেখে মনের আহ্লাদ চন্দ্রটি একেবারে আঁধারে পড়লো ; আমিতো দেখে শুনে একেবারে হতভোম্বা হয়ে পড়্‌লুম। দুই চার জন প্রাচীন কুরচ ও গুরুজীর মুখ চেয়েই ছিলাম কিন্তু গিরিবরের ঘানি টানা দেখে সকল আশাই দূর হলো, নিশ্চয় জান্‌লেম যে আমার এতটা যত্ন ও শ্রম কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হলো ; তন্ত্রখানির আর উদ্ধারের ভরসা রহিল না ; গোটা কতক নাস্তিক খ্রীষ্টান মিলে সে গুড়ে বালী দিলে। কি করি বড় বড় মানুষদের বাড়ীর দ্বারে২ বাপ মা মরা দায়গ্রস্তের মত তন্ত্রখানির উদ্ধারের ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লেম। কেউ আর কথায় কান দ্যান্‌না, পরিশেষে ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার প্রধান পুরুষগণের নিকটে অনেক কাঁদাকাটা করাতে, তাঁরা প্রাচীন তন্ত্রখানির উদ্ধারার্থ কতক টা সাহায্য দিতে সম্মত হলেন। এইতে সাহস হলো ও ভাব্‌লেম যে ধর্ম্মস্থান ও ধর্ম্মানুশীলন-কারীদের কাছেই সাহায্য মিল্‌বে এবং তদনুসারে ভারতাশ্রমে গেলেম। আহা আশ্রমটিতে প্রবেশ ক'রেই তৃপ্তি হলো ; তন্ত্রের শোকে কাতর হৃদয় শীতল হলো ! পাঠকগণ মনে কর্ত্তে পারেন যে, এ আশ্রমটি বুঝি সাবেক মুনি ঋষিগণের আশ্রমের আদর্শ-স্বরূপ কিন্তু তাহা নহে, প্রাচীন মুনি-ঋষিগণের আশ্রম এইরূপ কোন স্থলে শুকশাবক-মুখভ্রষ্ট নীবার-সকল বৃক্ষমূলে পতিত থাকে, কোথায়ও বা প্রস্তরখণ্ডসকল ইঙ্গুদীফলের তৈল-মিশ্রিত অতএব স্নিগ্ধ অর্থাৎ তৈলাক্ত লক্ষিত হয়, কোথায়ও বা জলাশয়ের পথ বল্কল-শিখাপতনে রেখাঙ্কিতবৎ লক্ষিত হয়, কৃত্রিম জলাশয়ের জল পবনবেগে চঞ্চলিত হইয়া বৃক্ষমূলসকল ধৌত করে। এ আশ্রমে তাহার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না। উন-বিংশশতাব্দীতে আর কি সেকেলে ফষ্টি সাজে ? এখন উন্নতিই লোকের আকাঙ্ক্ষা, সকলেরই চাল, চুল, আহার, ব্যবহার, বিদ্যা বুদ্ধি ও অভিরুচি উন্নত হ'য়েছে। সভ্যগণ এই স্থানে আমার বাসন্তিকার সহিত যে বচসা হ'য়েছিল তার সার মর্ম্মটা লিখ্‌চি তার জন্য রাগ ক'রবেন না—আমি নগরের আবাল

বৃদ্ধের মুখে উন্নত আর উন্নতি শব্দ নিয়ত শ্রবণ করিয়া প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে চসমা চক্ষে দিয়ে উপরদিগে চেয়ে থাক্‌লেই বুঝি উন্নত হয়, কিন্তু অমনি মনে হ'লো যে তাহা উন্নত দৃষ্টিমাত্র, পুনশ্চ ভাবিলাম, যে বুক ফুলিয়ে মাথা উচু ক'রে বেড়ালেই বুঝি উন্নত বলে কিন্তু সেটাও লাগলো না যেহেতু তাহা তো উন্নত শির, ফের ভাব্‌লেম যে খুব লম্বা জিরেফাকৃতি পুরুষ বা স্ত্রীকেই উন্নত বলে, অমনি ভাব্‌লেম 'সে যে উন্নত দেহ, পরিশেষে কিছুতেই ঠাওর না কর্ত্তে পেরে ভাব্‌লেম যে আমার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বাসন্তিকার নিকট যাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করি।

বসন্তক বাসন্তিকা সম্বাদ।

এই ভেবেই গড়গড়িয়ে গে বাসন্তিকাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম্, "বলি বিধুমুখি! আজ কাল সকলে যে উন্নতি ও উন্নত করে, সেটার ব্যাওরা কি?

বাস—নাথ! সংসারের সকল বড় বড় স্থানে বেড়ায়েও উন্নতি ও উন্নত কাকে বলে তা বুঝতে পার্‌লে না?

আমি—আরে বুঝতেই যদি পার্‌বো ত' তোমার কাছে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো কেন?

বাস—তবে বলি শোন উত্তরোত্তর উৎকর্ষের প্রতি অগ্রগমনকেই উন্নতি বলে ও সেই উন্নতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উন্নত বলে।

আমি—বাঃ বেস বোঝালে যাহোক বরং উন্নতিকে বোঝা যায় কিন্তু তোমার ব্যাখ্যা বোঝা দায়—টিকে কর।

বাস—নাথ! লোকের সামাজিক ও মানসিক অবস্থার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিকেই উন্নতি বলে।

আমি—বলে উচ্চ হলোনা টিকের টিকে চাই দেখ যেন মাষকড়াই খাওয়াতে হয় না।

বাস—(হাস্য করিয়া) যে হাতে পড়েছি তা খেতে হবে—যাহোক শোন সাধারণ লোকের অবস্থা হইতে উচ্চাবস্থা লাভকে উন্নতি লাভ বলি।

আমি—তবে তো মনুমেণ্টে উঠে থাকলে হয়।

বাস—আঃ কি বলি কি বোঝা—অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব প্রচলিত যে সকল দুষ্ট প্রথা আছে তাহার উচ্ছেদ করিয়া সভ্য সমাজের অনুমোদিত প্রথা প্রচলিত হইলে উন্নতি হয়।

আমি—হাঁ সেকেলে লোকেরা এমন এমন পণ্ডিত হয়েছিলেন তাঁরা কি আর দোষের বিষয় রেখে গেছেন—

বাস—তাঁদের মূর্খতো বলা হচ্চেনা তাতে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" তাঁদেরও'ত ভুল আছে—আর এখন কি জ্ঞানী নাই।

(ক্রমশঃ)

"বলি হরি বাগানে যে জঙ্গল যত্ন কোরে রেখেছ বাঘ থাকতে পারে. সাফ কোরে ফেল।

হরি—"আরে ভাই তুই গৃহস্থ হলিনি, আজ যদি শাক করিতে অরন্ধনে বাগান থেকে কি জালি নিয়ে যাবে, এই বরষায় যত কচু ঘেঁচু হয় তা সব রেখেদি অরন্ধনেতে শাক হোয়ে বাড়ী যায়. গিন্নীও খুশি হয় আমারও বাগান শাফ হয়. অরন্ধনের নাম জঙ্গল শাফ পরব।"

ইংলিশ ম্যানের আফিস।

লেপ্‌টেনেন্ট গবরণর সাহেব মিয়ার সাহেবকে ছাড়িয়া না দেওয়ায় সম্প্রতি ইংলিশম্যান সম্পাদকের আফিসে একটি বৃহৎ সভা হয়। নানা দেশ বিদেশ হইতে অনেক ইংরাজ সভাতে উপস্থিত হন।

চর্ম্মকার (Tanner) সাহেব সভাপতি, শূকর (Hog) সাহেব, ষণ্ডা (Bull) সাহেব, দর্জি (Tailor) সাহেব, ভেড়ার ছানা (Lamb) সাহেব নেকিড়া বাঘ (Wolf) সাহেব, খেঁকশেয়াল (Fox) প্রভৃতি সহকারী সভাপতি। ইংলিশম্যানের সম্পাদক সেক্রেটারি। স্থানাভাবে অন্যান্য সভ্যগণের নাম দেওয়া হইলনা।

সভারম্ভে ইংলিশম্যানের সম্পাদক দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন ঃ—

"সভাপতি ও সভ্যগণ, আমরা ভাবিয়াছিলাম যে অদ্য আমরা সকলে সমবেত হইয়া বাঙ্গালিদিগকে গালি দিব, কিন্তু কালের বিচিত্র গতি, অদ্য কি না আমাদের মিয়ার সাহেবের নিমিত্ত রোদন করিতে হইতেছে। আমি তোমাদের মুখপাত। আমি মিয়ার সাহেবের মকর্দ্দমায় যেরূপ করিয়াছি তাহা আপনারা দেখিয়াছেন। আমি ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি করি নাই, আমি সুবিচার অবিচার দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। তবে আমি যাহা করিয়াছি তাহার নিমিত্ত আমি লজ্জিত হইতেছি না, কেননা আমার লজ্জা বড় কম আছে। আবার যাহা কহিয়াছি সেটী আমার জাতীয় ধর্ম্ম। বলবানকে সমর্থন ও হীনবলকে গালি দেওয়া শুদ্ধ আমি করি নাই, সকলই ইহা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমি মিয়ার সাহেব সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। আমি আপনাদিগকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিতেছি না, যাহা প্রকৃত তাহাই আমি বলিতেছি। মিয়ার সাহেব ফাটকে গিয়াছেন সে সত্য কিন্তু যখন আমরা সকলে বলিতেছি যে তিনি নির্দ্দোষী তখন তিনি কখনই ফাটকে যান নাই। স্মিথ সাহেব তাঁহাকে ফাটকে দিউন, হাইকোর্টের জজেরা তাঁহাকে দোষী জ্ঞান করুন, লেফ্‌টেনেন্ট গবরণর তাঁহাকে অপরাধী বলুন, তিনি ফাটকে গিয়া প্রস্তর ভাঙ্গুন, যখন আমরা সকলে তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিতেছি তখন আর তাঁহার ক্ষতি কি!" সকলে করতালি দিয়া উঠিলেন। সম্পাদক উপবেশন করিলেন।

মিয়ার সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উঠিলেন তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন ঃ—

"সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে, বিশেষতঃ আমার ভ্রাতাকে যে প্রবোধ দিয়াছেন তাহার নিমিত্ত আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দেই। তবে কি না আমি উচ্ছিন্ন গিয়াছি, আমার ভ্রাতা থোলে শিলাই করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, যাহা

হউক যখন আপনারা সকলে বলিতেছেন যে আমার কোন অপমান হয় নাই আমার ভ্রাতার ফাটক হয় নাই, তখন অবশ্য আমার অপমান হয় নাই এবং ভাই মিয়ারও ফাটকে যায় নাই। তবে পেঁচোএক বেটা সামান্য হরকরা সেই বেটা আমার ভাইকে ফাটকে দিল, এই কথাটা মনে হলে আমার প্রাণটা হুহু করে উঠে।"

দর্জ্জি সাহেব উঠিয়া বলিলেন ঃ—

"ইংলিশম্যান আমাদের জন্যে বিস্তর করিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত বাঙ্গালিদিগকে ছোটো লোক, মিথ্যাবাদী জুয়াচোর বলিয়া, গালি দিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। গালাগালি দিয়াছেন ইহাতে যদিও মিয়ার সাহেবের কোন উপকার হয় নাই, তথাপি তিনি আমাদের ধর্ম্ম বাঙ্গালিদিগকে গালাগালি দেওয়া, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য তাই, আমরা এদেশে সেই নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, এই বিষয়ের শিক্ষা দিয়াছেন অতএব তিনি ধন্যবাদের পাত্র" করতালির শব্দে গগণ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইংরাজেরা কেহ নৃত্য কেহ গান করিতে লাগিলেন।

খেঁকশিয়াল সাহেব উঠিয়া বলিলেন। "সভ্যগণ! আপনারা যত উল্লাসিত হউন, সম্পাদক যত প্রবোধ দিউন, আমরা বাঙ্গালিদিগকে যত গালি দেই কিন্তু আমরা ভারি অপমানিত হইয়াছি। আমাদের লজ্জা নাই সরম নাই, মান অপমান জ্ঞান নাই। তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে আজ এখানে আমরা নৃত্য করিতে পারিতাম না। ধিক্ আমাদের! এক বেটা সামান্য হরকরা সেই কি না, সেই ভীষণ প্রতাপশালী মিয়ার সাহেবের পুত্রকে ফাটকে দিল, আর আমরা দেশ সমেত ইংরাজ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। ইংলিশম্যান যত উচ্চৈঃস্বরে ও শক্তির সঙ্গে বলুন না কেন যে যখন শতকরা ৯৯ ইংরাজ নির্দ্দোষী বলিতেছেন তখন মিয়ার সাহেবের আর লজ্জার বিষয় কি? তথাচ মিয়ার সাহেব যে ফাটকে গিয়াছেন সেও সত্য. আমরা যে অপমানিত হইয়াছি সেও সত্য, মিয়ার সাহেব যে খরচপত্রে উচ্ছিন্ন গিয়াছেন সেও সত্য!"

সম্পাদক উঠিয়া বলিলেন। আমার বন্ধু খেঁকশেয়াল সাহেব যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য। আমরা এখন এই কয়েকটী বিষয় করিতে পারি। আমি এক একটি বিষয় বলি আর সভ্যগণ তাহাতে আপনাদের মত দিউন। প্রথম আমরা যেরূপ অপমানিত হইয়াছি তাহাতে এদেশ ছাড়িয়া যাওয়া কর্ত্তব্য এবং ইহাতে আপনাদের মত কি?

খেঁকসিয়াল সাহেব বলিয়া উঠিলেন "না মহাশয় উহাতে আমি নাই, দেশে গিয়া খাব কি।" শূকর সাহেব বলিলেন "আমিও ইহাতে অসম্মত কারণ আমি একটু বদরাগী এবং দেশে গেলে আমার উপায়, আমি মারবো কাকে? দর্জ্জি সাহেব বলিলেন "আমারও ঐ কথা আমার দেশে চাল নাই চুলা নাই, দাঁড়াবার স্থান নাই আমি যাব কোথা" চর্ম্মকার সাহেব বলিলেন "দেশে আমার যে সামাজিক অবস্থা তাহা আপনারা জানেন, এখানে নবাবী ক'রে সেখানে জুতাশেলাইকরিতে পারিবো না। বিশেষতঃ শেলাইর ফোড় আমি ভুলিয়া গিয়াছি। মহাশয়! আপনারা যান আমার যাওয়া হইবে না।

সম্পাদক। তবে আপনাদের কাহারও দেশ ছাড়িয়া যাওয়া মত নহে। আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব গবর্ণর জেনারেলের নিকট আর একখানি আবেদন করা।

সর্ব্ব বাদী সম্মত,

সম্পাদক। তৃতীয় প্রস্তাব। আমার বিবেচনায় মকর্দ্দমার ব্যয়ের নিমিত্ত মিয়ার সাহেবকে কিছু টাকা চাঁদা তুলিয়া দেওয়া উচিত।

জ্যেষ্ঠ মিয়ার উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন এ অতি উত্তম প্রস্তাব। এরূপ যদি হয় তাহা হইলে আর ফাটকে যাওয়া অপমান কি। ইহা যদি আপনারা করেন তাহা হইলে আমার এক ভাই ফাটকে গিয়াছেন আমরা আর তিন ভাই ফাটকে যাইতে প্রস্তুত আছি। আমরা তিন ভাই কেন? আমার আত্মীয় বান্ধব সকলে ফাটকে যাইতে সম্মত আছেন।

চর্ম্মকার সাহেব, শূকর সাহেব, ষণ্ডা সাহেব, ভেড়ার ছানা সাহেব সকলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন, ইহা যদি হয় তাহা হইলে মিয়ার সাহেবেরা একা কেন? আমরাও ফাটকে যাইব। এই প্রস্তাবে সভ্যমাত্রে "আমি যাইব আমি যাইব" বলিয়া উঠিলেন। এবং তাহাদের মধ্যে এত উৎসাহ ও উল্লাস হইয়া উঠিল যে সকলে "আমি যাবো আমি যাবোরে আমি ফাটকে যাবো, হায়রে মজা দশ হাজার টাকা ত্রেলাল ত্রেলাল ত্রেলাল" বলিয়া গান ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ইংলিশম্যানের সম্পাদক বলিয়া উঠিলেন আমার কিন্তু উহার দশত্বরা ত্রেলাল ত্রেলাল, ত্রেলাল বলিয়া নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। সভায় ভয়ানক গোল হইয়া উঠিল এবং পোলিস আসিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিল।

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত গবরণর জেনারেল বাহাদুর মহিমার্ণবেষু।

নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইংরাজগণের করপুটে নিবেদন যে নিম্নোক্ত হেতুবাদে

জিরাল্ডমিয়ার সাহেবকে কারা মুক্তি দিতে আজ্ঞা হয়।

(১) যে হেতু যশোহরের মাজিষ্ট্রেট্ স্মিথ সাহেব মিয়ারকে অন্যায় করিয়া দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন কারণ বাঙ্গালিরা গাড়ি, পামর, পদার্থহীন, পর অনিষ্টকারী, পরবশ, পলাসি যুদ্ধে পরাজিত, পদ শূন্য, পাগল, পক্ষপাতী, পদানত ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) যে হেতু হাইকোর্টের জুজেরা আপীলে অবিচার করিয়াছেন কারণ বাঙ্গালিরা ছোটোলোক, ছ্যাঁচড়া, ছদ্মবেশী, শ্রীবিহীন, ছানাবড়া খায়, ছাগল, ছাড়ান্ত লক্ষ্মীযুক্ত, ছেঁড়া কাপড় পরিধান ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৩) যে হেতু লেপ্টেনেণ্ট গবরণর মিয়ারকে কারা হইতে মুক্তির আজ্ঞা না দিয়া অন্যায় করিয়াছেন কারণ বাঙ্গালিরা, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাচারী, মুমূর্ষান্বিত মর্কট, মুচি, মজুর, মৎস্য আহারী, মোজা জুতার জুতা খোর, মকর্দ্দমা বাজ মোশনকারী, মুরব্বি বিহীন, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৪) যে হেতু মিয়ার সাহেবের সঙ্গে আর এক ব্যক্তি ফাটকে যায়, যশোহরের জজ তাহাকে খালাস দিয়াছেন অতএব মিয়ার সাহেব নিরপরাধী বিশেষতঃ যে স্থলে বাঙ্গালিরা কাল, কুচ্ছিত, কদাকার, কৃতঘ্ন, কম জোরী, কাপড় পরে, কর্ম্ম করে, কথায় কথায় কারণ দেখায়, কর্কশ ভাষী, কোমল শরিরী কথায় কথায় কাঁদে, কুক্কুর, কুষণ্ড, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৫) মিয়ার বালক আবার এদেশীয়কে মারিয়াছে, হুজুর দয়া করিয়া খালাস দিলে সুবিচার হইবে বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা জালেম, জুয়াচোর জবরদস্তী, জাল খোর, জুলম প্রিয়, জুতা খেকো, জানোয়ার, জঘন্য, জমীদার, জাহান্নবে যায়, জাত্যাভিমানী, জিঘাংসা প্রিয়, জিগীসাপ্রিয়, জ্ঞানশূন্য, যমের সহোদর।

সর্ব্ব শেষে আমরা অতিশয় বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে বাঙ্গালিরা মিথ্যাবাদী ছোটোলোক, বিয়াদব, মিথ্যা অভিমানী, ইংরাজি পড়ে, বিলাত যায়, সম্বাদ পত্র প্রকাশ করে, আমাদিগকে মান্য করে না, নীল করে না, ইংলিশ ম্যান না লইয়া হিন্দু পেট্রিয়ট অমৃত রাজার প্রভৃতি গ্রহণ করে, আমাদের সেলাম করে না, যাহা তাহাই করিতে দেয় না, বদমাইশ, আবার অদ্যাপি কেহ কেহ গাড়ী ঘোড়া চড়ে অনায়াসে যেতে পারে অতএব এ সমুদয় হেতুবাদ দেখিলে গবরণর জেনারেল বাহাদুরের প্রতীয়মান হইবে যে, মিয়ার সাহেব নিরপরাধী এবং তাহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করা বর্ত্তব্য।

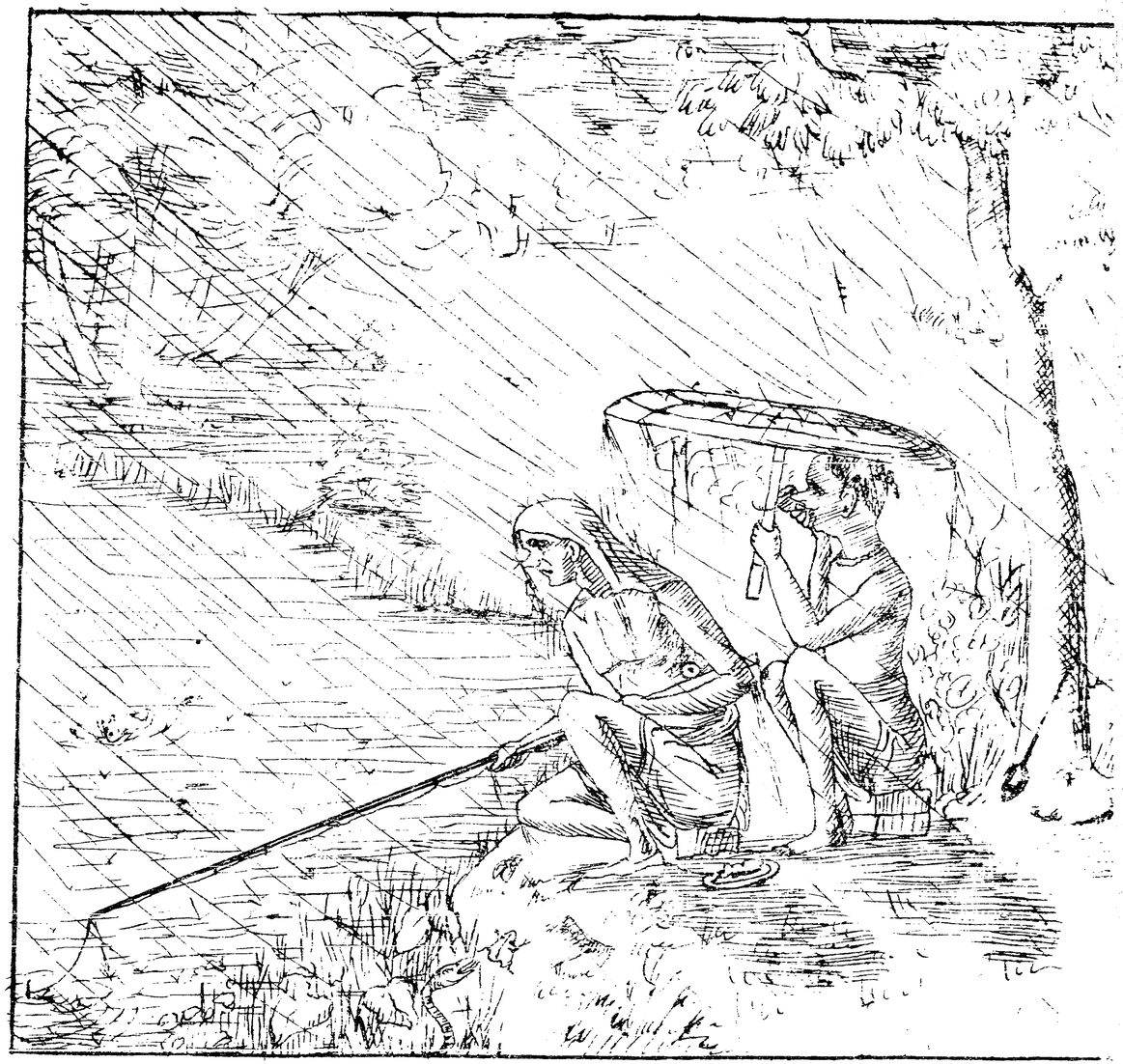

মৎস্য ধরিবার উৎকৃষ্ট সময়।

"জানিস রামা বরষা হয়েছে রোদ আছে আর বৃষ্টি হচ্চে, আজ বড় মাছ ধরবার সুখ হবে - মাছ খাচ্ছে ছাতাটা সোরিয়ে নে।"

রাম "আজ্ঞে আমি অনেকক্ষণ সোরিয়ে নিয়েছি।"

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর।

মেং, শূকর, বি মেষ সাবক
নি, জেলে সি, দর্জি
এম, চর্ম্মকার এম, ছুতার
ডি, কর্ম্মকার, পি, কুক্কুর, এম ঘণ্টা
বি, ষণ্ড এম, বিড়াল, টি, জমিন
সি, নেকড়ে ব্যাঘ্র, ভিদ বগনেস, এম, গুল্ফ
এস, আবৃত, জি নাপিত, এম সামান্য
টি, কর্দ্দম, সি, ধুবা, জি রাত্র
পি, উদর, এম, বাবুর্চি পি, কেরাণী
এম, তালা, টি খানসামা, এম, জোঁক
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

পুরাণ ইয়ারদ্বয়ের সম্মিলন।

আমাদিগকে পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে "শিবের অনুচর নন্দী ভৃঙ্গি, কৃষ্ণের অনুচর সুদাম, ছিদাম, রামের অনুচর নল, নীল, গয় গবাক্ষ, আপনি বঙ্গদর্শনের নিকট কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুচর ভেক নৃত্য করিতেছে, লিখিয়াছেন এ অনুচর ভেক গুলি কে?" এ অনুচর গুলি মহাপ্রভু রাম প্রভৃতির অনুচর অপেক্ষা সামান্য ব্যক্তি নন। ইহার দুই জন জাগ্রত হইয়াছেন। এবং অপর সকলে সত্বর জাগ্রত হইবেন। এই দুইজনের নাম "সাধারণী" ও "ভ্রমর।"

দুই জন রসিকনাগর কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর (যিনি বঙ্গদর্শনে লিখেন) তাহার সহিত আমার বাল্যকালের প্রণয়। তিনি রসিক নাগর, আমিও রসিক চূড়ামণি। কাজেই দুইজনে ছেলে বেলা হইতে ভারি প্রণয়। তবে কমলাকান্তের ছেলে বেলা একটু বদ খেয়াল ছিল। সুতরাং যে রূপ হইয়া থাকে, আগে এ রোগ তার পর ওরোগ এই রূপ নানা রোগ হইয়া শেষে বেতো হয়। বাতের নিমিত্ত তিনি আফিং খান। আমাকে আফিং ধরাইবার অনেক যত্ন করেন। আমি পালাইয়া পালাইয়া এত দিন বেঁচে ছিলাম, এবার বড় পাকড়া পড়িছি। উত্তর পাড়ার একটা ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার সেখানে নিমন্ত্রণ হয়। বাড়ি আসিবার সময় গাড়ি পেলেম না। কোথায় যাই; ইহার মধ্যে কমলাকান্তের সঙ্গে দেখা। আমাকে ধ'রে বাড়ি লইয়া গেলেন। অনেক দিনের পর দেখা, কমলাকান্ত ভারি যত্ন করিলেন। শেষে হাত ধরিয়া বলিলেন, ভাই আমার একটা অনুরোধ রাখিতে হইবে। আমার মাথা খাও এই আফিং টুকু তোমাকে খেতে হবে। আমি কি করি। হাত ছাড়াতে পারিলাম না। আমাদের শাস্ত্রে সুকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম সকল বিষয়ের ব্যবস্থা আছে। আমি শাস্ত্রমতে আফিংটুকু খেয়ে ফেলিলাম। খানিক

পরে ক্রমেই নেসা ধরিয়া আসিতে লাগিল। খানিক পরে কমলাকান্ত বলিয়া উঠলেন "ভাই বসন্তক দেখছোত কি চমৎকার বাজার।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ভাই বাজার কোথায়। কমলাকান্ত বলিলেন (দেখ্‌চ্ছ না ?) আমি বলিলাম না। "ভাল করে দেখ" "ভাই আমি কিছু দেখিতেছি না" ইহা শুনিয়া কমলাকান্ত আমাকে দুই ধমক লাগাইয়া দিলেন। তাড়া খেয়ে আমার ভেবা চেকা লাগিয়া গেল। আমি বলিলাম "তাইত দিব্য বাজার। এ কিসের বাজার।" কমলাকান্ত বলিলেন "সে আবার কি।" "কেন দেখ্‌ছ না মেছনীরা রূপের বাজারে কেমন মৎস্য বিক্রয় করিতেছ" সে কি ? কমলাকান্ত আবার দুই তাড়া লাগাইয়া দিলেন। আমি ভয়ে আর কথা বলিলাম না। শেষে কমলাকান্তের মন খুলে গেল। তিনি জেলেনী হইয়া খরিদার ডাকিতে লাগিলেন "মাছ নেবেগো, ধন সাগরের মিঠা মাছ সোণার হাড়িতে চক্ষের জলে সিদ্ধ করিয়া হৃদয় আগুণে কড়া জাল দিয়া রান্ধিতে হয়।" হীরার কাঁটা নাতীবাঁটা এইরূপ প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম ওহে ভাই ওরূপ অর্থ শূন্য কি বোকছো। কমলাকান্ত চোক গরম করিয়া উঠিয়াছে আমি অম্নি চুপ করিয়া রহিলাম। শেষে আমারও নেসা ক্রমে জাঁকিয়া উঠিল, তখন কমলাকান্তের ন্যায় আমিও রূপের বাজার দেখিতে লাগিলাম। শেষে কমলাকান্ত রূপের বাজার ছাড়াইয়া গেলেন আমি একটু পিছনে পড়িয়া দেখি, ধনসাগরের ও কুল সাগরের মৎস্যের মধ্যে এক জন রসিক বসিয়া আছেন। খাসা শান্তিপুরের ধুতি পরা, গায়ে একটা ক্রেপের জামা, জামাতে ঘড়ীর চেন ঝুল্‌ছে, দশ অঙ্গুলে দশটি আংটি জেলেনীদের সঙ্গে রস রঙ্গ করিতেছেন, আর আল্‌বোলাতে তামাক খাইতেছেন, আল্‌বোলাটা কখন "খুড়খুড়" করিতেছে কিন্তু অনেক সময় জেঠা, জেঠা করিতেছে। তার পরে গেলাম বিদ্যার বাজারে, সেখানে গেলে কমলাকান্তের গা ধরিয়া ঝাঁকিয়া বলিলাম ওহে আবার কি করিতে লাগিলে। তুমি কি পাগল হইয়াছ। বিদ্যার বাজারে নারিকেল সে আবার কি ? কমলাকান্ত আবার চোক গরম করিয়া উঠিলেন। আমি ওমনি ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়িলাম। যে ভয়ে জড়সড় হইয়াছি আর অম্নি নেসায় আমাকে অবিভূত করিল। আমি বিদ্যার বাজার দেখিতে লাগিলাম। কমলাকান্ত ক্রমাগত পদার্থ অপদার্থ নত্ব, সত্ব, কত কথাই বলিলেন, তাহার মাথা মুণ্ড কি কর্‌বেন তাহা তিনিই জানেন না। তিনি চলিয়া গেলেন, আমি আবার পিছনে পড়িলাম। দেখি একজন যুবা ঘরে কবাট বন্দ করিয়া কি করিতেছেন। আমার উহাকে দেখিবার জন্য কৌতুক হইল। জানালার দ্বার দিয়া উঁকি মারিতে লাগিলাম। শেষে চস্‌মা চক্ষে দিলাম। মধ্যে দেখি একজন যুবা ইংরাজী এক খানি পুস্তক হইতে চুরি করিয়া কি লিখিতেছেন। আর চারিদিগে তাকাইতেছেন। কোন্‌দিকে শব্দ হইলে অম্নি তাড়াতাড়ি ইংরাজী বহি খানা বাক্‌সে বন্দ করিতেছেন। ইংরাজী বহি খানির নাম কি তাহা জানিতে পারিলাম না। কিন্তু পুস্তকের প্রায় পাতে পাতে ছবি আছে। শেষ কালে যেরূপ হইয়া থাকে, আমার একটু কাশি এল, আমি কাশিয়া উঠিয়াছি আর ঐ যুবকটী তাড়া তাড়ি বহি খানি ঢাকিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া আমাকে দুই তাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। আমি ভয়ে বলিলাম বাপু আমি গরিব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর জন্য খান কয়েক পুস্তক ক্রয় করিব, তাহাই আপনার দোকানে এসেছি। যুবক বলিলেন আমার দোকানেতে আর কিছু নাই কেবল নবেল আছে। আমি বলিলাম আম'কে তাহাই দিন। যুবক বলিলেন শুনুন ঠাকুর এখন ছেলে পিলে রেনলডের নবেল পড়ে এবং এ নবেল বড় জঘণ্য, ইহা ভদ্র লোকের পড়া কর্ত্তব্য নহে। আমি সেই নিমিত্ত ভাল নবেল অনেক লিখিয়াছি, তুমি লইয়া যাও। আপনার কেহ যেন রেনলডের নবেল পড়ে না। আমি বলিলাম বাপু হে সে পুস্তক গুলা কেমন, যুবা বলিলেন তাহার পাতে পাতে ছবি আমি মনে মনে ভাবিলাম তাহা বটে, তাহা হলে যে তুমি ধরা পড়। তাহার পর আর এক বাজারে উপস্থিত। কমলাকান্ত ভায়া ক্রমে নেসায় অবসন্ন হইয়া আসিলেন। কি বকেন কি কন, তাহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া আমার ভয় হইল পাছে তিনি খেপে উঠেন মুষ্টিযোগ, জন বিয়োগ নিয়োগ প্রভৃতি কত কথা বলিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই। মধু কান মরিয়া যাওয়ায় ভেবে ছিলাম যে অন্ন প্রাসের হাত হইতে বুঝি জগত রক্ষা হল কিন্তু আবার সেই উৎপাত দেখিয়া আমার ভয় উপস্থিত হইল খানিক পরে কমলাকান্ত আমাকে বলিলেন ঐ দেখ প্রাকটিকাল সাইন্‌স্। আমি দেখি এক জন যুবা ইংরাজিতে কি বলিতেছেন আর এক জন সাহেব তাহাকে ঘুসাইতেছেন আর তিনি বলিলেন সাহেব তুমি আমাকে ইনসল্ট করিলে। ওহে বসন্তক ঐ দেখ মুষ্টিযোগ, তুমি ভেবেছিলে আমি কি বল্‌ছি ঐ দেখ। আমার ইহা দেখিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। আমি ভাবিলাম বঙ্গ দর্শনের বিজ্ঞ সম্পাদক

কি ইহা কখন দেখেছেন কমলাকান্ত বলিলেন, খুব দেখেছেন। তিনি যাহা দেখেছেন উহা আমিও দেখি নাই তুমিও দেখ নাই। আমি শুনিয়া অবাক হইয়া ভাবিলাম তবে বঙ্গ দর্শনের সম্পাদক ভারি বহুদর্শী। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম কমলাকান্ত বকতে লাগলেন।

দুর্গোৎসব।

দুর্গোৎসবটি আমাদের দেশের উৎসবের রাজা; যদিও উৎসবটি তিন দিন মাত্র স্থায়ী তথাপি ইহার আমোদ আগা. গোড়ায়, ভাদ্রমাসের ১৫ তারিখ থেকে সুরু হয় ও কার্ত্তিকের ১৫ তারিখে ছিড়েমরে, দেশ বিদেশের সকল লোকেই এ উৎসবটিকে জানেন ও ইহার আমোদ ভোগ করেন কিন্তু বিদেশস্থ সভ্যগণ নিজ সহরের কারখানাটা জানতে পারেন না। এই জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট দুর্গোৎসবের একখানা চিত্র দিতেছি।

ভাদ্রমাসের ১৫ দিন যেতে না যেতেই দুর্গোৎসবের আমোদ সুরু হয়—সদাগর সাহেবগণ এর পাগড়ি ওর মাথায়দে হুড়মুড়িয়ে সাটিন, গাজ, মখমল, ধুতি, চাদর আমদানি করে ফেলেন আর দোকানদারেরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজার চাউলের জন্য হামড়া কামড়ির ধরণেগে সেই সমস্ত কিনেনে দোকান সাজায়ে বসে। বড়বড় রোজকেরে বাবুরা গিন্নির গহনা গড়াবার সোণা কিনিতে বেরোন; ধনাঢ্য হোমরা চোমরারা ভাল ভাল জরির সাটিন, ফুলদার মখমলের জামা কর্ত্তেছেন, সুদখোর বাবুরা নূতন আভাঙ্গা কাপ্তেন বাবুর তল্লাশ কর্ত্তে থাকেন; বাড়ীর কর্ত্তারা বাড়ি মেরামত ও রং টংদে জলজলাট করবার উদ্যোগে লাগেন; বড় বড় লম্বাটিকি ও কপালে হাড়িকাট কাটা অধ্যাপকেরা বার্ষিক সাধতে বেরোন; ছোট ছোট ছেলেরা নিত্য চণ্ডিদালানে ঠাকুর গড়া দেখতে থাকে। এই রূপে পূজা ক্রমে নিকট হয়ে আসে সহরে পূজা পূজা ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না; বাজার হাট ও দোকান সকলের যেন নবকলেবর হয়ে উঠে—এদিকে ঢাকাই, উদিকে সাটিন, সেদিকে ডাকের সাজ, ওদিকে কাপড়, ইদিকে মসলা, জিনিসে জিনিসে ছয়লাপ, সন্ধ্যার পর বড়বড় রাস্তায় দোপটি যাত্রাওলাদের আখড়া দেওয়া আরম্ভ হয়, দোধারি পাড়াগেঁয়ে বাঙ্গালেরা ঢোলের চাঁটিও "তুমতানা নানা তুমতানা নানা না তা শুনতে লেগেছে, বড় মানসের বাড়িতে যাত্রার মহলা হতে লেগেছে; ছেলেরা আমোদ ক'রে সংদেখছে ও নিতান্ত ছোট ছোট গুলি সঙ্গের মুখে চুনকালি দেখে ভয়ে ঝির কোলে গে মুখ লুকাচ্ছে।

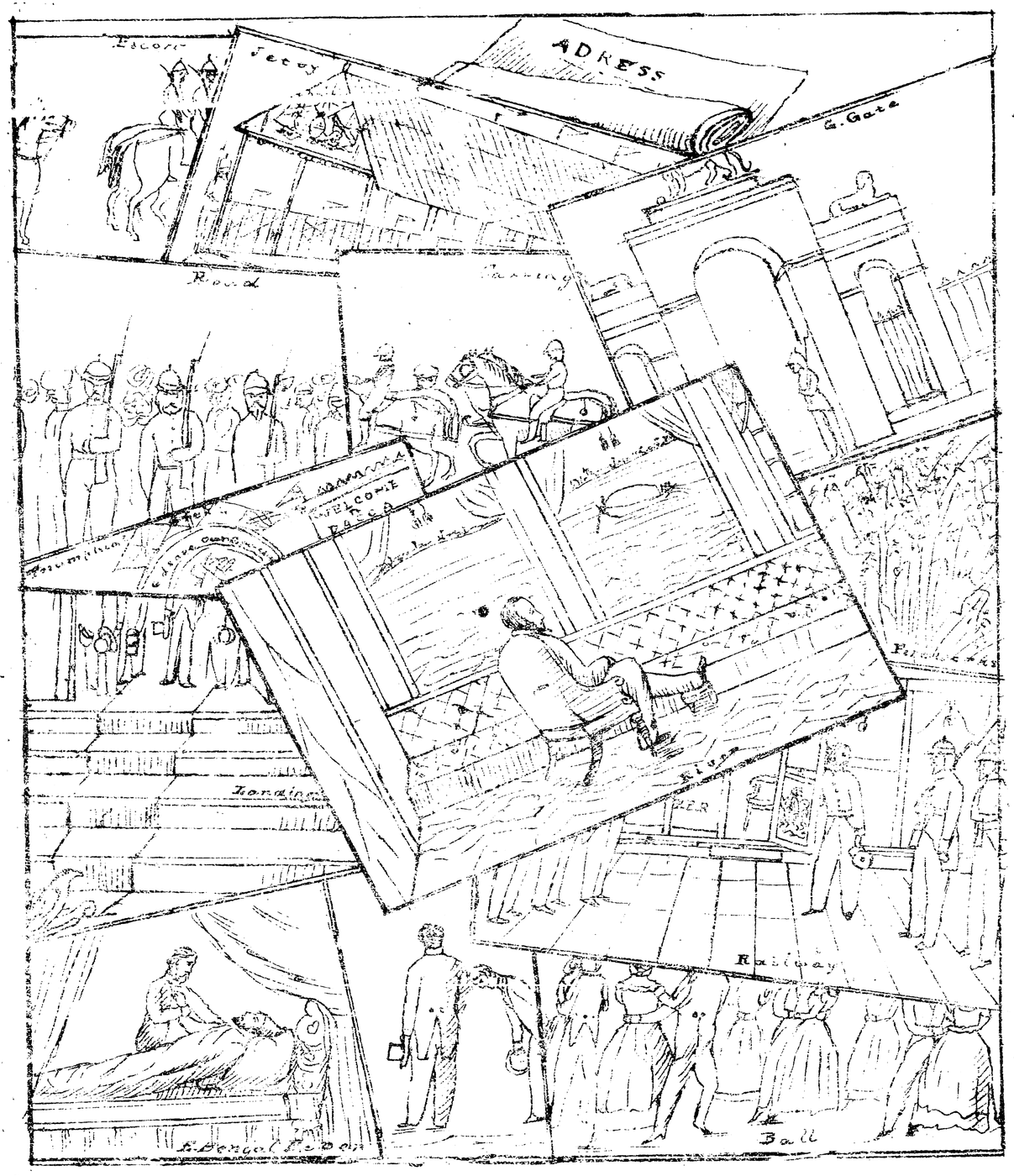

আমাদিগের বিশেষ নমস্কারের প্রেরিত।

বড়কর্ত্তা পূর্ব্বপ্রদেশে যাহা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন

ক্রমে পূজা নিকট, জলের মত সময় কেটে যাচ্চে, চতুর্থী এসে পড়লো চাকরে বিদেশী কেরাণীরা আজ ছুটি পাবেন কিন্তু ছুটি আর হয় না, বাতি জেলেও কায হচ্চে, করেন কি বিকারী রোগিরা শয্যাকণ্টকীতে যেরূপ ছটফট করে সেইরূপ ছটফট কচ্চেন কি সর্ব্বনাশ আজ হলো চতুর্থী এখনো গিন্নীর শাটী মিশি, মাথাঘশা, চুলবাঁধা জরি খরিদ হয়নি; করেন কি চারা নাই! অনেক কষ্টের পর রাত ৭॥ টার সময় আপিসের বড় সাহেব মাহিনা বাঁটতে লাগলেন ও সঙ্গে সঙ্গে এনামদিতে লাগলেন। আহা এখন আর কেরাণী ভায়াদের মুখে হাঁসি ধরে না, সম্বৎসরের "ইষ্টুপিড" "ড্যাম" "রাসকেল" &c. &c. ঘুসো, লাথি সব ভুলে গেলেন; দুহাত তুলে "জয় হুজুরের জয়" ব'লে বগল বাজায়ে আপিস থেকে বেরিয়ে আগুন খাকির মতগে বাজারে প'ড়লেন; ঠাকরুণের তম্বিসাটী হ'ক না হ'ক গিন্নীর ঢাকাই গুল বাহার, চিনের সিঁদুর, বেলওয়ারী চুড়ি,ম্যাকেসার অয়েল কিনতেই ব্যতিব্যস্ত হলেন, ক্রমে রাত দুই প্রহর পর্য্যন্ত লাঠিমের মত ঘুরে ঘুরে বাজার কোরে বাঁসায়গে বুচ্‌কি বাচ্‌কা বাধ্‌তে লাগ্‌লেন। আজ আর চক্ষে ঘুম নাই—"কতক্ষণে প্রভাত হয় কতক্ষণে প্রভাত হয়" মনে তোলাপাড়া কর্ত্তে লাগলেন ও কীচকের ন্যায় ব্যগ্র হ'য়ে বার বার আকাশের দিকে উকি মার্‌তে লাগ্‌লেন শেষে পঞ্চমীর প্রভাত উদয় হলো, কাক গুলোর কাকা রব শুনেই বাড়ী মুখো চাক্‌রেরা একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পেলে—তাড়াতাড়ি-তল্‌পিতাল্‌পানে বের হ'লেন কিন্তু মানিনী কামিনীর ন্যায় আকাশটার গোমড়া মুখ দেখেই আক্কেল গুড়ুম—কি করেন "উষার মাথায় দিয়ে পা যেথা ইচ্ছা চলে যা" খোনার বচনটা স্মরণ ক'রে বেরিয়ে প'ড়লেন কিন্তু আমার মতে আকাশের মূর্ত্তি দেখে খোনার বচন স্মরণ না ক'রে "দিনানি গণয়েৎ-কান্তা দিনানি গণয়েৎ যম। নজানেহং ভবানন্দ প্রাক্‌যামি কস্য মন্দিরং॥" মনে করা উচিত ছিল।

দুর্ভিক্ষ।

এতদিনের পর দুর্ভিক্ষের ইতি গাওয়া হলো,এখন ৩॥০ দরে খরিদ করা চাল ১॥০ টাকা দরে ও ৫২ টাকা দরের স্থলে ১২ টাকা দরে বিক্রি হলো কিন্তু এও লোকের মনের (যদিও গরমি নাই তথাপি সাবেক গরমির দং) ভাপেই হ'য়েছে। বার আনাতে চাল বিক্রি হবে। পূর্ব্বে আমাদের অনেকেই অর্ব্বাচীন ব'লে মনে ক'রে ছিলেন কিন্তু আজ

কাল এক এক সেলে ৫ লক্ষ ৭ লক্ষ মোন চাল বিক্রীর বিজ্ঞাপন একস্‌চেঞ্জ গেজেটে দেখে সে ভাবটা গেছে, এখন ভাবছেন যে পেটমোটা বামুণটা ব'লে ছিল ভাল। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে একা কলিকাতা হইতে ৬৪৩৩৫৯০ মোন চাল রপ্তানি হয় আর এবৎসর ২৭৬৩৩ ২১ মোন হয়েছে কিন্তু এটা একদিনে হয় নাই দিন দিন ঠাওর পাওয়া গেছে-লো তবু যে কেন হাঁপাহাঁপি ক'রে গভর্মেণ্টে দেশবিদেশ থেকে চাল এনে ছিলেন মিত্রজা হাচাল যো চালের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েসন ঢাক কাঁদে ক'রে দুর্ভিক্ষের ঢেড়রা পিটেছিলেন ও সম্পাদক ভায়ারা রপ্তানি বন্ধ ও অজন্মা ক'রে খেপেছি-ছিলেন তা বোঝা যায় না। যাঁরা দুর্ভিক্ষের গোঁড়া ছিলেন ও যাঁরা রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন অথবা যাঁদের "নিদেম গামছাখানা" পটেছে তাঁরা ব'লছেন "বাহবা বাহবা কি নির্ব্বিঘ্নেই দুর্ভিক্ষটা এড়ান হলো" আর যাঁরা দশ-হাজার পাঁচহাজার চাঁদা দেছেলেন তাঁরা যা ক'চ্ছেন তাহা একটী গল্প ব'লে বোঝাতে হলো। একজন পাড়াগেয়ে লোহকার গ্রামস্থ লোকের কাছে মিস্ত্রী-পনার বাহাদুরী দেখাবার মনে অনেক কষ্টে একটি পিস্তল বানায় এবং সভার মাঝে বাহবা বৃষ্টি পাবার জন্য বারও-য়ারীতলায় সেই পিস্তলে আট অঙ্গুলি পরিমাণে বারুদ গেদে আগুণ দেন— যে আওয়াজ হওয়া অমনি মিস্ত্রীর পিস্ত-লের নলটী তার দুইটি অঙ্গুলি দোষর নে উড়ে যায়, কিন্তু মিস্ত্রী অমনি হাতের জ্বালায় ও লোক লজ্জার খাতিরে "হা সাবাস হা সাবাস" বলে নেচে উঠে। চাঁদা দাতাগণকেও সেইরূপ "হা সা-বাস" ব'লতে হচ্চে। যাহা হউক ৫ ক্রোটী টাকার এষ্টিমেট ছাড়ায়ে ৬ ক্রোটী টাকাতো খরচ হ'য়ে গেল কিন্তু ইণ্ডেণ্ট দেয়া খেতাব গুলি এখনো না পঁউছানতে অনেকের শয্যাকণ্টকী হ'-য়েছে; তাতে আবার ২৫।৩০ লক্ষটাকা সুদ কোথা থেকে আসে ও কে দেয় এইনে মহা আন্দোলন হচ্ছে। যে নেবার সে নেগ্যালো এখন দেবার বেলাই ধরপাকড়! দুর্ভিক্ষ বহনকারী জমীদারগণের ও প্রজার ঘাড়দেই যাবে। এ চুরির পুলিসের দ্বারা তদারকের মত হলেই চক্ষু স্থিরহতে হবে।

বিজ্ঞাপন।

পাঠকগণ আপনারা আমার গর-হাজীরীতে বড় ব্যস্ত হ'য়েছেন, মনে ক'রেছেন বুঝি আপনকারদিগের কিঞ্চিৎ নিয়ে ঘটকে পো'ড়লেম কিন্তু সেটা ভাবা ভাল হয়নি যেহেতু আমি বার বার ব'লেছি যে আমি সেরূপ লোভী নহি

বরাবরের বৃত্তি যা আছে তাহাতে জয়-রাধে বোলে দাঁড়ালেই উদর পূরণ হতে পারে তবে সকল দোর খেয়ে রাখলে আখেরে কি হবে? তবে কেবল বড় বড় লোকেব দেখা শুনাতে আমোদ পাই ব'লে এইরূপে দ্বারেদ্বারে বেড়াই। তবে যদি বলেন এবার এতদেরী হলো কেন? তার উত্তরে এই মাত্র বলি যে পূজার সময় বাসন্তিকার মিশি, সিঁদুর মাথাঘশা, ঘুনশী, সাটি, "বার সতের" খরিদ কর্ত্তে ব্যস্ত ছিলাম (ন্যায় অন্যায় বিচারের ভারটা যেন দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষের সংসার গ্রাহীদের দেন) আর পোড়া ছাপাখানার বামুণ কম্পোজিটর গুলোকে কাটনাকাটা কড়িতে আধা-ছানার মণ্ডা, নূতন গুড়ের মুয়া, সুপক্ক চাটিমকলা প্রভৃতি খাওয়াইয়া ভুলায়ে রেখেছিল ছাড়ান পায়নি। কাযেই আমি হাত পা বন্ধ হয়ে কুমড়া গড়াগড়ি যা-চ্ছিলেম আর মনে মনে ভাবছিলেম, যে পাঠকগণ বড় রাগ ক'রলে ব'লবো মহাশয়েরা স্থির হও এই আমার নূতন তামাসা দেখুন।" আর পাঠকগণ গাল মন্দ দিবেন না যেহেতু আমাকে মূর্খ, গাধা, অলস, অনড়ডান বলবার অগ্রে মনে ক'রবেন যে বড় তাড়া হুড়ো ক'র্লেই আমি ব'লে ফেলবো "আমি আপনাদেরী সভাসদ।" এ কথাটা যে বড় সহজ নয় তা একটি গল্প ব'লে বুঝাই—এক রাজা তাঁহার ভাঁড়কে গর-হাজিরী জন্য বড় তম্বি করাতে ভাঁড় বলিল "খোদাবন্দ আজ নকল ক'রে সব অকুলান পুরাব" ও সভা বসিলে এক বহু দীর্ঘ রজ্জের পাগ বেঁধে উপস্থিত হ'য়ে বড় ব্যগ্রভাবে "ধর্ম্মঅবতায় এক বার ধরুন একবার ধরুন" ব'লে পগগটি ক্রমে সকলকে ধরালে, এমন সময় তার উত্তরসাধক এসেই ভাঁড়কে ঘাকতক প্রহার ক'রে বললে "আরে ধোবা তোর গাধা কোথা" ভাঁড় পাগের এক খুটধ'রে সভয়ে উত্তর করিল "এই সব রয়েছে।"

বসন্তক সম্বন্ধীয় নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদে-শীয় বার্ষিক ৩৷৵০; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ৷৷০ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্ট্যাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্র-য়ের খরচা হিসাবে /০ আনা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩৷৵০ পাঠাইবেন, তাঁ-হারা ৩৷৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তকের সম্বন্ধী পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তকে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৵০ গৃহীত হয়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত	বাবু	যদুনাথ ঘোষ, নাগাহিলস,		১॥৵০
"	"	সুরেন্দ্রকুমার মিত্র	..	১
"	"	বরদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়		২
"	"	নীলমাধব দাস,	...	১
"	"	কেদারনাথ দাস,	..	১
"	"	ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩
"	"	গোঁসাইদাস কুণ্ডু	...	৩
"	"	ঈশ্বরচন্দ্র বসাক	...	৩
"	"	চণ্ডীচরণ মিত্র	..	৩
"	"	জগদীশনাথ রায়	...	৩
"	"	শিবচন্দ্র সরকার কিরণছাচ		৩।৵০
"	"	কেশবচন্দ্র ঘটক জলপাইগুড়ি		৩।৵০
"	"	প্রসন্নচন্দ্র সান্যাল মুক্তাগাচা		৩।৵০
"	"	নৃসিংহচরণ নন্দী	..	৩
"	"	জামালউদ্দিন আহম্মদ গোহাটী	..	৩।৵০
"	"	চন্দ্রচন্দ্র ধর	..	১॥০
"	"	হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	২
"	"	রাধাপ্রসাদ বসাক	...	১
"	"	শশিভূষণ বিশ্বাস	...	১
"	"	কেশবচন্দ্র দাস	..	২
"	"	গিরিশচন্দ্র দাস	...	১॥০
"	"	সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়		১।০
"	"	রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়		১
"	"	গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	২
"	"	উমেশচন্দ্র বসু	...	১॥০
"	"	উমেশচন্দ্র মিত্র	...	১
"	"	ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	..	২
"	"	গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী	..	১
"	"	উমাচরণ মিত্র	...	১॥০
"	"	হরেকৃষ্ণ আঢ্য	..	১
"	"	ক্ষেত্রলাল মল্লিক	...	২
"	"	হরলাল রায়	..	১॥০
"	"	পুনিলাল লালা	..	১॥০
"	"	তিনকড়ি দে	...	১
"	"	জগচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী	..	১
"	"	ক্ষেত্রনাথ ঘোষ	..	৩
"	"	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৩
"	"	সারদাপ্রসাদ মিত্র	...	৩
"	"	মহেশচন্দ্র চৌধুরী	..	৩
"	"	বিশ্বনাথ বসু	...	৩
"	"	রামহৃদয় সান্যাল	..	৩
"	"	মাধবকৃষ্ণ সেট	..	৩
"	"	শ্যামলাল বসু	..	৩
"	"	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩
"	"	মাথাবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	..	৩
"	"	প্রসাদ দাস	...	৩
"	"	বিনোদবিহারী মল্লিক	...	৩
"	"	বেণীমাধব গুহো	...	৩
"	"	লালমোহন পাল	...	৩
"	"	কৃষ্ণচন্দ্র সরকার	..	৩
"	"	কেশবলাল মল্লিক	..	৩
"	"	যদুলাল মল্লিক	...	৩
"	"	তুলসীদাস মল্লিক	..	৩
"	"	মদনমোহন হালদার	..	৩
"	"	এম্ ডিসোজা	..	৩
"	"	সাণ্ডার্স	..	৩
"	"	ক্ষীরোদকুমার দত্ত	...	৩
"	"	ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়	..	৩
"	"	নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	...	৩
"	"	ক্ষেত্রমোহন দত্ত	..	৩
"		শ্যামলাল পাল	...	৩

কলিকাতা, চিতপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

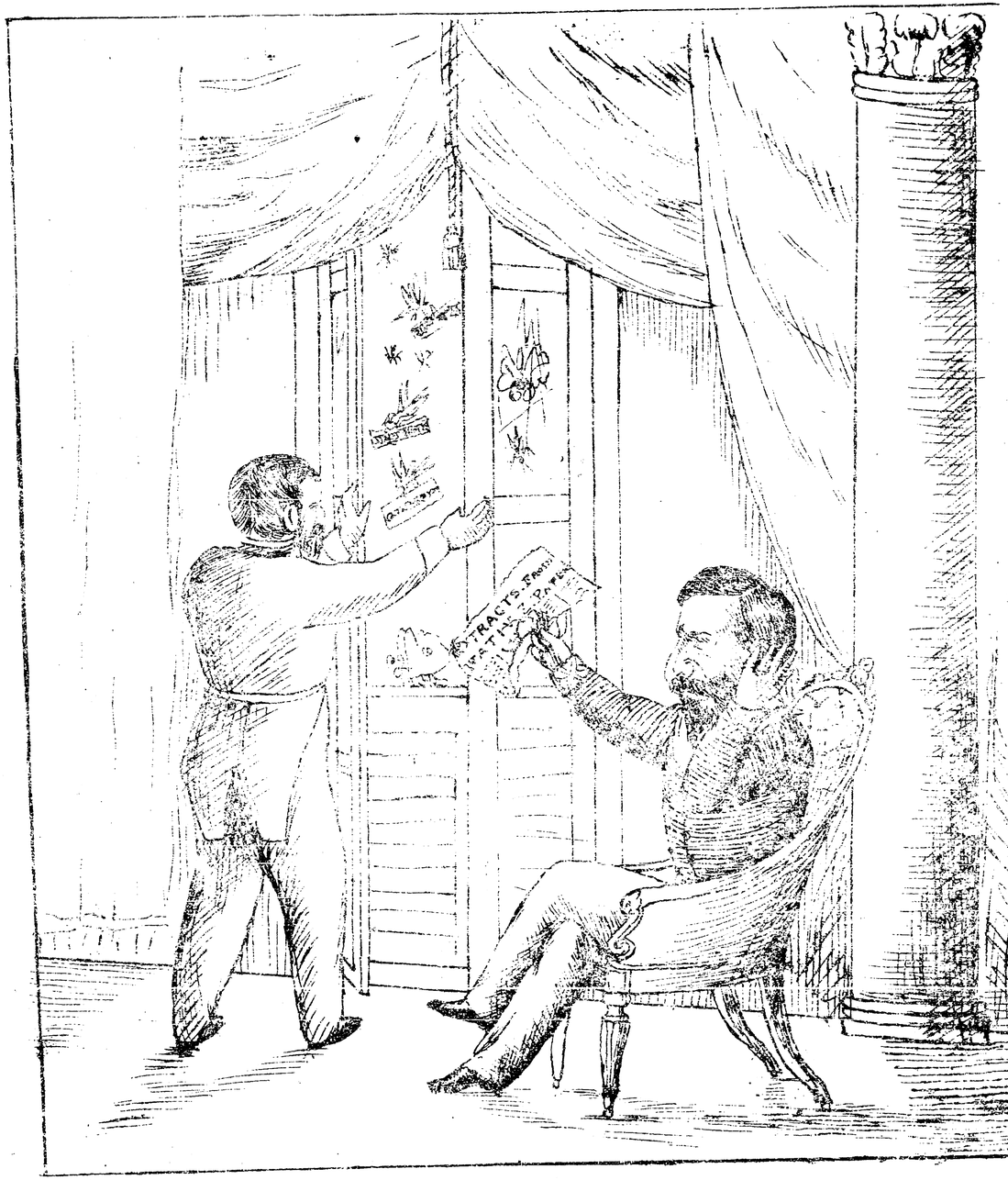

ছোটকর্ত্তা " আরে ভন্‌ভনানিতে আর বাঁচা যায় না,
আজ থেকে ঐ দ্বারটা বন্ধ কোরে দেও। যত ইচ্ছে বাহিরে

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

দশম সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩২৬ নং ভবনে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

শারদীয়া পূজা।

নূতন পঞ্জিকায় লিখিয়াছে এ বৎসর শারদা নাকি অশ্ব পৃষ্ঠে আগমন করিবেন। কি সর্ব্বনাশ! সেকেলে বুড়াগুলো এখনকার নব্যসম্প্রদায় যুবতীগণের গাড়ি চড়াতে বড় নাক শিট্‌কাতেন. এখন কি করিবেন বলুন দেখিন? একেবারে ঘোড়ার পিঠে! "জিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক" হোলে কি রক্ষা আছে। পঞ্জিকাকারদিগের এ কথাটী লেখা ভাল হয় নাই; আর শারদার কি এই কাজ! তিনি কোথায় বঙ্গ-মহিলাচয়ের উপমাস্থল, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা শক্তি রূপা—ঘোড়ার পিঠে! এতদিনের সিংহ কি অধঃপাতে গেল, এক্ষণে মার ভার কি এত গুরু হইয়াছে, যে কেহ এক্ষণে বহন করিতে পারে না? কি দুঃখ কি দুঃখ!

বিশেষতঃ শ্রবণ করিলাম যে ও পাড়ার সেনজাদের বৌমা নাকি ঐ কথা পাঠ করিয়া (এক্ষণে মেয়েরা ভাত রান্ধিতে পারুগ না পারুগ বোহি পড়িতে পারে) শশুরকে বলিয়াছেন এ বৎসর দেশে যাইতে হইলে তিনিও ঘোড়া "চেপে" যাবেন। কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ! আমার বাসন্তিকা যদি এক্ষণে ঘোড়া চেয়ে বসেন তো কি করিব। মনে করুন তাকেই যেন একটা কিনে দিলাম; তাহা হইলে তো আমাকেও ঘোড়া চোড়ে গড়ের মাঠে

হাওয়া খেতে হবে তার উপায় কি? আমাকে বয়কে? এক উচ্চৈঃশ্রবা আর শিবের নন্দ; ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবাকে দেবে কেন; আর শিবের ষাঁড়টী যদিও পাইলে পাওয়া যায় কিন্তুনিলে শিব কি চড়িয়া আসিবেন। এই সাত শতের ভেবে আমাদের বিশেষ সংবাদ দাতাকে পাঠাইতে স্থির করিলাম—ব্যাপার টা কি জেনে আসুক, একথা সত্য না পঞ্জিকাকারদের মেয়ে খ্যাপান কথা। গুড় ছড়ালে মাছির অভাব কি? তৎক্ষণাৎ আমাদের বিশেষ সংবাদ দাতা সুসজ্জ হইয়া উপস্থিত হইলেন; পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিতে পাইলে লোকে কি প্রকারে ভাঙ্গে চিত্র দর্শন করিলে বুঝিতে পারিবেন, পৃষ্ঠ দেশে শীত প্রদেশ জন্য পসমি পোষাকের ঘটাটা দেখিবেন।

এই বেশে চতুর্থীতে আমাদিগের নিকট বিদায় লয়েন, তৎপরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংবাদদাতার লিখনমত নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

বিশেষ সংবাদ।

"মহাশয়ের নিকট অব্যাহতি পাইয়া দেখি যে পথে বড় কাদা, বৃষ্টিরও কসুর নাই, শীত করিতে লাগিল। মনে ভাবিলাম, এই স্থলেই এত শীত না জানি হিমালয় কি না হবে। পথের সম্বল ভাল করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

এই ভাবিতে ভাবিতে রাধাবাজারে গিয়া উপস্থিত— * * * *।

সে স্থল হইতে নির্গত হইয়া মনে করিলাম যে পোলতো একপ্রকার নির্ম্মাণ হইয়াছে, যদি অমনি পার হইতে পারি তো ফেরির পয়সা দিব কেন।

টক্ টক্ করিয়া সাহেবান চালে পোলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। একজন ভদ্রতর কেরাণিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ওহে বাপু স্মিথ্ সাহেব কোনখানে কাজ কোচ্ছেন?"

সে অবাক হইয়া উত্তর করিল, "স্মিথ্ সাহেব আবার কে।"

আমি বলিলাম "ওহে ঐ যে স্মিথ্ সাহেব যে উপারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্।"

সে কহিল "তার নামতো স্মিথ্ নয় তার নাম জোন্স্।"

আমি গম্ভির স্বরে মস্তক নাড়িয়া কহিলাম "হাঁ হাঁ স্মিথ্ জোন্স্ বটে।"

সে কহিল আজ্ঞা "স্মিথ্ জোন্স্ তো নয়, এফ্ জোন্স!"

আমার কর্ম্ম উদ্ধার হইল নামটা জানা গেল "হুঁ হুঁ এক এফ্ জোন্স্।" বলিয়া পোল দিয়া চলিলাম। এফ্ জোন্সের দোহাই দিয়া অক্লেশে পার হইয়া পড়িলাম। পড়িয়া দেখি যে গাড়ি ছাড়ে, ছুটে গিয়া একখানা টিকিট্ কিনে গাড়ি

চোড়ে বসিলাম গাড়ি ভোষ ভোষ কোরে চলিল। * * * *

প্রভাত হয় এমত সময় বড় শীত করিতে লাগিল, অনুমান করিলাম যে হিমালয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, আমি যে পসমি পোষাক আনিয়াছিলাম তাহা পরিধান করিয়া চতুর্দ্দিগে অবলোকন করিতে লাগিলাম "কাকস্য পরিবেদন" কেহই নাই, কেবল শীত। উকি মারি ঝুঁকি মারি কিছুই নাই। মহা ভাবনা হইল, ভাবিতেছি এমত সময় ভোঁ ভোঁ গড়াগুম গড়াগুম শব্দ হইতে লাগিল, আমি চমকি ফিরিয়া দেখি যে আলোয় আলময়। উকি মারিয়া দেখি যে ঠিকানায় পৌঁছিয়াছি আর কে পায়, কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসিলাম। বোম মহাদেব। গণেশ ভায়া গলায় মাদল বেন্ধে একলা কন্সর্ট ঢেঁকিচাড়া বাজাচ্ছেন, তবে নারদের দেওয়া বীণা, হাতি সুঁড়ে ভেপু আর মৃদঙ্গে যত দূর হোতে পারে—আমার বড় ভাল লাগলো না তবে দেবকর্ণ আমাদের কর্ণ সম নহে, গণেশই মহাদেবের বেণ্ড্ ও বেণ্ড্ মাষ্টার। কার্ত্তিক হোচ্ছেন কমাণ্ডর সুতরাং বুট্ পরিতে হয়। পোরে মহা ফপর দালালি কোরে বেড়াচ্ছেন, ফড়াক্ কোরে হেতা থেকে উড়ে হোতা হোতা থেকে উড়ে হেতা। জয়া সিংহকে সুসজ্জ করিয়া বসিয়া আছেন, নন্দী নন্দকে সাজাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এমত সময় মহাদেব ঢুলিতে ঢুলিতে উপস্থিত হইলেন, অমনি নন্দী অগ্রসর হইয়া নিকটে গেলেন, নন্দীর স্কন্ধ ধরিয়া ষাঁড়ে গিয়া উঠিয়া বসিলেন।

বিজয়াকে বাটী থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবেক, যাইতে পাইবেন না বিষণ্ণ বদনে শুভ যাত্রার নিমিত্ত এক লোটা সিদ্ধি লইয়া শিবের নিকট ধরিলেন।

মহাদেব যেমন হাতটী বাড়াইয়াছেন, অমনি ভগবতী লক্ষ্মী সরস্বতী সহিত আয়িসা উপস্থিত হইলেন। মহাদেব ষাঁড়ারূঢ়, তাঁহাকে সিংহোপরি বসাইয়া কে দেয় দেখিয়া মনে রোষ হইল, কহিলেন "আমি যাব না।"

মহাদেব চমকাইয়া নয়ন উন্মিলন করিয়া ভগবতীর প্রতি চাহিলেন, সিদ্ধি পাত্র ধারণ করিতেছিলেন, যেতাকার হাত সেথায় রহিয়া গেল।

ভগবতী পুনশ্চ কহিলেন "দেখ দেখিন্, কোন যুগে একটা সিংহ দিয়েছেন, তাই চোড়ে আজ্ও যেতে হবে, এক্ষণে বঙ্গের লোকেরা খেতে পাগ্ না পাগ্, গাড়ি ঘোড়াটা ভাল করে, আমি কি আবার অপমান হোতে যাব। ওঁর কি সিদ্ধি খেয়ে ঐ বুড়ো ষাঁড়টা পেলেই হোল। যাও আমি যাব না।"

নন্দ বুড়ো বলাতে লেজ উচ্চ ক-

রিয়া মস্তক নাড়িল। মহাদেব চমকিয়া কহিলেন "বটে, ভাল ঘোড়া চোড়ে! কে আচিস্ ডাক ইন্দির কে।"

যেমন এজেণ্টের তলব পাইলে আমাদের দেশের রাজাদের প্রাণ উড়িয়া—যায় বুঝি—রাজ্য গেল রাজা খেতাব গেল বোধ হয়; তেমতি ইন্দ্রের বোধ হইল, হুকুত্তে ফুঁকুত্তে কৈলাসের দ্বারে যুতা রাখিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহাদেব কহিলেন" ওহে তোমার উচ্চৈঃশ্রবাকে চাই, বিবী—নমঃ বিষ্ণু, কি লিখি—দেবী হাওয়া খেতে যাবেন।"

ইন্দ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল বোধ হইল,

এক্ষণে সচী উচ্চৈঃশ্রবা চড়িয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। কি করেন যে আজ্ঞা "বলিয়া সচীর" নিকট উপস্থিত হইয়া মাথা চাপড়িয়া কহিলেন, যাঃ আমার এতদিনের রাজ্য গেল নয় উচ্চৈঃশ্রবাটীকে আজ দেও,

সচী বলিলেন "কেন কি হয়েচে! আমিতো উচ্চৈঃশ্রবা দিতে পারবো না, তা হোলে আমি কি চোড়ে যাবো।"

ইন্দ্র কহিলেন "খেপী এমন কথা বলিস্ নি, এক্ষুণি কাণ ধোরে রাজত্ব কেড়ে নেবে।

সচীর চক্ষে জল আসিল, অঞ্চল দিয়া পুঁছিতে পুঁছিতে কহিলেন।

"এমন রাজ্য থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।"

ইন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র উচ্চৈঃশ্রবাকে সাজাইয়া উপস্থিত করিলেন। উচ্চৈঃশ্রবার পদ বৃদ্ধি হইল, মদ গর্ব্বে ঘাড় বেঁকাইয়া কদমি চালে চলিলেন।

ভগবতীর বদনে হাস্যের উদয় হইল, কৈলাস উল্লাসে কাঁপিল, দশদিক্ প্রভায় আলোকময় হইল, সূর্য্যদেব ম্লান হইলেন, বদন মেঘ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি বিভ্রাটে পড়িলাম, একে শীত বরফ তাতে নোনা জল, কাদার তাল পাকিয়ে গেলুম। এমত সময় কার্ত্তিকের ময়ূর যে আমাকে আড়ে আড়ে দেখিতে ছিল, আমি বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারি নাই, বাদল পোকা ম'নে কোরে ছো মেরে নখে কোরে তুলিল। একবার কোরে তোলে আর ফেলে অস্থির হোয়ে পড়িলাম।

এমত সময় সকলে রওয়ানা হ'ল, উচ্চৈঃশ্রবার অহঙ্কারে আর ভূমে পা পড়ে না, নন্দর গায়ে লেজ মেরে চলিল। নন্দের রিষবোধ হইল, নন্দের একে বুড়া বলাতে মনে মনে মহাক্ষোভ জন্মিয়াছিল তাতে গাত্রে লেজ মারা, তাতে সে নিজে ষাঁড় গরুর বুদ্ধি,—মার এক ঢুঁ—উচ্চৈঃশ্রবা পা ভেঙ্গে চীৎপাত—ভগবতী পড়িতে পড়িতে পব-

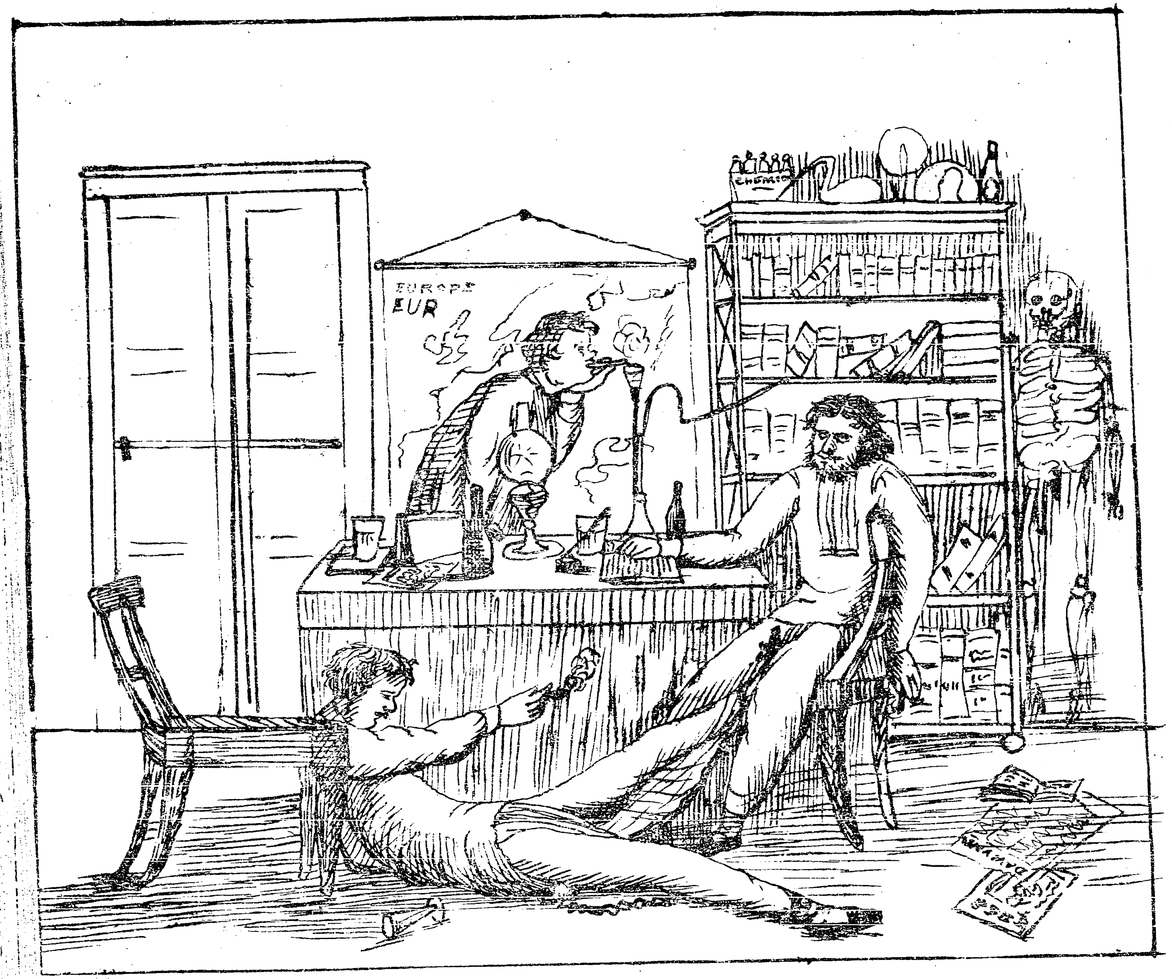

"আপেল থেকে মধ্যাকর্ষণ রেখে আবিক্রিয়া হইয়াছিল তাহার কোন ভুল নাই, কারণ অদ্যাবধি আপেলের রস পেটে পোল্লেই মধ্যাকর্ষণ জ্ঞান হয়।"

নকে স্মরণ করিলেন। ভোঁ ভোঁ শব্দে পবনরাজ দেবীর সাহায্যে উপস্থিত হইলেন। সকলে হাঁ কোরে নিকটে উপস্থিত হইল। কার্ত্তিক শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন; ময়ূর আমার পীঠের বোচকাটী ধোরেছিল; আমি বকলস খুলে দিলুম, ঝুপ কোরে পোড়ে গেলুম, উঠে দেখি যে, নন্দ খেপে পালায়, লেজটা আমার হাতের কাছে। আমাদের "মক্‌স করা আক্‌স টেল" আর যায় কোথায়, হাতে পায়ে ও দাঁতে কোরে ধরিলাম। নন্দ তো ভেগে পালাল; ধর ধর কোরে সকলে পেছনে ছুটিল। ভগবতী পবন বাহনে চলিলেন। ভোঁ ভোঁ শব্দে আমার তো গায়ের চামড়া উড়ে যেতে লাগিল।

মহাদেবের মহা আনন্দ নন্দীকে ডেকে বলিলেন, "কুছ ডর নেহি আচ্ছা যাতা।"

আমি দেখি মহা বিপদ, গতির বেগে আমার চামড়া অবধি উড়ে যায়। সাপে ছুঁচা ধরার মত ছাড়তেও পারি না গিলতে ও পারিনা——

এই অবধি সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন। তাহার পর আমরা বসিয়া আছি এমত সময় ওপাড়ার বাঁমা হাড়ি আসিয়া কহিল—মহাশয় আমার সর্ব্বনাশ হোয়েছে, আমার বাড়ির দরজায় কি এসে একটা পোড়েছে, আপনারা এসে দেখুন। আমরা ছুটাছুটি কোরে গিয়ে দেখি—চিনতে কি পারি, যেন একখানা কাঠ পোড়ে রোয়েছে; কত নাড়া ছাড়া করিলাম কিছুতেই কিছু হয় না, শেষ কিঞ্চিৎ ষ্টিমুলেণ্ট দিতে এই মাত্র বোল্লে "যে তোমাদের সংবাদ নন্দির সিদ্ধির ঝুলিতে আছে দেখেন্যাও গে।"

আমরা সপ্তমির দিবস নন্দির সিদ্ধির ঝুলি থেকে লইয়া উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশ করিলাম।

দুর্ভিক্ষের ল্যাজের খানিক।

পাটকগণ আমি আবার দুর্ভিক্ষের কথা কইতে গেলেই ব'লবেন "কি আপদ, এ দুর্ভিক্ষের কি ছেড় মরে না?" কিন্তু কি করি এ জেনেও আমি বিরাটরূপী দুর্ভিক্ষের কথা বলিতে নিবৃত্ত হইতে পারি না! সম্প্রতি ইংলিসম্যান-সম্পাদক ছোটকর্ত্তার প্রতি বড় নারাজ হইয়াছেন, তিনি বলেন যে ছোট হজুর দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কার্য্য করণ জন্য যে সকল লোকের প্রশংসা করিয়াছেন তাহা অতি অন্যায়, যেহেতু তিনি মুড়ি মিছিরির ভেদ রাখেননি —যাঁরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরায়েছেন ও যাঁরা পেটে খেয়ে পিঠে স'য়েছেন তাঁহাদের সকলকেই একত্রে প্রশংসা করা হ'য়েছে। তা একথা তিনি ব'লতে পারেন, কেননা

কণ্ট্রাক্ট নে যাঁরা কায ক'রেছেন তাঁরা তো আপনার পেট পোরাতে কোরেছেন তাঁদের আবার প্রশংসা কিসের? বিধবার একাদশী করার জন্য প্রশংসা কে করে? যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে খেটেছেন তাঁদের প্রশংসা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সম্পাদক ভায়াকে আমি একটু রাগ থামিয়ে বাঙ্গালীর দশাটা দেখতে বলি। তিনি তো স্বার্থশূন্য ও স্বার্থবিশিষ্ট দুয়ের একরূপ প্রশংসা দেখে রেগে মচ্চেন পোড়া-কপালে বাঙ্গালীর পোড়া ভাগ্যে যে তাও হয়নি। আহা! রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর, রাজা যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর অজচ্ছল টাকা (যাকে লোকে বলে রক্ত উঠা ধন) দান ও রেহাই দিয়া দুর্ভিক্ষে সাধারণের ও আপন আপন প্রজাগণের সাহায্য ক'রেছেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে ছোট কর্ত্তা এঁদের নামও উল্লেখ করেন নাই। এঁদের অপরাধটা কি? ঘরের টাকা বার কোরে দেয়া, না কণ্ট্রাক্ট না নেয়া? হায় হায়! আমরা রাম না হ'তে রামায়ণ গেয়েছিলাম, কবি গুরু বাল্মীকির আমাদের সঙ্গে তফাত কি? কেবল বাবা ভুল ক্রমে বাল্মীকি নাম দিতে বেল্লিক দিয়ে ছিলেন ব'লেই কি লোকে আমাদের কথা শুনেন নি? যাহোক সম্পাদক ভায়া একবার দেখুন যে বাঙ্গালীর কালামুখের কি গুণ; সাদামুখোরা সব লাকলিক লাভ ক'রেও প্রশংসার সাগরে সাঁতার দিতে লাগলেন, আর দশহাজার বিশহাজার টাকা দিয়েও বাঙ্গালীরা "ড্যাম নিগার" প্রভৃতি সুমিষ্ট কথা ভিন্ন আর কিছু শুনতে পেলেন না। এরূপ যে হবে তাহা পূর্ব্বেই আমরা জানতাম কেন না অদ্যাবধি বাঙ্গালীরা যেখানে কিছু দান দিয়াছেন তাহা সকলেরই ঘটনা ক্রমে "না দেবায় না ধর্ম্মায় গেছে"। তবু তো বাঙ্গালীর চোক ফুটলো না। আমরা পূর্ব্বে ব'লেছিলাম যে ফেমিন উপলক্ষে কতকগুলি সি এস আই, রাজা, রায় বাহাদুর, বাহাদুর উপাধির জন্য ইণ্ডেণ্টে গেছে কিন্তু সে কাদের জন্য? যাঁরা নিঃস্বার্থ ভাবে দান ক'রেছেন তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কি? বেল পাকলে কাগের যে সম্বন্ধ। সে গুলিতো রাঙ্গামুখ কিম্বা তাঁদের পোষ্যপুত্র না হ'লে শোভা পায় না। যাহ'ক এখন বাঙ্গালীরা দান করবার বেলা যেন সতন্ত্র হ'য়ে কার্য্য করেন প্রেমারা খেলায় জড়িয়ে যাওয়ার মত না করেন। দেখুন যদি এই টাকাটা আপন হাতে দীন দুখীর দুঃখ নিবারণে লাগাতেন তা হ'লে যশ না পেলেও সৎকার্য্য জন্য মনে তৃপ্ত হ'তেন। এ কেবল টাকাটার ছিনিমিণী খেললেন। আর যদি গরিব বসন্তক-

টাকে দিতেন তা হলে নিদেন "কড়ি হলেই ভুঁড়ি হয়" কথাটার এক শেষ প্রমাণ দেখ্‌তে পেতেন, আর "দানাৎ পরতরং নহি" বলতে পাতেন, এ ভস্মে ঘৃত ঢালারও বাড়া হলো, টাকাও গেল দান ও সিদ্ধ হলোনা, যশও পেলেন না, লাভের মধ্যে সুবুদ্ধিরা তফাতে দাঁড়ায়ে "কি অবোধ!" ব'লে টিট্‌কারি দিচ্চে। যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি বিপরিত ফল এখন আর সম্পাদক ভায়াদের হাঁচড়াকামড়ায় কি হবে?

চোকে আঙুল।

অল্পদিন হইল পুলিসে যে একটী মোকদ্দমা হ'য়ে গিয়াছে তাহাদ্বারা লোকের এক রকম চোকে আঙুল দেয়া হ'য়েছে। ত্রিহুতের জনেক উকিল পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া মাগমুখো বাঙ্গালীদের চোকে আঙুল দেছেন। লোকে কথায় বলে "কর্ম্মণা বর্দ্ধতে বুদ্ধি" তা কর্ম্মদ্বারা উকিল বাবুর গোবেচারা বাঙ্গালীত্ব (গোবৎস বাঙ্গালীত্ব বল্লেই ঠিক হয়) ঘুচে গেছে সুতরাং তিনি আর স্ত্রীর মুচ্‌কি হাসি ও চোক্‌রাঙ্গান রূপ সোণারকাটি রূপার কাটির বশবর্ত্তীত্ব স্বীকার করিতে সম্মত নহেন, কাযেই তিনি আপনার বুদ্ধিমত কার্য্য ক'রেছেন। অবশ্য কেউ বোলবেন কাযটা ভাল হয় নি; কেউ বোলবেন ছোঁড়া বড় ছিবলে; আর যাঁদের বড় হিড়ুয়ানীর পট পটাণী তাঁরা ব'ল্‌ছেন "কি সর্ব্বনাশ, গেল গেল সব গেল, সব খ্রীষ্টান হ'লো ব্রাহ্মণীকে জেলে দিলে গা! হিঁদু না মুসোলমান?" আর আবশ্যক মত জাল খতকারী দুইচার জন ভক্ত বিটোল কুঁড়োজালীর ভিতর মালা ঠক ঠকায়ে ব'লবেন "অ্যাঁ ছোড়া কি ভদ্রলোক গা? আদালতে গ্যালো কেমন ক'রে!" যাহউক আমরা এর কিছুই বলি নাই বরং সংবাদটী পাবামাত্র দৌড়ে গে ভুঁড়ি নাড়াদে ব'লেছিলাম "আইস দাদা আইস তোমাকে একবার কোলে ক'রে নাচি, বেটীরা যত ভদ্রসন্তানকে দয়ে মজায়েছে এতদিনের পর তুমি একটাকে ফল দেছ।" সভ্যগণ ম'নে ক'রবেন না যে পরের অনিষ্ট দেখলে আমার আনন্দ হয়, কারণ এবিষয়টায় আহ্লাদ হবার কারণ আছে; নচেৎ আমি ভাত খাই কাঁসি বাজাই আমার এতে কি সম্বন্ধ। মহাশয় গো ব'ল বো কি এখনকার ঘটকী বেটীদের জ্বালায় লোকের মেয়ে পার করা সাবেক কুলিন ব্রাহ্মণের মেয়ে চালানোর বাড়া হ'য়ে উঠেছে। পঞ্চাশ টাকার চাকরেকে ব'লে বসে "জামাইকে মুক্তার দোনরা দিতে হবে ও মেয়েকে বাউটী সাটের গহনা"। কন্যার বাপ বাউটিসাটকে কেউটে সাপ শোনেন ও

মুক্তার নামে ছমাস সুক্তার ঝোল খান কিন্তু ফোট্‌বার ফাট্‌বার যো নাই। ঘটকী মাগীরা গিন্নীর কাণে হরিমন্ত্র প'ড়েদেছে অমত কল্লেই সর্ব্বনাশ হবে। করেন কি কর্ত্তা বাড়ির পাটা বন্ধকদে গহনার আয়োজন করেন। এতেও যদি পাত্রটী উত্তম হতো তবেও কতকটা রক্ষা থাকতো কিন্তু তা হয়না; জামাইকে ঘরে কি গোলবাড়ীতে নেযেতে হবে তা সকলকেই ভাবতে হয়। ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের মালিনীর দৃষ্টান্তস্থল এরাই; বেটীরা অঘটন ঘটনা ভিন্ন জানে না। কর্ত্তা করেন কি গাজ্বালায় ছটফট কত্তে থাকেন ও ইল্লির চুম্‌চুমুনি বিল্লির ঘাড়ে ফেলেন। অন্দরে তো ছুঠোঁটে এক করবার যোনেই বৈঠকখানায় ব'সে বলেন "এ ঘটকী মাগীরে জ্বালাতন ক'রেছে কিন্তু চারা নাই, আজকাল ঘটক তো আর নাই"। এই কথার উত্তরে আমরা বলি "মহাশয়গো ঘটক থাকে কি ক'রে? ঘ'রের খেয়ে বনের মোষ কে চরাতে পারে? ঘটকী মাগীরে গিন্নীর কাণে দুকথা শুনায়ে যায় আর আপনারা সেইমতেই মত দেন কাযেই ঘটকেরা কায পায়না কেন আসবে। যদি কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হ'তো তবে ঘটকও মিলতো, য'খন গিন্নীর ইচ্ছায় কর্ম্ম, তখন ঘটকে কি ক'রবে। ঘটকী বেটীরে আসবে, জিনিস পত্র চুরি ক'রবে ও বাড়ির পাটা বাঁধা দিইয়ে গাছ বাঁদর জামাই এনে দিচ্চে আর চান কি? আপনি বলেন ঘটক বেটারা কোন কর্ম্মের নয় ঘটকী না হলে কাজ চলে না; কিন্তু শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র বাবু আমাদের নিকট বলেন "ঘটকী গুলো কেবল অঘটন ঘটায় ও কাপড়খানা চোপোড়খানা, গহনাখানা চুরি করে, এবং এই বিষয়ের প্রমাণ দে লোকের ঘুম ভাঙ্গায়েছেন।" কর্ত্তাভজা নামটা অনেক দিন শোনা আছে কিন্তু আজ কাল গিন্নী ভজার বড় চাল হ'য়েছে এই জন্য বলি "হে গিন্নীভজা ভাই সব এক বার চোক চাও, আঙুল দেয়াতেও কি ঘুম ভাঙ্গিবে না?"

এনণ্ট্যান্‌স পরীক্ষা।

এটীও কি জানয়ার তা আমরা এখন ও বুঝ্‌তে পার্‌লেম না—তবে অল্পবয়স তাই বুঝতে পারিনি ভেবে মনকে আঁখি ঠেরে রাখি যে "বড় হ'লে বুঝ্‌তে পারবো।" কতকে বলেন যে এটা হ'লে বড় ভাল হয়েছে, কতকে বলেন এটা ভাল হয় নাই, কিন্তু বাস্তবিক কি হ'য়েছে তাহা কেই বুঝ্‌তে পারেন নি। পূর্ব্বে কলিকাতায় পক্ষীরদলছিল তাতে হাড়গিলে, সোণাকাণীময়না প্রভৃতি

টিক্‌টিকি পুলিসের নূতন উমেদার—

নানা রকম পক্ষী থাকিত ও তাতে নাম লেখাতে হইলে প্রথমে পরীক্ষা দিতে হতো। সে পরীক্ষাটা বড় মন্দ নয়, প্রবেশার্থিগণ কে কত ছিলেম গাঁজা খেতে পারেন, তাই অগ্রে দেখা হতো এবং যে ১০০ ছিলেম গাঁজা একবৈঠকে উড়াইতে পারিত সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত ও দলের মধ্যে একখানি ইট আসন পেতো এবং সেই যে প্রবেশিকা পরীক্ষা হইত তাহাকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা বলা যায় যেহেতু আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও সেই রকম ধরণ দাঁড়ায়েছে। শিক্ষকেদের গরজ বেশী কিন্তু রোজগার কম, যাতে দশ টাকা পান তারি চেষ্টা, করেন কি এখন তো আর সেকেলে রকমে বড় দিন ছোট দিনের সওগাদ নেবার যোনাই কাযেই বকসিসেরই (রিওয়র্ড) একমাত্র ভরশা—এদিগে উপরওয়ালারা বন-বরারমত গোঁ'ধরে বসে আছেন "কম্পিটিসন বড় ভাল" যে ইস্কুলের যেয়দা ছেলে পাশ হয় সেইখানের মাষ্টারদের মিহনুতে মনে করেন ও খুশি হ'য়ে রিউয়ার্ড দেন কিন্তু ল্যাজভুলে দেখেন না যে ছেলেদের ফলে কি হচ্ছে। মাষ্টারেরা যে রিউয়ার্ডের লোভে ইস্কুলের আগা গাড়া এক এণ্ট্রান্সের পড়াপড়ায়ে ছেলে গুলির সাত আট বছর নষ্ট ক'চ্ছেন তা কে ধরে? মাষ্টারদের পোহাবারো কমবেতনে ঘরে ঘিখেতে পাননা ইস্কুলেতে মজা ক'রে ভদ্রসন্তান গুলির মাথার ঘিখান ও বাহাদুরী দেখায়ে রিওয়ার্ডলন। পরীক্ষক গুলিও তেমনি, শুনেছি তাঁরা নাকি প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে ছেলে দশবিশ পাত বই অবিকল লিখ্‌তে পারে তাকেই ইট-দ্যান। এই জন্যই একে এক রকম পরীক্ষায় ইট পাওয়ার বদলে পাশ হ-ওয়া বলে। পাঠকগণ, আমাদের ও বাড়ীর তাঁতিঝির মানুষ করা ছেলেটী এণ্ট্রান্স পাশ করিলে তাঁতিঝি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল "হ্যাঁগা ঠাকুর আমাদের বলাই কি পাশ ক'রেছে? সেতো রোজ পাস ফেরে" আমি আর কিছু উত্তর না পেয়ে ব'লে ফেল্‌লেম "ওগো সে সহজ পাশ নয় নাগপাশের বাবা।"

"রিফর মেসন্ শুনি মুখে,
ম্যাফেজ্ হাঁসে কার্য্য দেখে,
চুণকালি মাখ মুখেতে
ধিক্‌রে সেনচুরি ঊনিশ।"

বাসন্তিকা। ঠাকুর! আজ আপনাকে এত উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন? আজ আবার কোন্ ভাব মনে উদয় হইয়াছে? ও আবার কি, হাতে ওখানা কি? কোন স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে বোধ হচ্চে?

বসন্তক। হ্যাঁ; কিন্তু পত্র দেখেই

আমার একবারে আক্কেল গুড়ুম হ'ইয়াছে।

বাস। কেন নাথ! এ ত সুখের খবর এই দুর্ভিক্ষ সময়ে এই প্রকার দুই এক খানা পত্র লোকে তল্লাস করিয়া লয় তা আপনি ইহার জন্য এত চিন্তিত হইতেছেন কেন?

বস। তুমি একবার পত্রখানি আগে পড়েই দেখ দেখি?

বাস। (পত্রপাঠ) "শর্ম্মার বাটী একটি বিবাহ হইবে; পাত্রীর বয়স ২৫ বৎসর পাত্রের বয়স ১৬, মহাশয় সভাস্থ হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন"। তা বেশ ত এত কিছু বিচিত্র নহে। আপনি এত উৎকণ্ঠিত কেন? উঠুন; বেলা ঢের হইয়াছে, স্নানাদি করিয়া চাট্টি আহার করুন।

বস। "বিচিত্র কি?" বাসন্তিকা! এ প্রকার বিবাহ বিচিত্র নহে? তা বলিবে বই কি? আচ্ছা আমার অবর্ত্তমানে তুমিও ঐরূপ বিবাহ করিবে?

বাস। ছি ছি; ঠাকুর! অমন কথা মুখে আনিতে আছে?

বস। তা যাহাই হউক বাসন্তিকা! বল দেখি এপ্রকার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না।

বাস। নাথ! তাও কি আপনি অবগত নহেন রত্নসাগর মহাশয় ত এপ্রকার বিবাহ শাস্ত্র সম্মত বলিয়া লিখিয়াছেন।

বস। কিন্তু তিনি ত উপস্থিত নহেন তবে কি প্রকারে বিবাহ হইতেছে?

বাস। আমি শুনিয়াছি যে এই বিবাহ যে পাত্র ও পাত্রীর সহিত হইবে তাহাদিগের বাটী বারাসতে। সেই খানকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এই নূতন বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আরও শুনিয়াছি যে উক্ত স্থানে হিশ্ব বিশ্বাদি কয়েকজন ভট্টাচার্য্য আছেন তাঁহারা ডানহস্ত ভারি দেখিলে না করেন এমন কার্য্যই নাই। বিশেষতঃ এবিবাহে ধিনিকৃষ্ণ বাবু বিশেষ উদ্যোগা।

বস। "এই নূতন বিবাহের ব্যবস্থা" এ কথা বলিলে কেন? এই যে বলিলে রত্নসাগর মহাশয় এ বিবাহের ব্যবস্থা লিখিয়াছেন তবে আবার নূতন কি?

বাস। ঠাকুর! রত্নসাগর মহাশয় "অক্ষতযোনির" বিবাহের মত দিয়াছেন কিন্তু যে বিবাহ হইবে তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে অনেক বেলা হইয়াছে, আপনি স্নান করুন আমি যাই।

বস। সাধে কি বাসন্তিকার নাম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া রাখিয়াছি। বাসন্তিকা যাইতেছে, বোধ হচ্চে যেন তারকেশ্বরের ষাঁড় যাইতেছে। যদি ওচরণটিও গোদা হইত, তাহা হইলে প্রায় গজগামিনী হইতেন।

সংবাদ সারসংগ্রহ।

কেদারনাথ নামে একজন কম্পজিটার অনেক ছাপাখানা হইতে হরপ চুরি করিয়া "চুরি-কর্ম্ম বড় কর্ম্ম যদি না পড়ে ধরা" বচনটীর সার্থকতা সাধন ক'রেছিল, কিন্তু পরিশেষে লোকাল যন্ত্রের অনেক হরপের ডানাদেয়াতে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয় এবং আদালতে দাখিল করা হইলে বলে যে তার অপরাধ নাই, যাঁরা তাকে রেখেছিলেন তাঁরা সকলেই তাকে হরপ বেচে পেট চালাতে ব'লেছিলেন। তৎশ্রবণে খোদার বাঁদরেরা জিজ্ঞাসা করেন "সেকি"? কেদারনাথ বলে যে চোদ্দশিকে বেতনে চাকর রেখে তেলকাটের বন্দবস্ত না ক'রলে উপরি পাওনার উপরেই তেল কাটের মাদার দেওয়া হয়। আর শুনতে পাই নাকি হাকিম ব'লেছেন যে লোকে যখন পাতকে পাত বাঁধা রচনা চুরি ক'রে সাজাপাচ্চেনা তখন এলো হরপ চুরির সাজা দেওয়া অকর্ত্তব্য। আমি এই শুনে বড় অন্যায় বিবেচনা ক'রে বাসন্তিকাকে বলায় তিনি ব'লেছেন "তাহবেইতো—৩।৪ টাকা মাহিনা দিয়ে কম্পজিটার রেখে প্রেসের খরচা খতায়ে ৪ টাকা দরে ফরমা ছাপার এই রূপই দুর্গতি হয়।"

সমাচার চন্দ্রিকাও তাঁর মুখে ঝাল খেয়ে ন্যাসন্যাল-পেপর দাসী বিক্রীর কথাটী বড় ফ্যাঁচড়াগর ক'রে নূতন খবরের ধাঁজে লিখেছেন কিন্তু আমরা তো তায় নূতনত্ব কিছুই দেখতে পাই না। গরিব দুঃখী ও ভ্রষ্টাচারীরা মেয়ে ছেলে তো সকল দেশে সকল সময়েই বিক্রী ক'রে থাকে এতো আজ নূতন নয়। কিন্তু তাদের তবু ভয় আছে যেহেতু পুলিস ভায়ারা টের পেলেই বিক্রেতা দিগের বড় বিপদ ঘটে উঠে, হয় বছর কতক পাথর ভাঙ্গতে হয়, নয় যদি অনেক যোগাড়ে হাতে—দিতে পারে তবেই পাথর ভাঙ্গা থেকে নিষ্কৃতি পায় কিন্তু ফলে পাথর ভাঙ্গার বাবা সাজা ভোগ কর্ত্তে হয়; কেন না যে টাকা দিয়ে নিষ্কৃতি পায় তাহার যোগাড় করাতে পরের মেয়েছেলে ব্যাচা দূরেগে ঘরের ঘটী বাটী বেচেও সামাই খায় না, শেষে মেয়েছেলে বেচতে হয়। যাহা হউক এদের তো একরকম দাব আছে কিন্তু অনেকে যে দাবাদাবির তোয়াক্কা না রেখে দিনে ডাকাতির মত কায কচ্চে; তাদের জব্দ করবার উপায় নাই যে। যদি মানুষ ক্রয় বিক্রয় বন্ধ কর্ত্তে হয় তবে মুসলমানের নিকে কুলিন ব্রাহ্মণদের পণলওয়া ও বুড়োবরের বে করা কি আগে বন্ধ করা উচিত নয়? আমাকে লোকে বুড়োবরের ভিতর ধরবেন না কেননা আমি পণ দিয়ে বা টাকাঘুষ

দে বিয়ে করিনে আর কর্ত্তে হ'লেও টাকার শোকে ভুঁড়ি ফেঁসে যেতো—আমার বাসন্তিকা কি কেনা? তিনি স্বয়ম্বরা হ'য়েছেন।

কোন কোন স্থানে এখনো গভর্মেণ্টের চাউল বিতরণ হবে শুনে বেকার লোকের বড় আমোদ হ'য়েছে যেখানে যত বদমায়েস গে পেট টালবার যোগাড় ক'রে নিচ্চে। এখন তাদের কোন চিন্তা নাই—দুই হাত তুলে কোম্পানির জয় জয় কচ্চে—চাল বেচে গাঁজার পয়সার যোগাড় হচ্চে, দিব্বি ক'রে উদর পূজা হচ্চে, আর নিশ্চিন্ত হয়ে রাত্রে সিঁদ সাঁদ দেবার সুলুক সন্ধান জানা যাচ্চে। বাহবা কি মজারই দিন হয়েছে কিন্তু এজন্য বদমায়েসদের কেবল কোম্পানির জয় জয়কার করা উচিত হচ্চেনা, যে হেতু অনেক গুলি সংবাদপত্র-সম্পাদক তাহাদের এ সুখের জন্য অনেক সাহায্য করেছিলেন; তাঁরা কেবল গৃহস্তদিগের (যাদের বাটীতে নিত্য সিদ, ছিঁচকে চুরি হচ্চে) গাল মন্দের ভাগী হইবেন কেন? জয় জয়কারেরও কতকটা ভাগী হওয়া উচিত।

শোনাগেল চট্ট গ্রামের কুমারিয়া গ্রামটীতে এক জন শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ আসিয়া একাধিপত্য স্থাপন ক'রে ব'সেছেন, সেখানে আগে বামুনছিলনা, ইনি উড়ে এসে যুড়ে ব'সে একেবারে বেদ ব্যাসের বাবা হয়ে পড়েছেন হিন্দু মুসলমান সকলেই এর সেবক হ'য়েছে। সুখের আর সীমা নাই সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা! হায় হায়! এ কথাটা যদি ঘুণাক্ষরে আমি জানতে পার্ত্তেম যে ১৯ শতাব্দীতেও বামুনের পোড়া কপালে এত মান ও সুখ হ'তে পারে তাহলে যে আমি গে আগে থাকতে দখল কর্ত্তেম। আহা বাসন্তিকে তোমার আর সুখের সীমা থাকতোনা মনের সাধটা পোরায়ে অষ্টাঙ্গে ষোড়শাভরণ দিতেম, আর যে চরণ দুই খানীর ভয়ে শর্ম্মারাম কম্পবান আছেন তাতে কত দাসী দে তেল লাগাতেম! এবড় দুঃখের বিষয় যে এমন সুযোগটা জানতেও পাল্লেম না !!!

নূতন স্থাপিত কোরিন্থিয়ান থিয়েটরে দুই জন বাঙ্গলী দর্শককে অপমান ও প্রহার করিয়া ইউরোপিয়গণ তাঁহাদিগের পশ্চিমাঞ্চলের সভ্যতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে আমাদের সম্পাদক ভায়াদের মধ্যে অনেক "ন্যাস ন্যাল" প্রবৃত্তি প্রদর্শনার্থ বড় আন্দোলন কচ্চেন এবং সেই হুজুকে মেতে উঠে আমি বড় বক্তার হবার উপক্রম দেখেই বাসন্তিকা এসে ব'ললেন "ও গো কর কি একটু স্থির হও, দোষ তাহাদের না বাঙ্গালীদের? যে ইউরোপিয়গণ বাঙ্গালীকে

ড্যাম নিগার বলে,যে ইউরোপীয়গণ পাণেথেকে চুন খ'সলে বঙ্গালীকে বুট সুদ্ধ লাথি মারে, যে ইউরোপিয়গণ বাঙ্গালীর টাকায় ফেটিন চ'ড়ে দণ্ডে দণ্ডে বাঙ্গালীকে চোর ছ্যাঁচড় বলে, যে ইউরোপীয়গণ বাঙ্গালীর চাঁদার টাকা হাঁমড়ে প'ড়ে দুহাতদে গুণেনে প্রশংসা দেবার বেলা নাম কর্ত্তেও ভুলে যায়, সেই ইউরোপীয়দিগের কাছে যোড হাত করে খোদাবন্দ খোদাবন্দ ক'রে প্যাজ পয়জার গুনাগার ভোগ কর্ত্তে যায় কেন? ইউরোপীয়দিগের হীন বলের উপর বীরত্ব প্রকাশ করাটা স্বভাব বটে কিন্তু বাঙ্গালীদেরও জেচে কি মার খাওয়া স্বভাব নয়? ঢাকের শব্দে যে রূপ চড়কীর পিটষড়ষড় করে বাঙ্গালীদেরও তেমনী লাল মুখ দেখলে গা মড় মড় করে।"

এখনকার স্ত্রীলোকদের মনের মত হওয়া বড় অল্পে হয় না। আজ কাল্ রাস্তার দুধারে সাল, জামিয়ার, চোকা ও জোব্বাওয়ালা লম্বা চওড়া অনেক বাবু যাতায়াত করেন তাদেখে আমার বাসন্তিকার মনে একটী শক উপস্থিত, তিনি খেপে দাঁড়িয়েছেন। আমি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে সাত ঘাটের জল এক ঘাটে ক'রে বাড়ী এসে দেখি যে তিনি আমার মান ক'রে ঘোম্টাটেনে ব'সে আছেন। দেখেই চিত্তির, হঠাৎ এমনটা কেন! ভাল জিজ্ঞাসা করেই দেখাযাক। আমি ত হত বুদ্ধি, আমার বুদ্ধির গোড়ায় যে জল দেবে তার এই রকম; তা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব কি! বলি ও প্রিয়ে কথাকও ব্যাভ্যাপার্‌টা কি? কোন বিষয়ে ত্রুটিহ'য়ে থাকে যা কোন দোষ ক'রে থাকি তা বল, সাধ্যমত হয় এখনি সম্পাদন কর্‌ব। দেখ্‌লেম এ-বড় সামান্য অভিমান নয় আর সহজে যাবারও নয়, পরিশেষে গোবিন্দর যাত্রা শুনে শেখা, মান ভঞ্জনের পালাটা সমস্তই গেয়েদিতে, ঘোমটার ভিতর থেকে আমার মুখের দিকে একটুকুখানি তাকিয়ে দেখ্‌লেন। আমি ত আহ্লাদে আটখানা হা! হা! হা! আর আমায় পায়কে, "বিধি পূরালে বাসনা" ব'লে চিৎকার ক'রে গান ধোল্লেম। বোধ হয় গানটী তাঁকে ভাল লাগ্‌লো তাই স্থির হ'য়ে শুনে আপনিই ঘোম্‌টাটী খুলে ফেল্‌লেন। বাসন্তিকা আমার "সদ্য দুঃখ বিনাশিনী" এক বারেই জল্। পরে আমার সঙ্গে দুটী একটী কথার পর আমাকে বোল্লেন "নাথ, তোমাকে আমি একটী কথা ব'ল্‌ব সেটী তোমায় শুন্‌তেই হবে, নৈলে"—আমি বল্লেম "কি কথা বল" তাতে তিনি ব'ল্লেন যে "এই শীতকালে কত লোক কত রকম ২ পোষাক প'রে ফিট্‌ফাট্ হ'য়ে মজা ক'রে বেড়াচ্চে আর তুমি সেই এক

পাগ্‌ড়ি সার ক'রে ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়লের মত টোটো কোম্পানির দোহাই দিয়ে বেড়াও আমায় ভাল লাগে না। তুমি একবার ভাল পোষাক প'রে দিন কতক বেড়াও দেখ্‌লেও আমার মনে আহ্লাদ হয়"। আমি মনে মনে বুঝলেম যে বাসন্তিকা আমাকে বাবু ক'ত্তে চায়, তা বাবুয়ানা, কথাটী বসন্তকের পক্ষে যে কালান্তক-স্বরূপ তা জানেনা। ভাব্‌লেম, কি আশ্চর্য্য "কালস্য কুটিলাগতিঃ" নৈলে আমার বাসন্তিকার এরূপ মতি হবে কেন! আজি সে আমার বাবুগিরি দেখ্‌তে চায়, কাল যদি আপনি গাউন চেয়ে ব'সে ত আমাকে টাউন ছাড়াহ'তে হয় এবং তবেই গিচি, যাই হোক্ বাসন্তিকা আমার বুদ্ধিমতী, এর অভিপ্রায় মন্দ নাহ'তে পারে বোধ হয় এতে কিছু গূঢ়ত্ব আছে, এক রকম বুঝলেম; নৈলে সঙ্গে সঙ্গে এর উত্তর ক'রে নগ্দা নগ্দী একটা কি কেলেঙ্কার বাদাব? তা আমার বাবু হবার চেহারাটা আছে কিনা আরসিনিয়ে একবার দেখিদিকি, এই বলে একটু আড়ালে গিয়ে আরসিনিয়া দেখ্‌লেম, হা! হা! হা! আমার ভুঁড়িই সর্ব্বস্ব এতে বাবুগিরি খাট্‌বে কেন? কিন্তু এক কথা এই যে আমার মত লোহার কার্ত্তিক বাবুই অধিকাংশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তবে কিনা আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, আমার "ঐথে চোতা" পুঁজি, যদিও বাবুদের কাছে কাছে বেড়াই, বাবুয়ানাটী প্র্যাক্‌টিক্যালী কখন ক'রে দেখা হয়নি, শেষে কি পাড়াগেঁয়ে বাবুদের মত হ'ব?। সহরের বাবুরা বলেন যে পাড়াগেঁয়ে বাবুদের বাবুয়ানার অনেক দোষ আছে। এখন করি কি, আপাততঃ বাসন্তিকার মন রাখ্‌বার জন্যেও ত বাবু হ'তে হচ্চে না'হলে আবার কি মান ক'রে ব'স্‌বে? এখন কোন পোষাকটী তার মনমত হবে তার ও নিশ্চয় নাই। তবে আপনিই আগে এক এক রকম পোষাক প'রে আরসি নিয়ে দেখি, যদি এর মধ্যে একটী আমার পচন্দ হয় তবে সেইটী প'রেই বাসন্তিকার কাছে যাব এই ভেবে রকম রকম কতকগুলি পোষাক সংগ্রহ ক'রে প্রথমে এক কালাপেড়ে সীমলের ধুতি পিরাণ ও তারি উপর এক সালের জোড়া, পায়ে হাফ্‌ষ্টকিং ও বুটজুতো দিয়ে মাথার চুল যেমন ছিল তাহা একবার আঁচড়ে দেখ্‌লেম, যে হুঁ হ'য়েচে, গোঁপটী থাক্‌লেই ঠিক হ'ত, এরকম আশি বছরের খোকা গোচের বাবু এখনও বিস্তর, এই রকম বাবুদের প্রাণ রসে ভরা, এঁরা যৌবনকে টেনে রাখ্‌তে চান, এমনকি রং মেখে শং সেজে চুলগুলিকেও পাক্‌তে দেন না, দাঁতগুলি না থাক্‌লেও পাকে প্রকারে সেগুলিকে মুখথেকে পড়্‌তে দেন না।

যাই হোক্ শিং ভেঙ্গে বাচুরের দলেযাব ব'লে ভোল্ ফিরিয়ে দেখ্‌লেম, যে চেহারাটা সেকেলে বদ্ মাইশ্ গোচের হ'য়ে দাঁড়াল। অমনি ও পোষাক ছাড়লেম। পরে ইজের কোট পরে দেখি যে না ইংরেজ না বাঙ্গালি, একটা কিম্ভুত কিমাকার ভোঁচং হ'য়ে পড়েচি, তাদেখে আপনা আপনিই ত হাসি রাখ্‌তে পারিনি। সুতরাং তখনি পোষাকটী ছেড়ে তবে বাঁচি। একে একে সব পোষাকগুলি পরে দেখ্‌লেম তার মধ্যে একটীও ত আমার ভাল লাগ্‌লোনা। শেষে ভাবলেম আমারই যখনপচন্দ হয়নি, তখন বাসন্তিকার ত মনে ধ'রবেইনা। তা যাই হোক্ আপাততঃ যে কোন রকমে বাসন্তিকাকে বুঝিয়ে রেখে, অ্যাড্‌ভারটাইজ ক'রে দি যে "যে কেহ আমাকে বাবুয়ানা শিখাইয়া অল্পদিনের মধ্যে আমাকে বাবু করিয়া তুলিতে পারিবেন অমি তাঁহাকে নয় টাকা বেতন ও মনের মত পুরস্কার দিব"। আমার প্রথম বাবুয়ানার ডিফেক্‌ট্ রাখা হবেনা, বিশমল্লায় গলদ হইলে বাসন্তিকার মনমত হবেনা। তা এখন কোন কাগজে আড্‌ভারটাইজ্ করি, কোনটীই বা বেশী চল্‌চে তা বিবেচনা ক'র্ত্তে হবে। ইংলিশম্যান, ডেলিনিউস্ ইত্যাদি কতকগুলি কাগজ মন্দ চ'লচে না, আমি যদি এই সব কাগজেই ছাবিয়ে দি, তা হ'লে কি কিছু জান্তে পারবো না? এগুলি ইংরাজী কাগজ, বাবুয়ানার জায়গায় সাহেবীর খবরটিও পাওয়া যেতে পারে। আমি এইতেই নিশ্চিন্ত থাক্‌ব না। দুপাঁচখানী বাঙ্গালা কাগজেও খবরটী দেব। দেখা যাক্ কি রকম দাঁড়ায়।

প্রেরিত।

প্রিয় বসন্তক বরেষু।

ঠাকুর একটা সংবাদ দিই বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ে সম্প্রতি মৌলাবকস্ নামে একজন দক্ষিণী গাইয়ে গান ক'রেছিলেন; "ছোট রাজা" বড় রাজা অনেক যত্ন ক'রে সেই দিবস কতকগুলি বড়২ ইংরাজকে বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ে আনেন (বোধ করি বাঙ্গালীতে ভাল বুঝবেনা ব'লেই) এবং তাঁদের সুমুকে বক্সজী বীনও জলতরঙ্গ যন্ত্রের বাদ্য ও সঙ্গীত করিয়া শ্রোতাবর্গকে মোহিত করেন। তাতো কর্ত্তেই পারেন কেন না মৌলা মিয়ার ক্ষমতা, তাহাতে তাঁর বক্স বা বাক্স নাম ছেড়ে মৌলসিন্দুক নাম নেয়া সাজে; তিন বিষয়ে পটুতা কি সাধারণ কথা? সে যাউক মিয়াসায়েবের কীর্ত্তিতে সকলে সন্তুষ্ট হ'লে পর সভাপতি ও সম্ভ্রান্ত সকলে তাঁহাতে

সম্মানার্থ একখান প্রসংশাযোজিত পদক বহু প্রশংসার সহিত দান করেন ও সভা ভঙ্গ হয়। কিন্তু প্রিয় মহাশয়, এইখানেই এর শেষ নয় আর একটু আছে—বড় লোকের কারাখানাই যুদা, এই এক ব্যক্তিকে আমিরীতে তুলে-চেন অপর তখনি পা দে মাড়াচ্ছেন। কবিরা লিখেছেন "বড়র পিরীতি বালির বাঁদ। ক্ষণে সর্ষে ফুল ক্ষণেকে চাঁদ।" তা মিয়াজীর ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল। সভা যেমন ভঙ্গ হলো অমনি বাবু সাহেব সব বড়২ জুড়ি নিয়ে হড়্-বড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন আর "বামুণ গে-লেনঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর" বাক্যানু-সারে অনুচরেরাও সব সট্‌কাল, মিয়া সা-হেব বীন, জলতরঙ্গ ও তানপূরা গুলি নেযা-বার লোক না দেখে আপনি ঘাড়ে ক'রে বেরোলেন ও পথে পাহারাওলায় "কিয়া লে যাতা" ব'লে মানটা ভাল ক'রে দিয়েছিল শেষে একজন চেনা লোকে বাঁচায়ে দেয়। প্রিয় মহাশয়, যাঁকে গুণের জন্য মান্য দেওয়া কর্ত্তব্য তাঁকে এরূপ মান দেওয়া কেন? ইটি "গরু মেরে যুতা দান বলে।" এরূপ ব্যবহারগুলিতে গুণের গৌরব করা হয় না নামকেনা ব'লতে পারে?

মূল্যপ্রাপ্তি।

বসন্তক সম্বন্ধীয় নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদে-শীয় বার্ষিক ৩৷৵০; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা, মাসিক ৷৷০ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্ট্যাম্প হইতে টাকা প্রতি বিক্র-য়ের খরচা টাকায় /০ আনা হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩৷৷০ পাঠা-ইবেন, তাঁহারা ৩৷৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তক সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তকে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৵০ গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
ময়মন সিংহ পিঙ্গনা ৩৷৵০
" " শ্রীধর মুখোপাধ্যায়
গোহাটী ... ৩৷০
" " যোগেশ্বর রায় চকদিঘি ৩৷৵০
" " দয়ালচন্দ্র মিশ্র রঙ্গপুর ৩৷৵০

কলিকাতা, চিতপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপল্লবিনয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

একাদশ সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩৷৵ নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

সভ্যগণ আপনাদিগের জয় হউক, আপনারা মহাজন! এস্থলে মহাজনটা দুই অর্থেই সাজে প্রথম অর্থ এই যে আপনারা মহৎ ব্যক্তি বা বড়লোক (বড়লোক ব'ল্লে কখন কখন ব্যঙ্গভাবে কদাচার বুঝায় কিন্তু সে অর্থে এস্থান-টায় প্রয়োগ হয় নাই) আর দ্বিতীয় অর্থ এই যে আপনারা মহাজন বা ধনী অথবা দাদনকারী। আমি গরিব ব্রাহ্মণ আপনাদিগের নিকট এক অর্থে আশ্রিত, অপরার্থে খাতক, যে হেতু আপনারা টাকা দেছেন। আপনারা যদি এই দুর্ভিক্ষের বৎসর জুলুমে জমীদারের মত বড় পেড়াপীড়ী করেন তবেই বৃদ্ধ ব্রা-হ্মণ মারা যায়—একে চৌহারা লোক তাতে তৃতীয় পক্ষের সংসারের ফরমাশ খাটতে খাটতে হয়রান—তাতে আবার চাকর বাকর হীন কাযেই হাঁটতেই পায়ের বাঁদন ছিঁড়ে যাবে। এই জন্য আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করি যে দুই চার মাস কিছু অপরাধ মাপ ক'র-বেন; আমার ডিষ্ট্রিবিউটার নামে ঘো-ড়াটীর পা ভেঙ্গেগেছে, সেটী আরাম হলেই নিয়ম মত হাজির পাবেন। কেহ যদি বলেন যে অপরাপরে যখন হাজিরে নিয়ম মত দিলে, তখন আমার গরহাজিরী মাপ ক'র্‌বেন কেন, সে কথার উত্তর আমি এই দিই যে অপরের সহিত আ-মার তুলনা হয় না—তাদের চল্‌তিকল আর আমার নূতনকল—সব এখনো ভাল রূপে চল্‌ছেনা। কখন ইস্পিং ভেঙ্গে যাচ্ছে, কখন দড়ি ছিঁড়েযাচ্ছে। যাহাই

হউক সত্য জানবেন যে আপনাদিগের নিকট যদিও অপরাধী হয়েচি তথাপি আপনাদের তুষ্টক'র্ত্তে যে আমার নিতান্ত মন তা ব্যবহারেই জানতে পারবেন। দেখুন আমাদের পুরোণো কুরুচ গ্রন্থকর্ত্তারা ব'লেচেন যে গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ ক'রবে ও সেই কথার অনুগামী হ'য়ে আমি মঙ্গলাচরণটী করি কিন্তু দেখুন সেই মঙ্গলাচরণেই আমার ভাব ভক্তি দেখা যায়। লোকে কথায় যেমন বলে "এক আঁচড়েই জানা যায় গায়ে কত তেল" সেই রকম আমার "জয় হউক" টাতেই বোঝা যায় আপনাদের তুষ্টকর্ত্তে কত যত্ন। আপনাদের যদি একখানী পত্র লিখতে হয় অমনি লিখিবার আগেই দুর্গানামের শিরপ্যাঁচ ক'রে বসেন, কেন না সকল কাযের গোড়াতেই দেবতার নামটা মঙ্গল-কর। কেবল আপনারা যে এইরূপ করেন তা নয়, বড় বড় দাড়িগোফওলা হোমরা চোমরা মুনি ঋষিরাও এইরূপ ক'র্ত্তেন "নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ" বচনটী তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু আমি আপনাদের ডরে দেবতার নামটাও এক বার আগে ভাগে ক'রে নে পরকালের বিষয়ে পাথরে পাঁচকিল মেরে রাখ্‌তেও সাহস করিনে। কি জানি যদি আপনারা আশীর্ব্বাদ আগে না ক'রলে চটে উঠেন। আর দেখুন আপনাদের জন্যে কত দেশ দেশান্তরহইতে খবর আনি, কিরূপ দুর্গম স্থানসকলে যাই এবং কি সকল অসমসাহসীর কথাকই দেখুন আপনাদের জন্য বড় বড় ধনরূপ বল বিশিষ্ট পেটমোটা মহিষগুলিকে রাগাই—মহিষ বলার তাৎপর্য্য এই যে ধনবান্‌দেরঘরের অকালকুষ্মাণ্ডগুলির রাগ হ'লে জলে ডুবলেও নিস্কৃতি পাওয়া যায় না। বুড়ো লোকদের হৃদয়সরোরুহের প্রক্ষান্তরে গৃহিত ভিমরুল গুলিকে ঘাঁটাই—ভিমরুল বলি এই জন্যে যে আমার কথায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভিমরুলের চাককে লাঞ্ছনা দেয়। আর ইংরাজসম্প্রদায়রূপ বোলতার চাকে কাটিদিই—বোলতা বলার কারণ এই যে ইংরাজদের বর্ণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও তাহাদের একটীকে কিছু ব'ললেই আর দশ জন সঙ্গে এসে পড়ে। আর নিজে অশ্লীলতার আদর্শ ওল্ড ভলগ্যারিটী হ'য়েও অশ্লীলতানিবারিণীসভার ভয় করিনা তাহার সভ্যগণ যে ইচ্ছা ক'রলেই ধ'রে ফাঁসি দিতে পারেন তা সে ভয় রাখি না। এতেও যদি আপনারা বলেন যে আমি অবজ্ঞা করি বা মন যোগাতে ইচ্ছুক নই তবে আর চারা নাই। অতএব আপনারা ঠিক জানবেন যে আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ আছে তবে ঘটনা ক্রমে প্রথমপ্রথম কিছু ব্যতিক্রম ঘট্‌ছে কিন্তু সেটা এর পরে নাহবার সম্ভাবনা; একবার কল্‌টী ভালরূপে চলেগেলেই হবে।

সে যাহউক এখন আর অনর্থক বকাবকিতে কালক্ষেপ না ক'রে সাবেক দোষগুলো কাটায়েওঠবার চেষ্টা করা যাক তা হ'লেও কতকটা নিস্কৃতি পাওয়াযাবে যেহেতু পাঠকগণের মধ্যে যাঁরা বড় রাগত হ'য়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে আমাদের নূতন কথাশুনে ভূতপ্রিয় বাবুর মত ভুলে যেতে পারেন। কিন্তু আর একটু মিছে ব'কতে হয়েচে যেহেতু ভূতপ্রিয়বাবুর কথাটা পেটের ভিতর যেরকম হুটপাট ক'রচে, বোধ হয় ব'লে না ফেল্‌লে পেটফেটে বার হবে। তাই সভ্যগণ, একটু ধৈর্য্যধরুন আমি ভূতপ্রিয়বাবুর কথাটা বলেনি—কেন্দুল বিল্লগ্রামে (এ কেন্দুল বিল্লের সঙ্গে "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" জয়দেবের কোন সম্বন্ধ নাই)। বামন প্রসাদ মল্লিক নামক একজন ধনবান্ জমিদার ছিলেন তিনি তাঁর জমিদারী সমস্তের মধ্যে কুলবেড়ে তালুক খানিকে যত্ন ক'র্ত্তেন এবং তার লাটের কিস্তির খাজনা দাখিলকরণার্থ বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, অধিক কি খাজনা দাখিল কর্ত্তে লোক পাঠায়ে তাহার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত অস্থির থাকতেন। এক দিন বামনবাবু কর্ম্মনাশা নামক একজন প্রাচীন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকেদে কুলবেড়ের লাটের খাজনা পাঠান—কলেক্টরী কাছারী অধিক দূর নয়, এক দিনেই চেষ্টা ক'রলে খাজনা দাখিল ক'রে ফিরে আসা যায় এবং বরাবর সেইরূপই করা হ'ত। ঘটনা ক্রমে ও নামের মাহাত্ম্যগুণে কর্ম্মনাশা খাজনা দাখিলক'রে বাবুরকাছে না এসে কলিকাতার রগড় নিতে গেলেন। বয়স হ'লে অনেকের মন যেমন হামাগুড়ি দিয়ে থাকে কর্ম্মনাশার মনও সেইরূপ দিত, যদিও তাঁর "বয়স বছর দুশো" ব'ললে বড় অত্যুক্তি হ'তোনা, তথাপি প্রাণটা বড় ইয়ারগোছের ছিল তাই কলিকাতার কিছু মজা নিতে গিছলেন। এ দিগে বামনবাবু সন্ধ্যাকাল সমাগত দেখে কর্ম্মনাশার অনাগমনে বড় উৎকণ্ঠিতহলেন, কিচকের দ্রৌপদীর আগমনপ্রতীক্ষার মত বারবার পথেরদিকে তাকাতে লাগলেন, কিন্তু সকলই বিফল হলো এবং মনের উৎকণ্ঠায় বাবুর আহার নিদ্রা হলো না। পর দিন সকালবেলা উঠে বাবু তো গ্রামে ত'লোহাঁড়ি মাগুগি ক'রে ফে'ল্লেন ভেবেই অস্থির! এদিগে কর্ম্মনাশা কলিকাতার মজা নে পর দিন প্রাতেই কেন্দুলবিল্লে রওয়ানা হলো ও উজোন ঠেলে বেলা একটার সময় গে পৌঁছুলেন, গ্রামের সিমানায় পা দেবা মাত্রেই দুই চার জন চেনা লোক ব'ল্লে,

"আপনি ক'রেছেন কি! বামনবাবু যে আপনার না আসাতে কালঅবধি আহারাদি করেন নি"। কর্ম্মনাশার শুনেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল কিন্তু কি করেন চারা নাই, কি কাটান করেন তাই ভাবতে ভাবতে বাবুর বাড়িরদিকে চল্লেন, ক্রমে যত বাটীর নিকটে যেতে লাগলেন ততই অনেক ভয় হ'তে লাগলো, এ বলে "ছি মশাই" ও বলে "এমনটা কি কর্ত্তে হয়" আর বাবুর মশাহেবরা ব'লতে লাগলো "এমনওকরে, বাবুর কালথেকে আহার নাই, বাবু মহা রাগত হয়েচেন, আপনি সামনে যাবেন না"। কর্ম্মনাশা মনে মনে ভাবলেন "যখন এগুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা পেছুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা তখন এগুলেই ভাল"। এই ভেবে পাথরে বুক বেঁধে বাবুর বাটীতে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই অমনি সরকার লোক জনেরা বামনবাবুকে খবর দিলে যে কর্ম্মনাশা এসেছে। এই খবর পেয়েই বাবু মুখ আরও ভারক'রে মানিনী শ্রীরাধিকার মত গুম্ হয়ে বসলেন। কর্ম্মনাশাকে সকলেই সামনে যেতে বারণ করতে লাগলো ও ব'লতে লাগলো যে বাবু রাগে একেবারে বাক্যালাপ বন্ধক'রে ফেলেছেন গেলেই সর্ব্বনাশ হবে। কর্ম্মনাশা একে ইয়ার মানুষ তাতে আবার বয়স সাঙ্গ হয়েছে সুতরাং আর বড় ভয় ডর নাই যে হেতু জানে যে তার আর ভোগ বহুদিনের জন্য নয় কাযেই মরিয়ার মত হয়ে "না হয় জবাবই দেবে আর ত কিছু না, রাগটার রকমই দেখে নিই না" ব'লে বাবুর বৈঠকে গিয়ে ঢুকলেন। যাবা মাত্রেই বাবু মুখ ফিরায়ে ব'সলেন—কর্ম্মনাশা দেখলেন বড় হ্যাঙ্গাম, শ্রীমতির দুর্জ্জয় মানের বাবা—কিন্তু ইয়ার লোক বলেই চট ক'রে মনে হলো যে বাবু ভূতের কথা বড় ভাল বাসেন তবে একটা ভূতের কথাই কওয়া উচিত—এমন সময় মসাহেবরা ও আমলা ফয়লা সকলে ব'লে উঠলো "ছি ছি আপনি কাল এলেন না কেন" কর্ম্মনাশা ব'ল্লে "যোয়ারের যোরে নৌকা চলে না দেখে ক'লকাতায় উঠে ছিলেম ও মনে ক'রেছিলেম যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে রওয়ানা হব কিন্তু কি করি যে একটা দুর্দ্দৈব ঘটলো"। এই কথা বলাও যে অমনি বাবু ফিরে ব'সে বল্লেন "হাঁ বটে কি কি কি দুর্দ্দৈব?" কর্ম্মনাশা বুড়ো কুরুচ গোড় চিনতে বড় চতুর, অমনি বলে ফেল্লে "মহাশয় সে আর ব'লবো কি একটা ভূত" এই কথা যে শোনা অমনি কর্ত্তা বলে উঠলেন "অ্যাঁ বল কি ভূত! তা হবেই তো এরূপ দুর্দ্দৈব হ'লে আসাবন্ধ হতেই তো পারে তবে কি রকমভূত—কোথায় দেখ্‌লে?" কর্ম্মনাশা বল্লেন "হুজুর কলিকাতার বাড়ীতে,"

দেয়ালি রাত্রে—
বাজির ধুম

আমি যে গিয়ে বলেছি অমনি সাম্‌নে কড়িকাট সমান একটা এসে দাঁড়ালো কর্ত্তা বল্লেন "আঁ বল কি সত্য? তার পর" কর্ম্মনাশা বল্লেন সত্য বই কি। "হুজুর, সুমুকদিকে গুড়মুড়ো তার পিছন-দিগে পা, দেখেই আমি কাট হয়ে গেলেম, কিন্তু চৈতন্য পেয়ে আর কিছুই দেখ্‌তেপেলেম না, অমনি উঠে প্রস্থান।" কর্ত্তার আর আমোদের সীমা নাই, হেসে বল্লেন "বটে তাইতো এরূপ দুর্দ্দৈব ঘট্‌লে দেরি তো হতেই পারে—ওরে কর্ম্মনাশাবাবুকে জলখাবার এনে দে, সমস্ত দিন ভালক'রে খাওয়া হয় নাই" এই আগড়ম বাগড়ম বকাতেই তো পুথি বেড়ে গেল, পাঠকগণকে যে কথা ব'লবো মনে ক'রেছিলেম তার তো কিছুই হলোনা এখন তা বল্‌তে গেলে অনেক গুরুতর কথা রয়ে যায় অতএব আগের কথা আগে ব'লেনিই পরে অবকাশ মত রঙ্গরসের কথা কব।

নূতন ইংরাজি চাল।

টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, যে সম্প্রতি ইন্দোরে রেলওয়েএঞ্জিনিয়ার-আফিসে অগ্নিলাগিয়া সমস্ত কাগজপত্রাদি পুড়িয়াগিয়াছে। ইহাতে দুঃখের বিষয় কি! যেমত জন্ম হইলে মৃত্যু হয়, যেমত পারস্যঅক্ষর লিখিলে ভাল উৎকৃষ্ট বিলাতিকাগজ হউক না কেন, উইয়ে কাটে সেই প্রকার রেলওয়ে, পব্‌লিকওয়ার্কস্‌ডিপার্টমেণ্ট ও নিমকগোলার কাগজপত্রাদি অদ্যাবধি অগ্নি, ইঁদুর কিম্বা বাঁদরসাৎ হইতেছে; ইটী ইংরাজদিগের পদার্পণের ফল অর্থাৎ ইংরাজি চাল্।

নূতন অভাব।

প্রায় সকলেরই একটা না একটা অভাব আছে, তার মধ্যে আমার মত লোকের একটী বেশী। সে বেশীটী কি? আমি জিজ্ঞাসা ক'ল্লে কেউই ব'ল্‌তে পার্‌বে না। অভাব নানারকম, ধন, মান, যশঃ ও প্রতিপত্তি অনেকেই চায়, আমি এ সকলের জন্যে ব্যতিব্যস্ত নই। আমি যা চাই, তা কারুরই নাই যে দেবে, আর সেটী দিলেও নেয়াযায়নি, পরের নিলেও কোন কাযে লাগেনি। আমি দুখানি ডানা চাই, কিম্বা কোন কৌশলে যাতে অনায়াসে উড়ে যেতে পারি এমন হয়, তবে আমার অভাব মোচন হয়। অনেকে ডানার কাযটী শিখাতে প্রস্তুত, কিন্তু যাঁরা শিখাবেন, তাঁদের পুথিগত বিদ্যা, আর যাঁরা প্র্যাক্‌টীক্যালী ক'রেচেন তাঁরা উড়েগিয়ে একেবারে দুনিয়াছাড়া হ'য়ে প'ড়ে

চেন। আমার ঐ বিদ্যাটী শেখ্‌বার বড় ইচ্ছে, পাল্লে অনেকদিন পূর্ব্বে সুবিধাও হ'য়েছিল, কিন্তু আমার বুদ্ধিটী মোটা তাতেই আজ্ পর্য্যন্ত ওর দিক্ দিয়েও যেতে পারি না। অনেকেরই উড়ে যাবার ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু সকলের মনের ভাব সমান নয়, কে কোন ভাবে উড়্‌তে চায় তা বলা দুষ্কর। তবে আমি যে এত ব্যতিব্যস্ত কেন তা বরং বলি। আমি নাকি ছেলেব্যালা থেকে বড় চালাক ও বড় চঞ্চল, এক জায়গায় থাক্‌তে হ'লেই যেন হাড়্‌গোড়্‌ভাঙ্গা দ টী হ'য়ে থাকি। আর একটী কথা, দুনিয়ার খবর দুটী পাঁচটী জান্তেপা'ল্লে আবার সেইগুলি দশজনের কাছে ব'লে-বেড়াতে পাল্লে বড় আমোদ হয়, তারই সন্ধানে প্রায় ঘুরে ঘুরে বেড়াই, মধ্যে মধ্যে যা কিছু পাওয়া যায়, তাতে মনে তৃপ্তি হয় না। পাঠক মহাশয়কে ব'লতে কি, আমার হ'য়েচে, "দরিদ্রাণাং মনোরথঃ" মনের ভাব মনেতেই থেকে যাচ্ছে, কিছু ক'রে উঠ্‌তে পাচ্চি না। পূর্ব্বকালে পক্ষিরাজ ঘোড়া ছিল, তারা এক দিনে অনেক স্থান যাতায়াত ক'রে অনেক বিষয় জান্তে পার্ত্তো, তা মানুষ সকল প্রাণীর চেয়ে প্রধান, এরা উড়্‌তে পাল্লে তাদের চেয়েও অধিক বিষয় খুঁজে বারক'র্ত্তে পারে। যদি বলেন যে আমি এক্‌লা উড়ে উড়ে কত জান্‌বো, তা হ'লে আপনাকে আগে একটী "রুল অফ্ থ্রি" ক'রে দেখ্‌তে হয়। যথা, "কতকগুলি মনুষ্য পায়ে হেঁটে আপনারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ও অন্যের সাহায্যলইয়া যতগুলি কার্য্য সম্পাদন করিবে, আমার মত একটী উড়ন্ত মনুষ্য অন্যের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের সমান পরিশ্রম করিয়া সে কার্য্য করিবে, তাহা বেশী কি কম হইবে?" এইতেই উড়ে যাবার ফল ঠিক জান্তে পার্‌বেন, আর আমার দুখানি ডানা পাওয়া বড় আবশ্যক কি না তাও বিশেষ বুঝ্‌বেন। আমি পূর্ব্বেই ব'লেচি যে, যে সকল আমি দেখ্‌তে শুন্তে পাই, তা অন্যের কাছে ব'লতে ভালবাসি, কেবল আমাদের দেশের লোকে শুন্‌লেই আমি তুষ্ট নই; আমার ইচ্ছা যে ভারতবর্ষ সওয়ায় অন্য অন্য দেশ থেকেও কিছু কিছু পাই আর এখানকারগুলি আমি স্বয়ং গিয়ে ব'লে আসি। বিশেষতঃ আমাদের দেশের কতকগুলি ভাল মন্দ বিষয় প্রত্যহ যদি বিলাত পর্য্যন্ত গিয়ে মহারাণীর নিকট জানাতে পারি. তা হ'লে এই আম্‌দানি রপ্তানিতে যা হোক্ একরকম মুনফা দাঁড়ায় কি না?

(গত প্রকাশিতের পর)

আমি ত বাবুয়ানা শেক্‌বার জন্যে আমার ইচ্ছামত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেচি, তাতে যে কোন রকম খবর পাই তা বোধ হয় না। যাহউক এই বৃদ্ধ-বয়েসে ভোগটী হ'চ্চে ভাল। বাসন্তিকা আমার যদিও বুদ্ধিমতী, তথাচ স্ত্রীলোকের যে একটী একগুঁয়েমি থাকে তা তার বিলক্ষণ আছে! আমি যতই বুঝাই তাতে "খাতের নদারদ্" সেই যে একটী ঝোঁক ধ'রেচে আমি ফিট্ ফাট্ হ'য়ে বাবু হ'য়ে বেড়াব, সে দেখ্‌বে, তা সেটুকু আর কোন মতেই ছাড়্‌চে না। আমার আবার হ'য়েচে কেমন, না সাধক'রে ফোঁটা প'র্ত্তে গেলে কপাল চড়্‌চড়্ করে। যাহউক এমন উভয় শঙ্কটেও মানুষে পড়ে? এখন আমি তার অমতে কেমন ক'রেই বা চলি। আবার তার যে-রকম আব্‌দার সে অনুসারে কায়করা তো আমা হ'তে হয় না। আমি যে এখন তার ইচ্ছামত একটী শং সেজে বেড়াব তা পার্‌বো না, তাহ'লে আমাকে লোকেই বা ব'ল্‌বে কি। তাও চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লেম্ কিছুই তো ভাল লাগ্‌লো না? এখন এ বিপদের যেখান থেকে উৎপত্তি সেখানে না গেলে নিবৃত্তি হবার অন্য উপায় নাই। আমাকে পুনরায় বাসন্তিকার কাছেই যেতে হ'ল। বলি, ও বাসন্তিকে! তুমি ত আমাকে বিষম বিভ্রাটে ফেলেচ।

বাসন্তিকা। কেন নাথ! আমাহ'তে তোমার এমন কি বিপদ উপস্থিত হ'ল?।

বস। প্রিয়ে! তুমি যে আমাকে ভাল পোষাক প'রে বাবুয়ানা ক'রে বেড়াতে বল, তা আমি হলেম, সেকেলে মানুষ, এখনকার বাবুদের মত হ'য়ে বেড়াতে আমার লজ্জা করে।

বা। নাথ! তোমার লজ্জার কথা শুনে আমার লজ্জা করে, এরই নাম "খেতে ব'ল্লে মা'র্ত্তে ধায়"।

বস। তা নয়, তা নয়, বলি ভাল পোষাকেরই বা দরকার কি?।

বা। ভদ্রলোকটীর মত হবে ব'লে।

ব। আচ্ছা, আমি যদি এই সামান্য রকমে চলি, আর আমাকে লোকে ভদ্রলোক না বলে নাই বোল্লে? তাতে আমার হানি কি? যদি পোষাকঅনুসারে ভদ্র ও বড় হ'ত, তা হ'লে অনেক বাড়ির জমাদার, খানসামা ও অন্য অন্য চাকরদের যে দামী পোষাক দেখা যায়, তাতে সাধারণের মধ্যে তার চেয়ে ভাল পোষাক প'রে যে কেউ বড় হবেন তা "সে পথে কাঁটা"। আরও দেখ আমারই মত সাদাধুতি ও চটীজুতিতে "গুণনিধি মহাশয়" (সহরের বাবুরা যে পাড়াগেঁয়ে বলেন, ইনি তাদেরই একজন) এত বড় হয়েচেন যে হাতবাড়িয়ে পাওয়া যায় না।

বা। তা বটে, তবে বাইরে, সম্ভ্রম রাখ্‌বার জন্যে পোষাকটার যে বিশেষ দরকার তা কে না স্বীকার ক'র্‌বে?।

ব। এ কথা আমিও অবশ্য স্বীকার-করি, তাব'লে কি বেয়াড়া বন্দবস্ত ক'রে ওজন ছাড়া হ'য়ে একেবারে পাতালের দিকে ঝুলে পড়া ভাল?।

বা। নাথ! আমি তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রে তোমাকে বোঝাতে পার্‌বো-না, স্ত্রীলোকে কি পুরুষের সঙ্গে কোন বিষয়ে পেরে উঠে?

ব। পারে বৈ কি—তা যাহোক্ এখন কি করি বল।

বা। আমি আর কি ব'ল্‌বো এখন তুমি যা ভাল বাস তাই কর আমার তাতে আপত্তি নাই, তোমার যাতে অ-সুখ হবে আমি কি তাতে সুখী হব?।

ব। আঃ বাঁচ্‌লেম, আমরা হলেম সেকেলে মানুষ, আমাদের সেকেলে ফ্যাশন——

বা। (হাসিতে হাসিতে) তুমি আবার সেকেলে "ফ্যাশন" পাবে কোথা-থেকে, সেকেলে "কেতা" আমরা এখন-কার মানুষ, আমাদের "ফ্যাশন" ব'ল্লে সাজে।

ব। আমি বলি কি, যে "ফ্যাশন" টী বিদেশ থেকে ইণ্ডেণ্ট্ কোরে আন্তে কষ্টনেওয়ার চেয়ে, এখানে পাওয়া যায় যে বাঙ্গালা "ধরণ" টী, তাই নে চলা মন্দ কি?।

বা। তবে তাই ভাল।

ক্রমশঃ

বিদেশীয় সংবাদ।

ব্রাহ্ম পাদ্‌রি শ্রীযুক্ত বাবু নমঃ বিষ্ণু কি লিখিলাম বাবু শব্দ কি উন্নতশীল ব্রাহ্মদিগকে বাচ্য ইহাতো হিন্দুদিগের উপাধি। কৈশবেরাতো হিন্দু নহে; মুসলমান নহে যে মিয়াসাহেব লিখিব সাহেবও নহে যে রেভারেণ্ড্ লিখিব, তবে কি লিখি—

ইহা ব্রাহ্মদিগের অত্যন্ত অন্যায়, অদ্যাবধি ইহাঁরা শিশু রহিয়াছেন নাম-করণ অর্থাৎ যাহাকে আমরা ভাত কহি, তাহা করেন নাই। সে দিবস বাহিরে ব্রাহ্মিকারা কি বলিয়া স্বামীদের সম্বোধন করিবেন এক প্রকার স্থির করিয়াছেন এ-ইটী কেন স্থির করেন নাই—কিন্তু স্থির করুন বা না করুন হিন্দুরা ছেলেদের নামকরণ না হইলে ফ্যালারাম, ভুতো, খোকা, বাঞ্ছারাম বলিয়া থাকে; কিন্তু ব্রাহ্মেরা তো হিন্দু নয় যে, সে কথা ব-লিবে। রাগ করিতে পারেন কায নাই। তবে যথা বিহিত অনাবিষ্কৃত পদবীযুক্ত শ্রীমজুমদার মহাশয় যে বিলাতে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে ইংরাজেরা অবাক্

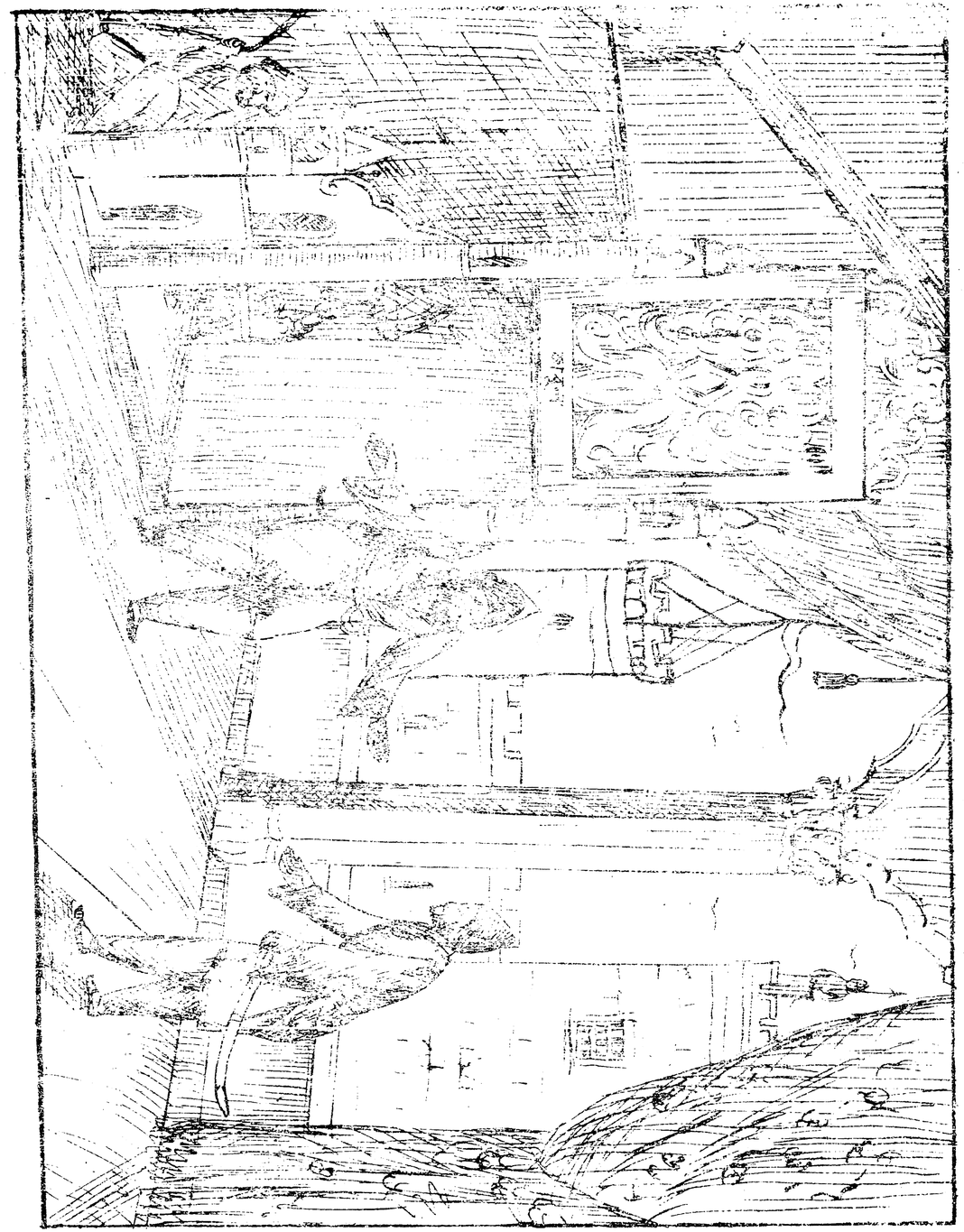

হইয়া পড়িয়াছে। আমরাও অবাক হইয়াছি। তিনি কহিয়াছেন যে বেণ্টিকসাহেবের আমলে যে হিন্দুদিগের সতীর সহগমন-নিবারণ করা হয় তাহার মূল তাঁহার রিফর্ম এসোসিএসন; তাঁহাদের উৎসাহে অদ্যাবধি ভারৎবর্ষে সতী পাওয়াযায় তাহা না হইলে সমস্ত সতী পোড়াইয়া মারা হইত। তাহাদের উৎসাহে হিন্দুবিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ বিহিত হইয়াছে; এমন কি,যে হুগলিনদীর সেতু নির্ম্মাণ হইয়াছে, যদিচ ইংরাজেরা তাহাকে লেস্‌লি সাহেবের কৃত কহে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিতেগেলে তাহাদের উৎসাহে বলিতে হইবেক, কারণ আদি সেতু সেতুবন্ধরামেশ্বর,সেটী হনূমান কৃত—বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে গুপ্তিপাড়ার হনুমান প্রসিদ্ধহনুমান, তাহার নিবাস সেই গ্রামে, তবে আদি সেতুর কারণ রিফর্‌ম্ এসোসিয়েশন্ কেন নহে।

নূতন খবর।

সহরের ও পল্লিগ্রামের কৃষ্ণ বিষ্ণু গোচ বাঙ্গালী ইংরাজী লেখক সকলে বাবুইংলিস নিয়ে বড় মাথাকোটাকুটি কর্ত্তে মেতেছেন আর আমাদের মত লোক সকল তফাতে দাঁড়ায়ে তামাসা দেখ্‌ছে। মেং ওয়েব্ এবং মেং রো সাহেব ইংরাজী সাহিত্যবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখে তার ভিতর বাবুইংলিস ব'লে বর্ত্তমান বাঙ্গালীলেখকদিগের ইংরাজী রচনার সমালোচনা ক'রেছেন। তাঁরা যে সকল কথা লিখেছেন তার কতক সত্য ও যুক্তিযুক্ত বটে কিন্তু কতকটা অসত্য ও অযৌক্তিক কথা ও ড্যাম বাঙ্গালী ব'লে লিখেফেলেছেন। যদি সেই কথা গুলোর প্রতিবাদ করা হইত তাহ'লে কোন কথাই থাক্‌তো না কিন্তু ইংরাজী লেখকরূপে পরিগণিত বাঙ্গালী বাবুদের"বাবুইংলিস" এই কথাটী দেখেই একেবারে অভিমানের হাঁড়িভেঙ্গে চৌচাকলা হ'য়ে প'ড়েছে ও তাঁহাদের কোপ আগুন দেয়া তুবড়ীর মত জ্বলে উঠেছে, কাজেই শেষে ধোঁয়ায় আর কিছু দেখতে পাননা, কোথা যান কি করেন ঠাওর নাই। কেউ ব'লছেন "হাঁ আমরা ইংরাজী জানিনা তো জানে কে" কেউ ব'লছেন "হাঁ অমুক বাবুর কাছে কতব্যাটা ইংরেজ কলম ধর্‌তে পারে না!" এসকল কথা শুনে আমাদের মত লম্বোদর গোচ বুদ্ধিমান লোকেরা বিবেচনা ক'র্চ্চেন যে কোন সাধুকে চোর ব'ললে যেরূপ সে ব্যক্তি ঐ বাক্য তাঁহার গ্রাহ্যের ভিতর বলিয়া বিবেচনা করে না, আর চোরকে অসত ব'ল্লেই জ্বলে উঠে সেইরূপ যদি বিশুদ্ধ ইংরাজী লেখবার ক্ষমতা কাহারও

থাকিত, তাহাহইলে দুই জন বাঙ্গালী-বিদ্বেষীর কথায় তাঁহারা বিরক্ত হতেননা ও বিশুদ্ধ লেখার ক্ষমতা নাই ব'লেই এত মাথাকোটাকুটি প'ড়েগেছে। কোন এক সুপ্রসিদ্ধ প্রধান লোক ফরাসিস দেশে ক্রমান্বয়ে অনেক বৎসর থাকিয়া ফরাসিসদিগের সহিত সহবাস, আহার ব্যবহারাদি করিয়াও ব'লেছিলেন যে তিনি অনেক যত্ন করিয়াও ফরাসি ভাষার কিছু শিখিতে পারেন নাই। এই থেকেই বোঝা যায় যে এক জাতীর ভাষা অপর জাতীর শিক্ষাকরা কত কঠিন। তাহাতে বাঙ্গালীরা ইংরাজের সঙ্গে না মিশে, না খেয়ে, না থেকে যে ইংরাজীভাষা সম্পূর্ণ দখল করিতে পারেনি এর বিচিত্রতা কি? এর জন্যে এত মাথাকোটাকুটির দরকার কি? আমাদের মধ্যে তো কথাই প্রচলিত আছে যে একজন সাহেব বড় বাঙ্গালাভাষায় পণ্ডিত ব'লে পরিচয় দিতেন এবং কোন বাঙ্গালীকে তাঁর সাম্‌নে ইংরাজী কথা কইতে দিতেননা, একদিন একজন আমাদের দলের লোক তাঁর কাছে যেতেই তিনি বাঙ্গালা কথা কহিতে বলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ক'রছিলেন?" এই কথা শুনেই তিনি ব'ল্লেন "সাহেব ঝুরোলুসে কুপোকাত ক'রেছিলেম।" এই কথা যে বলা অমনি সাহেবের সর্ব্বনাশঘটে গেল, সাহেব অভিধানেও পাননা বাক্যা-বলিতেও পান না; ভেবেই অস্থির। অতএব এ জানাকথায় গা জ্বল্‌বার কারণ কি; বাঙ্গালীর চেয়ে ইংরাজে ইংরাজী ভাল লিখ্‌বে তার সন্দেহ কি? তবে রো এবং ওয়েব সাহেবরা যে বাবু ইংলিস ব'লে একটা রগড় ক'রেছেন সেটা কেবল তাঁদের অহঙ্কার মাত্র, যাহা চিরকাল হ'য়ে আস্‌ছে তাহা লয়ে ব্যঙ্গে কি ফল? তবে যদি তাঁরা বাবু ইংলিসের সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালীদের বুদ্ধির অপ্রখরতা দেখাতে ইচ্ছা ক'রে থাকেন তবে সেটা অন্যায় হ'য়েছে। কথা বলবার আগে আপনার গায়ে হাত দে ব'লতে হয়। চালনির ছুঁচের নিন্দা ও বিষ্ঠার নরক নিন্দা যে রূপ, ইংরাজদের বাঙ্গালিকে মোটাবুদ্ধি বলাও সেইরূপ। আজ কাল বিলাতের একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক যিনি কলিকাতায় অনেক দিন ওরিএণ্টল স্কলার ব'লে কব্‌লাতেন, লেখা বক্তৃতা পাঠকর্ত্তে২ ব'লেছিলেন "এই ভিড্যালয় এইষ্ঠানে পুনর্ব্বার ষ্ঠাপিত হইলেন" আর কলিকাতায় মিসনরীগিরী ক'রে বয়েস গুড়ায়ে লঙ সাহেব নীলদর্পণ তরজমায় সড়পির অনুবাদ ব্রিক্‌ডষ্ট্‌ ক'রেছিলেন এবং দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন "হোতাকে হয় তুমি না তোমার দাদা হয়?" তুলনায় এরচেয়েও কি বাঙ্গালীতে ইংরাজী কম শিখে?

ঢুঁঢুপান্তি নানা, আবার ধরা প'ড়েছে শুনে আমাদের মনে পৌরাণিক কথার উপর আবার বিশ্বাস হবার উদ্যোগ হয়েছে। রক্তবীজের কথাটা ইতিপূর্ব্বে আমরা বড় মান্‌তেম না "কবির মুখের কাব্য" ব'লে হেসে উড়ায়ে দিতেম কিন্তু এইবার বিষয়টা আন্দোলিত হওয়াতে আর হেসে উড়াইবার যো নাই। নানা, নানাব'লে নানালোকের কাসি হ'য়েগেছে, গুণতে গেলে তিন আঁকুরে সংখ্যার ভিতর তাঙ্গড়ায় না, তবু নানার শেষ হয় না। একি আপদ! ব্রিটিস্ গভর্মেণ্ট কি পরুষুরামের নিক্ষত্রিয়করণ প্রতিজ্ঞার ন্যায় নির্খোট্টা করণে কৃতসংকল্প হয়েছেন? যতদিন খোট্টা থাকিবে তত দিন কি আর নানার শেষ হবেনা? নানা ব'লে কাহাকেও ধরিবার অগ্রেই কি বিবেচনা করা উচিত নয় যে ইতিপূর্ব্বের নানা ব'লে ফাঁসি দেয়া লোকসকল তবে নিরপরাধে বিনষ্ট হ'য়েছে? আর তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কি বিদ্রোহী মাত্রকেই মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য নহে? আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কি সকল কথাই মিথ্যা লিখে গেছেন, আর আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কি গৃহছিদ্র গোপন রাখা উপদেশ দেন না? কোন কালে মিউটিনি হয়েছিল, যারা ক'রেছিলো তাদের পাড়াপ্রতিবাসী পর্য্যন্তকে বাতুড়মারা করেও কি সাধমেটেনি; এখনো সেই পুরোণো ও বিস্মৃতিপথগত কথাগুলির আন্দোলন ক'রে লোকের মনে নূতন ক'রে দেয়ায় ফল কি? যত রগড়ান হবে তত তিতরস উঠ্‌বে তা কি জানা নেই? যা হউক আমরা গরিব ব্রাহ্মণ স্থিরভাব থাক্‌লেই দুইচারটা ভিক্ষা মিলে সুতরাং আমরা গভর্মেণ্টকে অনুরোধ করি যে আর পুরাণো কাসুন্দির কটুরস উত্তোলনে কাজ নাই ও নররক্তপাত হইতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য।

সাতদশা—রিননদীর তীরস্থ ভবন সকলে এক দল করিয়া মূর্ত্তি আছে এবং সেই মূর্ত্তি সাতটী ও তাহাদের সমষ্টিকে বলে সাতদশা—এই মূর্ত্তিগুলির যে অর্থ তাহা সকল দেশেরই যোগ্য এই নিমিত্ত আমরা এস্থলে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দিতেছি সভ্যগণ রাগক'র্‌বেননা কেননা "হককথায় আহাম্মক ব্যাজার" হয়, ঐ সাতমূর্ত্তির প্রথমটী রাজমূর্ত্তি, যাহাতে বলে "আমি রাজস্ব গ্রহণ করি" দ্বিতীয় মূর্ত্তি বড়মানুষ অর্থাৎ জমিদার ও উহার বাক্য "আমি লাখরাজের খাজানা লই" তৃতীয় মূর্ত্তিটী ধর্ম্মযাজকের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বা আমার ব'ললেও চলে সেই মূর্ত্তির কথা "আমি বাপু দান লই" চতুর্থ মূর্ত্তি বণিকের, তাহার বাক্য "আমি লভ্য লইয়া দিনপাত করি" পঞ্চমমূর্ত্তি সেপাইয়ের, তাহার কথা "আমি কিছুর দর

দিইনি" ষষ্ঠমুর্ত্তি ভিক্ষুকের ও তাহার কথা "আমি ভিক্ষা করি আমার কিছু নাই" সপ্তমমুর্ত্তি কৃষকের এবং সে বলে "পরমেশ্বর আমাকে সাহায্য করুন যেহেতু এই ছয়জন লোক আমারই দ্বারা প্রতিপালিত হইবে।" কেমন সভ্যগণ মূর্ত্তিগুলির বাক্যার্থ সমস্ত সঙ্গতবোধ হয় না? আপনাদের যিনি রাজারাজড়োর পদ পেয়েছেন তাঁরা রাজস্ব লয়ে মজাক'রে"রঙ্গমেভঙ্গমৎ করো" ব'লছেন ও বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ, নাচ, গান, আমোদ প্রমোদ ক'রে নাম কিন্‌চেন। যাঁরা জমিদার, তাঁরা ভুঁড়োপেট বার্‌ক'রে তকিয়া ঠেযান দে আলবোলাতে তমাক টান্‌তে টান্‌তে "মারবেটাকে ধর বেটাকে" ক'রে কাছারি কচ্ছেন ও খাটাখুটি না ক'রেও পায়ের উপর পা দে বসে খাচ্ছেন। যাঁরা আমাদের মত দড়িগাচটা গলায় দিয়েছেন তাঁদের তো পোহাবারো, রাজাই বা কি, জমিদারই বা কি আর মেথরই বা কি সকলেরই মাথায় হাতবুলায় ও ঘাড়ে লাথিমেরে সন্দেশ মণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা গালেফেল্‌ছেন ও ব্রাহ্মণীদের অলঙ্কারের ফরমাচ দিচ্ছেন। যারা বণিক তাঁরা সাঁকের করাত, দেবারবেলাও লন নেবারবেলাও লন, নেওয়া ভিন্ন আর কিছু জানেন না, কিছু ব'লতে গেলেই ব'লে বসেন "লাভ না নিলে পোষায় কই।" যাঁরা সেপাই, তাঁরা ক্ষুদ্রনবাব অস্ত্রাদির বলেই তাঁদের ভয়ে সকলে তটস্থ যা ইচ্ছা তাই সবলহস্তে লন দরের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই বেচারা ব্যবসাদারেরা গুঁতোর ভয়ে চুপক'রে থাকে। যারা ভিক্ষুক তাদের এক রকম মন্দনয়, কান্তিপুষ্টি দেহে ফুঁদিয়ে বেড়ায়েবেড়ায় আর দরকার হ'লেই "জয়রাধাকৃষ্ণ" ব'লে লোকের দ্বারে গে খাড়া হয়, বাড়িওলার মহাবিপদ,ফেরাবার যো নেই "অতিথির্যস্যভগ্নাশোগৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে সতস্যৈ দুস্কৃতংদত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি" শ্লোকটীর ভয়ে তাড়াতাড়ি কিছু বেরকোরে দেন। এখন সকল বিপদই গৌবেচারা চাষার, সমস্ত বৎসর মেহনত কোরে ছয়জনের পেট পোরাতেই কুলান ভার আপনার দুঃখ ঘোচেনা।

সংবাদ সুগোচর হইয়াছে যে গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর অহিফেন ১৬০০০ মোন অধিক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে অপিয়ম এজেন্সীর কর্ম্মচারীরা কোম্পানীবাহাদুরের নিকট হইতে খয়েরখাঁয়ীত্ব-সূচক পুরস্কারের আশা কর্ত্তেছে, আর কানাঘুষা এমনি শোনা যাচ্চে যে গভর্‌মেণ্টহইতে তাঁহাদিগকে না কি প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে। আমার বাসন্তিকা সে দিন ব'লছিলেন যে অহিফেন অধিক উৎপাদনের জন্য পুরস্কার দেয়া অপেক্ষা যেমন বাগের,

কলেজ রিইউনিয়ন।

"আস্তে আজ্ঞা হোক মহাশয় ভাল আছেন?"

ভালুকের, নেক্‌ড়িয়ার, সেয়ালের ও কুকুরের মাথার উপর পুরস্কার বা দর দেওয়া আছে, সেইরূপ মানুষের মাথার উপর একটা দর দিলে ভাল হয়।

মহারাজ হলকারের স্থাপিত কাপড়ের কলনির্ম্মিত বস্ত্রসকলের নমুনাস্বরূপ কয়েক খণ্ড বিলাতে এষ্টেট্ সেক্রটারির নিকট দর্শনার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং এষ্টেটসেক্রটারি লর্ড সালিসবরি তদ্দর্শনে আহ্লাদ প্রকাশ করাতে শুন্‌ছিনাকি মাঞ্চেষ্টারের বণিকসকল মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়েন ও বড় বড় ডাক্তারেরা এসে নির্ণয় করিয়াছেন যে ভারতের কল সকলের হুড়-হুড়নির শব্দই সেই মূর্চ্ছার কারণ—"একগাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথা ধরে" বাক্যটার এতদিনের পর সার্থকতা ঘট্‌লো।

চীন ও জাপানদেশীয়দিগের মধ্যে যে বিদ্রোহ হইবার উপক্রম হইয়াছিল তাহা মিটে যাওয়াতে আমাদের ঢেঁকিচড়া ঋষিটী বড় ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন ও তাঁর শিষ্যেরা যাহারা নেড়ের দাড়িতে দাড়িতে বেঁধে ও ভট্টাচার্য্যদের টিকিতে টিকিতে বেঁধে নাকে লস্য দে আমোদ দেখ্‌তে ভাল বাসেন তাঁরা ব'লছেন চীনেদের ও জাপানিদের টিকিতে গোঁফেতে কিরূপ যুদ্ধ হতো তার রগড়টা দেখা গেলনা।

ফ্রেণ্ড্ আফ ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন, যে জাপান সমুদ্রের উপকূলে ধৃত একটী হোয়েল মৎস্যের উদর হইতে ১০ হাজার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাইয়াছে, তৎশ্রবণে আমাদের দেশের জাঁদরেল গোচ-প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা পাড়ার বি এ, এস্ এ, ছেলেদের ডেকে ব'লছেন "কেমন বাবুরা, আমাদের মোঙ্গলচণ্ডীর কথা সত্য কি না তা দেখ, তোমাদের সায়েব বিধাতারা এতদিনের পর সে কথা মানছেন। বেণে সদাগরদের বৌ নিলাবতীর বস্ত্রালঙ্কার রাঘববোলে গিলেছিলো তাতে কি আর সন্দেহ আছে?" আমার বাসন্তিকা ঐ কথা শুনে তাঁদের একজনকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন "হ্যাঁগা এক মঙ্গলবারে জাহাজের ধ্বজা, ফিরে মঙ্গলবারে মাস্তুল, ফিরে মঙ্গলবারে তলা পর্য্যন্ত দেখা গে, ফিরে মঙ্গলবারে সাত খান তরি রাজপুত্র সমেত ঘাটে এসে লাগা ও ফিরে মঙ্গলবারে ডাঙ্গার উপর দে গড়গড়িয়ে রাজভাণ্ডারে ওঠাও কি সাহেবেরা সত্য ব'লে মেনেছেন?" তাতে তাঁহারা উত্তর দেছেন "ওগো সব কি মানতে হয়, ধ ব'লতে র ক'রে নিতে হয়।"

ইন্‌স্পেক্টর ফেলনসাহেব একখানি হিন্দি ও ইংরাজী অভিধান লিখিতেছেন গভর্মেণ্টে তাঁহার ৬০০ কাপি ৩০০০০ টাকায় লইবে'ন বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া-

ছেন এবং গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে আর ৮০০০ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। এই সংবাদ পেয়ে আমি দৌড়ে গিয়ে বাসন্তিকাকে ব'ল্‌লেম "দেখদেখি কি অন্যায়, এদেশের পণ্ডিতেরা চিরকালটা ভাতে-ভাত খেয়ে লেখাপড়ার পিছনের বয়সটা গুড়ালে তবু তারা গ্রন্থ লেখ্‌বার যোগ্য হলো না, আর কোথাকার লোক এসে বিদেশীয় হ'য়ে ও এদেশের ভাষায় গ্রন্থ লিখ্‌তে লাগলো আর গভর্মেণ্ট এদেশীয় পণ্ডিতদের ওল্ড্ ফুল ব'লে ব'লে অগ্রাহ্য ক'রে ইউরোপীয়গণের পাণ্ডিত্যই স্বীকার করেন" বাসন্তিকা সেই কথা শুনে মুচকে হেঁসে ব'ল্লেন "ঠাকুর একটু স্থির হও, রাগকোরো না গভর্ম্মেণ্টের এরূপ করার কারণ আছে। দেখুন আমাদিগের মধ্যে বেদে,বাঁশবাজীকরেরা এসে বাজী করে, ছোট ছোট ছেলেদের পায়ে শিং বেঁধে,হাঁটুতে থালা দে দড়ির উপরে চড়ায়। সেই ছেলেগুলি দড়ির উপর দে মাঝখানে গে দুলে দুলে যখন "হায়রে টাকারে হায়রে টাকা"ব'লে চীৎকার কর্ত্তেথাকে,তখন বাবুভেয়ে, বৌ, ঝি, সকলেই পয়সা বৃষ্টি কর্ত্তেথাকেন কেন? টাকার জন্য অল্প বয়সের ছেলেকে বাপমায় দড়ির উপর চড়ায় ও আর আর নানারকম অসমসাহসের কার্য্য করাচ্ছে দেখে সকলেরই মনে দয়া হয় ও সেই দয়ার বেগ সম্বরণ কর্ত্তে না পেরে পয়সা বৃষ্টি কর্ত্তে থাকে, এমনকি ছোট ছোট ছেলেরাও তাদের পয়সা দিবার জন্য বাপমাকে পয়সা দেও পয়সা দেও ব'লে ধ'রে টানাটানি কর্ত্তে থাকে। তবে বিবেচনা কোরে দেখুন ইংরাজ জাত ভাই সকল প্রাণের আশা ছেড়ে দে সাত সমুদ্র তের নদী পারে এসে যখন "হায়রে টাকারে হায়রে টাকা" ব'লে চীৎকার কর্'তে থাকে, তখন কোন প্রাণে গভর্ম্মেণ্ট টাকা বৃষ্টি না ক'রে থাক্‌তে পারেন?

উন্নতির দুইএক কথা।

আজকাল সহর গুলজার,গলি গলিতে ব্যায়াম শিক্ষার আড্ডা হ'য়েছে; ইস্কুলের ছেলেদের মুখে সর্ব্বদাই ঐ প্রসঙ্গ শোনা যায়, কিন্তু কতকগুলো লোকে ব্যায়াম শিক্ষাকে "জিবনাস্তি"ব'লে থাকেন, তাহার ভাব না বুঝতে পেরে আমি আমার জ্ঞানকল্পলতিকা (অর্থাৎ ইংরাজীর এনসাইক্লোপিডিয়া) বাসন্তিকাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ব'লেছেন যে বুড়ো হাবড়া ভেতো বাঙ্গালী যাঁরা ভয়তরাসে, তাঁরা ছেলে পুলে ব্যায়াম শিক্ষা ক'র্ত্তে প'ড়ে ট'ড়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে ফেলে ব'লে "জীবননাস্তি" (অর্থাৎ প্রাণবিয়োগ হয় যাতে) বলেন; আর নব্যসম্প্রদায় যাঁদের রক্তের এখনো পুরো তেজ,তাঁরা

বলেন "জীবননাস্তি" না "জীবন অস্তি" অর্থাৎ জীবন যাহাতে থাকে। এবিষয়টা "গগণেফাল্গুণেফেনে ণত্বনেচ্ছন্তিবর্ব্বরাঃ" ও "নত্বমিচ্ছন্তিবর্ব্বরাঃ" বিবাদের মত হ'য়ে উঠেছে, অতএব ণ'ত্ববিষয়েও যেরূপ লেখকের অভিরুচিই ব্যবস্থা "জীবননাস্তি" ও "জীবন অস্তি" সম্বন্ধে সেই রূপ অভিরুচিতে নির্ভর। যাহাহউক এটার প্রচারে ছেলেগুলো "বর্ম্মা বর্ম্মা" কোরে অকর্ম্মণ্য নাহ'য়ে একটু যে গায়ে সামর্থ্য হবার পথে গেছে সেটাও ভাল কিন্তু পোড়া নশিরাম বাবুর চালচুল, উলটা সাল গায়েদেওয়া দেখে দেখে উড়ানি গায়ে দেওয়া ভুলে গে বগলেই রাখতে ধ'রেছে। ইস্কুলমাত্রেই শুনতে পাই ট্রেনিং পদ্ধতি চলিত হ'য়েছে। লোকে বলে যে বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষগণ সেটা কেবল উন্নতির জন্যই চালায়েছেন, তাঁরা বলেন যে ঐ নিয়মে দিক্ষিত হইলে, ছেলেদের কার্য্যে তৎপরতা জন্মায় ও একত্রে কার্য্যকরবার ক্ষমতা হয়, কিন্তু কথাতেই এই রূপ শুনি ফলে কিছু দেখতেও পাইনি আর বুঝতেও পারিনে, কি করি অনুসন্ধিৎসাটা স্থির হয় না। পাটনেয়ে ম্যাড়ার মত গুঁতোগুঁতি করে শেষে আর ঢুসহিতে না পেরে একদিন একটি ইস্কুলে দেখ্‌তে গেলেম, গিয়ে দেখি যে ছেলেগুলোকে ভ্যাড়ার পালের মত তাড়ায়ে নে গে গ্যালারীর উপর বারওয়ারীর সঙ্গের মত উপ্‌রো উপরি বসালে; তার পর সর্দ্দার গোছের শিক্ষক এসে ব'ললে "উঠ" অমনি ছেলেগুলি দাঁড়ালো,সেটা এক সময়ে হ'লে দেখাত ভাল কিন্তু ঘ'টলো না কতক আগে কতক পরে দাঁড়াল, এই দেখে আমি ভাবলেম যে ছেলেরা অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে প'ড়ছে তাই বুঝি বাতে ধর্‌বার ভয়ে দাঁড় করান হলো, পরে শিক্ষক ব'ললেন "দুই বাহু উপরে" অমনি ছেলেগুলি সাবেকধরণে আগুপেছু হয়ে দুই হাত উপর দিকে তুল্‌লে আমি ভাবলেম সেটা বুঝি ঘুড়ির লক ধরবার কস্ত হচ্ছে। তারপর "দুই বাহু অগ্রে" বলাতে ছেলেরা সাম্‌নে সোজা হাত বাড়ায়ে দিলে, আমার বোধ হ'য়েছিল যে উড়িবার কসলত করান হচ্চে কিন্তু "কম্পন" বল্‌লেই যখন তারা করদ্বয়ের অগ্রভাগ নাড়িতে লাগিল তখন আমি বুঝলেম যে তা না সিতলার ও পিরের গানের সঙ্গে মন্দিরে দিতে শিখান হচ্চে। "অঙ্গুলিধ্বনি" বলাতে ছেলেদের তুড়ি দিতে দেখে ভাবলেম যে বড় মন্দ নয়, বড় হ'লে "ছুটননসেন্স" ব'লে তুড়ি দে উড়িয়ে দিতে পার্‌বে। এইরূপ নানাবিধ অঙ্গ ভঙ্গির পর সব ছেলেগুলি মিলে এক রকম গান ক'রতে লাগলো—প্রথমটা গান দেখেই বোধ হ'য়েছিল মন্দ কি

কালেক্কে হাপআখ্‌ড়াই টাপআখ্‌ড়াই গাইতে পার্‌বে কিন্তু তখনি জ্ঞান হলো যে সেটা হবে কি ক'রে, তাতে যে একস্বরে গান ক'রতে হয় আর এযে প্রত্যেকের ভিন্ন স্বর হ'চ্চে; সন্ধ্যাকালে গঙ্গার ধারের বৃক্ষোপরে সম্মিলিত পাখির অনুকরণ অথবা বাহাদুরী কাট টানবার কালে মুটেদের গোলযোগের মত। যা হোক গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেখে কিছু স্থির-ক'র্ত্তে পার্‌লেমনা। কি করি মনে মনে ঐ কথারই আন্দোলন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে চ'-ললেম ক্রমে সেয়ালদর ইষ্টেসনে গে উপস্থিত হ'য়ে দেখি যে ট্রেন দাঁড়ায়ে র'য়েছে—ঐ যে ট্রেনটি দেখা, অমনি যেন কে দিব্য জ্ঞান ক'রেদিলে, তৎক্ষণাৎ বুঝলেম যে "ট্রেনিং" অর্থে ছেলে-দের ট্রেনগাড়ি ঠেলা, থামান, প্রভৃতি শিখানকেই "ট্রেনিং" বলে তখন সেই গা-নের কাটটানা সুরের অনুরূপত্বের কা-রণ জ্ঞান হ'লো। যখন অবিদিত কিছুই রহিলনা, আসল ভেদ মেরেনিলেম তখন ভাবলেম যে এ কি সর্ব্বনাশ! ইস্কু-লের হাবাতে মাষ্টারগুলো কি ছেলে-দের মুটেগিরী শেখাবার জন্য আছে, না গভর্মেণ্টের এত টাকা এই জন্যে শিক্ষাবিভাগে ব্যয় হয়?

বসন্তক সম্বন্ধীয় নিয়ম।

১। প্রত্যেক ইংরাজী মাসের শেষ দিনে বসন্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

২। ইহার মূল্য ডাকমাসুল সমেত বিদে-শীয় বার্ষিক ৩।৵০; দেশীয় অগ্রিম ৩ টাকা মাসিক ॥০ আনা।

৩। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বসন্তক বিদেশে প্রেরিত হয় না। অগ্রিম মূল্য স্বরূপ প্রেরিত ডাক ষ্ট্যাম্প হইতে বিক্রয়ের খরচা টাকায় /০ আনা হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা ৩॥/০ পাঠাইবেন, তাঁহারা ৩।৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার পাইবেন।

৪। বসন্তক সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নম্বর সুচারু যন্ত্রালয়ে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিতব্য।

৫। বসন্তকে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিপংক্তি ।০ আনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চারিবারের পর হইতে ৵০ গৃহীত হয়।

কলিকাতা, চিতপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু-যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।

দোখি খৃষ্টাষ্টমী
উসব।

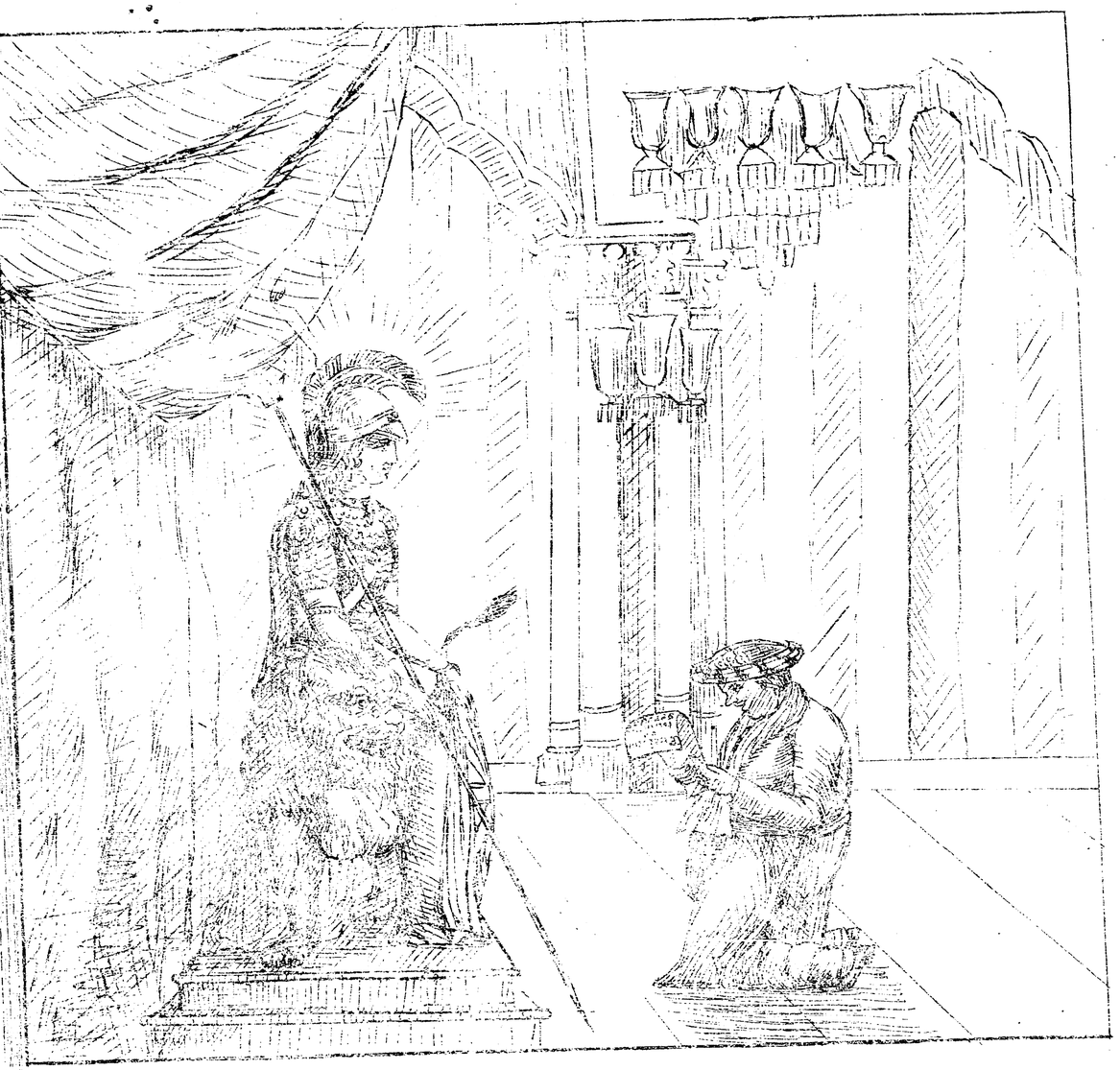

আধুনিক জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি
"ধনং দেহি
মানং দেহি
ইত্যাদি কমললোচনে।"

রাশ্‌নাম দ্যান্ সে সংবাদগুলি আমি আপনাদের এনে দেব; তা হ'লেই "রাম না হ'তে রামায়ণ" এর মত আপনারা আগেই সমস্ত জান্তে পার্‌বেন, তখন এক একজন এক একটী (ফোরটেলার) হ'য়ে প'ড়্‌বেন। ওড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁমারাটীও প্র্যাক্‌টীশ্ কোর্ত্তে ছাড়্‌বোনা। আমাদ্বারা তর বেতর বিলাতি মিষ্টিরি পেতে পা'রবেন, আর বলেন তো বেশীরভাগ কতকগুলি রকমওয়ারি গোচের স্যাম্পেল্ এনেও দেখাতে পা'র্‌বো। তবে এর মধ্যে আমার একটী ভাবনা এই যে বিলাতিজিনিষেই যদি আপনাদের মনকে পরিপূর্ণ কোরেফেলি, তাহ'লে আর কিছুতো মনের মধ্যে রাখ্‌বার জায়গা কুলবেনা; কারণ অন্য অন্য দেশেরও কিছু কি আমার অগোচর থাক্‌বে? তারপর আমি একবার আকাশমণ্ডল দেখে বেড়াব, সেখানে যে কটী গ্রহ আছে তাঁদের সঙ্গে ভালকোরে আলাপ করাই আমার প্রথম উদ্দেশ্য, তা হ'লে পাঠক মহাশয়দের মধ্যে যাঁর কখন কোন গ্রহবৈগুণ্য উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ যাঁর প্রতি শনি, রাহু ইত্যাদির কুদৃষ্টি প'ড়্‌বে, আমার রেকমেণ্ডেশনে সব গ্রহ ছেড়ে যেতে পা'র্‌বে। তাই বলি যে, মানুষে তো সচরাচরই বোলে থাকে যে "চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই" তা আমার নিজের চেষ্টা তো যথেষ্টই আছে আপনারাও দশজনে মনোযোগ ক'রে আমার ডানা দুখানি কিম্বা সহজে উড়েযাবার উপায়টী কোরেদিন্ বড় কাযে লাগ্‌বে। দেখুন মধ্যে২ আপনাদের নিকটেও আমার উপস্থিত হবার কত বিলম্ব হচ্চে, তার কারণ আর কিছুই নয়; আমি যা কিছু নিয়ে আপনাদের দিই তাতে আপনারা সন্তুষ্ট হন কি না বোল্‌তে পারিনা। উড়্‌তেপা'ল্লে কত রকম রকম আড়ংছাঁটা-চিজ্ নিয়ে ঠিক সময়ে বেওজর হাজির হ'তে পার্‌বো। আমি একবার আদা জল খেয়ে'ও অনাবিষ্কৃত দুর্গম পথগুলি (অদ্যাপি কেউই যেখানে যেতে পারেনি) দেখে আসি, আর হদ্দমুদ্দ চেষ্টাকোরে ইহকালের তো কথাই নাই; আপনাদের পরকালের রাস্তাটাও দরাজ কর্‌বার যোগাড় দেখি। কৈলাসে হরপার্ব্বতির সহিত সাক্ষাত, তাঁদের নিকট সংবাদ দেওয়া নেওয়া, সেটীও সহজে হ'য়ে উঠ্‌বে। আর শিবের সম্পত্তির মধ্যে বোধ হয় আপনাদের কারও কিছু দরকার হবে না হ'লেও দিতে পার্‌বো। আপনারা দিন কতক পরেই দেখ্‌তে পাবেন যে, যমের যমত্ব, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ও বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব ইত্যাদি সমস্তই এক্‌চেটে কোরে ফেল্‌বো; এর মধ্যে আপনারা যা কিছু অভিলাষ কোর্‌বেন তাই পেতে পার্‌বেন। আপনারা একটুকু সোবুর কোর্‌বেন,

আমি চেষ্টাকোর্ত্তে কোস্থর কোর্‌বনা, মেওয়া ফলাতে না পারি, আমড় চাল্‌তা ফ'লবেই ফ'লবে।

খ্রীষ্ট্‌ম্যাস্ ডে!

এত দিন আমরা বাঙ্গালী পরবের রগড়গুলোই লিখেছিলেম, এখন ইংরাজী পরবের পালা প'ড়লো, তৎসম্বন্ধেও কিছু বলি—খ্রীষ্ট্‌ম্যাস্ ডে সম্মুখে দেখে সহরের অধিকাংশ লোক আহ্লাদে আটখানা হ'তে লাগ্‌লো—দুর্গোৎসবটা যে রূপ সাধারণ পরব হ'য়ে উঠেছে, এও সেইরূপ। হিন্দু, মুসলমান, সাহেব, ফিরিঙ্গী, সকলেরই পক্ষে এটী বড় দিন—কত বড় বড় হিন্দুকুলোদ্ভব মৃৎসুদ্দিবাবুরা বাদাম, পেস্তা, কমলালেবু, সেরি, স্যাম্পেন, ভেটকী, হাঁস দে সাহেব বাড়ি সওগাদ পাঠাবার আয়োজনে ব্যস্ত। মুসলমান বাবুরজী, দপ্তরী, চোপদারেরা ফিট ফাট হ'য়ে সাহেব বাড়ি সেলাম বাজাতে অগ্রসর। সাহেবদের তো কথাই নাই, জামাস জামাস ক'রেই অজ্ঞান; নাচ, খানা, ইয়ারকী দে পাগলা হাতির মত বেড়াচ্চেন। দোয়াসলা রাঙ্গামুখ ফিরিঙ্গীরা পাছে দেশী ব'লে ধরা পড়েন, এই জন্য আহেলা বেলাত গোরাদের বজনিস নকল ক'চ্চেন, আর কালামুখো পেঁদরুস সকলের আনন্দের সীমা নাই, "মোদের কিচমিচ মোদের কিচমিচ" ব'লে মুটে মজুরদের কাছে সাহেবী দেখাচ্চে, আর শুঁট্‌কী মাছ, পচা কমলালেবু সংগ্রহে ব্যস্ত; গৌরচন্দ্রিকা তো এই রূপ, এখন আমোদের যৎকিঞ্চিৎ বলি, গোড়াই ছুটী। ছুটীর নাম হইলে কি স্বদেশী কি বিদেশী চাকুরে মাত্রেরই মনে আনন্দ হয়, বিশেষতঃ পল্লিগ্রামবাসী যাঁহারা কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিয়া চাকরি করেন তাঁহারাই ছুটীর প্রকৃত আমোদ বাটিতে গিয়া ভোগ করেন, কিন্তু যাঁহাদের সামান্য চাকরি এবং বাটী যাইবার রাস্তা সুবিধা গোচের নয় অর্থাৎ গাড়ি পাল্‌কী পাওয়া যায় না, তাঁহাদের এ ৪ দিনের ছুটী ছুটছুটি মাত্র আর কতকগুলি চাকরে যদিও বিদেশী, কিন্তু আপন আপন পরিবার আনিয়া এখানে বাসস্থল নির্ম্মাণ করত একপ্রকার সহুরে হইয়া পড়িয়াছেন সুতরাং ছুটীর দিনে স্বদেশে যাইবার উল্লাস তাঁহাদের তত নাই। পল্লিগ্রাম-নিবাসী চাকুরেগণ ছুটীর সময় বাটীতে গিয়া আপন আপন পরিবারদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আমোদ আহ্লাদ করিতে পাইলেই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। আমাদের সহরের বাবুদের অন্যতর; ইহাঁরা ছুটীর দিন হইলে অধিকাংশেই রকমওয়ারি

আমোদ চান এবং তন্নিমিত্ত প্রায়ই বাটীতে থাকিতে ভাল বাসেন না। যাঁহাদিগের বাগান আছে, তাঁহারা ছুটীর চারি দিন বাগানে নাচ, তামাসা ও ফিষ্ট্ ইত্যাদিতে আমোদের চূড়ান্ত করিয়া লইলেন, এঁদের কিচমিচটাই প্রকৃত প্রস্তাবে হয়; নাচ, খানা, দেদার চলে, গেঁদা ফুলে বাগানবাটী সজ্জিত আর ব্রাণ্ডি, সেরি, স্যাম্পিনের বোতলের ঠনঠনানি ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত, এঁদের মধুপানান্তে ইয়ারকির গর্‌রা দেখে কিচমিচ নামের সার্থকতা বুঝা যায়।

আর যাহাদিগের তাহা নাই, অথচ আমোদ চাই তাঁহারাও সাধ্যানুসারে দশ টাকা ব্যয় করিয়া বাগান গোচের কতকটা রাস্তার ইতস্ততঃ বা অন্ততঃ রাস্তায় রাস্তায় ভোগ করিয়া লইলেন। কদিন শুণ্ডিকালয় ও বেশ্যালয় গুল্‌জার। কলিকাতার বড় বড় হোটেল গুলির বাহার দেখে কে!!! আহা! আমরা সাহেবী মেজাজের বাঙ্গালী বাবুদের হ্যাড়া-খোর ব'লে নিন্দা করি, কিন্তু কিচমিচের দিন গ্রেট ইষ্টর্‌ন্ হোটেলের সজ্জা গর্জ্জা দেখে বোধ হয় যে আমাদের সে নিন্দাটা করা উচিত হয় না। বোধ করি মনু, অত্রি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তাদের সময় গ্রেট ইষ্টর্‌ন্ হোটেল থাক্‌লে তাঁরাও খানা না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌তেন না, তা সামান্য লোক কোথা থাকে! পাঠকগণ! ব'লবো কি বড় বড় বাবুদের জুড়িগুনো-পর্য্যন্ত গ্রেট ইষ্টর্‌ণের সজ্জা দেখে আর চ'লতে পারে না, দরজার সামনে দাড়ায়ে নাল ফেল্‌তে থাকে হোটেল সকল দেশীয়, বিলাতি ও দেশীবিলাতি তিনরকম সভ্যে পরিপূর্ণ। কি কলিকাতাবাসী কি পল্লিগ্রামবাসী এখনকার যে সমস্ত বাবু ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা এই বিলাতী ছুটী পাইয়া মনের সুখে রকমারি বিলাতী খাদ্যের টেষ্ট্ করিয়া লইলেন। বিশেষতঃ যাঁরা ইংরাজী প'ড়েছেন, অথচ কিছু ফল হয় নাই, কেবল (গোলাপি পেঁড়ায় মিছরির বুকনির মত) ইংরাজীর ছিটেমাত্র পাইয়াছেন, তাঁরা এবিষয়ে বড় অনুরাগী, কেন না হোটেলে খানা না খেলেই লোকে মূর্খ ব'লে ঠাওরাতে পারে, সুতরাং তাঁরা সাহেবের চেয়েও দশগুণ বাড়া গোরামি চাল ক'রে "আসল হইতে নকল খাস্ত" বাক্যটার গৌরব বজায় রাখেন। গ্রেটন্যাশন্যাল ও বেঙ্গলথিয়েটার এই অবকাশে কতকগুলি টাকার টিকিট বিক্রয় করিতে ভুলিলেন না। কতকগুলি বিদেশী বাবু যাঁহাদের চাকরির ছুটী নাই তাঁহারা ব্যতিত প্রায় সকলেই কিছু না কিছু আমোদ অন্ততঃ

বিশ্রাম লাভও করিয়াছেন, এমন কি আমার আমোদও কমনয় আমি সাধারণের আমোদের রীতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশা করিতেছি যে সময়ে সময়ে আরও কত দেখিব ও সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে ভুলিব না।

সমালোচনা।

হিন্দু মিউজিক নাম্নি একখানি গ্রন্থ আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কারণ আমাদের কপালে সমালোচনার্থে পুস্তক প্রায় ঘটে না, লোকে ভাবেন যে আমরা সমালোচনা করি না। হাঁস্তে২ কি চোক্ষে আঙ্গুল দেওয়া যায় না? কি ভ্রম অন্যের নির্ঘাত কেটো লাঠি কি আমাদের এই লাফিংগেস মাখান লাঠির চেয়ে ভাল? কখন কখন লাফিংগেস অভাবে আমরা গুড় মাখিয়ে মেরে থাকি, এতে যদি না হয় তাহা হইলে আমরা নাচার।

"মহত জন ভরসা মহত যে জন।"

আমাদিগকে যিনি উপযুক্ত ভাবিয়া তাঁহার পুস্তক সমালোচনা করিতে পাঠায়েছেন তাঁহার প্রচলিত গ্রন্থ যে অতি উৎকৃষ্ট তাহার আর দ্বিকথা নাই।

আমাদিগের পালজী নমঃ বিষ্ণু; এক্ষণে তিনি আর আমাদের পালজী নাই। তিনি ছোট কর্ত্তার অনারেবেল পালজী মহাশয়; গত ১৫ই সেপ্টেম্বর মাহায় হিন্দু পেট্রয়টে বাগ্‌বিতণ্ডা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্লার্ক সাহেব হিন্দু সংগীতের বিষয়ে যাহা চাপন দিয়াছিলেন তাহার উত্তর দিচ্ছেন। ক্লার্ক সাহেব তাহার পাল্‌টী উত্তর কলিকাতা রিভিউতে দেন। এই প্রকার কবির লড়ায়ের মত অনেক চাপান উত্তর পাল্‌টী উত্তরের পর এক প্রকার শেষ হইলে এই পুস্তকখানিতে তাহার মীমাংশা করা হইয়াছে।

কোন এক জমিদার তাহার পারিষদ সমভিব্যাহারে হাবড়ায় উপস্থিত হইয়া নিম্নতলার দাহঘাটের ধূমস্তম্ভ দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে এই কি কাশিপুরের চিনির কলের চিমনি?" পারিষদ উত্তর করিলেন "আজ্ঞা ঠিক বলিয়াছেন ঐ তাই বটে।" বাবু পার হইয়া কলিকাতায় আসিয়া দেখেন যে ওটী শবদাহ চিমনি; কহিলেন "ওহে এযে শবদাহ চিমনি?" পারিষদ উত্তর করিল" আজ্ঞা ঠিক বলিয়াছেন এই তাই বটে।" জমিদার হাসিলেন।

ক্লার্ক সাহেব বড় লোক, রাজার জাতি, তাহাকে এমত একাগ্নি বাণমারা ভাল হয় নাই, কুরুকুল চেপে পড়িলে সর্ব্বনাশ। "আজ্ঞা ঠিক বোলেছেন, তাই বটে' মরেনাই।

অদ্যাবধি মুসলমানেরা বলে যে ধ্রুপদতো তাহাদের ঘরাণা, হিন্দুরা কি জানে। "না বিইয়ে কানায়ের মা।"

কালাপাহাড়ী!
দেখিস ছুঁস্‌নে লাট সাহেব বোলেছে
আমাদের গোরাবিবী কোয়ে গেছে,

কাউয়েল সাহেব সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ হইয়া বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেন "এই সংস্কৃত কালেজ এই স্থলে পুনর্ব্বার স্থাপিত হইলেন" আমরা হেসে গড়াগড়ি দেওয়াতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

কয়েক জন পণ্ডিত যাঁহারা সম্মুখে দাঁড়াইয়া আহা আহা করিয়া গলিয়া পড়িলেন তাঁহাদের পদবৃদ্ধি হইল। সুতরাং "কলহে নঃ প্রয়োজনঃ।"

সংগীত দুই প্রকার স্বরাত্মক ও বর্ণাত্মক, স্বরাত্মকের নিকট শ্রবণ করিবে বর্ণাত্মকের নিকট শিক্ষা করিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরা স্বরাত্মকে ও বর্ণাত্মকে কোন ভেদ করিনা যাঁহার কণ্ঠে মিষ্টতা নাই তিনি কি কখন স্বরাত্মক গাহক হইতে পারেন? কতকগুলিন স্বর বদনে করিয়া বদন শব্দ করা, নিদ্রিত শিশুর আতঙ্কে নিদ্রাভঙ্গ করা, আমাদের মত মূঢ় জনের কর্ণ বধির করা, আর কুরুকুল মারাদের মন উচাটন করাতে যদি গাহক হয়, তবে ক্লার্ক সাহেব যে মাজীর গান ভাল বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই;

যে সময়ে দক্ষিণবাসী—কে মেডেল দেওয়া হয় তখন উডরো সাহেব কুক্ষণে কেদারা লন। সংগীত আরম্ভ হইল, উড্‌রো সাহেব কোড়িগণিতে লাগিল, আমরাও কেহ এসেছেন দেখিতে লাগিলাম।

উড্‌রো সাহেব কতক্ষণ কোড়ি গণিবেন, কোড়ি শেষ হইয়া গেল, ও ইদিক দেখ্‌লেন ওদিক দেখলেন শেষে দড়ি টানিতে আরম্ভ করিলেন, আমরা সাপুড়ের তুবড়ীর গানের মহিমায় সর্পের ভয়ে পা তুলে বসিলাম, বৃষ্টি এল, সাহেবের মুখ লাল হয়ে উঠিল থাবা থাবা দাড়ি ছিঁড়িতে লাগিলেন, আমরা তাই দেখিতে লাগিলাম, ভাগ্যবশতঃ ঢেঁকির কচকচি লাগিল, সাহেবের যে কয়েকটী চুল ছিল বেঁচে গেল, আমরাও অব্যাহতি পাইলাম। তজ্জন্য এবার মেডেল দিবার কালীন আর বাঙ্গালীদের নিমন্ত্রণ হয় নাই কিবল সাহেব লোকদের আহ্বান হইয়াছিল। ভাল করা হইয়াছিল "যা শত্রু পরে পরে।"

ক্লার্ক সাহেব বলেন যে শ্রুতি বুঝিতে পারেন নাই কেমন করিয়া পারিবেন, সাত মুনির সাত মত, কেহ কেহ বলেন শ্রুতির ব্যবধান সমান চারিআনা করিয়া, কেহ কেহ বলেন তাহা হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে মিল (harmony) থাকেনা; শ্রবণ কটু হয়। ঘরের ঝগড়া অগ্রে মিটাইয়া বাহিরে ঝগড়া করা কর্ত্তব্য। ঘরের শত্রু বড় শত্রু।

ক্লার্ক সাহেব বলেন যে কলিকাতায়

কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার ধন ও জন বলে এই ভ্রমমূলক সংগীতধারা প্রচার করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। ক্লার্ক সাহেবের মস্তক বেষ্টন করিয়া নাসিকা স্পর্শ করিবার আবশ্যক কি? শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলিলে হানি কি? কিন্তু একথা আমরা বিশ্বাস করি না। রোমান কেথালিকদিগের প্রতাপে গেলিলিওর "পৃথিবী ঘুরিতেছে" মত কি পূজ্য হইল না? বঙ্গ-দর্শনের বিকট টানানে কালীদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি মহিরুহ উৎপাটিত হইয়া কি "এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে" হইত না? ভেরেণ্ডা গাছের কি গুণ নাই, কেষ্টরাইল হয়, তাই বলিয়া অন্য মহিরুহ নষ্টের আবশ্যক কি? সমস্ত বাহবা কি একচেটে না করিতে পারিলে আশ মেটে না?

"অসাধ্য আশা যার তাহারি দুর্দ্দশা।"

সংগীত গুণিগণ গণনারম্ভে যাঁহার সম্ভ্রমে সর্ব্বাগ্রে খড়িপাত হইবেক, তাঁহার এমত চেষ্টার আবশ্যক কি! তিনি যে পুত্র প্রসব করিয়াছেন তাহা ভালয় ভালয় আঁতুড় পার হোলে বাঁচি, যে বিমাতারা ঝুঁকিয়াছেন সলিমান নিকট বিচারাকাঙ্ক্ষী মাতাদ্বয়ের মত ছেলেটী দ্বিখান না করিয়া ফেলেন। কলহে নঃ প্রয়োজনঃ।" মিলে মিশে কাযের সার নাই। বিজ্ঞকে এককথা মূর্খকে কিছুই বলিতে চাহি না, হিতোপদেশে বাঁদরের পক্ষীর বাঁশা ভাঙ্গার কথাটী আমাদের আজ্ও মনে আছে।

হুজুকের হদ্দ খপর।

আজকাল সহরে একটা বড় নূতন হুজুক উঠেছে, পূর্ব্বে তালতলার চটিই প্রসিদ্ধ ছিল, এক্ষণে দেখ্ছি "প্লাঞ্চটী" তাহার খ্যাতিটাকে ফলারের মত লুটে নিলে! যেখানে যাই সেই খানেই "প্লাঞ্চটি"—কি বুড়ো, কি যুবো কি বালক সকলেই প্লাঞ্চটিতে খেপেছে অধিক কি সহর "প্লাঞ্চটির" কথার আন্দোলনে নিদাঘ সমীরে সাগর সলিল সদৃশ তরঙ্গায়িত। যাহাহোক আমি তো আর স্থির হ'য়ে রইতে পারলেম না, ভাবলেম যা থাকে কপালে "প্লাঞ্চটি" যে কি দিল্লির লাড্ডু সেটা একবার দেখ্তে হবে। এইরূপ ভেবে চিন্তে স্থির ক'রলেম যে নিদেন ব্রাহ্মণীর গহনা বাঁধা দিয়েও ঐ চটিটা একবার প'রবো কিন্তু এমন সময় স্মরণ হলো যে শুনেই "প্লাঞ্চটি" প'রতে উদ্ধত না হ'য়ে একবার কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, সেটা কি; আর কোন ডাক্তারের কাছে জানা কর্ত্তব্য যে উহা ব্যবহারে দোষ আছে কি না। এই মনে ক'রে আগে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয় ঠাউরে আমাদের দে মহাশয়ের কাছে গেলেম কেননা তিনি জন-

সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ ক'রেছেন, রসায়নাদি শাস্ত্রে তাঁর তুল্য লোক বাঙ্গালীর ভিতর আর পাওয়া যায় না, রসায়নের নামের সঙ্গে তাঁর নাম রাধার সহিত শ্যাম নামের মত গাঁথা হ'য়ে গেছে। যাহউক এখন সভ্যগণ শ্রবণ করুণ দে মহাশয়ের কাছে আমার কি ফল হ'লো, আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি ব'ল্লেন "গবর্ণর আস্বেন? লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আস্বেন?" আমি ব'ল্লেম "মহাশয় আগে শুনুন ব্যাপার টা কি?" তাহাতে দে মহাশয় ব'ল্লেন "ঠাকুর তবে আমার ফুরসোদ হবে না" কিন্তু আমি নাছোড়বন্দা ছিনে বোঁকের মত ধরে ব'সলেম। পরিশেষে অনেক টানাটানির পর দে মহাশয় ব'ল্লেন "প্লাঞ্চটিতে" রসায়ন নাই সুতরাং আমি তাহার কিছুই জানি না, আর জানিতেও ইচ্ছা করি না, যেহেতু আমার সময় নিয়োগের উপযুক্ত কর্ম্ম আছে অতএব নিষ্কর্ম্মা ছোট দে মহাশয়কে ধরুন গে তিনি সব বলিবেন, যেহেতু তাঁহার অনেক অবকাশ সময় আছে।" একথাগুলো আমার বড় অসঙ্গত ও অন্যায় বোধ হলো না, যেহেতু এরূপ বরাত দেওয়া পূর্ব্বকালাবধি চলিত আছে। জৈমিনী, মার্কণ্ডেয়কে কোন প্রশ্ন করাতে তিনি তাহাকে পক্ষিরূপী দ্বিজদিগের নিকট পাঠায়েছিলেন। যাহ'ক, আমি তাড়াতাড়ি গে ছোট দে মহাশয়ের বাড়ি হাজির হলেম, এবং দেখলেম যে দোতলার হলের টেবিলে কতকগুলি লোকে ব'সেছেন ও একখানি চাকা দেওয়া হরতনের টেক্কার আকৃতির কাষ্ঠ ফলকে দুইজন হাত দিয়া আছেন ও ঐ ফলক কুমারের চাকের মত ঘরঘরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমি দেখিয়া চক্ষুস্থির হয়ে দে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা ক'রলেম "মহাশয় এখানে কি হ'চ্চে। দে মহাশয় ব'ল্লেন "প্লাঞ্চটি" চালনা হ'চ্চে!" তৎশ্রবণে আমি জিজ্ঞাসা ক'র্লেম "প্লাঞ্চটিতে" কি হয়? দে মহাশয় ব'ললেন "যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর তাহারই উত্তর দেয় ও যে আত্মা উত্তর দেয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সে কে তাহা বলে।" এই কথা শুনেই আমি বল্লেম "তবে মহাশয় আমার জান্বার কি হবে"? দে মহাশয় জুনিয়ার, ব'ল্লেন "তার ভাবনা কি মহাশয়, বসুননা ঐ প্লাঞ্চটীতে হাত দে বসুন না—রামবাবু আপনি এর রঙ্গে বসুনতো" এই ব'লে আমার দুই হাত ধ'রে প্লাঞ্চটীর উপর দিলেন ও রামবাবুও ব'সলেন। এই রূপে কিছুক্ষণ ব'সে র'ইলেম চটি নড়েওনা চড়েওনা যেন পাথর হ'য়ে ব'সলো, খানিক পরে দে মহাশয় ব'ল্লেন "ঠাকুর চেপেধরোনিতো" আমি ব'ল্লেম "না চেপেধ'রবো কেন তা হলে চটি চলবে

কেন ?" দে মহাশয় তখন বল্লেন "তবে একবার খানিক ছেড়ে দে পুনর্ব্বার বসুন তা হ'লে চলবে" আমরা তাই ক'র্‌লেম কিন্তু চটির আর নড়ন হয়না সন্দেহ হলো বা শেকড় গেড়েছে। পরিশেষে সকলেই বল্লেন "তোমার হাতে চ'লবে না, তোমার টেম্পরেমেণ্ট লাইট নহে" আমি অবাক কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম"আপনারা কি ব'লছেন বাঙ্গলা ক'রে ব'লুন" তখন সকলে বলিলেন "তোমার প্রকৃতি গম্ভির ; চটি সরস-প্রকৃতি ব্যক্তির হাতেই চলে" আমার এই কথাতে হরিভক্তি উড়ে গেল এবং মনোমধ্যে একটা মহা চিন্তা উপস্থিত হ'লো। আমি ভাবলেম কি সর্ব্বনাশ এযে মূলে ঘা দেয়, আমার ব্যবসা লোক হাসান এই জন্য নেড়ামাথায় ইয়ারকি ধরণের পাগ বেঁধেছি, গাচপাঁচছয় শিখায় যা চুল আছে তাহাকেও পাছে লোকে অসভ্য বার্‌বারস বলে ব'লে, বুরুসদে নিত্য আঁচড়াই ও ডগাগুলি পেঞ্চ্‌ট্‌ করি, কি শীত কি গর্মি বারমাস ফিন্‌ফিনে সিমলের কালাপেড়ে ভিন্ন পরিনা, গোলাপিপানের খিলিতে বেশীক'রে চুণ দে খেয়ে ওষ্ঠছুটী টক্‌টকে করি, তাতে চূণে গাল হাজবার ভয় করিনা, শান্তিপুরে কুঞ্জদার উড়ানি কে চুনোট ক'রে পাগবেঁধে দুই ধারে পদ্মফুলের মত ছ'রকেদি, কানে একটু সোহাগের ফায়া না দে বেরুইনি, রাত দিন মুখে নিধু টপ্‌পা ও রামবসুর বিরহের নাগাড় রাখি, হাসি ভিন্ন কথা কইনা, এতেও যদি সরসপ্রকৃতি না হবে তো হোলো কি ? আর এত সভ্যভব্য লোকের মনে যখন আমি হাস্যরসের উদ্দীপনা ক'র্‌ছি তখন সরসপ্রকৃতি নয় ব'ল্লে আমি শুনব'কেন, অতএব যা থাকে কপালে এ বিষয়ে দে মহাশয়ের সঙ্গে তর্ক ক'রতে হ'চ্চে। এই ভেবেই বিতণ্ডা করবার উদ্যোগ কল্লেম, কিন্তু এমন সময় মনে উদয় হ'ল যদি বাসন্তিকার কাণে উঠে যে ভদ্রসমাজে আমাকে অরসিক বলেছে তাহা হইলেই তো সর্ব্বনাশ ; লোকে দ্বিতীয় পক্ষের সংসারকেই এঁটে রাখ্‌তে পারে না, তাতে আমার তৃতীয় পক্ষের বাসন্তিকা একথা শুন্‌লে কি হবে। সভার মাঝে আমাকে সকলে অরসপ্রকৃতি অপকলঙ্ক রটালে বাসন্তিকা যে একেবারে দূর দূর ক'রে খেদায়ে দেবেন, তা দিতেই তো পারেন পাড়ার নচ্‌কো ছুঁড়ি ফুঁড়িগুলো অমনিতেই "বুড়োবরের মাগ" ব'লে দেক করে তাতে আবার এ কথা শুন্‌লে তারা কি বাসন্তিকাকে স্থিরহ'তে দেবে? বাসন্তিকা জ্বালাতন হ'য়ে কাযেই আমাকে লাঞ্ছনা ক'রবেন। বাসন্তিকার আমার এদিগে সব ভাল, কিন্তু ছুঁড়িগুলোর কথা যে কেন শোনেন তা